ধর্ম্মজীবন।

নিত্যকৃত্যপ্রকরণ, পূজাপ্রকরণ, মুদ্রা ও আসনপ্রকরণ,
স্তবকবচপ্রকরণ ও শৌচাশৌচ প্রভৃতি বহুবিধ
নিত্যানুষ্ঠান-সংবলিত।

কথকপ্রবর

শ্রীনরেন্দ্রকৃষ্ণ শিরোমণি

সঙ্কলিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা

২১ নং নন্দকুমার চৌধুরীর ২য় লেন
"কান্তিয়া-যন্ত্রে"
শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩২৩। জ্যৈষ্ঠ।

মূল্য ৸০ বারো আনা মাত্র।

প্রকাশকের নিবেদন।

নিত্য-ক্রিয়ানুষ্ঠানের জন্য ধর্ম্ম-জীবনের ন্যায় একখানি পুস্তকের অভাব ছিল কি না, প্রকৃত ধর্ম্মপথাবলম্বী ব্যক্তিমাত্রেই ইহা সহজে উপলব্ধি করিতে পারেন। আমি স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া এই গ্রন্থ প্রকাশে সাহসী হই নাই। কতিপয় বিখ্যাত পণ্ডিত মহোদয় বাজারের পারিপাট্য বিহীন, ভ্রমপূর্ণ পুস্তক পাঠে বিরক্ত হইয়া, প্রণালী-বিশুদ্ধ করিয়া একখানি নিত্যকর্ম্মের পুস্তক প্রকাশ করিতে আদেশ দেন। আমি তাঁহাদিগেরই আদেশে এই পুস্তক প্রকাশে সাহসী হইয়া অদ্য সাধারণ সমক্ষে ইহা প্রকাশ করিলাম। জানি না, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি। তবে প্রণালী-বিশুদ্ধ করিবার জন্য পুস্তক-খানিকে চারিটি প্রকরণে বিভক্ত করা হইয়াছে;—নিত্যকৃত্যপ্রকরণ, পূজাপ্রকরণ, মুদ্রা ও আসনপ্রকরণ এবং স্তবকবচপ্রকরণ। এতদ্ভিন্ন একটি পরিশিষ্ট প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্মের জন্য বহুবিধ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

এক্ষণে ধর্ম্ম-জীবনের ন্যায় পুস্তক প্রচারে সাধারণের উপকার হইবে কি না, তাহা স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মহাত্মগণই বলিতে পারেন। কাল-বশে অস্মদ্দেশে কর্ম্মকাণ্ড একবারে লুপ্তপ্রায়! বিজাতীয় ভাষা-শিক্ষা, বিজাতীয় আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিয়া, বিজাতীয়গণের মধ্যে সুখ্যাতি-সম্মান লাভ করিতে সকলেই ব্যস্ত। বর্ণাভি-মানী দ্বিজাতিগণও আর্য্য মনীষিগণ-প্রদর্শিত পথ হইতে বিচ্যুত হইতেছেন। ধ্যান-যোগাদি উচ্চ অঙ্গের কর্ম্মকাণ্ডের কথা দূরে

থাকুক, হয় তো নিত্যকর্ম্মের মধ্যে সন্ধ্যাবন্দনাদি পর্য্যন্ত অনেকেই জ্ঞাত নহেন। এক্ষণে এই পুস্তকের সাহায্যে যদি একজন মাত্র হিন্দুসন্তান আচারবান্ হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের আচরিত ক্রিয়া-কর্ম্মে রত হন, তবে আমার শ্রম ও অর্থব্যয় সফল জ্ঞান করিব।

বড় দুঃখে দুই একটি কথা বলিতে বাধ্য হইলাম। অস্মদ্দেশের পাঠকবর্গের মধ্যে অনেকেই আসলের আদর না করিয়া নকলের আদর করিয়া থাকেন। পুস্তক-অভ্যন্তরস্থ বিষয়াবলীর ন্যূনাধিক্য বা শুদ্ধি অশুদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, কেবল পুস্তকের নামটি মাত্র ঠিক থাকিলে এবং মূল্যের হ্রাস দেখিলেই পাঠকবর্গ সেই পুস্তক ক্রয় করিতে ব্যস্ত হন। কিন্তু পুস্তক ক্রয় করিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা একবার একটু স্থির-চিত্তে ভাবিয়া দেখিবেন, সেই সেই গ্রন্থের প্রকাশক বা বিক্রেতৃগণ কোথা হইতে কিরূপে সুলভ মূল্যে পুস্তক দিয়া নিষ্কাম-ধর্ম্ম পালন করেন।

বিনীত

শ্রীশরচ্চন্দ্র শর্ম্মা।

সূচীপত্র।

নিত্যকৃত্যপ্রকরণ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রাতঃকৃত্য।	
রাত্রির শেষযামার্দ্ধ অর্থাৎ ৪॥০টা হইতে ৬টার মধ্যে কর্ত্তব্য	১
তান্ত্রিকবিধি	৩
চৌরগণেশমন্ত্র	৪
পৃথিবী-নমস্কার	৫
মলমূত্রত্যাগবিধি	”
শৌচবিধি	৬
পাদক্ষালনবিধি	৮
শিখাবন্ধন ও আচমন	৯
দন্তধাবনবিধি	”
প্রাতঃস্নান ও আচমনবিধি	১১
(তান্ত্রিক আচমন, বৈষ্ণব আচমন)	১৩
তান্ত্রিকস্নান	১৬
বস্ত্রপরিধান	১৭
তিলকধারণ	১৮
তিলকধারণস্থান	”
তিলকদ্রব্য	”
শিবপূজাবিষয়ে তিলক	১৯
শক্তিপূজাবিষয়ে তিলক	”
বৈষ্ণবতিলক	১৯
তর্পণব্যবস্থা	
সামবেদীয় তর্পণবিধি	২২
যজুর্ব্বেদীগণের ও শূদ্রের তর্পণবিধি	২৯
ঋগ্বেদীয় তর্পণবিধি	৩২
সন্ধ্যার সাধারণবিধি	৩৩
সামবেদীয় সন্ধ্যাবিধি	৩৪
যজুর্ব্বেদীয় সন্ধ্যাবিধি	৫১
ঋগ্বেদীয় সন্ধ্যাবিধি	৫৬
ব্রহ্মযজ্ঞ	৭৩
তান্ত্রিকসন্ধ্যা ও তর্পণ	৭৪
পূর্ব্বাহ্নকৃত্য।	
প্রথমযামার্দ্ধকৃত্য ; ৬—৭॥০টা	৭৯
দ্বিতীয়যামার্দ্ধকৃত্য ; ৭॥০—৯টা	”
তৃতীয় যামার্দ্ধকৃত্য ; ৯—১০॥০টা	৮০
চতুর্থ-যামার্দ্ধকৃত্য ; ১০॥০—১২টা	৮০
মধ্যাহ্নকৃত্য।	
১২টা হইতে ১॥০ টার মধ্যে কর্ত্তব্য	৮২
নিত্যহোম	৮২
বৈশ্বদেব বা দেবযজ্ঞ	৮৪
বলি বা ভূতযজ্ঞ	৮৫
অতিথিসৎকার বা নৃযজ্ঞ	৮৭
নিত্যশ্রাদ্ধ	”
গোগ্রাসদান	৮৮

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভোজন	৮৮
অভক্ষ্য	৯০
দিনবিশেষে অভক্ষ্য	৯১
জলপানবিধি	৯২
মৎস্যশোধন	”
মাংসশোধন	”
মুদ্রাশোধন	”
অন্নাদিনিবেদন ও ভোজনপ্রণালী	৯৩
গণ্ডূষত্যাগ	৯৪
ভোজনান্তে আচমন	৯৫
তাম্বূলভক্ষণ	৯৬
অপরাহ্ণকৃত্য।	
ষষ্ঠ ও সপ্তমযামার্দ্ধকৃত্য	[illegible]
অষ্টমযামার্দ্ধকৃত্য	”
সায়াহ্নকৃত্য	৯৭
রাত্রিকৃত্য।	
প্রথমযামকৃত্য ; ৬টা হইতে ৯টা	”
দ্বিতীয়যামকৃত্য ; ৯টা হইতে ১২টা	”
তৃতীয়যামাদিকৃত্য (শয়নবিধি)	৯৮
দারোপগমন	৯৯

পূজাপ্রকরণ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
পার্থিবশিবলিঙ্গপূজা	১০১
লিঙ্গনির্ম্মাণবিধি	”
উপবেশন ও আসন-নিয়ম	১০২
স্বস্তিবাচন	”
সামান্যার্ঘ্য	১০৪
জলশুদ্ধি	”
আসনশুদ্ধি	”
বিঘ্নাপসারণ	১০৫
গন্ধাদির অর্চ্চনা	১০৬
নারায়ণাদির অর্চ্চনা	১০৬
গণেশাদিপূজা	”
গণেশপূজা	১০৬
সূর্য্যপূজা	১০৭
বিষ্ণুপূজা	১০৮
শিবপূজা	”
জয়দুর্গাপূজা	”
করশুদ্ধি	”
ভূতশুদ্ধি	১০৯
মাতৃকান্যাস	১১০
প্রাণায়াম	১১২
প্রাণপ্রতিষ্ঠা	”
অঙ্গন্যাস	১১৩

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
করন্যাস	১১৩	গুরুপূজা	১২১
ঋষ্যাদিন্যাস	„	গুরুধ্যান	১২২
ব্যাপকন্যাস	„	স্ত্রীগুরুধ্যান	„
ধ্যান	„	মানসগুরুপূজা	„
মানসপূজা	১১৪	গুরুপূজায় করাঙ্গন্যাস	১২৩
বিশেষার্ঘ্য	„	„ অঙ্গন্যাস	„
পুনর্ধ্যান ও আবাহন	১১৬	„ পূজা	১২৪
শিবলিঙ্গস্নাপন	১১৭	গুরুপংক্তিনমস্কার ও জপবিসর্জ্জন	„
পূজা	„	গুরুপ্রণাম	„
অষ্টমূর্ত্তিপূজা	১১৮	গুরুপাদুকাপূজা	১২৫
জপ ও জপবিসর্জ্জন	১১৯	কুণ্ডলিনীপূজা	„
প্রণাম	„	শালগ্রামশিলায় নারায়ণপূজা	১২৭
আত্মসমর্পণ	১২০	শালগ্রামস্নান	„
ক্ষমাপ্রার্থনা	১২০	পঞ্চদেবতাপূজা	„
বিসর্জ্জন	„	মূলপূজা	„
বাণলিঙ্গে শিবপূজা	১২১	জপবিসর্জ্জন ও প্রণাম	১২৮

আসন ও মুদ্রাপ্রকরণ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
আসনবিধি।		মৎস্যাসন	১৩৩
দ্বাত্রিংশদ্বিধ আসনের নাম	১৩০	গুপ্তাসন	„
সিদ্ধাসন	১৩১	পশ্চিমোত্তানাসন	„
পদ্মাসন	১৩২	মৎস্যেন্দ্রাসন	„
ভদ্রাসন	„	গোরক্ষাসন	১৩৪
মুক্তাসন	১৩৩	উৎকটাসন	„

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
যোগাসন	১৩৪	উদানমুদ্রা	১৪০
মুক্তাসন	১৩৫	ব্যানমুদ্রা	"
বজ্রাসন	"	অঙ্কুশমুদ্রা	"
স্বস্তিকাসন	"	তত্ত্বমুদ্রা	১৪১
সিংহাসন	১৩৬	ধেনুমুদ্রা	"
গোমুখাসন	"	নারাচমুদ্রা	"
বীরাসন	"	লোলিহামুদ্রা	"
ধনুরাসন	১৩৭	কূর্ম্মমুদ্রা	১৪২
মুদ্রাবিধি।		প্রার্থনামুদ্রা	"
মহামুদ্রা	১৩৭	আবাহনীমুদ্রা	১৪৩
মহাবন্ধ	১৩৮	স্থাপনীমুদ্রা	"
খেচরীমুদ্রা	"	সন্নিধাপনীমুদ্রা	"
গন্ধমুদ্রা	১৩৯	সংবোধিনীমুদ্রা	"
পুষ্পমুদ্রা	"	সম্মুখীকরণীমুদ্রা	"
ধূপমুদ্রা ও দীপমুদ্রা	"	মৎস্যমুদ্রা	"
নৈবেদ্যমুদ্রা	"	গালিনীমুদ্রা	১৪
প্রাণমুদ্রা	১৪০	অবগুণ্ঠনমুদ্রা	"
অপানমুদ্রা ও সমানমুদ্রা	"	সংহারমুদ্রা	"

স্তবকবচপ্রকরণ।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
বাল্মীকিকৃত গঙ্গাষ্টকস্তোত্র	১৪৫	হিমালয়কৃত শিবস্তোত্র	১৫২
শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিত গঙ্গাস্তোত্র	১৪৬	মহিম্নস্তোত্র	১৫৩
অন্নপূর্ণাস্তোত্র	১৪৮	শিবকবচ	১৬০
অন্নপূর্ণাকবচ	১৫০	কর্পূরস্তোত্র	"
		কালীকবচ	১৬৪

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
গুরুস্তোত্র	১৬৫	স্মরারিস্তোত্র	২০৭
গুরুকবচ	১৬৬	রুদ্রকবচ	২০৮
স্ত্রীগুরুস্তোত্র	১৬৮	বাণলিঙ্গস্তোত্র	২১০
স্ত্রীগুরুকবচ	১৬৯	বটুকভৈরবস্তোত্র	২১২
বাণীস্তোত্র	১৭১	নবগ্রহস্তোত্র	২১৭
সরস্বতীকবচ	১৭৩	নবগ্রহকবচ	২১৮
মহালক্ষ্মীস্তোত্র	১৭৬	জগন্নাথস্তোত্র	২১৯
লক্ষ্মীকবচ	১৭৯	ষষ্ঠীস্তোত্র	২২০
ভবান্যষ্টক	১৮২	মনসাস্তোত্র	২২২
দুর্গাকবচ	"	সূর্য্যস্তোত্র	২২৩
মঙ্গলচণ্ডিকাস্তোত্র	১৮৪	সূর্য্যকবচ	২২৪
বগলামুখীস্তোত্র	১৮৫	রাধাস্তোত্র	২২৫
জগদ্ধাত্রীস্তোত্র	১৮৭	রাধাকবচ	২২৬
তারাস্তোত্র	১৮৮	গোপালস্তোত্র	২২৯
তারাকবচ	১৯০	কুণ্ডলিনীস্তোত্র	২৩০
তুলসীস্তোত্র	১৯৫	কুণ্ডলিনীকবচ	২৩১
শ্রীকৃষ্ণস্তোত্র	১৯৬	শীতলাস্তোত্র	২৩৬
শ্রীকৃষ্ণকবচ	১৯৯	অপরাজিতাস্তোত্র	২৩৭
নৃসিংহকবচ	২০১	গায়ত্রীকবচ	২৪১
শ্রীরামচন্দ্রস্তোত্র	১০৩	গায়ত্রীশাপোদ্ধার	২৪২
শ্রীরামকবচ	২০৫		

পরিশিষ্ট।

দেবদেবীর ধ্যান, প্রণাম ও মন্ত্রাদি।

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
গণেশ	২৪৩	কৃষ্ণ	২৪৪
বিষ্ণু	"	গোপাল	"

বিষয়	পৃষ্ঠা
বালগোপাল	২৪৪
সূর্য্য	২৪৫
রাম	"
বাণলিঙ্গ	২৪৬
অগ্নি	"
মার্কণ্ডেয়	"
ব্রহ্মা	"
বাসুদেব	২৪৭
কার্ত্তিক	"
কুবের	"
দুর্গা	"
অন্নপূর্ণা	২৪৯
সরস্বতী	"
(ঐ পুষ্পাঞ্জলি)	"
লক্ষ্মী	২৫০
(ঐ পুষ্পাঞ্জলি)	"
ষষ্ঠী	"
মনসা	২৫১
মঙ্গলচণ্ডী	"
জগদ্ধাত্রী	"
গঙ্গা	২৫২
রাধিকা	২৫৩
সীতা	"
তুলসী	"
চণ্ডী	২৫৪
শীতলা	"

বিষয়	পৃ
দক্ষিণকালিকা	২৫
তারা	২৫
ষোড়শী	"
ভুবনেশ্বরী	"
ভৈরবী	২৫৬
ছিন্নমস্তা	"
ধূমাবতী	২৫
বগলামুখী	"
মাতঙ্গী	২৫৮
কমলা	"
হনুমান্	"
ইন্দ্র	২৫৯
গরুড়	"

বিবিধ বিষয়।

বিষয়	পৃ
সাগরসঙ্গমস্নান	২৫৯
ব্রহ্মপুত্রস্নান	২৬০
নন্দাস্নান	"
বারুণীস্নান	২৬১
(মহামহাবারুণী, মহাবারুণী)	"
দশহরাস্নান	"
গ্রহণস্নান	২৬২
(চূড়ামণিযোগ)	"
অর্দ্ধোদয়স্নান	২৬৫
মাকরী-সপ্তমী-স্নান	"
কার্ত্তিকমাসীয় প্রাতঃস্নান	২৬
মাঘমাসীয় প্রাতঃস্নান	"

বিষয়	পৃষ্ঠা
বরাত্রিকৃত্য	২৬৫
ঐ স্নান ও অর্ঘ্যমন্ত্রাদি)	২৬৬
মতু (ইঁতুপূজা)	২৬৭
ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় অন্নদানমন্ত্র	"
পুষ্পচয়নবিধি	"
নিষিদ্ধপুষ্প	২৬৮
তুলসীচয়ন-প্রণালী	"
তুলসীচয়নমন্ত্র	"
তুলসীচয়নে নিষিদ্ধদিন	"
বিল্বপত্রচয়নমন্ত্র	"
বিল্বপত্রচয়ন-প্রণালী	"
বিল্বপত্রচয়নে নিষিদ্ধদিন	২৬৯
দূর্ব্বাচয়নপ্রণালী	"
তুলসীবৃক্ষে জল দিবার মন্ত্র	"
অশ্বত্থবৃক্ষে জলদান-মন্ত্র	"
বিষ্ণুচরণামৃতধারণ-মন্ত্র	"
বিপ্রপাদোদকধারণ-মন্ত্র	"
রুদ্রাক্ষসংস্কারবিধি	"
রুদ্রাক্ষধারণমন্ত্র	২৭০
ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে রুদ্রাক্ষধারণের সংখ্যা	"
তুলসীমালাসংস্কার	"
নীরাজনপ্রণালী	২৭১
ভোগ ও শীতল দেওয়া	"
উপচার	২৭২
ষাড়শোপচার-দ্রব্য	"

বিষয়	পৃষ্ঠা
দশোপচার-দ্রব্য	২৭৩
পঞ্চোপচার	"
যজ্ঞোপবীতগ্রন্থিপ্রণালী	"
যজ্ঞোপবীতধারণবিধি	২৭৪
যজ্ঞোপবীতপ্রমাণ	"
যজ্ঞোপবীতমার্জ্জন-দ্রব্য	২৭৫
যজ্ঞোপবীতমার্জ্জনপ্রণালী	"
দেবপ্রদক্ষিণপ্রণালী	"
দেবতাভেদে প্রদক্ষিণের প্রকারভেদ	"
নষ্টচন্দ্রদর্শনে জলপান	"
শান্তি	২৭৬
স্বস্ত্যয়ন (তুলসী দেওয়া)	"
হরিরলুট প্রদান	২৭৮
আকাশপ্রদীপদানমন্ত্র	২৭৯
উল্কাদান	"
ভূতচতুর্দ্দশী	"
অশোকাষ্টমীতে অশোককলিকা-পানমন্ত্র	২৮০
ঘটোৎসর্গপদ্ধতি	"
যবাদিদ্রব্যের অভাবে প্রতিনিধি	২৮২
দেবপূজায় আবাহনাদির নিষেধবিধি	"
অম্বুবাচীতে নিষিদ্ধকর্ম্ম	"
সধবার পক্ষে কুশ ও তিল ব্যবহারের নিষিদ্ধতা	"

বিষয়	পৃষ্ঠা
পর্য্যুষিত কুশ ও শিবমৃত্তিকা-গ্রহণের নিষিদ্ধদিন	২৮২
প্রণামবিধি	"
প্রণামে নিষেধবিধি	২৮৩
দ্বাদশদানের দ্রব্য	২৮৪
ষোড়শদানের দ্রব্য	"
বজ্রভয়শান্তিমন্ত্র	"
মধুপর্ক	"
পঞ্চগব্য	"
পঞ্চগব্যশোধনমন্ত্র	২৮৫
পঞ্চামৃত	"
পঞ্চবর্ণ গুঁড়ি	"
পঞ্চপল্লব	২৮৬
পঞ্চশস্য	"
পঞ্চরত্ন	"
পঞ্চকষায়	"
সর্ব্বৌষধি	"
মহৌষধি	"
হবিষ্যান্ন	"
অক্ষমের পক্ষে উপবাসে অনুকল্প	২৮৭
জপরহস্য	"
ক্ষৌরকর্ম্ম	২৮৮

মুমূর্ষু কৃত্য।

বিষয়	পৃষ্ঠা
বৈতরণী	২৮৯
অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াপদ্ধতি	২৯১
গঙ্গাজলে অস্থিপ্রক্ষেপ	২৯৪
কুশপুত্তলিদাহ	২৯৫
সপিণ্ডাদিবিচার	২৯৬
সপিণ্ডাদ্যশৌচ	"
চাতুর্ব্বর্ণাশৌচ	২৯৭
নারীবিষয়কাদ্যশৌচ	"
বালিকাদিমরণাশৌচ	২৯৮
সদ্যঃশৌচ	২৯৯
গর্ভস্রাবাশৌচ	"
অস্পৃশ্যস্পৃষ্টাদ্যশৌচ	৩০০
খণ্ডাশৌচ	"
মৃত্যুবিশেষাশৌচ	৩০২
শবানুগমনাদ্যশৌচ	৩০৩
অশৌচসঙ্করব্যবস্থা	"
অশৌচমধ্যে কর্ত্তব্যতা	৩০৫
দাহাধিকার	৩০৬
পূরকপিণ্ডদান	৩০৮
নীরক্ষীরদান	৩১০
প্রায়শ্চিত্তবিধি	৩১১

সূচীপত্র সম্পূর্ণ।

ধর্ম্ম-জীবন।

নিত্যকৃত্যপ্রকরণ।

প্রাতঃকৃত্য। *

(রাত্রির শেষ-যামার্দ্ধ অর্থাৎ ৪॥০টা হইতে ৬টার মধ্যে কর্ত্তব্য)

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে † শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক শয্যার উপর উপবিষ্ট থাকিয়াই উদঙ্মুখ বা পূর্ব্বমুখ হইয়া নিম্নলিখিত শ্লোক কয়টি পাঠ করিবে।

---

* প্রাতঃস্মরণীয় বিষয়চিন্তন, মানসগুরুপূজা, মানসকুণ্ডলিনাপূজা, চৌর-গণেশমন্ত্রজপ, গুরুপাদুকাপূজা, গুরুপাদুকাস্তোত্রপাঠ, দৈনিক ধর্ম্ম ও তদ-বিরোধী অর্থসাধনাদি-চিন্তন, পৃথিবীনমস্কার, মলমূত্রত্যাগ, শৌচাচরণ, আচ-মন, দন্তধাবন, প্রাতঃস্নান, তিলকধারণ তর্পণ ও প্রাতঃসন্ধ্যা এই কয়েকটি ক্রিয়া প্রাতঃকৃত্যের অন্তর্গত।

† সাধারণতঃ অহোরাত্রকে আট ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগকে যাম বা প্রহর বলা যায়। প্রহরের অর্দ্ধাংশকেই প্রহরার্দ্ধ বা যামার্দ্ধ কহে। যামার্দ্ধ ধরিয়াই নিত্যক্রিয়ানুষ্ঠানের বিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক এক যামার্দ্ধ দেড় ঘটিকার সমান; দিবার প্রথমযামার্দ্ধ (দেশভেদে সূর্য্যোদয়ের সময়ের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিভিন্নতা থাকিলেও সাধারণতঃ অস্মদ্দেশে) ৬টা হইতে ৭॥০টা এবং রাত্রির শেষযামার্দ্ধ ৪॥০টা হইতে ৬টা ধরা গিয়া থাকে. ফল কথা, রাত্রির শেষ প্রহরের নাম ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত এবং তাহারই শেষার্দ্ধের নাম রাত্রির শেষ-

ধর্ম্ম জীবন।

প্রভাতে যঃ স্মরেন্নিত্যং দুর্গা দুর্গাক্ষরদ্বয়ম্।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥
ব্রহ্মা মুরারিস্ত্রিপুরান্তকারী,
ভানুঃ শশী ভূমিসুতো বুধশ্চ।
গুরুশ্চ শুক্রঃ শনী-রাহু-কেতু,
কুর্ব্বন্তু সর্ব্বে মম সুপ্রভাতম্॥
কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা।
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশ মহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চ কন্যাঃ স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥
পুণ্যশ্লোকো নলো রাজা পুণ্যশ্লোকো যুধিষ্ঠিরঃ।
পুণ্যশ্লোকা চ বৈদেহী পুণ্যশ্লোকো জনার্দ্দনঃ॥
কর্কোটকস্য নাগস্য দময়ন্ত্যা নলস্য চ।
ঋতুপর্ণস্য রাজর্ষেঃ কীর্ত্তনং কলিনাশনম্॥
কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম রাজা বাহুসহস্রভৃৎ।
যোঽস্য সংকীর্ত্তয়েন্নাম কল্যমুত্থায় মানবঃ।
ন তস্য বিত্তনাশঃ স্যাৎ নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ॥

যামার্দ্ধ। রাত্রির ঐ শেষযামার্দ্ধ ৪৷৷৹টা হইতে ৬টার মধ্যেই (সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে) প্রাতঃকৃত্য সমাপন করা কর্ত্তব্য। রাত্রির শেষ যামে ব্রাহ্ম্যমুহূর্ত্তেই যে শয্যাত্যাগ করিবে, পিতামহও তাহার বিধি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, যথা—

রাত্রেশ্চ প্রথমে যামে মুহূর্ত্তো যস্তৃতীয়কঃ।
স ব্রাহ্ম্য ইতি বিখ্যাতো বিহিতঃ সংপ্রবোধনে॥

অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্‌।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহং নিত্যমুক্তঃ স্বভাববান্‌॥
লোকেশ চৈতন্যময়াধিদেব,
শ্রীকান্ত বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং,
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥
জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তি-
র্জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন,
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি॥
প্রাতঃ প্রভৃতি সায়ান্তং সায়াদি প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগত্যর্থে তদস্তু তব পূজনম্‌॥
ত্রৈলোক্যরক্ষাধিময়ে সুরেশি,
শ্রীপার্ব্বতি ত্বচ্চরণাজ্ঞয়ৈব।
প্রাতঃ সমুত্থায় তব প্রিয়ার্থং,
সংসারযাত্রামনুবর্ত্তয়িষ্যে॥

এই শ্লোক-কয়েকটি পাঠান্তে তান্ত্রিকী বিধি পালন করিতে হয়; কিন্তু অদীক্ষিত ব্যক্তি বা স্ত্রীজাতির পক্ষে ঐ নিয়ম নহে; তাহারা কেবল উপরিলিখিত শ্লোককয়টিমাত্র পাঠ করিবে।

তান্ত্রিকবিধি যথা--রাত্রিবাস-পরিত্যাগান্তে শয্যার উপর উপবেশন পূর্ব্বক উদঙ্মুখ বা পূর্ব্বমুখ হইয়া "ওঁ কুলবৃক্ষেভ্যো নমঃ" এই বাক্যে প্রণাম করিবে। পরে পদ্মাসনে * উপবিষ্ট হইয়া শিরঃস্থিত সহস্রদলকমলান্তর্গত গুরুদেবের ধ্যান, মানস-পূজা, তাঁহার

* পদ্মাসনের বিধি আসনপ্রকরণে লিখিত আছে।

স্তবকবচাদিপাঠ, নমস্কার, কুণ্ডলিনীর মানস-পূজা প্রভৃতি সম্পাদন করিতে হয়।* তৎপরে চৌরগণেশমন্ত্র জপ করিবে। যথা—

চৌরগণেশমন্ত্র।

হৃদয়ে হস্তস্থাপন পূর্ব্বক "ক্রোঁ" মন্ত্র দশবার জপ করিয়া, দক্ষিণনেত্র, বামনেত্র, দক্ষিণকর্ণ ও বামকর্ণে "হ্রীঁ হ্রীঁ" দশ দশ-বার; দক্ষিণ-নাসিকায় ও বাম-নাসিকায় "হ্রূঁ হ্রূঁ" দশ দশবার; মুখে "হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ" দশ দশবার; নাভিতে "হ্লী" দশবার; লিঙ্গে "হে সৌঃ" দশবার; গুহ্যে "ব্লুং" দশবার এবং ভ্রূমধ্যে "হ্রূঁ" দশবার জপ করিবে।† তৎপরে (পূজাপ্রকরণের লিখিত) যথা-নিয়মে গুরুপাদুকাপূজা ও গুরুপাদুকাস্তোত্রপাঠ করিতে হয়।

অনন্তর দিবাভাগে কি কি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, ধর্ম্মের অবিরোধভাবে কি কি অর্থসাধন করিতে হইবে এবং ধর্ম্মার্থের অবিরোধে কি কি কামসাধন করিতে হইবে, তাহা চিন্তা করিবে।‡

* গুরুপূজা-নমস্কারাদি ও কুণ্ডলিনীপূজা এবং গুরুপাদুকাপূজা পূজা-প্রকরণে আর স্তবাদি স্তবকবচপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

† কেহ কেহ "কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনো নাম" এই শ্লোক পর্য্যন্ত পাঠের পর "ওঁ কুলবৃক্ষেভ্যো নমঃ" মন্ত্রে প্রণামান্তে গুরুধ্যান, গুরুপূজা; কুণ্ডলিনীপূজা ও চৌরগণেশমন্ত্র জপ করিয়া "অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি" ইত্যাদি অবশিষ্ট শ্লোককয়টি পাঠের এবং তৎপরে গুরুপাদুকাপূজার ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

‡ এ বিষয়ে শাস্ত্রে লিখিত আছে,—

প্রবুদ্ধশ্চিন্তয়েদ্ধর্ম্মমর্থঞ্চাস্যাবিরোধিনম্।
অপীড়য়া তয়োঃ কামমুভয়োরপি চিন্তয়েৎ॥

এরূপ চিন্তা করার তাৎপর্য্য এই যে, ইহা দ্বারা অহরহঃ হৃদয়ে সত্ত্বগুণ সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

পৃথিবী-নমস্কার।

তৎপরে পৃথিবীকে প্রণাম করিতে হয়। যথা—

সমুদ্রমেখলে দেবি পর্ব্বতস্তনমণ্ডলে।
বিষ্ণুপত্নি নমস্তুভ্যং পাদস্পর্শং ক্ষমস্ব মে॥

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া "প্রিয়দত্তায়ৈ ভুবে নমঃ" এই বলিয়া পৃথিবীকে প্রণাম করিবে।

অনন্তর পুরুষ প্রথমে দক্ষিণচরণ ও স্ত্রীজাতি বামচরণ ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক গৃহ হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইবে এবং সর্ব্বাগ্রে বহ্নি, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, গো, যাজ্ঞিক ও ভাগ্যবতী নারী, ইহাঁদিগকে দর্শন করিয়া পরে অন্যের মুখাবলোকন করিবে। সুরা, পাপীলোক, ছিন্ননাসিক, ভাগ্যহীনা রমণী বা নগ্নব্যক্তিকে প্রভাতে দর্শন করিবে না।

মলমূত্রত্যাগবিধি।

তদনন্তর বাসস্থানের দক্ষিণপশ্চিম-কোণে মলমূত্রত্যাগার্থ স্থাননিরূপণ করিয়া তথায় মলমূত্রত্যাগ করিবে। যদি গ্রামে বাস হয়, তাহা হইলে বাসস্থানের দেড়শত হস্ত দূরে এবং নগরে বাস হইলে তাহার চতুর্গুণ দূরে মলমূত্রত্যাগ করিবে। দিবাভাগে ও সন্ধ্যাদ্বয়ে উদঙ্মুখ হইয়া এবং রাত্রিকালে দক্ষিণাস্য হইয়া মলমূত্রত্যাগ করিতে হয়; তৎকালে মৌনভাবে অবস্থান করিবে। অত্যন্ত বেগ না হইলে সন্ধিসময়ে মলমূত্রত্যাগ করিবে না। মলমূত্রত্যাগকালে বামহস্ত দ্বারা অণ্ডদ্বয় দৃঢ়রূপে ধারণ করিয়া থাকিবে; কিন্তু জলপাত্র হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে না। ঐ সময়ে জৃম্ভণ (হাইতোলা) ও ক্ষুৎ (হাঁচি) দেওয়াও নিষিদ্ধ। মলমূত্রত্যাগ-

কালে উত্তরীয়বস্ত্র থাকিলে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞোপবীত মালার ন্যায় পৃষ্ঠদেশে রাখিবেন; উত্তরীয়বস্ত্র না থাকিলে কর্ণে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে হয়। মলমূত্রত্যাগকালে নদী বা জ্যোতিষ্কমণ্ডল দর্শন করিবে না, ঊর্দ্ধশ্বাস ত্যাগ করিবে না এবং নিষ্ঠীবন (থুথু) ফেলিবে না। সূর্য্য, চন্দ্র, বায়ু, নৌকা, দেবালয়, গো, দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু, স্ত্রীজাতি, ইহাদের অভিমুখে মলমূত্রত্যাগ করিতে নাই। জুতা বা খড়ম ধারণ করিয়া মলমূত্রত্যাগ করাও নিষিদ্ধ; তৎকালে আকাশে বা কোন দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না। দণ্ডায়মান অবস্থায় বা গমন করিতে করিতেও মলমূত্রত্যাগ নিষিদ্ধ। গোব্রজ, বল্মীক, ভস্ম, পথ, পর্ব্বত, চিতা, নদীতীর, জীবযুক্ত গর্ত্ত, জীর্ণদেবালয়, জল, চষাভূমি এই সমস্ত স্থানে মলমূত্রত্যাগ করিবে না। রাত্রিকালে চৌরব্যাঘ্রাদি-ভীতিসঙ্কুল স্থানে, অন্ধকারাবৃত স্থানে বা বৃক্ষাদির ছায়াবৃত স্থানে মলমূত্রত্যাগ করিতে হইলে বিধিবিহিত দিঙ্‌নিরূপণের আবশ্যক নাই; তদবস্থায় যে দিকে ইচ্ছা, মলমূত্রত্যাগ করিতে পারা যায়। এই প্রকারে মলমূত্রত্যাগ করিয়া অণ্ডদ্বয় দৃঢ়রূপে ধারণ পূর্ব্বক মলত্যাগস্থল হইতে উঠিয়া শৌচক্রিয়া করিবে।

শৌচাবাধ। *

মলমূত্রত্যাগ করিয়া শৌচ করিতে হয়। মনুষ্যশরীরে দ্বাদশটি মল বিদ্যমান;—বসা, শুক্র, রক্ত, মজ্জা, মূত্র, বিষ্ঠা, কর্ণমল,

* শৌচ দ্বিবিধ;—বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা, জল ইত্যাদি দ্বারা শুদ্ধিকে বাহ্য এবং মানসশুদ্ধিকে আভ্যন্তর বলে। যাবৎ মানস শৌচ শিক্ষা না হয়, তাবৎ বাহ্যশৌচ কর্ত্তব্য।

নখ, শ্লেষ্মা, অশ্রু, দূষিক (পিঁচুটি) ও স্বেদ। এই দ্বাদশটির মধ্যে প্রথমোক্ত ছয়টির শুদ্ধিবিধানার্থ জল ও মৃত্তিকা এবং শেষোক্ত ছয়টির শুদ্ধিবিধানার্থ কেবলমাত্র জল আবশ্যক। দিবাভাগে ও সন্ধিকালে উদঙ্মুখে এবং রাত্রিকালে দক্ষিণাস্যে মৌনভাবে শৌচক্রিয়া করিবে।

শৌচক্রিয়ার্থ বল্মীকোদ্ধৃত, মূষিকোদ্ধৃত, জলগর্ভস্থ, অন্যের শৌচাবশিষ্ট, গৃহলেপনযোগ্য, প্রাণিবিশিষ্ট, কর্দ্দমযুক্ত ও হলোৎখাত মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে নাই। তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা এই তিনটি অঙ্গুলীর পর্ব্বত্রয় পূর্ণ হইতে পারে, এতৎপরিমিত মৃত্তিকা শৌচার্থ গ্রহণ করিবে।

বামহস্তে মৃত্তিকা লইয়া শিশ্নে একবার, গুহ্যে তিনবার, বামকরে দশবার এবং পুনরায় দুই হস্তে সাতবার করিয়া মৃত্তিকা দিবে। মতান্তরে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, লিঙ্গে একবার, মলদেশে তিনবার, বামকরের তলদেশে দশবার, বামহস্তপৃষ্ঠে ছয়বার এবং পরে উভয় হস্তে সাতবার করিয়া মৃত্তিকা লেপন করিবে। ইহাতে দুর্গন্ধ দূর না হইলে, যতক্ষণ দুর্গন্ধ নষ্ট না হয়, ততক্ষণ পুনঃ পুনঃ মৃত্তিকালেপন করিবে। তৎপরে জল দ্বারা ধৌত করিতে হয়। মতান্তরে শিশ্নে একবার, গুহ্যে পাঁচবার, বামহস্তে দশবার, দুই হস্তে সাতবার, প্রতি পদে একবার এবং পরে দুই হাতে তিন তিনবার মৃত্তিকা দিবে।

যথানিয়মে মৃত্তিকা দিয়া জল দ্বারা ধৌত করিতে হয়। জলপাত্রের অভাবে যদি জলাশয়ের জল দ্বারা ধৌত করিতে হয়, তাহা হইলে জলাশয়ের তীরস্থ একহস্ত-পরিমিত স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থাৎ [illegible] জলে নামিয়া জলশৌচ করিবে। এই

প্রকারে জলশৌচ করিয়া তৃণাদি দ্বারা নখাভ্যন্তরগত মৃত্তিকাদি ধীরে ধীরে অপসারিত করিবে। তৎপরে প্রতি পদে তিন তিন-বার মৃত্তিকা দিয়া ধৌত করিবে।

কেবল মূত্রত্যাগের পর শিশ্নে একবার, বামহস্তে তিনবার, দুই হস্তে দুইবার এবং প্রতি পদে এক একবার মৃত্তিকা দিয়া জল দ্বারা ধৌত করিবে।

অনুপনীত বিপ্রবালক, স্ত্রীজাতি ও শূদ্র, ইহাদের পক্ষে শৌচের কোনরূপ সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই; যতক্ষণ দুর্গন্ধ দূর না হয়, তাবৎ পুনঃ পুনঃ মৃত্তিকালেপন পূর্ব্বক ধৌত করিয়া ফেলিবে।

যে ব্যক্তি পীড়িত অথবা পথিক, সে যথাসম্ভব শৌচক্রিয়া করিবে এবং রাত্রিকালে কোন বাধাবশতঃ সম্পূর্ণ শৌচক্রিয়ায় অক্ষম হইলে ঐরূপ যথাসম্ভব শৌচক্রিয়া করিতে পারে; কিন্তু সামর্থ্য থাকিতে নিয়ম-ভঙ্গ করিতে পারিবে না। কেহ কেহ বলেন, এইরূপ নিয়ম গৃহীর পক্ষেই নির্দ্দিষ্ট; ব্রহ্মচারী প্রভৃতি অবশিষ্ট আশ্রমিগণের পক্ষে উত্তরোত্তর ইহার দ্বিগুণ ব্যবস্থেয়। রাত্রিকালে দিবাশৌচের অর্দ্ধেক করিতে হয়; রোগ হইলে তদর্দ্ধ, পথিকের পক্ষে তাহারও অর্দ্ধ এবং নারীজাতির পক্ষে তাহারও অর্দ্ধ ব্যবস্থেয়। এই প্রকার নিয়মে শৌচক্রিয়া করিয়া বসনপ্রক্ষালনান্তে পাদ ধৌত করিবে।

পাদক্ষালনবিধি।

সামবেদীয় ব্রাহ্মণেরা পশ্চিমাস্য বা পূর্ব্বাস্য হইয়া বসিয়া প্রথমে "সব্যং পাদমবনেনিজে" এই বলিয়া বামপাদ, পরে "দক্ষিণং পাদমবনেনিজে" এই বলিয়া দক্ষিণপাদ প্রক্ষালন করিবে। যজুর্ব্বেদীয়েরা ঐরূপ মন্ত্রে প্রথমে দক্ষিণপাদ, পরে

বামপাদ ধৌত করিবে; কিন্তু যদি শূদ্রে পাদপ্রক্ষালন করিয়া দেয়, তবে প্রথমে বামপাদ প্রক্ষালন করিতে হইবে। দৈবক্রিয়ায় উত্তরমুখ ও পিতৃকর্ম্মে দক্ষিণমুখ হইয়া পাদক্ষালন ব্যবস্থা। অনন্তর ব্রাহ্মণেরা পৃষ্ঠলম্বিত বা কর্ণলম্বিত যজ্ঞসূত্র যথাবৎ গলদেশে ধারণ করিবেন। পাদক্ষালনান্তে শিখা-বন্ধন করিতে হয়।

শিখাবন্ধন ও আচমন।

গায়ত্রী উচ্চারণ পূর্ব্বক আড়াই পাক দিয়া শিখা ও জুটিকা বন্ধন করাই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। স্ত্রীজাতি ও শূদ্রেরা নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া শিখা-বন্ধন করিবে। যথা—

ব্রহ্মবাণীসহস্রাণি শিববাণীশতানি চ।
বিষ্ণোর্নামসহস্রেণ শিখাবন্ধং করোম্যহম্॥ *

এই মন্ত্রে শিখাবন্ধন পূর্ব্বক চক্ষুর্দ্বয় ধৌত করিয়া আচমন করিবে। † তৎপরে দন্তধাবন করিতে হয়।

দন্তধাবনবিধি।

মুখবিশুদ্ধ্যর্থ দন্তধাবন না করিয়া আচান্ত হইলেও অশুচি বলিয়া গণনীয় হইতে হয়; সুতরাং দন্তধাবন নিতান্ত আবশ্যক।

---

* শিখামোচনের মন্ত্র যথা—

ওঁ গচ্ছন্তু সকলা দেবা ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
তিষ্ঠত্বত্রাচলা লক্ষ্মীঃ শিখামুক্তং করোম্যহম্॥

† এ সময়ের আচমন সামান্য কুল্লিমাত্র। প্রকৃত আচমনবিধি পরে যথাস্থানে লিখিত আছে। কেহ কেহ শৌচান্তে, দন্তধাবনের পূর্ব্বে যথাবিধি দুইবার প্রকৃত আচমন করার ব্যবস্থা দেন। মতান্তরে মলমূত্রত্যাগের পূর্ব্বে দুইবার আচমন করার বিধি আছে।

শ্রাদ্ধাহ, জন্মদিন, বিবাহদিবস, উপনয়নদিন, ব্রত ও উপবাসাদি এবং পঞ্চপর্ব্বে অর্থাৎ চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই সমস্ত দিনে দন্তধাবন নিষিদ্ধ। অজীর্ণাদি স্থলেও দন্তধাবন করিবে না। নিষিদ্ধদিনে ভস্ম বা মৃত্তিকা দ্বারা মুখশোধন করিতে হয় অথবা দ্বাদশগণ্ডূষ জল দ্বারা বিনামন্ত্রে মুখপ্রক্ষালন করিবে। খদির, কদম্ব, করঞ্জ, তিন্তিড়ী, ডুম্বুর, আকন্দ, বিল্ব, অপামার্গ, নিম্ব, আম্র, বট, বংশত্বক্, এই সমস্ত কাষ্ঠের যে কোন একটি দ্বারা দন্তধাবন করিবে। সামবেদীয়েরা অষ্টাঙ্গুলী এবং অন্যান্য-বেদীয়গণ দ্বাদশাঙ্গুলীপরিমিত দন্তকাষ্ঠ ব্যবহার করিবে। দন্তকাষ্ঠ কনিষ্ঠার অগ্রভাগবৎ স্থূল ও ত্বক্‌সমন্বিত হইবে এবং উহার অগ্রভাগ দলিত করিয়া লইবে। নিম্নলিখিত মন্ত্র দুইটি পাঠ পূর্ব্বক দন্তধাবন করিবে।

ওঁ অন্নাদ্যায় ব্যূহদ্ধং সোমো রাজায়মাগমৎ।
স মে মুখং প্রমার্ক্ষ্যতে যশসা চ ভগেন চ ॥ ১ ॥
আয়ুর্ব্বলং যশো বর্চ্চঃ প্রজাঃ পশুবসূনি চ।
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বন্নো ধেহি বনস্পতে ॥ ২ ॥

দক্ষিণ-হস্তের অনামা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলী দ্বারা দন্তকাষ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া এই দুইটি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক দন্তধাবন করিবে; কিন্তু শূদ্র ও স্ত্রীলোকেরা প্রথম মন্ত্রটি পাঠ করিবে না, কেবল দ্বিতীয় মন্ত্রটি পাঠ করিবে।

দন্তকাষ্ঠের অভাবে দ্বাদশগণ্ডূষ জল দ্বারা মুখপ্রক্ষালন করিবে। ভুক্তদ্রব্যের কোন অংশ দন্তে সুশ্লিষ্টরূপে সংলগ্ন থাকিলে (তাহার কোনরূপ স্বাদ অনুভূত না হইলে) তাহা অপনয়নার্থ বিশেষ প্রয়াস পাইবে না। জিহ্বামার্জ্জন প্রত্যহই কর্ত্তব্য।

সংযতবাক্ হইয়া ধীরে ধীরে দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তধাবন করিতে হয়। দন্তমার্জ্জনান্তে দন্তকাষ্ঠ ধৌত করিয়া পবিত্র স্থলে ফেলিয়া দিবে। তৎপরে প্রাতঃস্নান করিবে। *

প্রাতঃস্নান ও আচমনবিধি।

স্নান সপ্তবিধ ;—মান্ত্র, ভৌম, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, মানস ও বারুণ। "শন্ন আপ" ইত্যাদি বৈদিকীসন্ধ্যান্তর্গত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক স্নানের নাম মান্ত্রস্নান ; † গঙ্গামৃত্তিকাদি-লেপন করাকে ভৌমস্নান বলে ; গাত্রে হোমভস্মলেপনের নাম আগ্নেয় স্নান ; বায়ুবেগোত্থ গোক্ষুরধূলিস্পর্শকে বায়ব্য স্নান কহে ; রৌদ্র থাকিতে থাকিতে যে জলবর্ষণ হয়, সেই জলে গাত্র সিক্ত করার নাম দিব্যস্নান ; "হরিপাদনিঃসৃতসুরধুনী-সলিলে স্নান করিতেছি," মনে মনে এইরূপ চিন্তা করাকে মানসস্নান কহে এবং জলমধ্যে অবতরণ পূর্ব্বক অবগাহন করাকেই বারুণস্নান বলা যায়। এই সপ্তবিধ স্নানের মধ্যে বারুণস্নানই মুখ্যস্নান বলিয়া পরিগণিত। অস্নাত অবস্থায় জপাদি-ক্রিয়ায় অধিকারী হইতে পারে না। প্রাতঃস্নান দ্বারা দেহশুদ্ধি হয়।

স্রোতোজলে স্রোতের অভিমুখে এবং স্রোতোহীনজলে সূর্য্যের অভিমুখে নাভিমগ্নজলে দণ্ডায়মান হইয়া দুই হস্ত দ্বারা মুখ, নাসিকা, চক্ষু ও কর্ণ আচ্ছাদন পূর্ব্বক একবার ডুব দিবে। কাহারও কাহারও ব্যবস্থামতে স্রোতোহীন জলাশয়ে উত্তরাস্য হইয়া

* প্রাতঃস্নানে তৈলব্যবহার নিষিদ্ধ, সুতরাং তৈলমর্দ্দনবিধি এ স্থলে লিখিত হইল না ; পরে যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

† বেদাধিকারী ব্যতীত মান্ত্রস্নানে অন্যের অধিকার নাই।

স্নান করিতে হয়। অন্যের কৃত জলাশয় হইলে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পড়িয়া জলাশয় হইতে তিন বা পাঁচটি মৃত্তিকাপিণ্ড উত্তোলন পূর্ব্বক তাহা তীরে ফেলিয়া দিয়া ডুব দিতে হয়। মন্ত্র যথা—

উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ পঙ্ক ত্বং ত্যজ পুণ্যং পরস্য চ।
পাপানি বিলয়ং যান্তু শান্তিং দেহি সদা মম॥

একবার ডুব দিয়া যথানিয়মে আচমন করিবে। যথা—

করপদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া জানুদ্বয়মধ্যে দক্ষিণ-হস্ত গোকর্ণাকৃতিভাবে স্থাপন পূর্ব্বক উহাতে একটি মাষ-কলাই নিমগ্ন হইতে পারে, এরূপ পরিমিত জল বামহস্ত দ্বারা গ্রহণ করিবে। অনন্তর ব্রাহ্ম্যতীর্থ দ্বারা * ঐ জল তিনবার পান করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দুইটি পাঠ পূর্ব্বক বিষ্ণুস্মরণ করিবে। যথা—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ১॥
ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরং শুচিঃ॥ ২॥ †

পরে দক্ষিণকরের অঙ্গুষ্ঠমূল দ্বারা দক্ষিণদিক্ হইতে বামদিকে বারদ্বয় ওষ্ঠমার্জ্জন পূর্ব্বক তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা এই তিন অঙ্গুলী একত্র করত উহার অগ্রদেশ দ্বারা ওষ্ঠের উপরিভাগ এবং অধরের নিম্নদেশ দুইবার স্পর্শ করিবে। তৎপরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রভাগ সংযুক্ত করত একবার নাসিকার দক্ষিণরন্ধ্র ও

* ব্রাহ্ম্যতীর্থ—অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলীর মূলদেশ।

† স্ত্রীজাতি ও শূদ্রেরা দৈবতীর্থ দ্বারা ওষ্ঠে একবার জলস্পর্শ করাইবে। উহারা প্রথম মন্ত্রটি পাঠ করিবে না, দ্বিতীয়টি পাঠ করিয়া মনে মনে বিষ্ণু-স্মরণ করিবে। অঙ্গুলীর অগ্রভাগকে দৈবতীর্থ কহে।

একবার বামরন্ধ্র, একবার দক্ষিণনেত্র ও একবার বামনেত্র এবং একবার দক্ষিণকর্ণ ও একবার বামকর্ণ স্পর্শ করিবে। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগ একত্র করিয়া নাভিদেশ একবার স্পর্শ করত করতল দ্বারা একবার বক্ষঃপ্রদেশ স্পর্শ করিবে। তদনন্তর সমস্ত অঙ্গুলীর অগ্রদেশ সংযুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা একবার শিরঃপ্রদেশ এবং একবার দক্ষিণবাহুমূল ও একবার বামবাহুমূল স্পর্শ করিতে হইবে। * আচমনান্তে করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিবে। যথা—

* হৃদয়স্থান পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে, এতৎপ্রমাণ জল আচমনার্থ গ্রহণ করাই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। কণ্ঠ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে, এতৎপরিমিত জল ক্ষত্রিয়েরা; মুখপ্রবেশ করিতে পারে, এতৎপরিমিত জল বৈশ্যেরা এবং কেবল মুখ স্পর্শমাত্র করিতে পারে, এতৎপ্রমাণ জল শূদ্র ও স্ত্রীলোকেরা গ্রহণ করিবে। তাম্রপাত্রস্থ জল দ্বারা আচমন করাই প্রশস্ত। লৌহ, রঙ্গ, পিত্তল, সীসক ও কাংস্যপাত্রস্থ জল নিষিদ্ধ। তান্ত্রিক আচমন ও বৈষ্ণব আচমন এইরূপ, যথা—

তান্ত্রিক আচমন।

"ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা" এই বলিয়া তিনবার জলপান করিয়া উপরিলিখিত নিয়মে আচমন করিবে। শাক্তগণের পক্ষে এইরূপ আচমনই কর্ত্তব্য।

বৈষ্ণব আচমন।

প্রথমতঃ "ওঁ কেশবায় নমঃ, ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ওঁ মাধবায় নমঃ", এই তিনটি মন্ত্রে তিনবার মুখে জল দিবে। (স্ত্রী ও শূদ্র সর্ব্বত্র নমঃ বলিবে, প্রণব উচ্চারণ করিবে না)। অনন্তর "ওঁ গোবিন্দায় নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া হস্তক্ষালন; "ওঁ মধুসূদনায় নমঃ, ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ" বলিয়া মুখমার্জ্জন; "ওঁ বামনায় নমঃ, ওঁ শ্রীধরায় নমঃ" বলিয়া অধর ও ওষ্ঠ মার্জ্জন;

ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া-গঙ্গা-প্রভাসপুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্ত্বিহ॥

তৎপরে সঙ্কল্প করিবে। যথা—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য * অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ বা (অমুকগোত্রা) শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (অথবা অমুক-দাসঃ বা অমুকীদেবী অথবা অমুকীদাসী) শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ (বা কামা) † অস্মিন্ জলে প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে। ‡

"ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ" বলিয়া হস্তক্ষালন; "ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ" বলিয়া পদ-ক্ষালন; "ওঁ দামোদরায় নমঃ" বলিয়া মস্তক-মার্জ্জন ও "ওঁ বাসুদেবায় নমঃ" বলিয়া মুখমার্জ্জন করিয়া তৎপরে "ওঁ সঙ্কর্ষণায় নমঃ", ও "ওঁ প্রদ্যুম্নায় নমঃ", বলিয়া নাসাদ্বয়; "ওঁ অনিরুদ্ধায় নমঃ" ও ' ওঁ পুরুষোত্তমায় নমঃ" বলিয়া নেত্রদ্বয়; "ওঁ অধোক্ষজায় নমঃ" বলিয়া দক্ষিণকর্ণ; "ওঁ নৃসিংহায় নমঃ" বলিয়া বামকর্ণ; "ওঁ অচ্যুতায় নমঃ" বলিয়া নাভি; "ওঁ জনার্দ্দনায় নমঃ" বলিয়া বক্ষঃ; "ওঁ উপেন্দ্রায় নমঃ" বলিয়া মস্তক এবং "ওঁ হরয়ে নমঃ" বলিয়া দক্ষিণ-বাহু ও "ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া বামবাহু স্পর্শ করিবে।

* শূদ্র ও স্ত্রীলোকেরা বিষ্ণুর্নমোহদ্য বলিবে।

† দীক্ষিত ব্যক্তিরা বিষ্ণুপ্রীতিকামনায় স্নান করিয়া স্বীয় ইষ্টদেব-প্রীতি-কামনায় পুনরায় স্নান করিবে।

‡ গঙ্গায় বা অন্যান্য তীর্থস্থানে স্নান করিতে হইলে সঙ্কল্পবাক্য অন্যরূপ এবং তাহাতে বিশেষ বিশেষ মন্ত্রও আছে। তৎসমস্ত এ স্থলে লিখিত হইল না, পরিশিষ্টে তাহা বিবৃত আছে।

মাস ত্রিবিধ;—সৌর, মুখ্যচান্দ্র ও গৌণচান্দ্র। সঙ্কল্পে এই তিনপ্রকার মাসই ব্যবহৃত হয়। সংক্রান্তি হইতে পরসংক্রান্তি পর্য্যন্ত সৌর, শুক্লা প্রতিপদ্ তিথি হইতে অমাবস্যা পর্য্যন্ত মুখ্যচান্দ্র এবং এবং কৃষ্ণপক্ষীয়া প্রতিপদ্ তিথি হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত গৌণচান্দ্র। বিবাহাদি সংস্কারে সৌরমাস ও রাশির উল্লেখ করিতে হয়; জন্মাষ্টম্যাদি তিথিকৃত্যে গৌণচান্দ্র এবং অন্যান্য

সঙ্কল্পান্তে "নমো নারায়ণায়" উচ্চারণ পূর্ব্বক সম্মুখে চারিদিকে এক এক হাত করিয়া চারিহাত জল মাপিয়া একটি চারিকোণ স্থান করত অঙ্কুশমুদ্রাযোগে তর্জ্জনীর অগ্রদেশ দ্বারা ঐ স্থানে জল আলোড়ন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিবে। যথা—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি স্বরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধু-কবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

তৎপরে করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র কয়টি পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ বিষ্ণুপাদপ্রসূতাসি বৈষ্ণবী বিষ্ণুপূজিতা।
পাহি নস্ত্বেনসস্তস্মাদাজন্মমরণান্তিকাৎ।
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ।
দিবি ভুব্যন্তরীক্ষে চ তানি তে সন্ত জাহ্নবি।
নন্দিনীত্যেব তে নাম দেবেষু নলিনীতি চ।
বৃন্দা পৃথ্বা চ সুভগা বিশ্বকায়া শিবামৃতা। *
বিদ্যাধরী সুপ্রসন্না তথা লোকপ্রসাদনী।
ক্ষেমা চ জাহ্নবী চৈব শান্তা শান্তিপ্রদায়িনী।
এতানি পুণ্যনামানি স্নানকালে প্রকীর্ত্তয়েৎ। †
ভবেৎ সন্নিহিতা তত্র গঙ্গা ত্রিপথগামিনী॥

অনন্তর সপ্তধা "ওঁ নমো নারায়ণায় নমঃ" বলিয়া করদ্বয়ের

কার্য্যে প্রায়শঃ মুখ্যচান্দ্রমাস ব্যবহৃত হয়। সংক্রান্তিনিমিত্তকক্রিয়ায় কেহ কেহ মুখ্যচান্দ্রমাস উল্লেখ করেন।

শূদ্র বা স্ত্রীলোকেরা সঙ্কল্প ভিন্ন স্নানাঙ্গ অন্য মন্ত্র পাঠ করিবে না; তাহারা কেবল "নমো নমঃ" বলিবে, মন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণ দ্বারা পাঠ করাইবে।

* শিবা সিতা ইতি বা পাঠঃ।

† স্নানকালে চ যঃ পঠেৎ ইতি বা পঠ্যতে।

অগ্রভাগ একত্র করত তদ্দ্বারা তিনবার শিরঃপ্রদেশে জলসিঞ্চন করিবে। পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া গন্ধে মৃত্তিকালেপন করবে। যথা—

ওঁ অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে।
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া দুষ্কৃতং কৃতম্।
উদ্ধৃতাসি বরাহেন কৃষ্ণেন শতবাহুনা।
আরুহ্য মম গাত্রাণি সর্ব্বং পাপং প্রমোচয়॥

এই মন্ত্রে গাত্রে মৃত্তিকালেপন করিয়া * স্নান করিবে। তৎপরে গঙ্গাস্তোত্রাদি পাঠ করিয়া গঙ্গাদেবীর উদ্দেশে প্রণাম করিবে। † এই প্রকারে প্রাতঃস্নান সমাপন করিয়া দীক্ষিত ব্যক্তিরা তান্ত্রিকস্নান করিবে।

তান্ত্রিকস্নান।

আচমনান্তে "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকতিথৌ অমুকদেবতাপ্রীতয়ে স্নানমহং করিষ্যে" এই বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। ‡ তৎপরে সম্মুখস্থিত জলে "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি মন্ত্রে অঙ্কুশমুদ্রাযোগে তীর্থ আবাহন করিয়া ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক কবচমুদ্রাযোগে ঐ জল বেষ্টন এবং অস্ত্রমুদ্রাযোগে উহার রক্ষা করিবে। অনন্তর উহার উপর একাদশবার মূলমন্ত্র

* জলাশয়ের তীরস্থ মৃত্তিকা লইয়া গাত্রে লেপন করিতে হয়; কিন্তু বল্মীক-মৃত্তিকা, মূষিকোৎখাত মৃত্তিকা এবং বৃক্ষমূলস্থ, শ্মশানস্থ, স্নানাবশিষ্ট, শৌণ্ডিকালয়স্থ ও জলগর্ভস্থ মৃত্তিকাগ্রহণ নিষিদ্ধ।

† গঙ্গাস্তোত্রাদি স্তবকবচ-প্রকরণে লিখিত হইল।

‡ প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাসাদি পরে বিবৃত আছে।

জপ করিয়া সেই জল হইতে সূর্য্যের অভিমুখে দ্বাদশবার জল ফেলিয়া দিবে। তৎপরে সেই জলকে স্বীয় ইষ্টদেবের চরণাব্জ-বিনির্গত বোধে যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিবে। তদনন্তর একবার ডুব দিয়া জলের উপর তিনবার মূলমন্ত্র জপ করত আপন মস্তকে তিনবার জলপ্রক্ষেপ করিবে। এই প্রকারে স্নান সমাপন করিয়া বস্ত্র পরিধান করিতে হয়।

বস্ত্রপরিধান।

স্নানশেষে সর্ব্বাঙ্গ মুছিয়া মস্তকে পরিষ্কৃত উষ্ণীষ বন্ধন পূর্ব্বক ধৌত ও পরিষ্কৃত বসন পরিধান করিবে। জানুর নিম্নভাগে পতিত হয়, এরূপভাবে বস্ত্রপরিধান করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণেরা প্রণব অথবা ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া এবং দীক্ষিত শূদ্রাদি ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ত্রিকচ্ছ করিয়া বস্ত্র পরিধান করিবে। রক্তবস্ত্র বা কাষায়-বস্ত্র পরিধান করিয়া তান্ত্রিককার্য্য করাই প্রশস্ত। রজকগৃহাগত বস্ত্র উত্তমরূপে ধৌত করিয়া পরিধান করিতে হয়। ধৌতবস্ত্র না পাইলে ছাগরোমজ, মেষরোমজ অথবা শণসূত্রজ বস্ত্র পরিধান করিয়া পূজাদিকার্য্য করিবে। তান্ত্রিককার্য্য ভিন্ন অন্য ক্রিয়ায় কাষায় বা রক্তবর্ণ বস্ত্র প্রশস্ত নহে। শীর্ণ, দশাহীন, মলিন, কীটমূষিকাদি দ্বারা ছিদ্রীকৃত, সিলাইকরা, ছিন্ন, নীলবর্ণ, অধৌত এবং পরিহিত বস্ত্র পরিধান করিয়া পূজাদি করিবে না। ছাগ-রোমজ, মেষরোমজ ও শণসূত্রজ বস্ত্র আহারান্তে ছাড়িয়া রাখিলে তাহা ধৌত করিয়া পুনরায় পরিধান করিবে। বস্ত্রপরিধানান্তে যজ্ঞোপবীতবৎ উত্তরীয় ধারণ করিতে হয়; কিন্তু যজ্ঞোপবীত থাকিলে উত্তরীয় ধারণের আবশ্যক করে না। যে বস্ত্র পরিধান করিয়া স্নান করা যায়, তাহাতে তিনবার মৃত্তিকা দিয়া উত্তরে বা

পূর্ব্বদিকে তাহার দশাগ্র বিস্তার পূর্ব্বক কর দ্বারা উৎকৃষ্টরূপে ধৌত করত পুনরায় পশ্চিম বা দক্ষিণদিকে দশাগ্র বিস্তার করিয়া ধৌত করিবে। স্বয়ং ধৌত করিতে অক্ষম হইলে স্বীয় পুত্র, কন্যা, ভার্য্যা, জ্ঞাতি, বন্ধু বা ভৃত্য দ্বারা ধৌত করাইবে। অনন্তর তিলক ধারণ করিতে হয়।

তিলকধারণ।

অনন্তর পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া তিলকধারণ করিবে। নাসিকার মূলদেশ হইতে কেশ পর্য্যন্ত সচ্ছিদ্র ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করাই ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য। ক্ষত্রিয়ের পক্ষে ত্রিপুণ্ড্র, বৈশ্যের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এবং শূদ্রের পক্ষে বর্ত্তুলাকৃতি তিলকধারণ ব্যবস্থা। নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া তিলকধারণ করিবে। যথা—

কেশবানন্দ গোবিন্দ বরাহ পুরুষোত্তম।
পুণ্যং যশস্যমায়ুষ্যং তিলকং মে প্রসীদতু॥

চন্দন দ্বারা তিলক করিতে হইলে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ ধারণ করিবে। যথা—

কান্তিং লক্ষ্মীং ধৃতিং সৌম্যং সৌভাগ্যমতুলং মম।
দদাতু চন্দনং নিত্যং সততং ধারয়াম্যহম্॥

তিলকধারণস্থান।—ললাট, মস্তক, বক্ষঃ, কণ্ঠ, কর্ণযুগল, বাহুমূলযুগল, নাভি, পৃষ্ঠ, পার্শ্বদ্বয় ও মস্তকমধ্য এই কয় স্থানে তিলকধারণ করিবে। যাহার পিতা জীবিত, তাহার পক্ষে কেবলমাত্র ললাটে তিলকধারণই ব্যবস্থা।

তিলকদ্রব্য।—মৃত্তিকা, রোচনা, গোপীচন্দন, শ্বেত-চন্দন, রক্তচন্দন, গোময়, কুঙ্কুম, তমাল, তুলসী, নিম্ব, পদ্ম, যজ্ঞীয়কাষ্ঠ ও বিল্বকাষ্ঠ এই সকলের একটি ঘর্ষণ করিয়া তদ্দ্বারা

তিলকধারণ করিবে। * এই সকলের মধ্যে যদি একটিও প্রাপ্ত হওয়া না যায়, তবে জল দ্বারা তিলক করিতে হয়।

শিবপূজাবিষয়ে বিশেষ তিলক।

শিবপূজা-স্থলে ভস্ম দ্বারা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করাই কর্ত্তব্য। তদভাবে মৃত্তিকা দ্বারা তিলক করিবে। যদি তাহারও অভাব হয়, তবে জল দ্বারা করাই ব্যবস্থা।

শক্তিপূজাবিষয়ক তিলক।

শ্বেতচন্দন, রক্তচন্দন বা কুঙ্কুম দ্বারা ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রাকার তিনটি রেখা অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে সিন্দূরবিন্দু দিবে। ইষ্টমন্ত্র পাঠ করিয়া তিলকধারণ করিবে এবং তিলকদ্রব্যকে ইষ্টদেবের চরণধূলিবৎ জ্ঞান করিবে। তিলকমধ্যে গুপ্তভাবে অর্থাৎ অন্য কেহ পড়িতে না পারে, এইরূপে ইষ্টমন্ত্র লিখিতে হয়। তৎপরে বক্ষঃস্থলে শ্বেতপদ্মাকৃতি তিলক করিয়া তাহাতে 'হূঁ' এই মন্ত্র লিখিয়া বাহুতে বেণার ন্যায় ও পূর্ব্বকথিত তিলকধারণস্থানে বিন্দুবৎ তিলক করিবে।

বৈষ্ণবতিলক।

বৈষ্ণবেরা ললাটে নাসিকামূল হইতে কেশ পর্য্যন্ত সচ্ছিদ্র ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে। ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দ্বাদশাঙ্গুল, নবাঙ্গুল বা অষ্টাঙ্গুলপরিমিত হইবে; উহা নখ দ্বারা স্পর্শ করিবে না। অনামা, মধ্যমা, অঙ্গুষ্ঠ বা তর্জ্জনী দ্বারা তিলক করিবে। কণ্ঠাদি স্থলেও তিলক ধারণ করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

(ললাটে) কেশবায় নমঃ. (কণ্ঠে) পুরুষোত্তমায় নমঃ,

---

* মতান্তরে বিল্ব নিষিদ্ধ।

(বামবাহুতে) বাসুদেবায় নমঃ, (দক্ষিণবাহুতে) দামোদরায় নমঃ, (নাভিতে) নারায়ণায় নমঃ, (হৃদয়ে) মাধবায় নমঃ, (দক্ষিণপার্শ্বে) গোবিন্দায় নমঃ, (বামপার্শ্বে) ত্রিবিক্রমায় নমঃ, (বামকর্ণমূলে) বিষ্ণবে নমঃ, (দক্ষিণকর্ণমূলে) মধুসূদনায় নমঃ, (শিরোমধ্যে) হৃষীকেশায় নমঃ, (পৃষ্ঠে) পদ্মনাভায় নমঃ। তিলকধারণ পূর্ব্বক হস্তপ্রক্ষালনান্তে সেই জল 'বাসুদেবায় নমঃ' এই মন্ত্রে মস্তকে দিবে।

মতান্তরে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, 'কেশবায় নমঃ' বলিয়া ললাটে, 'নারায়ণায় নমঃ' বলিয়া উদরে, 'মাধবায় নমঃ' বলিয়া বক্ষে, 'গোবিন্দায় নমঃ' বলিয়া কণ্ঠকূপে, 'বিষ্ণবে নমঃ' বলিয়া দক্ষিণকুক্ষিতে, 'মধুসূদনায় নমঃ' বলিয়া দক্ষিণ-বাহুতে, 'ত্রিবিক্রমায় নমঃ' বলিয়া দক্ষিণ-কন্ধরে, 'বামনায় নমঃ' বলিয়া বামপার্শ্বে, 'শ্রীধরায় নমঃ' বলিয়া বামবাহুতে, 'হৃষীকেশায় নমঃ' বলিয়া বামকন্ধরে, 'পদ্মনাভায় নমঃ' বলিয়া পৃষ্ঠে এবং 'দামোদরায় নমঃ' বলিয়া কটিতে তিলক করিয়া হস্তপ্রক্ষালনান্তে সেই জল 'বাসুদেবায় নমঃ' মন্ত্রে মস্তকে দিবে। তদনন্তর তর্পণ করিবে।

তর্পণব্যবস্থা। *

প্রাতঃস্নানের পর তিলকধারণান্তে তর্পণ করিবে। কিন্তু যদি প্রাতঃসন্ধ্যার মুখ্যকাল অতীত হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে প্রাতঃসন্ধ্যা করিয়া তৎপরে তর্পণ করাই ব্যবস্থা। সন্ধ্যোপাসনার পর তর্পণ করিতে হইলে সামবেদীয়েরা সূর্য্যোপস্থানান্তে "উপজায়

* তর্পণ দ্বিবিধ ;—নিত্য ও স্নানাঙ্গ। স্নান না করিয়া যে তর্পণ করা যায়, তাহাকে নিত্য এবং স্নানান্তে যে তর্পণ করা যায়, তাহাকে স্নানাঙ্গ তর্পণ বলে।

নমঃ” মন্ত্রে জল দিবার পর, যজুর্ব্বেদীয়েরা ব্রহ্মযজ্ঞের পর এবং ঋগ্বেদীয়েরা জপবিসর্জ্জনান্তে সূর্য্যার্ঘপ্রদানের পূর্ব্বে তর্পণ করিবে। প্রাতঃস্নানের পর তর্পণ করাই শূদ্রগণের পক্ষে ব্যবস্থা।

এক হস্তে তর্পণ করিতে নাই। তিল ও কুশমোটক দ্বারা পিতৃতর্পণ এবং যব ও ত্রিপত্র দ্বারা দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ ও মনুষ্য-তর্পণ করিবে। তর্পণকালে দক্ষিণ-হস্তের অনামা অঙ্গুলীতে কুশ, স্বর্ণ বা রৌপ্যের অঙ্গুরীয় ধারণ করিবে। তর্পণকালে পরিধেয়-বস্ত্রে তিল রাখিতে নাই; বামবাহুর রোমশূন্য স্থলে তিল রাখিয়া দক্ষিণ-হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা ঐ তিল গ্রহণ করিবে। রবিবার, শুক্রবার, সপ্তমী তিথি, দ্বাদশী তিথি, অমাবস্যানিমিত্তক শ্রাদ্ধ ব্যতীত অন্য শ্রাদ্ধদিন, জন্মতিথি, সংক্রান্তি ও রাত্রিকালে তিলতর্পণ নিষিদ্ধ; কিন্তু অয়ন ও বিষুবসংক্রান্তি, গ্রহণসময়, যুগাদ্যায়, গঙ্গাদি তীর্থে,বৃষোৎসর্গে, মৃতাহে ও প্রেতপক্ষে (মহালয়া অমাবাস্যার পূর্ব্বপ্রতিপদ্ হইতে মহালয়ামাবাস্যা পর্য্যন্ত) তিলতর্পণ করিবে; এ সমস্ত স্থানে কোন দিনেই তিলতর্পণ নিষিদ্ধ নহে।

একদিনে বহুতীর্থে স্নান কিংবা গ্রহণাদিনিমিত্তক স্নানস্থলে প্রতি স্নানেই তর্পণ করিবে; কেবল অশুচিস্পর্শনিমিত্তক স্নানে তর্পণ নিষিদ্ধ। পিতা জীবিত থাকিলে প্রেততর্পণ ভিন্ন অন্য তর্পণ করিতে নাই। অনুপনীতের পক্ষেও এই ব্যবস্থা। পুত্র-পৌত্রাদি না থাকিলে বিধবা পত্নী তিল ও কুশ দ্বারা পতি, শ্বশুর ও তৎপিতার তর্পণ করিবে। শূদ্র ও স্ত্রীজাতি ব্রাহ্মণের দ্বারা তর্পণমন্ত্র পাঠ করাইয়া স্বয়ং ‘নমঃ নমঃ’ উচ্চারণ পূর্ব্বক জল, দিবে; কিন্তু পিত্রাদির নাম উল্লেখ করিয়া যে বাক্য করিতে হয় তাহা শূদ্র ও স্ত্রীজাতি উচ্চারণ করিবে।

এক হস্তে তর্পণ করিবে না; দুই হস্ত একত্র করিয়া অঞ্জলি-বন্ধন পূর্ব্বক তর্পণ করিবে। কোশা প্রভৃতি পাত্র ব্যবহার করিলে উহা ঐ অঞ্জলির মধ্যেই রাখিতে হয়। তর্পণকালে তর্পণজল জলাশয়েই নিক্ষেপ করিবে; কিন্তু উদ্ধৃতজলে তর্পণ করিতে হইলে তর্পণজল স্বর্ণপাত্র, রৌপ্যপাত্র, তাম্রপাত্র, কুশ বা জলপূর্ণ গর্ত্তে নিক্ষেপ করিবে; অশুচিস্থলে ফেলিতে নাই। তর্পণজল পাত্র হইতে অর্দ্ধ-হস্ত উচ্চ করিয়া ফেলিবে। তর্পণকালে তিল-যবাদির অভাব হইলে জলে স্বর্ণ, রৌপ্য ও কুশ স্পর্শ করাইয়া তর্পণ করিতে হয়। বৃষ্টিসম্পর্কীয় জল, অন্ত্যজজাতির জলাশয়ের জল এবং শূদ্রাদি কর্ত্তৃক আনীত জলে তর্পণ করিতে নাই; কিন্তু গঙ্গাজল শূদ্রাদি কর্ত্তৃক আনীত হইলেও তদ্দ্বারা তর্পণ করিতে পারে। এতদ্ব্যতীত যে জলাশয়ের জল জীবগণের উদ্দেশে উৎ-সর্গীকৃত হয় নাই, যে জল অপেয় ও যাহা নিপানজ, * তদ্দ্বারা তর্পণ নিষিদ্ধ।

আর্দ্রবস্ত্রে থাকিয়া তর্পণ করিতে হইলে জলে দাঁড়াইয়াই তর্পণ করিবে; শুদ্ধবস্ত্র ধারণ করিলে তীরে বসিয়া তর্পণ করিতে হয়। তীর্থস্থলে শুদ্ধবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক তর্পণ করিলে একপদ জলে ও একপদ স্থলে রাখিয়া তর্পণ করিবে।

সামবেদীয়-তর্পণবিধি।

প্রথমে দুইবার আচমন পূর্ব্বক প্রাচীনাবীতী † ও দক্ষিণাস্য

---

* নিপান—কূপসন্নিধানে গবাদির পানার্থ রচিত জলাশয়।

† যজ্ঞসূত্র যে ভাবে গলদেশে থাকে, তাহার বিপরীতভাবে অর্থাৎ দক্ষিণস্কন্ধের উপরি হইতে বাম-পার্শ্ব দিয়া লম্বিত করিয়া দিলেই তাহার নাম প্রাচীনাবীত।

হইয়া করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করত তীর্থ আবাহন করিবে। যথা—

ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা-প্রভাসপুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি তর্পণকালে ভবন্ত্বিহ॥

(দেবতর্পণ)

অনন্তর নাভিমাত্র জলে দণ্ডায়মান হইয়া (অক্ষম হইলে এক পা জলে ও এক পা স্থলে রাখিয়া) পূর্ব্বমুখে উপবীতী অবস্থায় * দেবতর্পণ করিবে। যথা—

'ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতাং, ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতাং, ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতাং,' এইরূপে প্রত্যেকবার বলিয়া দেবতীর্থ † দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া দেবতীর্থযোগে এক অঞ্জলি জল দিবে। যথা—

ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্ব্বাপ্সরসোঽসুরাঃ।
ক্রূরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চ তরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ।
বিদ্যাধরা জলাধারাস্তথৈবাকাশগামিনঃ।
নিরাহারাশ্চ যে জীবাঃ পাপে ধর্ম্মে রতাশ্চ যে।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥

(মনুষ্যতর্পণ)

অনন্তর পশ্চিমাস্যে নিবীতী অবস্থায় ‡ নিম্নলিখিত মন্ত্র দুইবার

* স্বভাবতঃ যে ভাবে গলদেশে যজ্ঞসূত্র থাকে, তাহার নাম উপবীত।
† দেবতীর্থ—অঙ্গুলীর অগ্রভাগের নাম দেবতীর্থ বা দৈবতীর্থ।
‡ মালার ন্যায় যজ্ঞোপবীতধারণের নাম নিবীত।

পাঠ করত কায়তীর্থযোগে * ক্রোড়াভিমুখে অঞ্জলিদ্বয় জল প্রদান করিবে। যথা—

ওঁ সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ।
কপিলশ্চাসুরিশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
সর্ব্বে তে তৃপ্তিমায়ান্তু মদ্দত্তেনাম্বুনা সদা॥

(ঋষিতর্পণ)

পরে পূর্ব্বাস্যে উপবীতী হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ পূর্ব্বক মরীচি হইতে ব্রহ্মর্ষি পর্য্যন্ত প্রত্যেককে দেবতীর্থযোগে এক এক অঞ্জলি জল দিবে। যথা—

ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতাং, ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতাং, ওঁ পুলহস্তৃপ্যতাং, ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতাং, ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতাং, ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতাং, ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতাং, ওঁ নারদস্তৃপ্যতাং, ওঁ দেবাস্তৃপ্যন্তাং, ওঁ ব্রহ্মর্ষয়স্তৃপ্যন্তাম্।

(দিব্যপিতৃ-তর্পণ)

তদনন্তর দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া নিম্নলিখিত "ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরঃ" ইত্যাদি সাতটি মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক পিতৃতীর্থ দ্বারা যথাক্রমে প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি করিয়া জল দিবে। যথা—

ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।১।+

* কায়তীর্থ—কনিষ্ঠার মূলদেশকে কায়তীর্থ কহে। এরূপভাবে জল দিবে যে, কনিষ্ঠার মূল স্পর্শ করিয়া পড়ে।

+ যে দিন তিলতর্পণ নিষিদ্ধ অথবা যে স্থলে তিলের অভাব, তথায় 'তৃপ্যন্তামেতদুদকং' বলিবে। কিন্তু গঙ্গাদি তীর্থে বিনা তিলে তর্পণ অসঙ্গত, এই হেতু তিলের অভাবে তৎপ্রতিনিধিস্বরূপ আর কিঞ্চিৎ জল দিয়া 'সতিল-

ওঁ সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা। ২।
ওঁ হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা। ৩।
ওঁ উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা। ৪।
ওঁ সুকালিনঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা।৫।
ওঁ বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা। ৬।
ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপন্তামেতৎ সতিলোদকং তেভ্যঃ স্বধা। ৭।

(যমতর্পণ)

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র যথাক্রমে তিনবার পড়িয়া তিন অঞ্জলি জল প্রদান পূর্ব্বক যমতর্পণ করিবে। যথা—

যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ।
বৈবস্বতায় কালায় সর্ব্বভূতক্ষয়ায় চ।
ঔডুম্বরায় দধ্নায় নীলায় পরমেষ্ঠিনে।
বৃকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥

(পিতৃতর্পণ)

অনন্তর তর্পণ-সমাপ্তি যাবৎ দক্ষিণাস্য ও প্রাচীনাবীতী হইয়া "ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্নন্ত্বপোঽঞ্জলিং" করযোড়ে এই বলিয়া পিতৃগণের আবাহন করত পিতৃতীর্থযোগে নিম্নলিখিতরূপে গোত্র, সম্বন্ধ ও নাম উল্লেখ পূর্ব্বক মন্ত্রপাঠ সহকারে পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী ও প্রপিতামহী এই নয় জনের প্রত্যেককে যথাক্রমে তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে; মন্ত্রও যথাক্রমে তিনবার পাঠ করিতে

গঙ্গোদকং' বলিবে। গঙ্গা ভিন্ন অন্য কোন তীর্থের জল হইলে সেই তীর্থের নামের সহিত "উদকং" বলিতে হয়। যেমন ব্রহ্মপুত্র হইলে "সতিলব্রহ্মপুত্রোদকং" বলিবে।

হয়। তৎপরে এক একবার মন্ত্র পাঠ করিয়া মাতামহী, প্রমাতা-মহী ও বৃদ্ধপ্রমাতামহী এই তিন জনকে এক এক অঞ্জলি জল দিবে। * যথা—

ওঁ বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ পিতা অমুকদেবশর্ম্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।

ওঁ বিষ্ণুরোম্	(ইত্যাদি)	পিতামহঃ	(অমুকদেবশর্ম্মা	ইত্যাদি)
”	”	প্রপিতামহঃ	”	”
”	”	মাতামহঃ	”	”
”	”	প্রমাতামহঃ	”	”
”	”	বৃদ্ধপ্রমাতামহঃ	”	”
”	(অমুকগোত্রা ইত্যাদি)	মাতা	(অমুমকীদেবী	ইত্যাদি)
”	”	পিতামহী	”	”
”	”	প্রপিতামহী	”	”
”	”	মাতামহী	”	”
”	”	প্রমাতামহী	”	”
”	”	বৃদ্ধপ্রমাতামহী	”	”

তৎপরে ঐ প্রকার প্রণালীতে বিমাতা, পিতৃব্য, মাতুল, ভ্রাতা, ভগিনী, পিতৃস্বসা, মাতৃস্বসা ও সপিণ্ড প্রভৃতিকে এক এক অঞ্জলি জল দ্বারা তর্পণ করিবে।

---

* পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ, মাতা, পিতামহী, প্রপিতামহী, মাতামহী, প্রমাতামহী, বৃদ্ধপ্রমাতামহী, এই দ্বাদশ পুরুষের মধ্যে কেহ জীবিত থাকিলে তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া ঊর্দ্ধতন পুরুষকে ধরিয়া দ্বাদশসংখ্যা পূরণ করিবে।

(ভীষ্মতর্পণ)

ওঁ বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাংকৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে ॥

অনন্তর এই মন্ত্রে ভীষ্মের উদ্দেশে এক অঞ্জলি জল দিয়া * নিম্নলিখিত মন্ত্রে ভীষ্মদেবকে প্রণাম করিবে। যথা—

ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াম্ ॥

(অগ্নিদগ্ধাদি-তর্পণ)

অনন্তর নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্র পাঠ করিয়া যথাক্রমে এক এক অঞ্জলি জল দিবে। যথা—

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্ ॥ ১
ওঁ যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ২

(রামতর্পণ)

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি যথাক্রমে তিনবার পড়িয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে। যথা—

ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষিপিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ।
অতীতকুলকোটীনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
ময়া দত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্ ॥

* ভীষ্মাষ্টমী অর্থাৎ মাঘী শুক্লাষ্টমীতেই ভীষ্মতর্পণ করিবে। প্রত্যহ করিবার আবশ্যক নাই। পরন্তু কেহ কেহ প্রত্যহও করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতি পিতৃতর্পণের পূর্ব্বে ভীষ্মতর্পণ করিবে।

(লক্ষণতর্পণ)

তদনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র যথাক্রমে তিনবার পড়িয়া তিন অঞ্জলি জল দিবে। যথা—

ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু।

(বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকে তর্পণ)

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বস্ত্রনিষ্পীড়নোদক দ্বারা ভূমিতে একবার জল দিবে। †

ওঁ যে চাস্মাকং কুলে জাতা অপুত্রাগোত্রিণো মৃতাঃ।
তে তৃপ্যন্তু ময়া দত্তং বস্ত্রনিষ্পীড়নোদকম্॥

(পিতৃস্তুতি)

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

অনন্তর এইরূপে পিতৃস্তুতি করত পিতৃনমস্কার করিবে। যথা—

(পিতৃনমস্কার)

পিতৄন্নমস্যে দিবি যে চ মূর্ত্তাঃ, স্বধাভুজঃ কাম্যফলাভিসন্ধৌ।
প্রদানশক্তাঃ সকলেপ্সিতানাং, বিমুক্তিদা যেঽনভিসংহিতেষু॥

ইতি সামবেদীয় তর্পণ সমাপ্ত।

---

* যে ব্যক্তি সমগ্র তর্পণ করিতে অক্ষম, সে কেবল লক্ষণতর্পণ করিলেই সমগ্র তর্পণফল প্রাপ্ত হইতে পারে।

† জল হইতে স্থলে উঠিয়া এই তর্পণ করিবে। কারণ, জলে বস্ত্রনিষ্পীড়ন নিষিদ্ধ। এই তর্পণের অগ্রেও বস্ত্র নিংড়াইবে না।

যজুর্ব্বেদীয়গণের ও শূদ্রের তর্পণবিধি। *

প্রথমতঃ দক্ষিণাস্যে আচমন পূর্ব্বক প্রাচীনাবীতী হইয়া কর-পুটে "ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা" ইত্যাদি (সামবেদীয়-তর্পণোক্ত) মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিবে। তৎপরে "ওঁ দেবা আগচ্ছন্তু" এই বাক্যে দেবগণের আবাহন পূর্ব্বক পূর্ব্বাস্যে উপবীতী হইয়া নিম্ন-লিখিত মন্ত্র পড়িয়া ব্রহ্মা হইতে প্রজাপতি পর্য্যন্ত চারি জনের প্রত্যেককে দেবতীর্থ দ্বারা এক এক অঞ্জলি জল দিবে। যথা—

ওঁ ব্রহ্মা তৃপ্যতু, ওঁ বিষ্ণুস্তৃপ্যতু, ওঁ রুদ্রস্তৃপ্যতু, ওঁ প্রজাপতিস্তৃপ্যতু।

অনন্তর "ওঁ দেবা যক্ষাস্তথা নাগা" ইত্যাদি (২৩পৃ, সামবেদীয় তর্পণলিখিত) মন্ত্রে দেবতীর্থ দ্বারা এক অঞ্জলি জল দিতে হয়।

এই প্রকারে দেবতর্পণ করিয়া উত্তরাস্যে নিবীতী অবস্থায় "ওঁ সনকশ্চ" ইত্যাদি (২৪ পৃষ্ঠার লিখিত) মন্ত্র দুইবার পড়িয়া কায়তীর্থ দ্বারা দুই অঞ্জলি জলপ্রদান পূর্ব্বক মনুষ্যতর্পণ সমাপ্ত করিবে।

পরে পূর্ব্বাস্যে উপবীতী অবস্থায় ঋষিতর্পণ করিবে অর্থাৎ "ওঁ মরীচিস্তৃপ্যতু, ওঁ অত্রিস্তৃপ্যতু, ওঁ অঙ্গিরাস্তৃপ্যতু, ওঁ বশিষ্ঠস্তৃপ্যতু, ওঁ পুলহস্তৃপ্যতু, ওঁ ক্রতুস্তৃপ্যতু, ওঁ প্রচেতাস্তৃপ্যতু, ওঁ পুলস্ত্যস্তৃপ্যতু, ওঁ ভৃগুস্তৃপ্যতু, ওঁ নারদস্তৃপ্যতু, ওঁ দেবাস্তৃপ্যন্তু, ওঁ ব্রহ্মর্ষয়স্তৃপ্যন্তু" এই বলিয়া দেবতীর্থ দ্বারা প্রত্যেককে এক একবার জল দিবে।

তদনন্তর দিব্যপিতৃতর্পণ করিবে।—দক্ষিণাস্যে প্রাচীনাবীতী অবস্থায় † ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ সৌম্যাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ হবিষ্মন্তঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ উষ্মপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ সুকালিনঃ

* শূদ্র প্রণব ত্যাগ করিয়া অবশিষ্টাংশ উচ্চারণ করিবে।

† তর্পণসমাপ্তি পর্য্যন্ত এইরূপ ভাবে থাকিবে।

পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ বর্হিষদঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, ওঁ আজ্যপাঃ পিতরস্তৃপ্যন্তু, এই মন্ত্রগুলি তিন তিনবার পড়িয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা প্রত্যেককে তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে।

তৎপরে "ওঁ যমায় ধর্ম্মরাজায়" ইত্যাদি (২৫ পৃষ্ঠার লিখিত) মন্ত্রে যথাক্রমে তিন অঞ্জলি জল দিয়া যমতর্পণ করিবে। *

অনন্তর পিতৃতর্পণ।—করযোড়ে "ওঁ পিতৃন্ আবাহয়িষ্যে" এই কথা উচ্চারণ পূর্ব্বক "ওঁ আবাহয়" বলিবে। তৎপরে নিম্ন-লিখিত দুইটি মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। যথা—

ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধীমহ্যুশন্তঃ সমিধীমহি উশন্নুশত আবহ পিতৃন্ হবিষেঽত্তবে ॥ ১ ॥ 21, 15,

ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ সোম্যাসোঽগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভির্দেব-যানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তে অবন্ত্বস্মান্ ॥ ২ ॥

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক অঞ্জলি জল দিবে। যথা—

ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্ণন্ত্বপোঽঞ্জলিম্।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র যথাক্রমে তিনবার পড়িয়া পিতৃ-উদ্দেশে তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। যথা—

ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৃন্ ॥

ওঁ বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্র পিতঃ অমুকদেবশর্ম্মন্ (শূদ্র হইলে "অমুকদাস") এতৎসতিলোদকং (তিলতর্পণনিষিদ্ধদিনে—"এত-দুদকং") তুভ্যং স্বধা। (শূদ্র হইলে—স্বধাস্থানে "নমঃ" বলিবে।) †

* শূদ্রগণ এই স্থানে ভীষ্মতর্পণ করিবে।

† মতান্তরে শূদ্রের পক্ষে "অমুকদাস তৃপ্যস্ব এতত্তে সতিলোদকং নমঃ" উচ্চার্য্য।

এই প্রকারে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধপ্রমাতামহকে পিতামহাদি নাম উল্লেখ পূর্ব্বক তর্পণ করিতে হয়।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র যথাক্রমে পড়িয়া মাতৃ-উদ্দেশে তিন অঞ্জলি জল দিবে। যথা—

ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিস্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্॥

ওঁ অমুকগোত্রে মাতঃ অমুকিদেবি (শূদ্র হইলে—অমুকিদাসি) এতৎ সতিলোদকং (নিষিদ্ধদিনে—"এতদুদকম্") তুভ্যং স্বধা॥

তদনন্তর সামবেদীয় তর্পণের লিখিত পিতামহী, প্রপিতামহী প্রভৃতিকে এক এক অঞ্জলি জল দ্বারা তর্পণ করিবে।

তৎপরে সামবেদীয় তর্পণের (২৭ পৃষ্ঠার) লিখিত প্রণালীতে ভীষ্মতর্পণ কর্ত্তব্য।

পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র দুইটি যথাক্রমে তিন তিনবার পড়িয়া তিন তিন অঞ্জলি জল দিবে। যথা—

ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাসু চ যে স্থিতাঃ।
তেষামাপ্যায়নায়ৈতদ্দীয়তে সলিলং ময়া॥ ১॥
ওঁ যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ।
তে তৃপ্তিমখিলাং যান্তু যে চাস্মত্তোয়কাঙ্ক্ষিণঃ॥ ২॥

অতঃপর সামবেদীয় তর্পণের (২৭, ২৮ পৃষ্ঠার) লিখিত নিয়মে রামতর্পণ, লক্ষ্মণতর্পণ ও বস্ত্রনিষ্পীড়িতজলে তর্পণ করিয়া পিতৃস্তুতি ও পিতৃপ্রণাম করিবে।

ঋগ্বেদীয়-তর্পণবিধি।

যজুর্ব্বেদদীয় তর্পণের প্রণালী অনুসারে প্রথম হইতে ঋষিতর্পণ পর্য্যন্ত করিয়া দক্ষিণাস্যে প্রাচীনাবীতী অবস্থায় পিতৃতীর্থ দ্বারা "ওঁ অগ্নিষ্বাত্তাস্তৃপ্যন্তু, ওঁ সৌম্যাস্তৃপ্যন্তু, ওঁ হবিষ্মন্তস্তৃপ্যন্তু, ওঁ উষ্মপাস্তৃপ্যন্তু, ওঁ সুকানিলস্তৃপ্যন্তু, ওঁ বর্হিষদস্তৃপ্যন্তু, ওঁ আজ্যপাস্তৃপ্যন্তু" এই সাতটি মন্ত্রে তিন তিনবার করিয়া জল দিবে। অনন্তর সামবেদীয় (২৫ পৃষ্ঠার লিখিত) প্রণালীতে যমতর্পণ করিতে হয়। তৎপরে করযোড়ে "ওঁ আগচ্ছন্তু মে পিতর ইমং গৃহ্লন্ত্বপোঽঞ্জলিং" এই বলিয়া পিতৃগণের আবাহন পূর্ব্বক দক্ষিণাস্যে প্রাচীনাবীতী অবস্থায় পিতৃতীর্থ দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে পিতৃ-উদ্দেশে তিন অঞ্জলি জল দিবে। যথা—

ওঁ অমুকগোত্রং পিতরং অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি এতৎ-সতিলোদকং (গঙ্গাজল হইলে "সতিলগঙ্গোদকং") (তিলতর্পণের নিষিদ্ধদিনে "এতদুদকং") তস্মৈ স্বধা নমঃ॥

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে মাতৃ-উদ্দেশেও তিন অঞ্জলি জল দিতে হয়। যথা----

অমুকগোত্রাং মাতরং অমুকীদেবীং তর্পয়ামি এতৎ সতিলোদকং তস্যৈ স্বধা নমঃ॥

পরে সামবেদীয়পিতৃতর্পণের লিখিত অন্যান্য ব্যক্তির উদ্দেশেও তর্পণ করিতে হয়।

তদনন্তর "ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং জগৎ তৃপ্যতু" এই বলিয়া তিন অঞ্জলি জল প্রদান পূর্ব্বক "ওঁ আব্রহ্মভুবনা" ইত্যাদি (২৭ পৃষ্ঠার লিখিত) মন্ত্রে এক অঞ্জলি এবং "ওঁ যেঽবান্ধবা" ইত্যাদি (২৭ পৃষ্ঠা)

মন্ত্রে এক অঞ্জলি জল দিবে। তৎপরে সামবেদীয় তর্পণের নিয়মে (২৮ পৃ) বস্ত্রনিষ্পীড়িতজলে তর্পণ হইতে সমস্ত কার্য্য শেষ করিবে।

সন্ধ্যার সাধারণবিধি।

রাত্রির শেষে একদণ্ড ও দিনের প্রথম একদণ্ড অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের একদণ্ড পূর্ব্ব ও একদণ্ড পর যে সময়, তন্মধ্যেই প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে; দিবার শেষ একদণ্ড ও রাত্রির প্রথম একদণ্ড অর্থাৎ সূর্য্যাস্তের একদণ্ড পূর্ব্ব ও একদণ্ড পর যে সময়, তাহাই সায়ংসন্ধ্যার কাল এবং দিবসের অষ্টমমুহূর্ত্ত (দিনমানকে ১৫ ভাগ করিলে এক এক ভাগকে এক এক মুহূর্ত্ত বলে;) অর্থাৎ যে সময় সূর্য্যদেব ঠিক আকাশের মধ্যভাগে অবস্থিত থাকেন, সেই সময়ই মধ্যাহ্নসন্ধ্যা করিবে। ফল কথা, দিনমানের ন্যূনাধিক্য অনুসারে এই সময় নিরূপণ করিয়া লইতে হয়।

সন্ধ্যা করিবার সময় কাহারও সহিত কথা কহিতে নাই। ঐ সময়ে কথা কহিলে, হাঁচি বা নিষ্ঠীবন ফেলিলে, জৃম্ভণ তুলিলে, অধোবায়ুত্যাগ করিলে অথবা নিদ্রাকর্ষণ হইলে বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে।

জননাশৌচ বা মরণাশৌচে সন্ধ্যা করিবে না এবং সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী ও শ্রাদ্ধবাসরে সায়ংসন্ধ্যা নিষিদ্ধ; কিন্তু নিষিদ্ধ দিনে গায়ত্রীজপ করিতে পারে এবং তান্ত্রিকী সন্ধ্যা কোন দিনেই নিষিদ্ধ নহে।

কারণ বশতঃ সন্ধ্যার কাল অতীত হইলে দশবার গায়ত্রী-জপরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সন্ধ্যা করিবে। বৈদিকী সন্ধ্যায় বৈদিকী এবং তান্ত্রিকী সন্ধ্যায় তান্ত্রিকী গায়ত্রী জপ করিতে হয়।

ভ্রমবশে পূর্ব্বসন্ধ্যার বাধ হইলে পরসন্ধ্যা করিবার অগ্রে পূর্ব্ব-সন্ধ্যা করিতে হয়। যদি তিনটি সন্ধ্যারই বাধ হয়, তাহা হইলে একদিন উপবাস করিয়া থাকিবে। তাহাতে অক্ষম হইলে একটি ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে অথবা ভোজনদ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য দিবে। পূর্ব্বমুখ হইয়া প্রাতঃসন্ধ্যা, পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা এবং পশ্চিমোত্তরকোণাভিমুখ হইয়া সায়ংসন্ধ্যা করিবে।

সামবেদীয়-সন্ধ্যাবিধি। *

প্রথমতঃ যথাবিধি দুইবার আচমন পূর্ব্বক (১২ পৃ) বিষ্ণু-স্মরণ করিয়া আপোমার্জ্জন করিবে অর্থাৎ নিম্নলিখিত ছয়টি মন্ত্র-পাঠ পূর্ব্বক কুশের দ্বারা বা হস্ত দ্বারা মস্তকে বিন্দু বিন্দু জল-প্রোক্ষণ করিবে। যথা—

(আপোমার্জ্জন)

ওঁ শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ শমনঃ সন্তু নূপ্যাঃ। শন্নঃ সমুদ্রিয়া আপঃ শমনঃ সন্তু কূপ্যাঃ॥১॥ ওঁ দ্রুপদাদিব মুমুচানঃ স্বিন্নঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণেবা-জ্যমাপঃ শুন্ধন্তু মৈনসঃ ॥ ২ ॥ ওঁ আপো হি ষ্ঠা

মরুদেশজাত জল আমাদিগের মঙ্গল করুক, অনূপদেশোৎপন্ন (জলময়দেশজাত) জল আমাদিগের কল্যাণদায়ী হউক, সমুদ্রজল আমাদিগের মঙ্গলবিধান করুক্ এবং কূপজল আমাদিগের কল্যাণ-দায়ী হউক্। ১। স্বেদাক্ত ব্যক্তি বৃক্ষমূলে অবস্থিতি করিয়া যে প্রকার ঘর্ম্ম হইতে মুক্তিলাভ করে, স্নাত ব্যক্তি যেমন দৈহিক মল হইতে মুক্ত হয়, মন্ত্রপাঠ দ্বারা যে প্রকার হবিঃ পবিত্র হয়,

* ইহা কেবল উপনীত ব্রাহ্মণেরই কর্ত্তব্য।

ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে ॥৩॥ ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ ॥ ৪ ॥ ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিম্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ৫ ॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ,সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী। সূর্য্যাচন্দ্র-

জল আমাকে সেইরূপ পাপ হইতে পবিত্র করুক্। ২। হে জলসকল! তোমরা পরম আপ্যায়ক (সুখদায়ক); অতএব ইহকালে আমাদিগের অন্নের সংস্থান করিয়া দেও এবং পরলোকে মনোরমদর্শন পরব্রহ্মের সহিত আমাদিগের মিলন করিয়া দিও। ৩। স্নেহময়ী মাতা যেমন আপনার স্তনদুগ্ধ পান করাইয়া পুত্রের মঙ্গলবিধান করেন, হে জলসমূহ! তোমরাও সেইরূপ ইহলোকে আমাদিগকে তোমাদের মঙ্গলময় রসের দ্বারা পরিতৃপ্ত কর। ৪। হে জলসমূহ! তোমরা যে রস দ্বারা আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত জগতের তৃপ্তিসাধন করিতেছ, সেই রস দ্বারা যেন আমাদিগের তৃপ্তি হয়। তোমরা আমাদিগকে সেই রসভোগের অধিকারী কর। ৫। মহাপ্রলয়সময়ে কেবলমাত্র ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। তৎকালে চতুর্দ্দিক্ তিমিরাবৃত ছিল, তৎপরে সৃষ্টির আরম্ভকালে অদৃষ্টবশে সৃষ্টির মূলস্বরূপ জলপূর্ণ সমুদ্র সঞ্জাত হইল। সেই সমুদ্রজল হইতে জগৎসৃষ্টিকারী বিধি সমুৎপন্ন হইলেন। সেই বিধিই দিবাপ্রকাশক সূর্য্য ও রজনীপ্রকাশক শশধরের সৃষ্টি করিয়া বৎসরের কল্পনা

মসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্ত-রীক্ষমথো স্বঃ॥ ৬॥

(প্রাণায়াম)

অনন্তর করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র কয়টি পাঠ পূর্ব্বক ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া মস্তকের চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টন করিবে। * যথা—

ওঁকারস্য ব্রহ্ম-ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা সর্ব্ব-কর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ॥৭॥ ওঁ সপ্তব্যাহৃতীনাং প্রজা-পতির্ঋষির্গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুব্-বৃহতী-পঙ্‌ক্তি-ত্রিষ্টুব্-জগত্যশ্ছন্দাংসি ওঁ অগ্নি-বায়ু-সূর্য্য-বরুণ-বৃহস্পতীন্দ্র-বিশ্বেদেবা দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ॥ ৮॥ ওঁ গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র-ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা

করেন অর্থাৎ তৎকাল হইতেই দিবা, রাত্রি, ঋতু, আয়ন, বৎসর প্রভৃতি যথানিয়মে প্রবর্ত্তিত হইল। তৎপরে ব্রহ্মা ক্রমে ক্রমে মহদাদি ঊর্দ্ধতন লোকচতুষ্টয় এবং ভূঃ প্রভৃতি লোকত্রয় সমুৎ-পাদন করিলেন। ৬। †

* প্রত্যেক মন্ত্র উচ্চারণের অগ্রে তত্তন্মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা ও বিনি-য়োগ জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। বেদ অবিনশ্বর, তবে মহাপ্রলয়সময়ে উহা বিলীনভাবে থাকে। পরে সৃষ্টিসময়ে যিনি যে মন্ত্রটি প্রথম স্মরণ করেন কিংবা যিনি যে মন্ত্র দ্বারা সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহাকেই সেই মন্ত্রের ঋষি বলা যায়; যে মন্ত্র যে ছন্দে গ্রথিত, তাহাই তাহার ছন্দঃ; মন্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তুই সেই মন্ত্রের দেবতা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত এবং মন্ত্রের উচ্চারণ বা কোন্ কর্ম্মে তাহার প্রয়োগ, তাহারই নাম বিনিয়োগ।

† সন্ধ্যার কাল উত্তীর্ণ হইলে সামবেদীয়েরা এই স্থলে দশবার গায়ত্রীজপ-রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবেন।

প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥ ৯ ॥ ওঁ শিরসঃ প্রজাপতি-ঋর্ষিগায়ত্রীচ্ছন্দো ব্রহ্মবায়্বগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতাঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ ॥ ১০ ॥

তদনন্তর দক্ষিণ-করের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণনাসা টিপিয়া বাম-নাসিকা দ্বারা বায়ু-পূরণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিতরূপে নাভিদেশে ব্রহ্মাকে ধ্যান করিবে। যথা—

(নভৌ রক্তবর্ণং চতুর্মুখং দ্বিভুজং অক্ষসূত্র-কমণ্ডলুকরং হংসাসনসমারূঢ়ং ব্রহ্মাণং ধ্যায়ন্) ॥১১॥ ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসো-ঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃস্বরোঁ ॥ ১২ ॥

পূর্ব্ববৎ দক্ষিণনাসা টিপিয়া রাখিয়াই অনামা ও কনিষ্ঠা দ্বারা

ব্রহ্মা রক্তবর্ণ, চতুর্ম্মুখ, অক্ষসূত্র ও কমণ্ডলুধর, দ্বিভুজ ও হংস-বাহন। এইরূপে ব্রহ্মাকে নাভিপ্রদেশে ধ্যান করিয়া নিম্নলিখিত-রূপে চিন্তা করিবে। ১১।

যাঁহা দ্বারা ভূরাদি সপ্তলোক প্রকাশিত হইতেছে,যিনি অপ্, তেজ ও রসরূপে বিদ্যমান, যিনি অখিল-জীবহৃদয়ে জীবাত্মরূপে সংস্থিত, যিনি সত্বাদি ত্রিগুণভেদে ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্ররূপে প্রকাশমান, সেই সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থ (সূর্য্যমণ্ডলোপাধি-পরিচ্ছিন্ন) চৈতন্যকে (ব্রহ্মকে) আমরা উপাসনা করি। তিনি ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গ-বিষয়ে আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরিত করিতেছেন। ১২।

বামনাসা টিপিয়া শ্বাসরোধরূপ কুম্ভক করত নিম্নলিখিতরূপে কেশবকে ধ্যান করিবে। যথা—

(হৃদি নীলোৎপলদলপ্রভং চতুর্ভুজং শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং গরুড়াসনসমারূঢ়ং কেশবং ধ্যায়ন্) ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃস্বরোঁ॥ ১৩॥

তৎপরে দক্ষিণনাসা হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ছাড়িয়া দিয়া শনৈঃ শনৈঃ বায়ুনিঃসারণরূপ রেচক করিতে করিতে নিম্নলিখিতরূপে শম্ভুর ধ্যান করিবে। যথা—

(ললাটে শ্বেতং দ্বিভুজং ত্রিশূলডমরুকরমর্দ্ধচন্দ্রবিভূষিতং ত্রিনেত্রং বৃষভস্থং শম্ভুং ধ্যায়ন্) ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যং তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ চোদয়াৎ। ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃস্বরোঁ॥ ১৪॥

নীলোৎপলবৎ কান্তিপূর্ণ, চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, গরুড়াধিষ্ঠিত বিষ্ণুকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে পূর্ব্ববৎ গায়ত্রীর অর্থ চিন্তা করিবে। ১৩।

শুক্লবর্ণ, দ্বিভুজ, ত্রিশূলডমরুকর, অর্দ্ধচন্দ্রবিরাজিত, বৃষারূঢ় শম্ভুকে ললাটে ধ্যান করিতে করিতে পূর্ব্ববৎ সপ্তব্যাহৃতি-সমন্বিত ও সশিরস্ক গায়ত্রীর অর্থ চিন্তা করিবে। ১৪।

অনন্তর দক্ষিণ-হস্তে জল লইয়া প্রাতঃসন্ধ্যায় নিম্নলিখিত মন্ত্র-পাঠ পূর্ব্বক তিনবার জল পান করিয়া আচমন করিবে।—

(প্রাতরাচমন।)

সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রস্য ব্রহ্ম-ঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ সূর্য্যশ্চ মামন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্। যদ্রাত্র্যা পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না অহস্তদবলুম্পতু। যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽমৃতযোনৌ সূর্য্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা॥ ১৫॥

(মধ্যাহ্ন-আচমন)

আপঃ পুনন্ত্বিতি মন্ত্রস্য বিষ্ণুঋর্ষিরনুষ্টুপ্ ছন্দ আপো

ব্রহ্মা "সূর্য্যশ্চ মা" ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ প্রকৃতি, দেবতা জল এবং ইহার প্রয়োগ আচমনকর্ম্মে হয়। সূর্য্য, যজ্ঞ ও যজ্ঞপতি ইন্দ্রপ্রমুখ সুরগণ অসম্পূর্ণ-যজ্ঞ-জনিত পাতক হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন। আমি নিশাভাগে মন, বাক্য, কর, চরণ, উদর ও শিশ্ন দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, দিন তাহা বিনষ্ট করুন্। আমাতে যে কিছু পাতক বিদ্যমান আছে, তৎসমস্ত এই জলে সংক্রামিত করিয়া এই পাপময় জল হৃৎপদ্মমধ্যস্থিত অমৃতযোনি (চৈতন্যশক্তিপ্রকাশক) জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যে সমর্পণ (হোম) করিলাম; উহা নিঃশেষে দগ্ধ হউক্। ১৫।

বিষ্ণু "আপঃ পুনন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্,

দেবতা আচমনে বিনিযোগঃ । ওঁ আপঃ পুনন্তু পৃথিবীং পৃথ্বী পূতা পুনাতু মাম্। পুনন্তু ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্ম পূ পুনাতু মাম্। যদুচ্ছিষ্টমভোজ্যঞ্চ যদ্বা দুশ্চরিতং মম। সর্ব্বং পুনাতু মামাপোঽসতাঞ্চ প্রতিগ্রহং স্বাহা ॥১৬॥

(সায়াহ্নে আচমন)

অগ্নিশ্চ মেতি মন্ত্রস্য রুদ্র-ঋষিঃ প্রকৃতিশ্ছন্দ আপো দেবতা আচমনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ মন্যুপতয়শ্চ মন্যুকৃতেভ্যঃ পাপেভ্যো রক্ষন্তাম্ যদহ্না পাপমকার্ষং মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ

দেবতা জল এবং ইহার প্রয়োগ আচমনকর্ম্মে হয়। জল মদীয় পার্থিব-দেহের পবিত্রতাবিধান করুক্, দেহ বিশুদ্ধ হইয়া আমাকে (ক্ষেত্রজ্ঞ আত্মাকে) পবিত্র করুক্, জল পরমাত্মাকে পবিত্র করুক্ এবং পরমাত্মা বিশুদ্ধ হইয়া আমাকে পবিত্র করুন্। উচ্ছিষ্ট-ভোজন, অভক্ষ্যভক্ষণ, অসদ্ব্যবহার ও অসৎ-প্রতিগ্রহজন্য আমার যে কিছু পাপসঞ্চার হইয়াছে,জল সেই সকল পাপ হইতে আমাকে মুক্ত করুক্। পাপবিদূরণার্থ অভিমন্ত্রিত এই সলিল অমৃতাখ্য-বহ্নিস্থ সত্যস্বরূপ পরমাত্মাতে আহুতি অর্পণ করিলাম, উহা নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যাউক্। ১৬।

রুদ্র "অগ্নিশ্চ মা" ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ প্রকৃতি, দেবতা জল এবং ইহার বিনিয়োগ আচমনকর্ম্মে হয়। অগ্নি, যজ্ঞ ও যজ্ঞ-পতি ইন্দ্রপ্রমুখ সুরবৃন্দ আমার পাপনাশ করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করুন্। আমি দিবাভাগে মন, বাক্য, কর, পদ, জঠর ও শিশ্ন দ্বারা

শিশ্না রাত্রিস্তদবলুম্পতু। যৎ কিঞ্চিদ্দুরিতং ময়ি ইদমহমাপোঽহমৃতযোনৌ সত্যে জ্যোতিষি পরমাত্মনি জুহোমি স্বাহা ॥ ১৭ ॥

(পুনর্ম্মার্জ্জন)

তৎপরে জলে গায়ত্রী জপ করিয়া ঋষ্যাদিসহ নিম্নলিখিত তিন মন্ত্রে মস্তকে তিনবার জল দিবে। * যথা—

আপো হি ষ্ঠেতি ঋকৃত্রয়স্য সিন্ধুদ্বীপঋষির্গায়ত্রী-চ্ছন্দ আপো দেবতা মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ ॥

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন ঊর্জ্জে দধাতন মহে রণায় চক্ষসে ॥

ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজতেহ নঃ। উশ-তীরিব মাতরঃ ॥

ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ ॥ ১৮॥

যে সকল পাপাচরণ করিয়াছি,রাত্রি তৎসমস্ত বিনষ্ট করুন্ ; আমার দেহে যে কিছু পাপসঞ্চার হইয়াছে, তন্মিশ্রিত এই জলকে আমি অমৃতযোনি (চৈতন্যশক্তিপ্রকাশক) হৃদয়স্থিত জ্যোতির্ম্ময় সত্যে (ব্রহ্মে) হোম করিলাম। উহা নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যাউক্। ১৭।

সিন্ধুদ্বীপ "আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা জল এবং ইহার প্রয়োগ মার্জ্জনক্রিয়ায় হয়। ১৮ †

---

* যজুর্ব্বেদীয়গণ গায়ত্রী জপ করিবে না, কেবল আপো হি ষ্ঠা ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া মার্জ্জন করিবে।

† মন্ত্রত্রয়ের অনুবাদ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(অঘমর্ষণ)

তদনন্তর এক গণ্ডূষ জল নাসিকাগ্রে ধরিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র-পাঠ পূর্ব্বক নিশ্বাস দ্বারা অভ্যন্তরস্থ ভস্মীভূত পাপপুঞ্জ নিষ্ক্রান্ত হইয়া ঐ জলগণ্ডূষে মিশিয়াছে, এই প্রকার চিন্তা করত সেই জল বামভাগে ভূতলে ফেলিবে। তৎপরে হস্ত ধৌত করিয়া তিনবার গায়ত্রীপাঠ পূর্ব্বক সূর্য্যকে তিন অঞ্জলি জল দিবে। মধ্যাহ্নে একবার গায়ত্রী পড়িয়া এক অঞ্জলি জল দিতে হয়।

ঋতমিত্যস্যাঘমর্ষণ-ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো ভাববৃত্তো দেবতা অশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ ঋতঞ্চ সত্যঞ্চাভীদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত। ততো রাত্র্যজায়ত, ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ। সমুদ্রাদর্ণবাদধিসংবৎসরোঽজায়ত। অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্য মিষতো বশী। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষমথো স্বঃ॥ ১৯॥

(সূর্য্যোপস্থান)

প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাসময়ে করযোড়ে এবং মধ্যাহ্নে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া নিম্নলিখিত দুইটি মন্ত্রে সূর্য্যোপস্থান করিবে। যথা।—

উদু ত্যমিত্যস্য প্রস্কন্ন-ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা

অঘমর্ষণ "ঋতম্" ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, দেবতা ব্রহ্মা এবং অশ্বমেধযজ্ঞান্তে স্নানকর্ম্মে প্রয়োগ হয় *। ১৯।

প্রস্কন্ন "উদু ত্যং" ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা

---

* মন্ত্রের অর্থ পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ॥ ২০ ॥

চিত্রমিত্যস্য কৌৎস-ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং, চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নে। আপ্রা দ্যাবা-পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ ২১ ॥

তৎপরে নিম্নলিখিত একাদশটি মন্ত্রের এক একটি পড়িয়া এক এক অঞ্জলি জল দিবে। যথা—

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ, ওঁ আচার্য্যেভ্যো নমঃ,ওঁ ঋষিভ্যো নমঃ,* ওঁ দেবেভ্যো নমঃ,

---

সূর্য্য এবং ইহার প্রয়োগ সূর্য্যোপস্থানে হয়। বহ্নিবৎ তেজোবিশিষ্ট সুপ্রসিদ্ধ আদিত্যদেবকে তদীয় রশ্মিপুঞ্জ ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে ; এই জন্যই সকললোক প্রকাশিত হইতেছে। ২০।

কৌৎস "চিত্রম্" ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি, ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ, দেবতা সূর্য্য এবং ইহার প্রয়োগ সূর্য্যোপস্থানে হয়। সুরগণের বিস্ময়কর তেজোরাশিস্বরূপ সূর্য্যদেব উদিত হইয়াছেন। ইনি মিত্র, বরুণ ও অগ্নি এই দেবত্রয়ের চক্ষুঃস্বরূপ, অন্য দেবগণের সমষ্টিস্বরূপ এবং স্থাবরজঙ্গমের আত্মস্বরূপ। † ইনি স্বীয় রশ্মিমালা দ্বারা স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও আকাশকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। ২১।

---

* এই স্থলে কেহ কেহ "ওঁ গুরুভ্যো নমঃ" বলিয়াও এক অঞ্জলি জল দিয়া থাকেন।

† আদিত্যগত জ্যোতিই প্রাণিগণের হৃদয়ে জীবাত্মরূপে বিরাজিত।

ওঁ বেদেভ্যো নমঃ, ওঁ মৃত্যবে নমঃ, ওঁ বায়বে নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ বৈশ্রবণায় নমঃ, ওঁ উপজায় নমঃ। *

গায়ত্রীজপ।

(আবাহন)

করযোড়ে নিম্নলিখিতমন্ত্রে গায়ত্রীর আবাহন করিবে। যথা—

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রিচ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে ॥ ২২ ॥

এই বলিয়া আবাহন পূর্ব্বক ন্যাস করিবে। যথা—

(অঙ্গন্যাস)

"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" বলিয়া তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রদেশ দ্বারা হৃদয়; "ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা" বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্রদেশ দ্বারা মস্তক; "ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্" বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্র দ্বারা শিখা; "ওঁ স্বঃ কবচায় হুঁ" বলিয়া দক্ষিণহস্তের পঞ্চাঙ্গুলীর অগ্র দ্বারা দক্ষিণ-বাহু এবং "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" বলিয়া তর্জ্জনী ও অনামার অগ্র দ্বারা নেত্র স্পর্শ করিয়া "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগ করিয়া বামহস্তের পৃষ্ঠ ও তল স্পর্শ করত তালি

হে বরপ্রদে দেবি! হে অক্ষরত্রয়ময়ি! হে ব্রহ্মপ্রকাশিনি! হে ছন্দোমাতঃ! হে বেদোদ্ভবে গায়ত্রি! জপকালে আমার নিকটবর্ত্তিনী হও, তোমাকে নমস্কার। ২২।

---

* মধ্যাহ্নস্নানের পর তর্পণ করিতে হইলে এই স্থলে কর্ত্তব্য।

দিবে। এই প্রকারে তিনবার অঙ্গন্যাস করিতে হয়। পরে ধ্যান করিবে। ধ্যান তিন বেলায় তিন প্রকার। যথা—

(প্রাতর্ধ্যান)

ওঁ কুমারীং ঋগ্বেদযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্ ॥ ২৩॥

(মধ্যাহ্নধ্যান)

ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ তার্ক্ষ্যস্থাং পীতবাসসীম্।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতাম্ ॥ ২৪ ॥

(সায়াহ্নধ্যান)

ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ বৃদ্ধাং বৃষভবাহিনীম্।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদসমাযুতাম্ ॥ ২৫ ॥

ধ্যানান্তে গায়ত্রীর ঋষ্যাদি স্মরণ করিবে। যথা—

(ঋষ্যাদি)

ওঁ গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র-ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সবিতা দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ ॥ ২৬ ॥ *

প্রভাতে গায়ত্রীকে কুমারী, ঋগ্‌বেদোদ্ভূতা, ব্রহ্মস্বরূপিণী, হংসবাহনা, কুশধারিণী ও সূর্য্যমণ্ডলগতা ধ্যান করিবে। ২৩।

মধ্যাহ্নে গায়ত্রীকে বৈষ্ণবী, গরুড়াসনা, পীতবস্ত্রধারিণী, যুবতী, যজুর্ব্বেদোদ্ভূতা ও সূর্য্যমণ্ডলস্থা ধ্যান করিবে। ২৪।

সায়াহ্নে গায়ত্রী দেবীকে শিবশক্তি, বৃদ্ধা, বৃষারূঢ়া, সামবেদোদ্ভূতা ও সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী ধ্যান করিবে। ২৫।

গায়ত্রীর ঋষি বিশ্বামিত্র, ছন্দঃ গায়ত্রী, দেবতা সূর্য্য এবং জপে ইহার প্রয়োগ হয়। ২৬।

---

* কেহ কেহ ধ্যানের অগ্রে ঋষ্যাদি-স্মরণের ব্যবস্থা দেন।

তৎপরে যথাশক্তি দশবার, একশত অষ্টবার অথবা সহস্রবার গায়ত্রী জপ করিবে। গায়ত্রী যথা—

গায়ত্রী।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥ ২৭। *

স্থাবরজঙ্গমাত্মক ত্রিভুবনস্বরূপ, জননমরণদুঃখাদি-বিনাশার্থ উপাস্য, সূর্য্যমণ্ডলগত তেজের প্রাণভূত, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারিণী শক্তির অবিচ্ছিন্ন,সর্ব্বান্তর্য্যামী পরব্রহ্মকে "তিনিই আমি" এই ভাবে ধ্যান করি। তিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে ধর্ম্মাদি চতুর্ব্বর্গবিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন। তিনি ভূরাদি সপ্তলোকের প্রকাশক অপ্, তেজ ও রসরূপে বিদ্যমান, সূর্য্যমণ্ডলোপাধিপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যস্বরূপ ও সত্ত্বাদি গুণভেদে ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্ররূপে প্রকাশমান। ২৭।

* এইরূপে প্রাতঃকালে, মধ্যাহ্নসময়ে ও সায়াহ্নকালে যথাক্রমে গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতীকে চিন্তা করিবে। প্রভাতকালে উর্দ্ধভাবে থাকিয়া হস্তযুগল উর্দ্ধোত্তান,মধ্যাহ্নকালে তদনুরূপে অবস্থান পূর্ব্বক হস্তযুগল তির্য্যগ্-গত এবং সন্ধ্যাকালে উপবিষ্ট হইয়া হস্তদ্বয়কে অধোমুখ করত অনামা অঙ্গুলীর মধ্যপর্ব্ব, মূলপর্ব্ব, কনিষ্ঠাঙ্গুলীর মূলাদি তিন পর্ব্ব. অনামিকার অগ্রপর্ব্ব, মধ্যামাঙ্গুলীর অগ্রপর্ব্ব আর তর্জ্জনীর তিন পর্ব্ব এই দশসংখ্য পর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠাগ্রপর্ব্ব দ্বারা গায়ত্রী জপ করিতে হয়। গায়ত্রীজপের আদিতে ও অন্তে গায়ত্রী-স্তবকবচপাঠ এবং আদিতে গায়ত্রীশাপোদ্ধারপাঠ করা কর্ত্তব্য। স্তবকবচপ্রকরণে স্তবকবচাদি দ্রষ্টব্য।

(জপবিসর্জ্জন)

গায়ত্রীজপান্তে জপ বিসর্জ্জন করিবে।

ওঁ মহেশবদনোৎপন্না বিষ্ণোর্হৃদয়সম্ভবা।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া ॥ ২৮ ॥

পরে "অনেন জপেন ভগবন্তাবাদিত্যশুক্রৌ প্রীয়েতাম্। ওঁ আদিত্যশুক্রাভ্যাং নমঃ" এই বলিয়া এক গণ্ডূষ জল দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণকর্ণের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করত মস্তকে জলপ্রক্ষেপ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিবে। যথা—

(আত্মরক্ষা)

জাতবেদস ইত্যস্য কাশ্যপ-ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽগ্নির্দেবতা আত্মরক্ষায়াং জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ জাতবেদসে সুনবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি। বেদঃ স নঃ পরিষদতি, দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥২৯॥

হে দেবি! তুমি মহেশ্বরের মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ এবং ব্রহ্মার অনুমতিক্রমে বিষ্ণুর বক্ষঃপ্রদেশে অবস্থান করিতেছ, তুমি স্বেচ্ছামত স্থলে গমন কর। ২৮।

আত্মরক্ষা-মন্ত্রের ঋষি কাশ্যপ, ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্, দেবতা অগ্নি এবং আত্মরক্ষণকার্য্যে ইহার বিনিয়োগ হয়। যে অগ্নি আমাদিগের অহিতকারিগণকে দগ্ধীভূত করেন ও বেদকে আয়ত্ত করিয়া দেন, তরণীযোগে তরঙ্গিণী উত্তরণের ন্যায় জগৎ যে অগ্নি দ্বারা দুস্তর পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়, আমরা সেই অগ্নির জন্য সোমযজ্ঞের অনুষ্ঠান করি। ২৯।

(রুদ্রোপস্থান)

অনন্তর করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ঋতমিত্যস্য কালাগ্নিরুদ্র-ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো রুদ্রো দেবতা রুদ্রোপস্থানে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ঋতং সত্যং পরং ব্রহ্ম পুরুষং কৃষ্ণপিঙ্গলম্।
ঊর্দ্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ॥ ৩০ ॥

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র কয়টির এক একটি পড়িয়া এক এক অঞ্জলি দিবে। যথা—

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ অদ্ভ্যো নমঃ, ওঁ বরুণায় নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ রুদ্রায় নমঃ।

(সূর্য্যার্ঘ্য)

অনন্তর (অর্ঘ্যদ্রব্য বা তদভাবে জল দ্বারা) সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিবে। যথা—

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে ॥ ৩১ ॥
ইদমর্ঘ্যং ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ ॥ ৩২ ॥

রুদ্রোপস্থান-মন্ত্রের ঋষি কালাগ্নিরুদ্র, ছন্দঃ অনুষ্টুপ্, দেবতা রুদ্র এবং রুদ্রোপস্থানকার্য্যে ইহার প্রয়োগ হয়। যিনি একাক্ষর ও অনন্তজ্ঞাননামক পরব্রহ্ম, ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্ররূপী, ঊর্দ্ধলিঙ্গ (ঊর্দ্ধস্থিত) ও বিরূপাক্ষ, সেই বিশ্বরূপ পুরুষকে নমস্কার করি। ৩০।

হে ব্রহ্মন্! তুমি তেজস্বী, দীপ্তিমান্, বিষ্ণুতেজের আধার, জগৎকর্ত্তা, পবিত্র ও কর্ম্মপ্রবর্ত্তক। ৩১। এই অর্ঘ্য শ্রীসূর্য্যদেবকে অর্পণ করিলাম। ৩২।

(সূর্য্যপ্রণাম)

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥৩২॥

পরে এক গণ্ডূষ জল দিয়া ত্রুটিমার্জ্জনা করিবে। মন্ত্র যথা—

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎ সর্ব্বং ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ॥ ৩৩ ॥

(ব্রহ্মযজ্ঞ) *

মধ্যাহ্নসন্ধ্যার পর বেদাদি-মন্ত্রচতুষ্টয় পড়িবে। যথা—

মধুচ্ছন্দ-ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দ অগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞ-জপে বিনিয়োগঃ।

যিনি জবাপুষ্পসম রক্তবর্ণ, মহাদ্যুতিশালী, অন্ধকারনাশক ও অখিলপাতকহারী, সেই কশ্যপসুত ভাস্করদেবকে নমস্কার। ৩২।

এই সন্ধ্যোপাসনায় যদি কোন বর্ণ উচ্চারিত হইয়া না থাকে এবং যদি কোন মাত্রাও উচ্চারণ না করিয়া থাকি, হে সুরেশ্বরি গায়ত্রিদেবি! তোমার কৃপায় তৎসমস্ত পূর্ণ হউক্। ৩৩।

---

* ব্রহ্মযজ্ঞ মধ্যাহ্নসন্ধ্যার পর কর্ত্তব্য হইলেও, তিনবেলার সন্ধ্যাই এই স্থানে লিখিত হওয়াতে উহাও এই স্থলে সন্নিবেশিত হইল। ফল কথা, ইহা সন্ধ্যার অঙ্গ নহে। যথাশক্তি চতুর্ব্বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাসাদি-পাঠকে ব্রহ্মযজ্ঞ কহে। পরন্তু ইহা এখন অসম্ভব বলিয়া চারিবেদের চারিটি আদ্যমন্ত্র পাঠ করিতে হয়। হস্তপদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক পূর্ব্বাগ্রকুশোপরি পূর্ব্বমুখে পদ্মাসনে বসিয়া বামহস্তে কুশধারণ করত তদুপরি দক্ষিণহস্ত অধোমুখভাবে রাখিয়া প্রথমে গায়ত্রী পাঠ করিবে। তৎপরে ঋষ্যাদি সহ বেদাদি-মন্ত্রচতুষ্টয় পড়িতে হয়।

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্ ॥ ১ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য-ঋষিরুষ্ণক্ ছন্দো বায়ুর্দ্দেবতা ব্রহ্ম-
যজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা। বায়বঃ স্থ। দেবো বঃ
সবিতা প্রার্থয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে ॥ ২ ॥

গোতম-ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞ-
জপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।
নিহোতা সৎসি বর্হিষি ॥ ৩ ॥

পিপ্পলাদ-ঋষির্গায়ত্র্যাচ্ছন্দো বরুণো দেবতা ব্রহ্ম-
যজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

যিনি যজ্ঞানুষ্ঠানের প্রথমে স্থাপিত হইয়াছেন, যিনি যাগ ও হোমকার্য্যের সহায় এবং যিনি বহুধনদাতা, সেই অগ্নিদেবের স্তব করি। ১।

হে শাখে! বৃষ্টির জন্য তোমাকে ছেদন করি এবং রসের জন্য তোমাকে আহরণ করি। হে বৎসবৃন্দ! তোমরা বায়ুর ন্যায় জগতের হিতকারী হও। হে ধেনুগণ! দীপ্তিশীল সূর্য্যদেব যজ্ঞার্থ তোমাদিগকে প্রার্থনা করুন্। ২।

হে বহ্নি! আমরা তোমার স্তব করিতেছি, তুমি হবির্ভোজনার্থ ও দেবগণকে অন্নপ্রদানার্থ উপস্থিত হও। তুমি হোমক্রিয়ার প্রধান সাধনস্বরূপ হইয়া কুশের উপর অধিষ্ঠান কর। ৩।

ওঁ শন্নো দেবীরভাষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে। সংযোরভিস্রবন্তু নঃ ॥ ৪ ॥ *

ইতি সমবেদীয়সন্ধ্যা সমাপ্তা।

যজুর্ব্বেদীয়-সন্ধ্যাবিধি।

সামবেদীয় সন্ধ্যার প্রণালী অনুসারে প্রথম হইতে অঘমর্ষণ পর্য্যন্ত সম্পাদন পূর্ব্বক সূর্য্যোপস্থান করিবে। যথা—

(সূর্য্যোপস্থান)

উদু ত্যমিত্যস্য প্রস্কন্ন-ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা অগ্নিষ্টোমে সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ॥ ১ ॥

চিত্রমিত্যস্য কৌৎস-ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা অগ্নিষ্টোমে সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ।ওঁ চিত্রং দেবানা-

---

স্তুতিযোগ্য জল আমাদিগের পুষ্টিবিধানার্থ ও পানার্থ মঙ্গলপ্রদ হউক্ এবং আমাদিগের মঙ্গলসাধনার্থ অভিমুখে প্রবাহিত হউক্ ।৪।

রশ্মিপটল বিশ্বপ্রকাশার্থ তেজঃস্বরূপ সূর্য্যদেবকে বহন করিতেছে। ১।

মিত্র, বরুণ ও বহ্নি এই তিন দেবতার চক্ষুস্বরূপ, সর্ব্বসুরাত্মক, স্থাবরজঙ্গমাত্মক, সমস্ত বিশ্বের আত্মস্বরূপ সূর্য্যদেব অতি বিচিত্র-

---

* এই মন্ত্রচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথমটি ঋগ্‌বেদের, দ্বিতীয়টি যজুর্ব্বেদের, তৃতীয়টি সামবেদের এবং চতুর্থটি অথর্ব্ববেদের প্রথম মন্ত্র।

মুদগাদনীকং, চক্ষুর্ম্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবা-পৃথিবীঞ্চান্তরীক্ষং, সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ ২ ॥

তচ্চক্ষুরিত্যস্য দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণ-ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা পুর-উষ্ণিক্ ছন্দো মহাবীরাদ্যন্তয়োঃ শান্তিকরণে বিনি-য়োগঃ ॥ ওঁ তচ্চক্ষুর্দ্দেবহিতং পুরস্তাচ্ছুক্রমুচ্চরৎ,পশ্যেম শরদঃ শতং, জীবেম শরদঃ শতম্। শৃণবাম শরদঃ শতং, প্রব্রবাম শরদঃ শতমদীনাঃ স্যাম শরদঃ শতং, ভূয়শ্চ শরদঃ শতাৎ ॥ ৩ ॥

উদ্বয়মিত্যস্য প্রস্কন্ন-ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপাস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ উদ্বয়ং তমসঃ পরিস্বঃ পশ্যন্ত উত্তরম্। দেবং পবিত্রাঃ সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তরম্ ॥ ৪ ॥

ভাবে উদিত হইয়া স্বীয় রশ্মিসমূহ দ্বারা স্বর্গ,মর্ত্ত্য ও গগন পরিপূর্ণ করিয়াছেন। ২।

সুরগণের সমীহিত, শ্বেতবর্ণ (নির্ম্মল), প্রকাশস্বরূপ আদিত্য-দেব পূর্ব্বদিকে সমুদিত হইয়াছেন। আমরা তাদৃশ আদিত্যদেবের উপাসনা করিয়া যেন শতবৎসর পর্য্যন্ত দর্শনশক্তি, শ্রুতিশক্তি ও বাগিন্দ্রিয়শক্তিবিশিষ্ট থাকি অর্থাৎ একশত বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-কথিত ইন্দ্রিয়শক্তিসকল যেন স্খলিত না হয় এবং আমাদিগকে যেন কাহারও নিকট দীনভাব প্রকাশ করিতে হয় না। ৩।

অপ্রকাশস্বরূপ ভূলোকের উর্দ্ধস্থ স্বর্গলোক দেখিয়া অগ্ন্যাদি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থসমূহমধ্যে অত্যুত্তম জ্যোতিস্বরূপ আদিত্যদেবকে উপাসনা করিতেছি। তিনি আমাদিগকে রক্ষা করেন। ৪।

স্বয়ম্ভূরিত্যস্য সূর্য্য-ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বয়ম্ভূরসি শ্রেষ্ঠো রশ্মির্বর্চ্চোদা অসি, বর্চ্চো মে দেহি ॥ ৫ ॥

এই বলিয়া সূর্য্যোপস্থান করিয়া করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ন্দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি ॥

তদনন্তর সামবেদীয়-সন্ধ্যাবিধির প্রণালীতে (৪৪ পৃষ্ঠা) গায়ত্রীর অঙ্গন্যাস ও আবাহন করিয়া ধ্যান করিবে।* তিনবেলার ধ্যান তিনরূপ। যথা—

(প্রাতর্ধ্যান)

ওঁ প্রাতর্গায়ত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা রক্তবর্ণা দ্বিভুজা অক্ষসূত্রকমণ্ডলুধরা হংসাসনমারূঢ়া ব্রহ্মাণী ব্রহ্ম-দৈবত্যা কুমারী ঋগ্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া ॥ ৬ ॥

হে আদিত্যরশ্মে ! তুমি স্বয়ং প্রকাশমান পদার্থ, তোমাকে প্রকাশ করিতে অন্য কাহারও শক্তি নাই, তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও তেজঃপ্রদ ; তুমি আমাকে ব্রাহ্ম্যতেজ প্রদান কর। ৫।

প্রভাতে গায়ত্রী-দেবীকে লোহিতবর্ণা, দ্বিভুজা, অক্ষসূত্রকমণ্ডলু-ধারিণী, হংসাসনস্থা, ব্রহ্মরূপা, ব্রহ্মশক্তিস্বরূপিণী, কুমারী, ঋগ্বেদ-স্বরূপা এবং সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগতা ধ্যান করিবে। ৬।

---

* মতান্তরে যজুর্ব্বেদীয়গণ আবাহনমন্ত্রের মধ্যে প্রাতে "ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে", মধ্যাহ্নে "বিষ্ণুযোনি নমোঽস্তু তে" এবং সায়াহ্নে "রুদ্রযোনি নমোঽস্তু তে" বলিয়া আবাহন করেন। অগ্রে অঙ্গন্যাস করিয়া পরে আবাহন করাই যজুর্ব্বেদীয়গণের কর্ত্তব্য।

(মধ্যাহ্নধ্যান)

ওঁ মধ্যাহ্নে সাবিত্রী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা, কৃষ্ণবর্ণা চতু-র্ভুজা ত্রিনেত্রা শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তা যুবতী গরুড়ারূঢ়া বৈষ্ণবী বিষ্ণুদৈবত্যা যজুর্ব্বেদোদাহৃতা ধ্যেয়া ॥ ৭ ॥

(সায়াহ্নধ্যান)

ওঁ সায়াহ্নে সরস্বতী রবিমণ্ডলমধ্যস্থা শুক্লবর্ণা দ্বিভুজা ত্রিশূলডমরুকরা বৃষভাসনমারূঢ়া বৃদ্ধা রুদ্রাণী রুদ্রদৈবত্যা সামোবেদোদাহৃতা ধ্যেয়া ॥ ৭ ॥

এই প্রকার ধ্যানান্তে সামবেদীয় (৪৫, ৪৬ পৃষ্ঠা) প্রণালীতে ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক গায়ত্রী জপ করিবে। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে জপবিসর্জ্জন করিতে হয়। যথা—

(জপবিসর্জ্জন)

ওঁ উত্তরে শিখরে জাতা ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনী।
ব্রহ্মণা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথেচ্ছয়া ॥ ৯ ॥

মধ্যাহ্নসময়ে গায়ত্রী-দেবীকে সাবিত্রীরূপা, কৃষ্ণবর্ণা, চতুর্হস্তা, ত্রিলোচনা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী, যুবতী, গরুড়াসনসমারূঢ়া, বিষ্ণুরূপা, বিষ্ণুশক্তিস্বরূপিণী, যজুর্ব্বেদস্বরূপা ও রবিমণ্ডলমধ্যস্থ চিন্তা করিতে হয়। ৭।

সায়াহ্নসময়ে গায়ত্রী-দেবীকে সরস্বতীরূপা, শুভ্রবর্ণা, দ্বিভুজা, ত্রিশূলডমরুধারিণী, বৃষাসনস্থা, বৃদ্ধা, রুদ্ররূপা, রুদ্রদৈবত্যা, সাম-বেদস্বরূপা ও রবিমণ্ডলমধ্যস্থা ধ্যান করিবে। ৮।

হে দেবি! তুমি উত্তর-শিখর হইতে সমুৎপন্ন হইয়া ভূতলে ও গিরিশিখরে বিরাজ করিতেছ; তুমি যথেচ্ছ প্রস্থান কর। ৯।

এই বলিয়া এক অঞ্জলি জল প্রদান করিবে। * তদনন্তর সামবেদীয় (৪৯, ৫০পৃষ্ঠা) প্রণালী অনুসারে (মধ্যাহ্নসন্ধ্যার পর) ব্রহ্মযজ্ঞ করিয়া তর্পণ করত সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবে; কিন্তু বেদাদি মন্ত্রচতুষ্টয়ের ঋষ্যাদি অন্যপ্রকার এবং চতুর্থ মন্ত্রটির "শন্নো ভবন্তু" স্থলে "আপো ভবন্তু" পাঠ করিবে। ঋষ্যাদি যথা—

প্রথম মন্ত্রের ঋষ্যাদি।—ঋগ্বেদাদিসর্ব্বস্য মধুচ্ছন্দ-ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ স্বাধ্যায়ে বিনিয়োগঃ।

দ্বিতীয় মন্ত্রের ঋষ্যাদি।—যজুর্ব্বেদাদিমন্ত্রস্য পরমেষ্ঠী-ঋষিঃ শাখাবৎসগাবো দেবতাঃ শাখাচ্ছেদনসন্নয়বৎসোপস্পর্শনে বিনিয়োগঃ।

তৃতীয় মন্ত্রের ঋষ্যাদি।—সামবেদাদিমন্ত্রস্য গোতম-ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা ব্রহ্মযজ্ঞজপে বিনিয়োগঃ।

চতুর্থ মন্ত্রের ঋষ্যাদি।—অথর্ব্ববেদাদিমন্ত্রস্য দধ্যঙ্ঙাথর্ব্বণ-ঋষিরাপো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শান্তিকরণে বিনিয়োগঃ।

ব্রহ্মযজ্ঞের পর তর্পণ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিবে, কিন্তু "ইদমর্ঘ্যং" স্থলে "এষঃ অর্ঘ্যঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্য দিবে। অনন্তর সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিবে। যথা—

(সূর্য্য-নমস্কার)

ওঁ নমঃ সবিত্রে জগদেকচক্ষুষে, জগৎপ্রসূতিস্থিতিনাশহেতবে।
ত্রয়ীময়ায় ত্রিগুণাত্মধারিণে, বিরিঞ্চিনারায়ণশঙ্করাত্মনে॥

---

* কেহ কেহ এই স্থলে "ওঁ নমো দিগ্‌ভ্যঃ, ওঁ নমো দিগ্‌দেবতাভ্যঃ, ওঁ নমো ব্রহ্মণে, ওঁ নমঃ পৃথিব্যৈ, ওঁ নমঃ ওষধিভ্যঃ, ওঁ নমঃ অগ্নয়ে, ওঁ নমো বাচে, ওঁ নমো বাচস্পতয়ে, ওঁ নমো বিষ্ণবে, ওঁ নমো মহতে, ওঁ নমঃ অদ্‌ভ্যঃ, ওঁ নমঃ অপাং পতয়ে, ওঁ নমো বরুণায়" এই ত্রয়োদশটি মন্ত্রে এক এক অঞ্জলি জল দিয়া থাকেন।

এই মন্ত্র বলিয়া পরে "জবাকুসুমং" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়। তৎপরে সামবেদীয় (৪৯ পৃষ্ঠা) প্রণালীতে "ওঁ যদক্ষরং" ইত্যাদি মন্ত্রে ক্রটিমার্জ্জনা করিবে।

ঋগ্বেদীয়-সন্ধ্যাবিধি।

সামবেদি-সন্ধ্যাবিধির প্রণালীতে আচমন হইতে মার্জ্জন পর্য্যন্ত সমাপ্ত করিয়া ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক প্রাণায়াম করিবে। যথা—

(প্রাণায়াম)

ওঙ্কারস্য ব্রহ্ম-ঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সর্ব্ব-কর্ম্মারম্ভে বিনিয়োগঃ। সপ্তব্যাহৃতীনাং বিশ্বামিত্রভৃগু-ভরদ্বাজবশিষ্ঠগোতমকাশ্যপাঙ্গিরসঃ ঋষয়ঃ অগ্নিবায্বা-দিত্যবৃহস্পতীন্দ্রবরুণবিশ্বেদেবা দেবতাঃ গায়ত্র্যুষ্ণি-গনুষ্টব্‌বৃহতীপঙ্‌ক্তিত্রিষ্টুব্‌জগত্যশ্ছন্দাংসি প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র-ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ। গায়ত্রীশিরসঃ প্রজাপতি-ঋষির্ব্রহ্মবায্বগ্নিসূর্য্যাশ্চতস্রো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ প্রাণায়ামে বিনিয়োগঃ॥ ১॥

হংসস্থং দ্বিভুজং রক্তং সাক্ষসূত্রকমণ্ডলুম্।
চতুর্ম্মুখমহং বন্দে ব্রহ্মাণং নাভিমণ্ডলে॥ ২॥

এই প্রকারে নাভিপ্রদেশে ব্রহ্মার ধ্যান করিয়া সামবেদি-সন্ধ্যাপদ্ধতির (৩৭ পৃষ্ঠার) লিখিত "ওঁ ভূঃ ওঁ ভূবঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পূরক-প্রাণায়াম করিবে। তৎপরে হৃদয়ে নিম্নলিখিত-

রূপে বিষ্ণুর চিন্তা করিয়া পূর্ব্ববৎ মন্ত্রে কুম্ভক-প্রাণায়াম করিতে হয়। যথা—

ওঁ শঙ্খচক্রগদাপদ্ম-করং গরুড়বাহনম্।

হৃদি নীলোৎপলশ্যামং বিষ্ণুং বন্দে চতুর্ভুজম্ ॥ ৩ ॥

অনন্তর ললাটে নিম্নলিখিতরূপে শম্ভুর ধ্যান করিয়া পূর্ব্ববৎ মন্ত্রে রেচক-প্রাণায়াম করিবে। যথা—

ওঁ শ্বেতং ত্রিশূলডমরু-করমর্দ্ধেন্দুভূষিতম্।

ত্রিলোচনং ব্যাঘ্রচর্ম্ম-পরীধানং বৃষাসনম্।

ললাটে চিন্তয়েদ্দেবমেবং ভুজগভূষণম্ ॥ ৪ ॥

অনন্তর তিন বেলায় তিনরূপ মন্ত্র পড়িয়া আচমনবিধি অনুসারে আচমন করিবে। যথা—

(প্রাতরাচমন)

সূর্য্যশ্চেত্যনুবাক্যস্য যাজ্ঞিক-উপনিষদৃষিঃ সূর্য্যমন্যু-মন্যুপতিরাত্রয়ো দেবতাঃ সূর্য্যশ্চেত্যারভ্য রক্ষন্তা-মিত্যন্তঋচশ্চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী যদ্রাত্র্যেত্যারভ্য ময়ীত্যন্তস্য পঞ্চপদা পঙ্‌ক্তিঃ, ইদমহমিত্যারভ্য স্বাহে-

---

"সূর্য্যশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি যজ্ঞকারী উপনিষৎ, ইহার দেবতা সূর্য্য, যজ্ঞ, ইন্দ্র ও রাত্রি ; "সূর্য্যশ্চ" হইতে "রক্ষন্তাং" পর্য্যন্ত মন্ত্রের চতুর্ব্বিংশাক্ষরাত্মিকা গায়ত্রী, "যদ্রাত্র্যা" হইতে "ময়ি" পর্য্যন্ত মন্ত্রের পঞ্চপদাত্মিকা পংক্তি ও "ইদমহ" হইতে "স্বাহা"

ত্যন্তস্য দশাক্ষরপাদাভ্যামুপেত-বিরাট্ ছন্দো মন্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ ॥ ৫ ॥

(মধ্যাহ্নাচমন)

নিম্নলিখিতরূপে ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া (৩৯ পৃষ্ঠার লিখিত) "ওঁ আপঃ পুনন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রে মধ্যাহ্নাচমন করিবে।

আপঃ পুনন্ত্বিত্যনুবাক্যস্য নারায়ণ-ঋষিরাপো দেবতা আষ্টীচ্ছন্দো মন্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ ॥ ৬ ॥

(সায়ংকালীন আচমন)

নিম্নলিখিতরূপে ঋষ্যাদি ন্যাস করিয়া (৪০ পৃষ্ঠার লিখিত) "ওঁ অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রে সায়ংকালীন আচমন করিবে।

অগ্নিশ্চেত্যনুবাক্যস্য যাজ্ঞিক-উপনিষদৃষিরগ্নিমন্যু-মন্যুপত্যহানি দেবতাঃ, অগ্নিশ্চেত্যারভ্য রক্ষন্তা-মিত্যন্তঋচশ্চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী, যদহ্নেত্যারভ্য ময়ীত্যন্তস্য পঞ্চপদা পঙ্ক্তিঃ, ইদমহমিত্যারভ্য স্বাহে-ত্যন্তস্য দশাক্ষরপাদাভ্যামুপেতবিরাট্ ছন্দো মন্ত্রাচমনে বিনিয়োগঃ ॥ ৭ ॥

পর্য্যন্ত মন্ত্রের বিংশাক্ষরাত্মক বিরাট্ ইহার ছন্দঃ এবং ইহার প্রয়োগ আচমনকর্ম্মে হয়। ৫।

"আপঃ পুনন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি নারায়ণ, জল ইহার দেবতা, আষ্টী ছন্দঃ এবং মন্ত্রাচমনে প্রয়োগ। ৬।

যজ্ঞকারী উপনিষৎ "অগ্নিশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি; অগ্নি, যজ্ঞ, ইন্দ্র ও দিবস এই চারি জন দেবতা; "অগ্নিশ্চ" হইতে "রক্ষন্তাং" পর্য্যন্ত মন্ত্রের বিংশাক্ষরাত্মিকা গায়ত্রী, "যদহ্না" হইতে

(পুনর্মার্জ্জন)

অনন্তর মার্জ্জনপ্রণালী অনুসারে নিম্নলিখিত মন্ত্রে মার্জ্জন করিবে। যথা—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ॥ ৮ ॥

আপো হি ষ্ঠেতি নবর্চ্চস্য সূক্তস্যাম্বরিষঃ সিন্ধুদ্বীপ-ঋষিরাপো দেবতা গায়ত্রীপঞ্চমীবর্দ্ধমানা সপ্তমীপ্রতিষ্ঠা অন্তয়োরনুষ্টুপ্ ছন্দো মার্জ্জনে বিনিয়োগঃ॥ ৯ ॥

ওঁ আপো হি ষ্ঠা ময়ো ভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাতন। মহে রণায় চক্ষসে॥

ওঁ যো বঃ শিবতমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ। উশতীরিব মাতরঃ॥

ওঁ তস্মা অরঙ্গমাম বো যস্য ক্ষয়ায় জিন্বথ। আপো জনয়থা চ নঃ॥ ১০ ॥

ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে। শংযোরভিস্রবন্তু নঃ॥ ১১ ॥

"ময়ি" পর্য্যন্ত-মন্ত্রের পঞ্চপদাত্মিকা পংক্তি ও "ইদমহ" হইতে "স্বাহা" পর্য্যন্ত বিংশাক্ষরাত্মক বিরাট্ ইহার ছন্দঃ এবং মন্ত্রাচমনে প্রয়োগ। ৭।

জলসকল পাপ বিনাশ করিয়া আমাদিগকে সুখী করুন্ এবং আমাদিগের উপচয়, পান ও মঙ্গলদাতা হউন্। ১১।

ওঁ ঈশানা বার্য্যাণাং ক্ষয়ন্তীশ্চর্ষণীনাং আপো যাচামি ভেষজম্ ॥ ১২ ॥

ওঁ অপ্‌সু মে সোমোঽব্রবীদন্তর্বিশ্বানি ভেষজা অগ্নিঞ্চ বিশ্বশং ভুবম্ ॥ ১৩ ॥

ওঁ আপঃ পৃণীত ভেষজং বরূথং তন্বে মম জ্যোক্ চ সূর্য্যং দৃশে ॥ ১৪ ॥

ওঁ ইদমাপঃ প্রবহত যৎ কিঞ্চিৎ দুরিতং ময়ি।
যদ্বাহমভিদুদ্রোহ যদ্বা শেপ উতানৃতম্ ॥ ১৫ ॥

ওঁ আপোঽদ্যান্বচারিষং রসেন সমগস্মহি পয়স্বানগ্ন আগহি তস্মা সংসৃজ বর্চ্চসা ॥ ১৬ ॥

জলের সাহায্যেই ধান্যাদি সমস্ত পদার্থ জন্মে, জল মানবগণের আশ্রয়স্বরূপ ; সুতরাং আমি জলসমীপে সুখ প্রার্থনা করি। ১২।

জলাভ্যন্তরে নানাবিধ ঔষধ বিদ্যমান আছে এবং নিখিল জগতের সুখপ্রদ অগ্নিও (তেজঃপদার্থও) উহাতে নিহিত ; সোমদেব আমাকে ইহা বলিয়াছেন। ১৩।

হে জলসকল! মদীয় দেহরক্ষণার্থ এবং চিরদিন সূর্য্য (পরমাত্মভূত জ্যোতিঃ) দর্শনার্থ বর্ম্মস্বরূপ (পীড়াশান্তিকর) ঔষধ আমাকে প্রদান কর। ১৪।

হে জলসকল! আমি অজ্ঞানে যে পাপ করিয়াছি, পরের অহিতানুষ্ঠান দ্বারা যে পাপ করিয়াছি, সজ্জনের প্রতি শাপ দিয়া যে পাপ করিয়াছি এবং মিথ্যাকথাকথনজনিত যে পাপ করিয়াছি, তৎসমস্ত বিনষ্ট কর। ১৫।

হে জলসকল! আমি অদ্য যে কিছু মিথ্যাচরণ করিয়াছি,

(অঘমর্ষণ)

তৎপরে অঘমর্ষণপ্রণালী অনুসারে অঘমর্ষণ করিবে। যথা—

ঋতঞ্চেতি ঋকৃত্রয়স্যাঘমর্ষণ-ঋষির্ভাববৃত্তো দেবতা অনুষ্টুম্মাধুচ্ছন্দোঽশ্বমেধাবভৃথে বিনিয়োগঃ॥ ১৭॥

এই প্রকারে ঋষ্যাদি স্মরণ পূর্ব্বক (৪২ পৃষ্ঠার লিখিত) "ঋতঞ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রে অঘমর্ষণ করিবে।

পরে একবার অমন্ত্রক আচমন পূর্ব্বক সূর্য্যাভিমুখ হইয়া সূর্য্যের উদ্দেশে নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক অঞ্জলি জল দিবে। যথা—

ওঙ্কারস্য ব্রহ্ম-ঋষিরগ্নির্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, মহা-ব্যাহৃতীনাং পরমেষ্ঠী-প্রজাপতির্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দঃ, গায়ত্র্যা বিশ্বমিত্র-ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ, সূর্য্যজলাঞ্জলিদানে বিনিযোগঃ॥

পরে গায়ত্রী পড়িয়া জলাঞ্জলিত্রয় তিনবার উর্দ্ধে ক্ষেপণ করিবে।

মধ্যাহ্নকালে নিম্নলিখিত মন্ত্রে ঐরূপে উর্দ্ধে জলাঞ্জলি ক্ষেপণ করিতে হয়। * যথা—

তাহা জল দ্বারা দূর কর। হে বহ্নি! তুমিও জলের সহিত একত্র হইয়া আগমন পূর্ব্বক স্বীয় তেজোদ্বারা স্নাত আমাকে সংযোজিত কর অর্থাৎ আমাকে তেজস্বী করিয়া দেও। ১৬।

"ঋতঞ্চ" ইত্যাদি তিনটি মন্ত্রের ঋষি অঘমর্ষণ, দেবতা ব্রহ্মা, ছন্দ অনুষ্টুপ্ ও মাধু এবং অশ্বমেধযজ্ঞের অবভৃথস্নানে ইহার বিনিয়োগ। ১৭।

---

* সায়ংকালে গায়ত্রী পড়িয়া তিন অঞ্জলি জল মৃত্তিকায় দিবে; উর্দ্ধে ক্ষেপণ করিবে না।

আকৃষ্ণেণ ইত্যস্য হিরণ্যস্তূপ-ঋষিঃ সবিতা দেবতা ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সূর্য্যজলাঞ্জলিদানে বিনিয়োগঃ ॥ ১৮ ॥

ওঁ আকৃষ্ণেণ রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ হিরণ্ময়েন সবিতা রথেনাদেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ ॥ ১৯ ॥

(প্রাতঃসূর্য্যোপস্থান)

অনন্তর সূর্য্যোপস্থান করিবে।

চিত্রং দেবানামিতি ষড়ৃচস্য সূক্তস্য কুৎস-ঋষিঃ সূর্য্যো দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ ॥২০॥

ওঁ চিত্রং দেবানামুদগাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণ-

"আকৃষ্ণেণ" ইত্যাদি মন্ত্রের ঋষি হিরণ্যস্তূপ, দেবতা সূর্য্য, ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্ এবং সূর্য্যজলাঞ্জলিদানে ইহার বিনিয়োগ। ১৮।

সকলে যাহার স্তব করে, সেই সূর্য্যদেব স্বর্ণরথে আরূঢ় হইয়া উপস্থিত হইতেছেন। ইনি সর্ব্বলোকের সাক্ষিস্বরূপ, ইহাঁর উদয়ে লোকসমূহ ও সুরগণ নিজ নিজ ব্যাপারে নিযুক্ত হন। এই প্রকারে সূর্য্যদেব কৃষ্ণবর্ণ রাত্রির সহিত সর্ব্বদা উপস্থিত হইয়া লোকসকলকে আপ্যায়িত করিতেছেন। ১৯। *

"চিত্রং দেবানাং" ইত্যাদি ছয়টি মন্ত্রের ঋষি কুৎস, দেবতা সূর্য্য, ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ্ এবং সূর্য্যোপস্থানে ইহার প্রয়োগ। ২০।

---

* রাত্রিকালেই অধিকাংশ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান হয়, এই জন্য রাত্রিকে কৃষ্ণবর্ণ বলা হইল।

স্যাগ্নেঃ। আপ্রা দ্যাবাপৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্তস্থুষশ্চ ॥ ২১ ॥

ওঁ সূর্য্যো দেবীমূষসং রোচমানাং মর্য্যো ন যোষামভ্যেতি পশ্চাৎ যত্রা নরো দেবয়ন্তো যুগানি বিতন্বতে প্রতিভদ্রায় ভদ্রম্ ॥ ২২ ॥

ওঁ ভদ্রা অশ্বা হরিতঃ সূর্য্যস্য চিত্রা এতগ্বা অনুমাদ্যাসঃ নমস্যন্তো দিব আ পৃষ্ঠম্ স্থঃ পরি দ্যাবা পৃথিবী যন্তি সদ্যঃ ॥ ২৩ ॥

ওঁ তৎ সূর্য্যস্য দেবত্বং তন্মহিত্বং মধ্যাৎ কর্ত্তোর্বিততং সঞ্জভার যদেদযুক্তা হরিতঃ স্বস্থাদাদ্রাত্রী বাসস্তনুতে সিমস্মৈ ॥ ২৪ ॥

মনুষ্যেরা যেমন গমনশীলা রূপবতী রমণীর অভিগমন করে, তদ্রূপ সূর্য্যদেব দানাদি-গুণবিশিষ্টা দীপ্তিমতী ঊষাকে লক্ষ্য করিয়া গমন করিতেছেন। এই ঊষার উদয়ে যজমানেরা অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। আমরা সেই মঙ্গলপ্রদ সূর্য্যদেবকে কল্যাণার্থ স্তব করি। ২২।

মঙ্গলপ্রদ, রসগ্রহণস্বভাব ও গতিশীল সূর্য্যরশ্মিমণ্ডলকে আমরা স্তব ও প্রণাম করি। এই রশ্মিমণ্ডল আকাশতলে সমুদিত হইয়া গগন ও পৃথিবীর সর্ব্বদিকে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ২৩।

সকলের প্রেরক আদিত্যদেবের বিচিত্র স্বাধীনতা ও মহত্ত্ব

---

* যে সমস্ত মন্ত্রের অনুবাদ একবার প্রদত্ত হইয়াছে, সেগুলির অনুবাদ আর পুনরায় লিখিত হইল না।

ওঁ তন্মিত্রস্য বরুণস্যাভিচক্ষে সূর্য্যো রূপং কৃণুতে দ্যোরুপস্থে অনন্তমন্যদ্রুশদস্য পাজঃ কৃষ্ণমন্যদ্ধরিতঃ সংভরন্তি ॥ ২৫ ॥

ওঁ অদ্যা দেবা উদিতা সূর্য্যস্য নিরংহসঃ পিপৃতা নিরবদ্যাৎ তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ ॥ ২৬ ॥

(মধ্যাহ্ন-সূর্য্যোপস্থান)

উদু ত্যমিতি ত্রয়োদশর্চ্চস্য সূক্তস্য কাণ্বপ্রস্কন্নঋষিঃ

কৃষ্যাদিকর্ম্মে পরিস্ফুট রহিয়াছে। সূর্য্য যখন স্বীয় রশ্মিজাল সংহরণ পূর্ব্বক অন্যত্র সংযুক্ত করেন, সেই সময়ে অন্ধকার দ্বারা এই লোক সমাকীর্ণ হয়। ২৪।

আদিত্যদেব উদয়সময়ে নিখিল জগৎকে পুরোভাগে দেখিবার জন্য স্বীয় তেজোরাশি গগনতলে প্রকাশ করেন। তদীয় ঐ রসহরণশীল রশ্মিজাল জগদ্‌ব্যাপক দীপ্যমান শুক্লবর্ণ ও নৈশান্ধকারনাশক তেজ বিস্তার করে এবং নিশাভাগে অখিল জগৎকে অন্ধকারাবৃত করিয়া ফেলে। ২৫।

হে প্রকাশমান রশ্মিবৃন্দ! অদ্য সূর্য্যোদয় হইলে তোমরা চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া আমাদিগকে অতিনিন্দনীয় পাপ হইতে মুক্ত কর এবং মিত্র (দিবাভিমানিনী দেবতা), বরুণ (রাত্র্যভিমানিনী দেবতা), অদিতি, সিন্ধু (জলাভিমানিনী দেবতা), ভূলোকাধিষ্ঠাত্রী দেবী ও আকাশাধিষ্ঠাত্রী দেবী আমাদিগের পাপ বিনষ্ট করুন্। ২৬।

সূর্য্যো দেবতা আদ্যানাং নবানাং গায়ত্রী অন্ত্যানাং চতস্থণাং অনুষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ ॥ ২৭॥

ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবঃ। দৃশে বিশ্বায় সূর্য্যম্ ॥ ২৮ ॥

ওঁ অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ স্বরায় বিশ্বচক্ষসে ॥ ২৯ ॥

ওঁ অদৃশ্রমস্য কেতবো বি রশ্ময়ো জনাঁ। অনু- ভ্রাজন্তোঽগ্নয়ো যথা ॥ ৩০ ॥

ওঁ তরণির্বিশ্বদর্শিতা জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য্য বিশ্বমা ভাসি রোচনম্ ॥ ৩১ ॥

ওঁ প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্ প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দ্দৃশে॥ ৩২ ॥

বিশ্বপ্রকাশক সূর্য্যদেবের আগমনে যেমন তস্করেরা পলায়ন করে, সেইরূপ নক্ষত্রমালাও রাত্রির সহিত অদৃশ্য হইতেছে। ২৯।

প্রজ্বলিত বহ্নি যেরূপ নিখিল জগৎকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ সূর্য্যরশ্মিমালা অখিল জগৎ প্রকাশিত করিতেছে। ৩০।

হে সূর্য্যদেব! আপনি আপনার উপাসকগণের রোগহন্তা, নিখিল জগতের দর্শনীয় ও প্রকাশক, সেই জন্যই পরিব্যাপ্ত সুশোভমান এই গগনতলকে প্রকাশিত করিতেছেন। ৩১।

হে আদিত্য! মরুৎ-নামক দেবরৃন্দের ও নরলোকের অভিমুখে আপনার উদয় দৃষ্ট হইতেছে এবং স্বর্গবাসিগণকে দর্শনপ্রদানার্থ আপনি তদভিমুখে উদিত হইতেছেন। আপনি এক হইয়াও সর্ব্বত্র সমভাবে প্রকাশমান হইতেছেন। ৩২।

ওঁ যেনা পাবকচক্ষুষা ভুরণ্যন্তং জনাঁ। অনু ত্বং বরুণ পশ্যসি ॥ ৩৩ ॥

ওঁ বিদ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা মিমানোহক্তুভিঃ পশ্যন্ জন্মানি সূর্য্য ॥ ৩৪ ॥

ওঁ সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য্য শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ ॥ ৩৫ ॥

ওঁ অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সূরো রথস্য নপ্ত্যঃ তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ ॥ ৩৬ ॥

ওঁ উদ্বয়ং তমসঃ পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং দেবং দেবত্রা সূর্য্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম্ ॥ ৩৭ ॥

হে আদিত্য! আপনি পবিত্রকারী, আপনার দ্বারা অনিষ্ট দূর হয়। আপনি যে জ্যোতিঃপদার্থ দ্বারা এই সকল লোককে প্রকাশিত করিতেছেন, আমরা সেই জ্যোতিঃপদার্থকে স্তব করি। ২২।

হে আদিত্যদেব! আপনি দিন-রাত্রির বিভাগ করিয়া এই উৎপত্তিশীল পদার্থসকলকে প্রকাশ করিতেছেন এবং সুবিস্তৃত গগনলোকে বিশেষপ্রকারে গমন করিতেছেন। ৩৪।

হে সর্ব্বপ্রকাশক! আপনি শোচিষ্কেশ অর্থাৎ তেজোরাশিই আপনার কেশস্বরূপ। সপ্তাশ্ব আপনাকে রথে বহন করিতেছে।৩৫।

সর্ব্বপ্রেরক আদিত্যদেব সতর্ক সপ্তাশ্বকে রথে নিয়োজিত করিয়া যজ্ঞনিকেতনে গমন করিতেছেন। ৩৬।

আমরা পাপরহিত, দেবগণমধ্যে দানাদিগুণযুক্ত সূর্য্যকে দর্শন ও তদীয় উপাসনা করিয়া উৎকৃষ্টতম সূর্য্যরূপ প্রাপ্ত হইব। ৩৭।

ওঁ উদ্যন্নদ্য মিত্র মহ আরোহন্নুত্তরাং দিবং হৃদ্রোগং মম সূর্য্য হরিমাণঞ্চ নাশয় ॥ ৩৮ ॥

ওঁ শুকেষু মে হরিমাণং রোপণাকাসু দধ্মসি অথো হারিদ্রবেষু মে হরিমাণং নিদধ্মসি ॥ ৩৯ ॥

ওঁ উদগাদয়মাদিত্যো বিশ্বেন সহসা সহ দ্বিষন্তং মহ্যং রন্ধয়ন্মোঽহং দ্বিষতে রধম্ ॥ ৪০ ॥

(সায়ং-সূর্য্যোপস্থান)

মোষু বরুণেতি পঞ্চর্চস্য বশিষ্ঠ-ঋষির্ব্বরুণো দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ ॥

এই প্রকারে ঋষ্যাদি ন্যাস করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে বিধি-বিহিত প্রণালীতে সায়ংকালীন সূর্য্যোপস্থান করিবে। যথা—

ওঁ মোষু বরুণ মৃণ্ময়ং গৃহং রাজন্নহং গমং মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥ ৪১ ॥

হে অনুকূলদীপ্তিমৎ-সূর্য্যদেব! অদ্য আপনি গগনতলে উদিত হইয়া মদীয় দেহ ও হৃদ্‌গত বাহ্য হরিদ্বর্ণ রোগরাশি ধ্বংস করুন্।৩৮।

আমরা মদীয় হরিদ্বর্ণ রোগকে হরিদ্বর্ণপ্রার্থী শুক ও শারিকা পক্ষীতে এবং হরিতালবৃক্ষে স্থাপন করিতেছি। ৩৯।

এই সম্মুখবর্ত্তী অদিতিনন্দন আদিত্যদেব আমার উপদ্রব-কারী বিপক্ষকে বিনাশ করিয়া সর্ব্ববল গ্রহণ পূর্ব্বক উদিত হইয়াছেন। ইনিই আমার অহিতকর ব্যাধি সংহার করুন্, আমি ব্যাধির প্রতি হিংসা করিব না। ৪০।

হে নৃপতে বরুণ! আমি তোমার মৃণ্ময় গৃহে যাইব না, আমি

ওঁ যদেমি প্রস্ফুরন্নিব দৃতির্ন ধ্মাতোঽদ্রিব মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥ ৪২ ॥

ওঁ ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগমাশুচে মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥ ৪৩ ॥

ওঁ অপাং মধ্যে তস্থিবাংসং তৃষ্ণাবিদজ্জরিতারং মৃড়া সুক্ষত্র মৃড়য় ॥ ৪৪ ॥

ওঁ যৎ কিঞ্চেদং বরুণং দৈব্যে জনেঽভিদ্রোহং মনুষ্যাশ্চরামসি অচিত্তী যত্তব ধর্ম্মাযুযোপিম মা নস্ত-স্মাদেনসো দেব রীরিষঃ ॥ ৪৫ ॥

তোমার কাঞ্চনময় গৃহ প্রাপ্ত হইব। হে প্রশস্তধনশালিন্! তুমি আমার প্রতি দয়া প্রকাশ পূর্ব্বক সুখী কর। ৪১।

হে অস্ত্রধারিন্ বরুণ! আমি যে সময়ে ত্বদীয় ভয়ে বিকম্পিত, বায়ুপূর্ণ চর্ম্মপাত্রবৎ স্ফীত ও ত্বৎকর্ত্তৃক বন্দী হইয়া গমন করিব, তখন তুমি আমাকে সুখী করিও। ৪২।

হে অর্থশালিন্! হে বিমলচরিত বরুণ! আমরা শ্রুতিস্মৃতি-প্রতিপাদিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে অক্ষম; অতএব যে সময়ে ত্বৎকর্ত্তৃক বন্দী হইয়া গমন করিব, তৎকালে তুমি আমাকে সুখী করিও। ৪৩।

হে বরুণ! আমি সাগরগর্ভে বাস করিয়া ও ত্বদীয় আরাধনা করিয়াও তৃষ্ণার্ত্ত হইতেছি; যেহেতু, লবণাক্ত সলিল পানযোগ্য নহে, উহা পান করিতে পারিতেছি না; অতএব তুমি এই পিপাসার্ত্ত ব্যক্তিকে (আমাকে) সুখী কর। ৪৪।

হে বরুণ! আমরা সুরগণসম্বন্ধে অনিষ্ট করিয়াছি ও অজ্ঞানতা

(অঙ্গন্যাস)

সূর্য্যোপস্থানান্তে নিম্নলিখিত প্রকারে অঙ্গন্যাস করিবে। যথা:—

"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুলী দ্বারা হৃদয়, "ওঁ ভূঃ শিরসে স্বাহা" বলিয়া শিরঃ, "ওঁ ভুবঃ শিখায়ৈ বষট্" বলিয়া শিখা, "ওঁ স্বঃ কবচায় হুঁ" বলিয়া বাহু,"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" বলিয়া চক্ষু, "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া করতল, "ওঁ তৎ সবিতুঃ হৃদয়ায় নমঃ" বলিয়া পুনরায় হৃদয়, "বরেণ্যং শিরসে স্বাহা" বলিয়া মস্তক, "ভর্গো দেবস্য শিখায়ৈ বষট্" বলিয়া শিখা, "ধীমহি কবচায় হুঁ" বলিয়া বাহু, "ধিয়ো য়ো নঃ নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" বলিয়া চক্ষু এবং "প্রচোদয়াৎ অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া করতল স্পর্শ করিবে।

তৎপরে গায়ত্রীর ধ্যান করিতে হয়। তিন বেলায় ধ্যান তিন প্রকার। যথা—

(প্রাতর্ধ্যান)

ওঁ বালাং বালাদিত্যমণ্ডলস্থাং রক্তবর্ণাং রক্তাম্বরানুলেপনস্রগাভরণাং চতুর্মুখীং দণ্ডকমণ্ডল্বক্ষসূত্রাভয়াঙ্কচতুর্ভুজাং হংসারূঢ়াং ব্রহ্মদৈবত্যাং ঋগ্বেদমুদাহরন্তীং ভূর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং গায়ত্রীং নাম তাং ধ্যায়েৎ ॥ ৪৬ ॥

নিবন্ধন ত্বদীয় কর্ম্মে বিমোহিত হইয়াছি; সেই হেতু আমাদের পাতক-সঞ্চয় হইয়াছে; তুমি সেই পাতক নিবন্ধন আমাদিগের প্রতি হিংসাচরণ করিও না। ৪৫।

প্রাতে বালিকা, বালাদিত্যমণ্ডলমধ্যস্থা, রক্তবর্ণা, রক্ত বস্ত্র, অনুলেপন ও মাল্যধারিণী, চতুর্মুখী, চতুর্ভুজে দণ্ড, কমণ্ডলু, জপ-

(মধ্যাহ্নধ্যান)

ওঁ যুবতীং যুবাদিত্যমণ্ডলস্থাং শ্বেতবর্ণাং শ্বেতাম্বরা-নুলেপনস্রগাভরণাং সত্রিনেত্রপঞ্চবক্ত্রাং চন্দ্রশেখরাং ত্রিশূলখড়্গখট্টাঙ্গডমরুকরাং চতুর্ভুজাং বৃষারূঢ়াং রুদ্রদৈবত্যাং যজুর্ব্বেদমুদাহরন্তীং ভূর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং সাবিত্রীং নাম তাং ধ্যায়েৎ ॥ ৪৭ ॥

(সায়াহ্ন-ধ্যান)

ওঁ বৃদ্ধাং বৃদ্ধাদিত্যমণ্ডলস্থাং শ্যামবর্ণাং শ্যামাম্ব-রানুলেপনস্রগাভরণাং একবক্ত্রাং শঙ্খচক্রগদাপদ্মাঙ্ক-চতুর্ভুজাং গরুড়ারূঢ়াং বিষ্ণুদৈবত্যাং সামবেদমুদাহরন্তীং স্বর্লোকাধিষ্ঠাত্রীং সরস্বতীং নাম তাং ধ্যায়েৎ ॥ ৪৮ ॥

মালা ও অভয়ধারিণী, হংসবাহনা, ঋগ্বেদোচ্চারণকারিণী, ভূর্লোকের অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণীদেবীকে গায়ত্রী নামে ধ্যান করিবে। ৪৬।

মধ্যাহ্নে যুবতী, মধ্যাহ্নকালীন-সূর্য্যমণ্ডলমধ্যগতা, শুক্লবর্ণা, শুক্ল বসন, অনুলেপন ও মাল্যধারিণী, পঞ্চবদনা, পঞ্চদশনেত্রা, শশাঙ্কশেখরা, চারি হাতে ত্রিশূল, অসি, খট্টাঙ্গ ও ডমরুধারিণী, বৃষবাহনা, যজুর্ব্বেদবক্ত্রী, ভুবর্লোকাধিষ্ঠাত্রী রুদ্রাণীদেবীকে সাবিত্রী নামে ধ্যান করিবে। ৪৭।

সায়ংকালে বৃদ্ধা, বৃদ্ধ-সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিতা, শ্যামবর্ণা, শ্যাম বসন, অনুলেপন ও মাল্যধারিণী, একবক্ত্রা, চতুর্ভুজে শঙ্খ-চক্রগদা-পদ্ম ধারিণী, গরুড়বাহনা, সামবেদোচ্চারণকারিণী, স্বর্লোকাধিষ্ঠাত্রী বৈষ্ণবীদেবীকে সরস্বতী নামে ধ্যান করিবে। ৪৮।

(গায়ত্রীর আবাহন)

ধ্যানান্তে করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গায়ত্রীর আবাহন করিবে। যথা—

ওঁ আয়াহি বরদে দেবি অক্ষরং ব্রহ্মসম্মিতম্।
গায়ত্রি ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনে নমোঽস্তু তে ॥৪৯॥

ওঁ তেজোঽসি সহোঽসি বলমসি ভ্রাজোঽসি দেবানাং ধামনামাসি বিশ্বমসি বিশ্বায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুঃ অভিভূরোঁ। ॥ ৫০ ॥

ওঁ আগচ্ছ বরদে দেবি জপ্যে মে সন্নিধা ভব।
গায়ন্তং ত্রায়তে যস্মাৎ গায়ত্রী ত্বমতঃ স্মৃতা ॥৫১॥

(ঋষ্যাদিস্মরণ ও গায়ত্রীজপ)

তৎপরে নিম্নলিখিত "ওঙ্কারস্য ব্রহ্ম-ঋষিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে গায়ত্রীর ঋষ্যাদি স্মরণ করিবে। যথা—

হে বরদায়িনি! হে ছন্দঃপ্রসবকারিণি! হে বেদসম্ভূতে গায়ত্রি! তুমি আমাদিগকে অনশ্বর ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য উপস্থিত হও। হে গায়ত্রি! তুমি শরীরের হেতুভূত ধাতুরূপিণী, তুমি বিপক্ষকুলের পরাভবের শক্তিরূপা, তুমি শক্তিরূপিণী, তুমি দীপ্তিরূপা, তুমি বহ্নি প্রভৃতি দেববৃন্দের তেজোরূপিণী, তুমি নিখিলজগৎস্বরূপা, তুমি জীবনীশক্তিরূপিণী, তুমি পাতকহারিণী এবং ওঙ্কারপ্রতিপাদ্য-পরমাত্মস্বরূপা। হে অভীষ্টপ্রদে গায়ত্রি! তুমি আমার জপকালে মদীয় হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিও। তুমি তোমার উপাসককে ত্রাণ কর বলিয়াই তোমার গায়ত্রী নাম প্রথিত হইয়াছে। ৪৯-৫১।

ওঁকারস্য ব্রহ্ম-ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দো মহা-ব্যাহৃতীনাং পরমেষ্ঠী-প্রজাপতির্ঋষিঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা বৃহতীচ্ছন্দো গায়ত্র্যা বিশ্বামিত্র-ঋষিঃ সবিতা দেবতা গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্বেতো বর্ণঃ অগ্নির্ম্মুখং ব্রহ্মা শিরো বিষ্ণুর্হৃদয়ং রুদ্রো ললাটং পৃথিবী কুক্ষিস্ত্রৈলোক্যং চরণাঃ সাংখ্যায়নং গোত্রং অশেষপাপক্ষয়ায় জপে বিনিয়োগঃ ॥ ৫২ ॥

এইরূপে ঋষ্যাদি স্মরণ করিয়া দশবার বা অষ্টোত্তরশতবার গায়ত্রী জপ করিবে। যথা—

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভার্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥

(গায়ত্রীর উপস্থান)

গায়ত্রীজপান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে গায়ত্রীর উপস্থান করিতে হয়। যথা—

জাতবেদস ইত্যস্য কাশ্যপ-ঋষির্জাতবেদোঽগ্নি-র্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শান্ত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ ॥

ব্রহ্ম প্রণবের ঋষি, অগ্নি দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ ; পরমেষ্ঠী প্রজাপতি মহাব্যাহৃতির ঋষি, প্রজাপতি দেবতা, বৃহতী ছন্দঃ ; বিশ্বামিত্র গায়ত্রীর ঋষি, দেবতা সূর্য্য, গায়ত্রী ছন্দঃ। গায়ত্রীর বর্ণ শ্বেত, মুখ বহ্নি, মস্তক ব্রহ্মা, হৃদয় বিষ্ণু, ললাট রুদ্র, জঠর পৃথ্বী, পদ ব্রহ্মাণ্ড, গোত্র সাংখ্যায়ন এবং পাতকবিনাশার্থই ইহার বিনিয়োগ। ৫২।

ওঁ জাতবেদসে সুনুবাম সোমমরাতীয়তো নিদহাতি বেদঃ স নঃ পরিষদতি দুর্গাণি বিশ্বা নাবেব সিন্ধুং দুরিতাত্যগ্নিঃ ॥

তচ্ছং যোরিত্যস্য শংযুঋষির্বিশ্বেদেবা দেবতাঃ শর্করীচ্ছন্দঃ শান্ত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ ॥

নমো ব্রহ্মণ ইত্যস্য প্রজাপতিঋষির্বিশ্বেদেবা দেবতা জগতীচ্ছন্দঃ শান্ত্যর্থজপে বিনিয়োগঃ।

ওঁ তচ্ছং যোরাবৃণীমহে। ওঁ নমো ব্রহ্মণে অস্ত্বগ্নয়ে ॥

(গায়ত্রীবিসর্জ্জন)

পরে "ওঁ পূর্ব্বাদিদিগ্ভ্যো নমঃ, ওঁ দিগীশেভ্যো নমঃ, ওঁ সন্ধ্যায়ৈ নমঃ, ওঁ গায়ত্র্যৈ নমঃ, ওঁ সাবিত্র্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ সর্ব্বাভ্যো দেবতাভ্যো নমঃ," বলিয়া নমস্কার পূর্ব্বক নিম্ন-লিখিত মন্ত্রে এক গণ্ডূষ জল দিয়া গায়ত্রীবিসর্জ্জন করিবে। যথা—

ওঁ উত্তরে শিখরে দেবি ভূম্যাং পর্ব্বতমূর্দ্ধনি।
ব্রাহ্মণেভ্যোঽভ্যনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবি যথাসুখম্ ॥৫৩॥

(ব্রহ্মযজ্ঞ)

অনন্তর সামবেদিসন্ধ্যাপদ্ধতির লিখিত নিয়মে (মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যার

হে দেবি গায়ত্রি! তুমি উত্তরদিগ্বর্ত্তী পর্ব্বতশিখরে অবস্থিতি করিয়া থাক; কিন্তু জপসময়ে আমার সন্নিহিতা হইয়াছিলে; এখন ত্বদীয় সেবকগণের অনুজ্ঞায় যথাস্থলে সুখে প্রস্থান কর।৫৩।

পর) ব্রহ্মযজ্ঞ করিতে হয়। কেবল চতুর্থ মন্ত্রটির "শন্নো ভবন্তু" স্থলে "আপো ভবন্তু" পাঠ করিতে হইবে, এইমাত্র প্রভেদ। *

(সূর্য্যার্ঘ্য)

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য দিবে। যথা—

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে।
এহি সূর্য্য সহস্রাংশো তেজোরাশে জগৎপতে।
অনুকম্পয় মাং ভক্তং গৃহাণার্ঘ্যং দিবাকর॥

এই প্রকারে সূর্য্যের উদ্দেশে অর্ঘ্যদান ও এক অঞ্জলি জলদান করিয়া পূর্ব্বলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

তান্ত্রিক সন্ধ্যা ও তর্পণ। †

প্রথমে যথাবিধি আচমন ‡ (১২ পৃঃ) ও বিষ্ণুস্মরণ (১২ পৃঃ) পূর্ব্বক অঙ্কুশমুদ্রা দ্বারা "গঙ্গে চ যমুনে চৈব" (১৬ পৃঃ) ইত্যাদি

---

* তর্পণাধিকারী ব্যক্তি এই স্থলে তর্পণ করিয়া সূর্য্যার্ঘ্য দিবে। যিনি তর্পণে অনধিকারী, ব্রহ্মযজ্ঞের পর সূর্য্যার্ঘ্য দেওয়াই তাঁহার পক্ষে ব্যবস্থা।

† দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের পক্ষেই তান্ত্রিক সন্ধ্যা ও তর্পণ তিন বেলা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মযজ্ঞসমাপনের পর এই সন্ধ্যা করিতে হয়; কিন্তু শূদ্র ও স্ত্রীলোক প্রাতঃস্নানের পর তান্ত্রিক সন্ধ্যা করিয়া পরে তর্পণ করিবে। কেহ কেহ তর্পণের পর তান্ত্রিক-সন্ধ্যা করার ব্যবস্থা দেন। যে ব্যক্তি তর্পণের অধিকারী নহে, সে ব্যক্তিও এই নিয়মে তান্ত্রিকসন্ধ্যা করিবে। সন্ধ্যার কাল উত্তীর্ণ হইলে আচমনান্তে ইষ্টদেবতার গায়ত্রী দশবার জপ করিয়া পরে সন্ধ্যানুষ্ঠান করিবে।

‡ বৈষ্ণবাদিরা দুইবার অমন্ত্রক আচমন করিবে।

মন্ত্রে জলশুদ্ধি করিবে। পরে ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া (গুরুদত্ত) মূল-মন্ত্রে তত্ত্বমুদ্রাযোগে সেই জল তিনবার ভূতলে ফেলিয়া সাতবার শিরঃপ্রদেশে ছিটা দিবে। তদনন্তর মূলমন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম ও ষড়ঙ্গন্যাস * করত বামহস্ততলে জল লইয়া দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা আবরণ পূর্ব্বক "হং যং বং লং রং" এই মন্ত্র তিনবার উচ্চারণ করিবে এবং বামহস্তের ছিদ্র দিয়া গলিত জলবিন্দু মূলমন্ত্রে সাতবার বিন্দু বিন্দু মস্তকে দিবে। পরে তত্ত্বমুদ্রা দ্বারা অবশিষ্ট জল দক্ষিণকরে গ্রহণ করিয়া তাহাকে তেজোময় চিন্তা করত নাসাগ্রে ধরিয়া বামভাগস্থ ইড়ানাড়ী দ্বারা আকর্ষণ করিবে এবং "শরীরমধ্যগত পাপ ঐ জলে মিলিত হইয়াছে, পাপস্পর্শে ঐ জলও কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে" এইরূপ চিন্তা করত দক্ষিণনাসা দ্বারা সেই জল বাহির করিয়া "ফট্" মন্ত্রে ঐ পাপময় জল বামকরতলে ফেলিবে। তদনন্তর হস্তক্ষালন ও একবার আচমন করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রত্যেককে তিন তিনরার তর্পণ করিবে। † যথা—

ওঁ দেবাংস্তর্পয়ামি, ওঁ ঋষীংস্তর্পয়ামি, ওঁ পিতৃংস্তর্পয়ামি, ‡ ওঁ মনুষ্যাংস্তর্পয়ামি, ওঁ গুরূংস্তর্পয়ামি, ওঁ পরমগুরূংস্তর্পয়ামি, ওঁ পরাপরগুরূংস্তর্পয়ামি, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরূংস্তর্পয়ামি। §

---

* মূলমন্ত্র অনুসারে অঙ্গন্যাসের মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন, উহা গুরুর নিকট জ্ঞাতব্য।

† কেহ কেহ জপবিসর্জ্জনের পর তান্ত্রিক তর্পণের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

‡ যাঁহার পিতা জীবিত, তিনি 'পিতৃংস্তর্পয়ামি' পরিত্যাগ করিবেন।

§ বৈষ্ণবেরা "মনুষ্যাংস্তর্পয়ামি" বলিয়া তর্পণের পর "নারদং তর্পয়ামি" পর্ব্বতং তর্পয়ামি, বিষ্ণুং তর্পয়ামি, নিশঠং তর্পয়ামি, উদ্ধবং তর্পয়ামি, দারুকং তর্পয়ামি, বিশ্বক্সেনং তর্পয়ামি, শৈনেয়ং তর্পয়ামি" এই কয়টি মন্ত্রে প্রত্যে-

অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক শাক্তগণকে "অমুকীদেবীং (ইষ্টদেবতার নাম উচ্চার্য্য) তর্পয়ামি স্বাহা" বলিয়া তিনবার তর্পণ করিতে হয়। শৈবগণ মূলমন্ত্রোচ্চারণান্তে "অমুকদেবং তর্পয়ামি" এবং বৈষ্ণবেরা মূলমন্ত্রোচ্চারণান্তে "অমুকদেবং তর্পয়ামি নমঃ" বলিবেন।

তৎপরে দেবতার স্ব স্ব পটলোক্ত আবরণদেবতাগণকেও এক একবার তর্পণ করিবে। আবরণদেবতা গুরুর নিকট অবগত হইতে হয়।

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিবে। যথা—

ওঁ হ্রীং হং সঃ (অথবা ঘৃণিঃ সূর্য্য আদিত্যঃ) ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা॥ *

তদনন্তর "ওঁ সূর্য্যমণ্ডলস্থায়ৈ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া তিনবার জলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক গায়ত্রীর ধ্যান করিবে। যথা—

(প্রাতর্ধ্যান)

উদ্যদাদিত্যসঙ্কাশাং পুস্তকাক্ষকরাং স্মরেৎ।
কৃষ্ণাজিনধরাং ব্রাহ্মীং ধ্যায়েৎ তারকিতেঽম্বরে॥১

উদয়কালীন আদিত্যবৎ কান্তিমতী, পুস্তক ও জপমালা-

কেকে তিন তিন অঞ্জলি জল দিয়া গুরুপংক্তির তর্পণ করিবে। কেহ কেহ গুরুপংক্তি-তর্পণের পর এই সকল তর্পণ করেন।

* তারাদি-মন্ত্রোপাসকেরা "হ্রীঁ হং সঃ মার্ত্তণ্ডভৈরবায় প্রকাশশক্তি-সহিতায় ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় স্বাহা" বলিয়া অর্ঘ্য দিবে। তাম্রপাত্রে চন্দন, আকন্দপুষ্প ও অপরাজিতাপুষ্প লইয়া অর্ঘ্য প্রদান করাই তারাদি-উপাসকের কর্ত্তব্য। শ্রীবিদ্যাদি-উপাসকেরা ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে অর্ঘ্য দিবেন; উহা গুরুর নিকট জ্ঞাত হইতে হয়।

(মধ্যাহ্নধ্যান)

শ্যামবর্ণাং চতুর্ব্বাহুং শঙ্খচক্রলসৎকরাম্।
গদাপদ্মধরাং দেবীং সূর্য্যাসনকৃতাশ্রয়াম্ ॥ ২ ॥

(সায়াহ্নধ্যান)

সায়াহ্নে বরদাং দেবীং গায়ত্রীং সংস্মরেদ্যতিঃ।
শুক্লাং শুক্লাম্বরধরাং বৃষাসনকৃতাশ্রয়াম্ ॥
ত্রিনেত্রাং বরদাং পাশং শূলঞ্চ নৃকরোটিকাম্।
সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থাং ধ্যায়ন্ দেবীং সমভ্যসেৎ ॥ ৩ ॥

তৎপরে ইষ্টদেবতার গায়ত্রী * দশবার জপ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে। যথা—

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বরি ॥ ৪ ॥

ধারিণী, কৃষ্ণসারচর্ম্মাম্বরা ব্রাহ্মীশক্তিকে বিরলতারকান্বিত আকাশে অবস্থিতা চিন্তা করিবে। ১।

মধ্যাহ্নে গায়ত্রীকে শ্যামবর্ণা, চতুর্ভুজা, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারিণী ও সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গতা চিন্তা করিবে। ২।

সায়ংকালে সাধক গায়ত্রীকে বরদায়িনী, শ্বেতবর্ণা, শুক্লাম্বরধারিণী, বৃষাসনস্থিতা, ত্রিনেত্রা, পাশ, শূল ও নৃকরোটিকধারিণী এবং সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তিনী চিন্তা করিবে। ৩।

হে দেবি সুরেশ্বরি! যাহা গুহ্য হইতেও গুহ্যতর, তুমি তাদৃশ মন্ত্রের রক্ষাকর্ত্রী; তুমি মৎকৃত জপ গ্রহণ কর। তোমার কৃপায় আমার সিদ্ধিলাভ হউক। ৪।

* কতিপয় দেবদেবীর গায়ত্রী পরিশিষ্টে লিখিত রহিল।

পুংদেবতা হইলে নিম্নলিখিতরূপে মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। যথা—

গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদাৎ সুরেশ্বর॥

পুংদেবতা হইলে মনে মনে তদীয় দক্ষিণ-হস্তে এবং স্ত্রী-দেবতা হইলে তদীয় বাম-হস্তে উক্তমন্ত্রে জল দিয়া জপ সমর্পণ করিতে হয়।

অনন্তর "রং" এই মন্ত্র দ্বারা মস্তকে জল প্রদান পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া যথাক্রমে বামনেত্রপ্রান্ত, দক্ষিণনেত্রপ্রান্ত ও ললাটদেশ স্পর্শ করত প্রণাম করিবে। যথা—

(বামে) ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ, (দক্ষিণে) ওঁ গণেশায় নমঃ। (মধ্যে) ও অমুকদেবায় নমঃ॥

তৎপরে প্রাণায়াম, ঋষ্যাদি ন্যাস, করাঙ্গন্যাস প্রভৃতি সম্পাদন পূর্ব্বক গুরু, দেবতা ও মন্ত্র এই তিনের ঐক্য চিন্তা করিয়া যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করত "গুহ্যাতিগুহ্য" ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে এবং পুনরায় প্রাণায়াম করিয়া দেবতার প্রণামমন্ত্রে দেবতাকে * ও গুরুপ্রণামমন্ত্রে গুরুদেবকে নমস্কার করিবে। গুরুপ্রণামমন্ত্র যথা—

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
ওঁ গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

---

* জপের বিধান ও দেবতাগণের প্রণামমন্ত্র পরিশিষ্টে লিখিত রহিল।

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ইতি প্রাতঃকৃত্য সমাপ্ত।

পূর্ব্বাহ্নকৃত্য।

(প্রথমযামার্দ্ধকৃত্য ; ৬টা হইতে ৭॥টা)

এই প্রকারে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া দিনকৃত্য আরম্ভ করিবে। দেবগৃহমার্জ্জনাদি, গুরু ও মঙ্গলদ্রব্যদর্শন, কেশ-প্রসাধন, দর্পণে মুখদর্শন এবং পুষ্পতুলসী-বিল্বপত্রাদি-চয়ন ইত্যাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানই প্রথমযামার্দ্ধের অন্তর্গত অর্থাৎ দেবগৃহ-মার্জ্জন, গোময়াদি দ্বারা উপলেপন, অভ্যুক্ষণ, তথায় ধ্বজপতাকাদি আরোপণ প্রভৃতি করিয়া বিদ্যাদাতা, মন্ত্রদাতা, পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুজনকে ও মঙ্গলদ্রব্য দর্শন পূর্ব্বক প্রণব ও গায়ত্ত্রী স্মরণ করত কেশপ্রসাধন করিবে। দক্ষিণমুখে বসিয়া কেশপ্রসাধন করিবে না। তৎপরে দর্পণে আত্মমুখ দর্শন করিয়া ঈশ্বরস্মরণ পূর্ব্বক পুষ্পাদি চয়ন করিবে। *

(দ্বিতীয়যামার্দ্ধকৃত্য)

(৭॥ টা হইতে ৯টা)

অনন্তর দ্বিতীয়-যামার্দ্ধে ব্রাহ্মণগণ বেদাভ্যাস † ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদির

---

* পুষ্পচয়ন, তুলসীচয়ন, বিল্বপত্রচয়ন প্রভৃতির বিধি পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

† বেদাভ্যাস পাঁচ ভাগে বিভক্ত,—বেদস্বীকরণ, বেদবিচার, বেদের অভ্যাস, বেদের জপ ও বেদের ধ্যান। গুরুর নিকট শ্রবণকে বেদস্বীকরণ, তর্ক সহকারে আলোচনাকে বেদবিচার, পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিকে বেদাভ্যাস, মানসচিন্তাকে বেদের জপ এবং অধ্যাপনকে বেদের ধ্যান বলে। যিনি যে

আলোচনা অরিবেন। স্ত্রীলোকেরা সাংসারিক কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিবেন।

(তৃতীয়-যামার্দ্ধকৃত্য)

(৯টা হইতে ১০॥টা)

তদনন্তর তৃতীয়-যামার্দ্ধে পোষ্যবর্গের * ভবরণপোষণার্থ স্বীয় বৃত্তি দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়। শূদ্রগণ দ্বিতীয় ও তৃতীয় উভয় যামার্দ্ধেই অর্থ উপার্জ্জন করিবে।

(চতুর্থযামার্দ্ধকৃত্য)

(১০॥০টা হইতে ১২টা)

তৈলমর্দ্দন, মধ্যাহ্নস্নান ও তর্পণাদি।

মধ্যাহ্নস্নান, তর্পণ ও মধ্যাহ্নসন্ধ্যা-পূজাদিই এই যামার্দ্ধের

বেদের যে শাখার অন্তর্গত, তাঁহার দৈনিক পাঠ্যাংশ বা স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করিয়া পরে অন্যান্য শাস্ত্রের আলোচনা করিবেন। আমাদের দেশে এখন বেদপাঠ উঠিয়া গিয়াছে, সুতরাং গায়ত্রীপাঠ উহার অনুকল্প হইয়াছে। আর্য্য-ঋষিগণ বিশেষ বিবেচনা করিয়াই এই সময়টিকে শাস্ত্রালোচনার উপযুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কারণ, দেহ পবিত্র, মনোবৃত্তি সতেজ এবং স্নানসন্ধ্যোপাসনাদি দ্বারা ঐ সময়ে মনের সম্পূর্ণ উদারতা সাধিত হয়; বিশেষতঃ ঐ সময়ে মেধাশক্তি ও স্মৃতিশক্তির বলবত্তা জন্মে, সুতরাং ঐ সময়ে শাস্ত্রানুশীলন করিলে তাহাতে মনঃসংযোগ হয় এবং যাহা অভ্যাস করা যায়, তাহাই হৃদয়গুহায় স্থান প্রাপ্ত হয়।

* মাতা, পিতা, গুরু, ভার্য্যা, দরিদ্র, প্রজা, অগ্নি, আশ্রিত, অভ্যাগত ব্যক্তি ও অতিথি, ইহাদিগকেই পোষ্যবর্গ কহে। প্রমাণ যথা—

মাতা পিতা গুরুর্ভার্য্যা প্রজা দীনাঃ সমাশ্রিতাঃ।
অভ্যাগতোঽতিথিশ্চাগ্নিঃ পোষ্যবর্গ উদাহৃতঃ॥

পরন্তু অগ্নি কেবল সাগ্নিক ব্যক্তির পক্ষেই বুঝিতে হইবে।

অন্তর্গত। (১১ পৃষ্ঠার লিখিত) প্রাতঃস্নানবিধি অনুসারেই মধ্যাহ্ন-স্নান করিতে হয়, তবে এইমাত্র প্রভেদ যে, প্রাতঃস্নানে তৈল-মর্দ্দন নিষিদ্ধ, মধ্যাহ্নস্নানে তৈলমর্দ্দন করিবে।

রবিবার, মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, দ্বাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, রবিসংক্রান্তি, ব্রতাহ, শ্রাদ্ধাহ, গ্রহণ-দিন, কেশচ্ছেদনের দিন, উপবাসের দিন এবং অশ্বিনী, শ্রবণা, চিত্রা ও হস্তা এই সকল নক্ষত্রে তৈলাভ্যঙ্গ করিবে না। এত-দ্ভিন্ন ষষ্ঠী ও নবমীতে মস্তকে ও পর্ব্বসন্ধিতে তৈল মাখিবে না। নিষিদ্ধ দিনে তৈল মাখিবার নিতান্ত আবশ্যক হইলে সর্ষপতৈল, নারিকেলতৈল বা পুষ্পবাসিত তৈল মাখিতে পারে। তিলতৈল হইলে রবিবারে পুষ্প, মঙ্গলবারে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা, বৃহস্পতিবারে দূর্ব্বা, শুক্রবারে কিঞ্চিৎ গোময় এবং অন্য নিষিদ্ধদিনে তৈলমধ্যে পুষ্প নিক্ষেপ করিয়া সেই তৈল মর্দ্দন করিবে। স্নানান্তে দেহে তৈলমর্দ্দন নিষিদ্ধ। তৈলমর্দ্দনান্তে শৌচপ্রস্রাবাদি করিতে নাই।

তৈলমর্দ্দনপ্রণালী।—উপবেশন পূর্ব্বক কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কিঞ্চিৎ তৈল লইয়া "অশ্বত্থাম্নে নমঃ" এই মন্ত্রে মৃত্তিকায় ফেলিয়া দিবে। পরে প্রথমে বামপদে, তৎপরে দক্ষিণপদে, তদনন্তর মস্তকে এবং অবশেষে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে তৈলমর্দ্দন করিবে। মস্তকে, কর্ণে ও পদতলে উত্তমরূপে তৈলমর্দ্দন করা উচিত। ক্ষত্রিয়েরা প্রথমে দক্ষিণকর্ণে, বৈশ্যেরা দক্ষিণপদে এবং শূদ্রেরা মস্তকে তৈল মাখিয়া পরে অন্যান্য অবয়বে মর্দ্দন করিবে।

তৈলমর্দ্দনান্তে (১১ পৃষ্ঠার লিখিত) যথাবিধানে স্নান করিয়া বস্ত্র পরিধান (১৭ পৃঃ), শিখাবন্ধন (৯ পৃঃ) ও তিলকধারণ (১৮) করিয়া বৈদিকী ও তান্ত্রিকী সন্ধ্যা করিবে। শূদ্র ও স্ত্রীলোকেরা

বৈদিকী সন্ধ্যা করিবে না। তৎপরে ব্রহ্মযজ্ঞ * ও পুনরায় স্নানাঙ্গ তর্পণ করিয়া পূজাগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক শিবপূজাদি ও তান্ত্রিকী পূজা করিবে। †

ইতি পূর্ব্বাহ্নকৃত্য সমাপ্ত।

মধ্যাহ্নকৃত্য।

(১২ টা হইতে ॥ টা)

দেবপূজান্তে পঞ্চমযামার্দ্ধে নিত্যহোম, বৈশ্বদেবক্রিয়া, বলি-প্রদান, অতিথিপূজা, নিত্যশ্রাদ্ধ, গোগ্রাসদান ও ভোজন এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিবে।

(নিত্যহোম)

দ্বিজাতিগৃহ হইতে অগ্নি আনয়ন পূর্ব্বক বৌষড়ন্ত মূলমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া উহা অভিমন্ত্রিত করত নিরীক্ষণ করিবে। তৎপরে "ফট্" মন্ত্রে বহ্নির আবাহন করিয়া মূলমন্ত্রান্তে "হুঁ ফট্ ক্রব্যা-দেভ্যো নমঃ" বলিয়া ক্রব্যাদাংশ ত্যাগ করিবে। পরে "ওঁ বহ্নে-র্যোগপীঠায় নমঃ বলিয়া পূজা করিয়া চারিদিকে "ওঁ বামায়ৈ

* ব্রহ্মযজ্ঞের বিষয় ইতিপূর্ব্বে (৪৯ পৃষ্ঠায়) লিখিত হইয়াছে। অনেকের ধারণা আছে যে, ইহাও সন্ধ্যার একটি অঙ্গস্বরূপ ; বস্তুতঃ তাহা নহে, উহার উপাদান স্বাধ্যায়পাঠ (অনুকল্প গায়ত্রীপাঠ) এবং বেদচতুষ্টয়ের চারিটি মন্ত্রের জপ। ঐ মন্ত্র চারিটির মধ্যে ঋগ্বেদীয় প্রথমটিতে অগ্নির, যজুর্ব্বেদীয় দ্বিতীয়টিতে বায়ুর, সামবেদীয় তৃতীয়টিতে অগ্নির এবং অথর্ব্ববেদীয় চতুর্থ-টিতে জলের আবাহন ও স্তুতি করা হয়।

† পূজাদি পূজাপ্রকরণে দ্রষ্টব্য।

নমঃ, ওঁ জ্যেষ্ঠায়ৈ নমঃ, ওঁ রৌদ্র্যৈ নমঃ, ওঁ অম্বিকায়ৈ নমঃ,” বলিয়া অর্চ্চনা করিবে।

অনন্তর মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক “অমুকদেবতাকুণ্ডায় নমঃ” বলিয়া কুণ্ডের অর্চ্চনা করত তাহার নিম্নে বাগীশ্বরীকে তত্তদ্দেবতা-রূপা ঋতুমতী ধ্যান করিয়া যথাবিহিত অগ্নি আনয়ন পূর্ব্বক বীক্ষণাদি দ্বারা সংস্করণ, “রং” বীজে উদ্ধরণ, মূলমন্ত্রান্তে “হুঁ ফট্” বলিয়া ক্রব্যাদাংশ-পরিত্যাগ, অগ্নিবীজ দ্বারা সংরক্ষণ, হুঁ মন্ত্রে অবগুণ্ঠন, ধেনুমুদ্রা দ্বারা অমৃতীকরণ এবং পরিশেষে বাহুদ্বয় দ্বারা উত্তোলন পূর্ব্বক কুণ্ডোপরি তিনবার ভ্রামিত করিবে।

তৎপরে “হ্রীং বহ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ” মন্ত্রে পূজা, “রং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ” মন্ত্রে চৈতন্যসংযোজন ও “ওঁ চিৎ পিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্ব্বং জ্ঞাপয় জ্ঞাপয় স্বাহা”, এই মন্ত্রে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে অগ্ন্যুপস্থান করিবে। যথা—

ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্।
সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্॥

তৎপরে “অগ্নেস্ত্বং অমুকনামাসি” বলিয়া অগ্নির নামকরণ করিয়া “ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা” এই মন্ত্রে অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করত নিম্নলিখিত মন্ত্রকয়টি দ্বারাও ঐরূপে অর্চ্চনা করিবে। যথা—

ওঁ অগ্নের্হিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ, ওঁ সহস্রার্চ্চিষে হৃদয়ায় ইত্যাদ্যগ্নিষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ, ওঁ অগ্নয়ে জাতবেদসে ইত্যাদ্যষ্টমূর্ত্তিভ্যো নমঃ, (তদ্বাহ্যে) ওঁ ব্রহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ, (তদ্বহিঃ) ওঁ পদ্মাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ, (তদ্বাহ্যে) ওঁ ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো নমঃ, (তদ্বাহ্যে) ওঁ বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ॥

অনন্তর প্রাদেশপরিমিত দুইটি কুশপত্র ঘৃতমধ্যে ফেলিয়া সব্য, অপসব্য ও মধ্যভাগে ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্নাকে চিন্তা করত স্রুব দ্বারা ঘৃত লইয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা" মন্ত্রে বহ্নির দক্ষিণনেত্রে এবং বামভাগ হইতে ঘৃত লইয়া"ওঁ সোমায় স্বাহা" মন্ত্রে বামনেত্রে হোম করিবে। পরে মধ্যস্থল হইতে ঘৃত লইয়া "ওঁ অগ্নীসোমাভ্যাং স্বাহা" মন্ত্রে বহ্নির ললাটনেত্রে এবং "নমঃ" মন্ত্রে দক্ষিণাংশ হইতে ঘৃত লইয়া "ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা" মন্ত্রে বহ্নির বদনে হোম করিবে। তদনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিনবার আহুতি দিতে হয়। যথা—

ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয় স্বাহা॥

অনন্তর মূলমন্ত্র দ্বারা অগ্নির মুখদেশে পঞ্চবিংশতি ঘৃতাহুতি দিয়া বহ্নি ও দেবতার সহ আত্মার ঐক্য চিন্তা করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্র দ্বারা একাদশ ঘৃতাহুতি দিয়া "ওঁ মূলমন্ত্রস্য অঙ্গদেবতাভ্যঃ স্বাহা" বলিয়া একটি আহুতি অর্পণ করিবে। তৎপরে মূলমন্ত্র দ্বারা পূর্ণাহুতি দিতে হয়। অনন্তর সংহারমুদ্রা দ্বারা স্বেষ্টদেবতাকে হৃদয়ে আনয়ন পূর্ব্বক "ক্ষমস্ব" বলিয়া বিসর্জ্জন করত কর্ম্ম শেষ করিবে।

(বৈশ্বদেব বা দেবযজ্ঞ)

অগ্রে স্বীয় বেদবিহিত প্রণালীতে আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিতে হয়। তৎপরে পূর্ব্বাস্যে দক্ষিণজানু পাতিত করিয়া উপবেশন পূর্ব্বক যথাবিধানে অগ্নিস্থাপন করত দেবতীর্থযোগে সঘৃত অন্ন, সঘৃত পরমান্ন অথবা জল কিংবা ফল দ্বারা হোম করিবে মন্ত্র যথা—

ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ স্বঃ স্বাহা। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা। ওঁ দেবকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। ওঁ পিতৃকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। ওঁ মনুষ্যকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। ওঁ আত্মকৃতস্যৈনসোঽবযজনমসি স্বাহা। ওঁ যদ্দিবা চ নক্তঞ্চৈনশ্চ কৃতমস্যাবযজনমসি স্বাহা। ওঁ যদ্বিদ্বাংশ্চাবিদ্বাংশ্চৈনশ্চ কৃতমস্যাবযজনমসি স্বাহা। ওঁ এনস এনসোঽবযজনমসি স্বাহা॥

প্রত্যেক মন্ত্র দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ হোম করা কর্ত্তব্য। *

(বলি বা ভূতযজ্ঞ)

প্রথমতঃ পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমদিকে জলসিঞ্চন পূর্ব্বক একটি রেখা অঙ্কিত করিয়া তদুপরি "ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে বলি (অন্নাদি) প্রদান করিবে। পরে উক্ত মন্ত্রেই তদুপরি কিঞ্চিৎ জল দিতে হয়। অনন্তর প্রথমোক্ত রেখার উত্তরে আর একটি রেখা অঙ্কিত করিয়া "ওঁ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে পূর্ব্ববৎ বলি ও জল দিবে। তৎপরে দক্ষিণমুখে বামজানু পাতিয়া উপবেশন পূর্ব্বক দক্ষিণস্কন্ধে উত্তরীয় রাখিয়া ঐ প্রকার রেখা অঙ্কিত করত "ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধা" মন্ত্রে পিতৃতীর্থ দ্বারা তদুপরি পূর্ব্ববৎ বলি ও জল প্রদান করিবে। অনন্তর উহার উত্তরে আর একটি রেখা করিয়া দক্ষিণজানু পাতিত করত উপবেশনান্তে বামস্কন্ধে উত্তরীয় রাখিয়া "ওঁ যক্ষন্ নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ" এই মন্ত্রে বলি প্রদান পূর্ব্বক "ওঁ যক্ষণে নমঃ" মন্ত্রে জল দিবে।

---

* মতান্তরে এই প্রকার নির্দ্দিষ্ট আছে যে, "ওঁ বিশ্বেদেবায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজাবিধি অনুসারে ষোড়শোপচার, দশোপচার বা পঞ্চোপচারে পূজা করিলেও বৈশ্বদেবক্রিয়া সমাহিত হয়। ষোড়শোপচার, দশোপচার ও পঞ্চোপচার কাহাকে বলে, তাহা পরিশিষ্টে লিখিত হইল।

তৎপরে পূর্ব্বোক্ত যক্ষবলির পশ্চিমদিকে জল দ্বারা একটি উত্তরাগ্র রেখা অঙ্কিত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে বলি প্রদান করিবে। যথা—

ওঁ দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি, সিদ্ধাঃ সরক্ষোরগদৈত্যসঙ্ঘাঃ।
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তা, যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্॥
পিপীলিকাকীটপতঙ্গকাদ্যা, বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধবদ্ধাঃ।
প্রয়ান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং, তেভ্যো বিসৃষ্টং মুদিতা ভবন্তু॥
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ, প্রয়ান্তু তৃপ্তিং সুখিনো ভবন্তু॥
ভূতানি সর্ব্বাণি তথান্নমেতৎ, অহঞ্চ বিষ্ণুর্ন যতোঽন্যদস্তি।
তস্মাদহং ভূতনিকায়ভূতমন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাম্॥
চতুর্দ্দশো ভূতগণো য এষ, যত্র স্থিতা যেঽখিলভূতসঙ্ঘাঃ।
তৃপ্ত্যর্থমন্নং হি ময়া বিসৃষ্টং, তেষামিদং তে মুদিতা ভবন্তু॥

বলিপ্রদানান্তে "ওঁ দেবাদিভ্যো নমঃ" মন্ত্রে তদুপরি কিঞ্চিৎ জল দিয়া ভূমিতেও কিঞ্চিৎ জলের ছিটা দিবে। তৎপরে "ওঁ চাণ্ডালপতিতপাপরোগিভ্যো নমঃ", "ওঁ ধর্ম্মরাজচিত্রগুপ্তাভ্যাং নমঃ", "ওঁ বায়সেভ্যো নমঃ" এই তিন মন্ত্রে তিনবার ভূতলে জল প্রদান করিবে।

তদনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিয়া "ওঁ বায়সেভ্যো নমঃ" উচ্চারণ পূর্ব্বক বলি প্রদান করিবে। যথা—

ঐন্দ্রবারুণবায়ব্যাঃ সৌম্যা বৈ নৈঋতাস্তথা।
বায়সাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তু ভূমৌ পিণ্ডং ময়ার্পিতম্॥

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক "ওঁ শ্বভ্যাং নমঃ" বলিয়াও বলি প্রদান করিতে হয়। যথা—

শ্বানৌ দ্বৌ শ্যাবশবলৌ বৈবস্বতকুলোদ্ভবৌ।
তাভ্যাং পিণ্ডং প্রযচ্ছামি স্যাতামেতাবহিংসকৌ॥

বলিপ্রদানান্তে অতিথিসৎকার (নৃযজ্ঞ) করিবে। *

(অতিথিসৎকার বা নৃযজ্ঞ)

অতিথির পূজা করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে। অভ্যাগত ব্যক্তি ব্রহ্মার স্বরূপ। অতিথি প্রিয় হউক্, দ্বেষ্টা হউক্, মূর্খ হউক্, বিদ্বান্ হউক্, ব্রাহ্মণ হউক্, চাণ্ডাল হউক্, যেরূপই হউক না কেন, দেবতাজ্ঞানে সেবা করিবে। অতিথি আসিলে তাঁহার নিবাস, নাম, গোত্র, বিদ্যা, কুল কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে নাই; আহারান্তে জিজ্ঞাসা করিতে পারে। দুই দণ্ডের আট ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে অতিথি না আসিলে তদীয় অংশ গাভীকে ভোজন করাইবে অথবা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

(নিত্যশ্রাদ্ধ)

অতিথিসৎকারের পর নিত্যশ্রাদ্ধ করিতে হয়। কেবলমাত্র ষট্‌পিতৃগণকে অর্থাৎ পিতৃপক্ষীয় তিন ও মাতৃপক্ষীয় তিন পুরুষকে স্মরণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অন্ন বা কিঞ্চিৎ জল দিলেই এ কার্য্য সমাহিত হয়। †

---

* বলিক্রিয়ার পূর্ব্বে কোন ভিক্ষুক উপস্থিত হইলে তাহাকে শক্ত্যনুসারে ভিক্ষা দিবে। পথিক, ক্ষীণবৃত্তি ব্যক্তি, বিদ্যার্থী, ব্রহ্মচারী, গুরুপোষক ও যতি, এই সকল ব্যক্তিকে ভিক্ষুক বলা যায়।

† শাস্ত্রেও ইহার প্রমাণ আছে। যথা—

অহন্যহনি যৎ শ্রাদ্ধং তন্নিত্যমভিধীয়তে।
বৈশ্বদেবাদিহীনং তৎ তদশক্তাবুদকেন তু॥

(গোগ্রাসদান)

তদনন্তর এক গ্রাস ঘাস অথবা অন্য কোন বস্তু লইয়া নিম্ন-লিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গোরুকে প্রদান করিবে। যথা—

সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাশয়ঃ।
প্রতিগৃহ্নন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্যমাতরঃ॥

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে। যথা—

পঞ্চভূতে শিবে পুণ্যে পবিত্রে সূর্য্যসম্ভবে।
প্রতীচ্ছেমং ময়া দত্তং সৌরভেয়ি নমোঽস্তু তে॥
নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥

(ভোজন)

ভোজনবিধি।—প্রথমতঃ দেহের পাঁচটি অংশ (হস্তদ্বয়, পদদ্বয় ও মুখ) ধৌত করত পূর্ব্বমুখ হইয়া অন্ন ভোজন করিবে। তৎকালে পবিত্র আসনে বসিবে, মুখ পরিষ্কার রাখিবে, প্রীতিপূর্ণচিত্তে আহার করিবে এবং উত্তরমুখে বা বিদিঙ্মুখে (কোণাকুণিভাবে) বসিবে না। * দক্ষিণমুখে বা পশ্চিমমুখে বসিয়াও ভোজন করিতে পারে, কিন্তু পিতামাতা জীবিত থাকিলে দক্ষিণমুখেও ভোজন নিষিদ্ধ। হস্তে হীরকাঙ্গুরী ভিন্ন অন্য কোনরূপ রত্নাঙ্গুরীয় ধারণ পূর্ব্বক ভোজন করিবে।

গোময় দ্বারা উপলিপ্ত, সম ও পবিত্র স্থানে লগ্ন আসনোপরি উপবেশন পূর্ব্বক ভোজন করিতে হয়। ব্রাহ্মণ চতুষ্কোণ, ক্ষত্রিয়

* পুত্রবান্ ব্যক্তি ব্যতীত অন্য সকলে উত্তরমুখে আহার করিতে পারে, কেহ কেহ ইরূপ ব্যবস্থাও দিয়া থাকেন।

ত্রিকোণ, বৈশ্য গোলাকার এবং শূদ্র অর্দ্ধচন্দ্রাকার মণ্ডল করিয়া তদুপরি ভোজনপাত্র স্থাপন করিবে।

ভগ্ন কাঁসার পাত্র, তাম্রপাত্র, লৌহ ও সীসকনির্ম্মিত পাত্র, মলিন পাত্র, পদ্ম ও পলাশপত্র এবং পত্রের পৃষ্ঠদেশে আহার নিষিদ্ধ। ব্রহ্মচারী, যতি ও বিধবার পক্ষে কাংস্যপাত্র একেবারেই নিষিদ্ধ; কারণ, শাস্ত্রে কাংস্যপাত্র মৃত্তিকাবৎ পরিগণিত।

প্রতিবাসী বৃদ্ধ বা বালক এবং প্রতিবাসিনী বৃদ্ধা, দরিদ্রা বা গর্ভিণী অভুক্ত থাকিলে তাহাদিগকে আহার করাইয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিতে হয়। আহারকালে মৌনভাবে অবস্থান করিবে। শাক, পায়স, ছাতু, অন্ন, জল, দধি, মধু এই সকল দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যের কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট রাখিবে, সমস্ত ভোজন করিবে না। শাকাদি দ্রব্য সমস্ত ভোজনে অসমর্থ হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা জলে ফেলিয়া দিবে, কাহাকেও আহার করিতে দিবে না। নিতান্ত নীচভাবে বসিয়া (অত্যন্ত নীচু হইয়া) আহার করিবে না এবং হস্ত দ্বারা না উঠাইয়া পশুর মত কেবল মুখ দ্বারাও আহার করিতে নাই।

প্রথমতঃ দ্রবপদার্থ, মধ্যে কঠিনদ্রব্য এবং সর্ব্বশেষে পুনরায় দ্রবপদার্থ ভোজন করিবে। প্রথমে মধুর রস, তৎপরে লবণ, তদনন্তর অম্ল এবং অবশেষে কটু ও তিক্তরস সেবন করিবে।

আত্মীয়-ব্যক্তির সহিতও এক-পঙ্‌ক্তি হইয়া আহার করিবে না। ভস্ম, তৃণ কিংবা জলের অঙ্ক দিয়া পঙ্‌ক্তিভেদ করিয়া লইবে। *

* ভস্ম শব্দে হোমভস্মই গ্রাহ্য। মহারাষ্ট্রদেশে ব্রাহ্মণেরা জলের অঙ্ক দিয়া তাহার উপর পঞ্চবর্ণের গুঁড়ি বিন্যাস পূর্ব্বক পঙ্‌ক্তিভেদের চিহ্নগুলি সুদৃশ্য করিয়া থাকেন।

পঙ্‌ক্তিস্থ সকলের আহার শেষ হইলে তৎপরে গণ্ডূষ করিবে। কি দিবা, কি রাত্রি, কোন সময়েই দুইবার অন্ন (সিদ্ধ করা ধান্য, যব, গম ইত্যাদি) আহার নিষিদ্ধ। দিবাভাগে একাধিকবার আহারের ইচ্ছা হইলে ফলমূলাদি ভক্ষণ করিবে। গুরুতর আহার নিষিদ্ধ। কারণবশে দিবাভাগে গুরুতর আহার হইলে রাত্রিকালে ভোজন করিবে না। ভুক্তবস্তু সম্পূর্ণ পরিপাকপ্রাপ্ত না হইলে পুনরায় আহার নিষিদ্ধ। অন্ন দ্বারা উদরের অর্দ্ধভাগ এবং জল দ্বারা এক ভাগ পূর্ণ করিয়া চতুর্থ ভাগ বায়ুসঞ্চারের জন্য শূন্য রাখিবে।

মাথায় কাপড় বান্ধিয়া, হস্তে বা ক্রোড়ে ভোজনপাত্র রাখিয়া, জুতা পায়ে দিয়া, চর্ম্মাসনে বসিয়া, দাঁড়াইয়া, শয়ন করিয়া, পা ছড়াইয়া অথবা গমন করিতে করিতে আহার করিবে না। আর্দ্র-মস্তকে, আর্দ্রবস্ত্রে, যানে, শ্মশানে বা দেবালয়ে আহার করিতে নাই। অতিপ্রত্যূষে অথবা সায়ংকালেও আহার করিবে না। উচ্ছিষ্ট ভোজন করিবে না এবং অন্য ব্যক্তিকেও উচ্ছিষ্ট প্রদান করিতে নাই। উচ্ছিষ্টপাত্রে ঘৃতগ্রহণ ও রাত্রিকালে দধিভোজন অকর্ত্তব্য।

অভক্ষ্য।—ব্যভিচারিণী, বার্দ্ধুষিক, পতিত, গণিকা, মত্ত, ক্রুদ্ধ, ক্রূর, আতুর, পিশুন, শক্র, স্ত্রীজিত, ব্যাধ, সূত্রধর, চোর, গায়ক, মিথ্যাবাদী, উচ্ছিষ্টভোজী ইহাদিগের অন্নভোজন নিষিদ্ধ। অবজ্ঞাদত্ত, ভাবদুষ্ট, বাগ্‌দুষ্ট, ভ্রূণঘ্নী কর্ত্তৃক দৃষ্ট, রজস্বলাস্পৃষ্ট, ভুক্তোচ্ছিষ্ট, পদ দ্বারা মর্দ্দিত, অনাবৃত, ক্রীতান্ন, সূতিকান্ন, নগরাধ্যক্ষের অন্ন, রাজান্ন, অবীরার অন্ন, মার্জ্জার-গো-কুক্কুর-কাকাদি-স্পৃষ্টান্ন, পর্য্যুষিতান্ন ও পুনঃপক অন্ন ভোজন করিবে না। জলপান-সময়ে মুখ হইতে জল অন্নপাত্রে পড়িলে সে অন্ন-ভক্ষণ নিষিদ্ধ। শূদ্র কর্ত্তৃক আহুত হইয়া অন্ন ভোজন করিতে নাই। বারোয়ারীর

অন্ন এবং উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া দেওয়া অন্নও গ্রহণ করিবে না। বিকৃতিপ্রাপ্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিতে নাই। দধি ও দধিজাত দ্রব্যাদি ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার শুক্ত পরিত্যজ্য। * ফল, মূল, কন্দ ও পুষ্পাদি হইতে প্রস্তুত শুক্ত মত্ততাসাধক না হইলে সেবন করিতে পারে।

প্রসবান্তে দশ দিনের মধ্যে (মতান্তরে একবিংশতিদিনের মধ্যে) ছাগীর, মেষীর, গাভীর, সন্ধিনীর (বৃষের জন্য ইচ্ছাবতী গাভীর), উষ্ট্রীর, মৃতবৎসা বা দূরস্থবৎসা ধেনুর, মহিষীর এবং গর্দ্দভী প্রভৃতি একশফবিশিষ্ট জীবের দুগ্ধ সেবন করিবে না। দেবতা ও পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন ভিন্ন নিজের জন্য মৎস্যমাংস আহরণ নিষিদ্ধ। স্ত্রীজাতি মাংসভক্ষণ করিবে না; কিন্তু মতান্তরে সধবার পক্ষে নিবেদিত মাংসভক্ষণের বিধি আছে।

লশুন, ছত্রাক (ভুঁই-ছাতু), পেঁয়াজ, গৃঞ্জন (গাঁজোর), অপবিত্রস্থানজাত ফল, শ্বেতবর্ণ তাল বা বার্ত্তাকী, বর্ত্তুলাকার অলাবু, বৃথামাংস, কুস্মুণ্ড ও কুন্দবৎ বার্ত্তাকী ভক্ষণ করিতে নাই।

দিনবিশেষে অভক্ষ্য।—প্রতিপদে কুষ্মাণ্ড, দ্বিতীয়ায় বৃহতী, তৃতীয়ায় পটোল, চতুর্থীতে মূলক, পঞ্চমীতে শ্রীফল, ষষ্ঠীতে নিম্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে নারিকেল, নবমীতে অলাবু, দশমীতে কলম্বী, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পূতিকা, ত্রয়োদশীতে বার্ত্তাকী এবং চতুর্দ্দশীতে মাষকলায় ভোজন করিবে না। রবিবারে আমিষভক্ষণ নিষিদ্ধ। † চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি,

* মধুররস কালবশে অম্লরসে পরিণত হইলেই তাহার নাম শুক্ত। যেমন—কাঁজি।

† আমিষের মধ্যে মৎস্য ও মাংসই প্রধান বলিয়া গণ্য। দগ্ধদ্রব্য, পান, রাঙ্গা নটিয়া ও লেবু এ সমস্তকেও আমিষ বলা যায়।

ব্রতাহ, শ্রাদ্ধের পূর্ব্বদিন, মৃতাশৌচ, কাত্তিকমাস, বিশেষতঃ বক-পঞ্চকে (কার্ত্তিকী একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত) মৎস্য-মাংস-ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

জলপানবিধি।—জলপাত্র আপনার দক্ষিণদিকে রাখিবে, বামদিকে রাখিতে নাই। যদি বামদিকে থাকে, তাহা হইলে দক্ষিণদিকে একবার রাখিয়া পরে জলপান করিবে। পীতশেষ জলপান নিষিদ্ধ; এক হস্ত দ্বারাও জলপান করিবে না।

অনিবেদিত দ্রব্যাদি-ভোজন নিষিদ্ধ; সুতরাং অন্নাদি যথা-বিধানে নিবেদন করিয়া ভোজন করিবে। আহারীয়ের মধ্যে মৎস্য, মাংস বা মুদ্রা থাকিলে * তাহা শোধন করিয়া তৎপরে অন্নাদি নিবেদন করিবে।

মৎস্যশোধন।—নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক পক্কমৎস্যের উপর জলের ছিটা দিয়া শোধন করিবে। যথা—

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাৎ মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ॥

মাংসশোধন।—নিম্নলিখিত মন্ত্রে মাংসের উপর জলের ছিটা দিতে হয়। যথা—

ওঁ এতদ্বিষ্ণুঃ স্তবতে বীর্য্যেণ মৃগো ন ভাম কুচরো গরিষ্ঠা যস্যোরুষু ত্রিষু বিক্রমে ধিয়ন্তি ভুবনানি বিশ্বাঃ।

মুদ্রাশোধন।—নিম্নলিখিত মন্ত্রে মুদ্রার উপর জলাভ্যুক্ষণ করিবে। যথা—

* লুচি, রুটী এবং ভাজা দ্রব্যকে মুদ্রা বলে।

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।
দিবীব চক্ষুরাততম্।
ওঁ তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে।
বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্॥

এই প্রকারে মৎস্যাদি শোধন করিয়া অন্নাদি নিবেদন করিবে।

অন্নাদি-নিবেদন ও ভোজনপ্রণালী।—প্রথমতঃ "সুপ্রোক্ষিত-মস্তু" বলিয়া অন্নব্যঞ্জনাদির উপর জল দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিবে। পরে অবগুণ্ঠনমুদ্রা দ্বারা অবগুণ্ঠন করিয়া অন্নব্যঞ্জনাদির উপর ধেনুমুদ্রা দেখাইবে। তৎপরে মৎস্যমুদ্রা দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক অন্নাদির উপর দশবার মূলমন্ত্র জপ করিয়া পুনরায় মূলমন্ত্র উচ্চারণ করত "এতৎ সঘৃতোপকরণমন্নং অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া নিবেদন করিবে। তদনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে অন্নকে প্রণাম করিবে। যথা—

ওঁ তেজোঽসি সহোঽসি বলমসি ভ্রাজোঽসি দেবানাং ধাম-নামাসি। বিশ্বমসি বিশ্বমায়ুঃ সর্ব্বমসি সর্ব্বায়ুরভিভূঃ॥

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া তিনবার ভূতলে কিঞ্চিৎ অন্ন স্থাপন করিতে হয়। যথা—

ওঁ ভুবঃ পতয়ে স্বাহা, ওঁ ভুবনপতয়ে স্বাহা, ওঁ ভূতানাং পতয়ে স্বাহা, ওঁ স্বঃপতয়ে স্বাহা॥

তৎপরে ভূমির উপর অল্পপরিমাণ অন্ন পাঁচ ভাগে রাখিয়া এক গণ্ডূষ জল গ্রহণ পূর্ব্বক "ওঁ নাগায় নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ কৃকরায় নমঃ, ওঁ দেবদত্তায় নমঃ, ওঁ ধনঞ্জয়ায় নমঃ" এই মন্ত্রে প্রত্যেক ভাগের উপর এক একটু জল দিবে। ইহা দ্বারা বাহ্য পঞ্চবায়ুকে বলিপ্রদান করা হয়।

তদনন্তর "ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" বলিয়া এক গণ্ডূষ জল পান করত * অল্প অল্প অন্ন তুলিয়া প্রাণাদি মুদ্রা দ্বারা † নিম্নলিখিত পঞ্চমন্ত্রে পাঁচবার ভোজন করিবে। যথা—

ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা॥

ঐ প্রকারে পাঁচবার মুখে দিয়া ভুক্তাবশেষ মৃত্তিকায় ফেলিবে। পরে নির্জ্জনে উপবেশন পূর্ব্বক ভোজন করিবে।

গণ্ডূষত্যাগ।—ভোজন সমাপ্ত হইলে অন্নযুক্ত হস্তে এক গণ্ডূষ জল লইয়া "ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" এই মন্ত্রে অর্দ্ধাংশ পান করত অবশিষ্টাংশ ভূতলে ফেলিবে ‡ এবং কিঞ্চিৎ উচ্ছিষ্ট অন্ন ও জল গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া ভূতলে স্থাপন করিবে। যথা—

ওঁ রৌরবে পুণ্যনিলয়ে পদ্মার্ব্বুদনিবাসিনাম্।
প্রাণিনাং সর্ব্বভূতানামক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্॥ §

---

* তন্ত্রমতে নিম্নলিখিত মন্ত্রে গণ্ডূষ করিতে হয়। যথা—

ওঁ ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥

† মুদ্রাপ্রকরণে সমস্ত মুদ্রার বিধিই লিখিত আছে।

‡ মাংসভোজন করিলে কিঞ্চিৎ জল দ্বারা হস্তপ্রক্ষালন পূর্ব্বক অন্নযুক্ত জলগণ্ডূষ গ্রহণ করিতে হয়।

§ এই মন্ত্র পাঠ না করিয়া কেহ কেহ "ওঁ উচ্ছিষ্টভাগধেয়েভ্যো নমঃ" বলিয়াও ভূতলে স্থাপন করেন।

ভোজনশেষ হইবামাত্র উচ্ছিষ্টপাত্র স্থানান্তরিত ও উচ্ছিষ্টস্থান পরিষ্কার করিবে; নচেৎ আচান্ত হইলেও অশুচি বলিয়া পরিগণিত হইতে হয়।

ভোজনান্তে আচমন।—তৎপরে জল ও মৃত্তিকা দ্বারা হস্ত ধৌত করিয়া আচমন করিবে এবং এরূপভাবে দন্তলগ্ন দ্রব্য বাহির করিবে যেন ক্ষত না হয় অথবা রক্ত না পড়ে ; পরন্তু নখ দ্বারা বাহির করিবে না। পরে পদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া (১২ পৃষ্ঠার লিখিত) যথাবিধানে আচমন করিবে এবং নিম্নলিখিত মন্ত্রে দক্ষিণচরণের অঙ্গুষ্ঠে জল দিবে। যথা—

ওঁ অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষঃ অঙ্গুষ্ঠঞ্চ সমাশ্রিতঃ।
ঈশঃ সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভুঃ প্রীণাতু বিশ্বধৃক্॥

তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া উদরে হাত বুলাইতে হয়। যথা—

যথা সমস্তেন্দ্রিয়দেহিদেহে, প্রধানভূতো ভগবান্ যথৈকঃ।
সত্যেন তেনান্নমশেষমেতৎ, আরোগ্যদং মে পরিণামমেতু॥
বীর্য্যবত্তা যথৈবান্নং পরিণামমবৈতি বৈ।
সত্যেন তেন যদ্ভুক্তং জীর্য্যত্বন্নমিদং তথা॥ *

এই প্রকারে আহার পরিসমাপ্ত করিয়া তাম্বূল সেবন করিতে হয়।

---

* নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া হস্ত বুলাইবারও বিধি আছে। যথা—

ওঁ অগ্নিরাপ্যায়তাং ধাতুং পার্থিবং পবনেরিতঃ।
দত্তাবকাশো নভসা জরয়ত্বস্তু মে সুখম্॥
প্রাণাপানসমানানামুদানব্যানয়োস্তথা।
অন্নং পুষ্টিকরং চাস্তু মমাস্ত্বব্যাহতং সুখম্॥
অগস্ত্যবহ্নির্ব্বড়বানলশ্চ, ভুক্তং ময়ান্নং জরয়ত্বশেষম্।
সুখঞ্চ মমৈতৎ পরিণামসম্ভবং, যচ্ছন্ত্বরোগং মম চাস্তু দেহে॥

তাম্বূলভক্ষণ।

তাম্বূলভক্ষণের পূর্ব্বে একবার আচমন করিবে। পানের বোঁটা খাইলে পীড়া, অগ্রদেশ খাইলে পাপ ও শিরা ভক্ষণ করিলে বুদ্ধিভ্রংশ হয়; সুতরাং ঐ সমস্ত ফেলিয়া ভক্ষণ করিবে। শুষ্ক পানভক্ষণও নিষিদ্ধ; কারণ, উহা আয়ুঃক্ষয়কর।

ইতি মধ্যাহ্নকৃত্য সমাপ্ত।

অপরাহ্নকৃত্য।

(ষষ্ঠ ও সপ্তমযামার্দ্ধকৃত্য)

(১॥টা হইতে ৪॥টা)

অনন্তর অপরাহ্নকৃত্য আরম্ভ হইবে। আহারান্তে ষষ্ঠ ও সপ্তম-যামার্দ্ধে ক্ষণকাল বিশ্রামের পর ইতিহাস ও পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রাদির আলোচনা করিবে এবং নিদ্রা/ক্রীড়াদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যে সমস্ত ক্রিয়া চিত্তরঞ্জক ও যাহা দ্বারা ধর্ম্ম ও জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, তত্তৎ-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। এ সময়ে কাহারও সহিত বিবাদ বা পরনিন্দা করিবে না।

অষ্টমযামার্দ্ধকৃত্য।

(৪॥টা হইতে ৬টা)

তৎপরে অষ্টমযামার্দ্ধের কিয়দংশ পর্য্যন্ত অর্থাৎ দিবার শেষ-ভাগে কিঞ্চিৎ ভ্রমণ করিবে এবং শিষ্টজন ও আত্মীয়বন্ধুগণের সহিত সদালাপে অতিবাহিত করিবে। *

* শাস্ত্রেও ইহার প্রমাণ আছে, যথা—

"অহঃশেষং সমাসীত শিষ্টৈরিষ্টৈশ্চ বন্ধুভিঃ

সায়াহ্নকৃত্য।

অষ্টমযামার্দ্ধের শেষভাগে অর্থাৎ সূর্য্যাস্তের একদণ্ড বিলম্ব থাকিতে সায়ংসন্ধ্যা করিবে। পশ্চিমাস্য বা বায়ুকোণাভিমুখ হইয়া সায়ংসন্ধ্যা করিতে হয় এবং সম্মুখে তারকাদর্শন যাবৎ গায়ত্রী জপ করিবে। *

রাত্রিকৃত্য।

(প্রথমযামকৃত্য)

(৬টা হইতে ৯টা)

অতঃপর রাত্রিকৃত্যের অনুষ্ঠান করিবে। রাত্রির প্রথমযামে দিবাকৃত কর্ম্মের আলোচনা ও অননুষ্ঠিত ক্রিয়া সম্পাদন করিবে অর্থাৎ দিবাভাগে কি কি কার্য্য করা হইয়াছে, মনে মনে তাহারই আলোচনা করিতে হয় এবং ভ্রমবশে বা অন্য কোন কারণে দিবাভাগে যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয় নাই, সেই সকল বৈধকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হয়।

(দ্বিতীয়যামকৃত্য)

(৯টা হইতে ১২টা)

এই যামের প্রথমে রাত্রিভোজনের পূর্ব্বকৃত্যস্বরূপ বৈশ্বদেব, বলি ও অতিথিসৎকার করিয়া ১১টার মধ্যে স্বয়ং আহার

* সায়ংসন্ধ্যাবিধি পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। গৃহে শালগ্রামশিলা বা দেববিগ্রহাদি থাকিলে এই সময়ে আরাত্রিক (আরতি) করিয়া শীতল দিতে হয় অর্থাৎ জলপানীয়দ্রব্য ভোগ দেওয়ার নিয়মে দিবে। আরতি ও ভোগ দেওয়ার প্রণালী পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

করিবে।* রাত্রিকালে উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিবে না। আহারের পর ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া ভৃত্যগণকে তাহাদিগের রাত্রিতে করণীয় সম্বন্ধে আদেশ প্রদান পূর্ব্বক তৎপরে শয়ন করিবে।

(তৃতীয়াদিযামকৃত্য)

শয়নবিধি।

মলিন, উচ্চনীচ, ভগ্ন, ক্ষুদ্র, ছিন্ন, জন্তুময় (ছারপোকা প্রভৃতি-যুক্ত,) আস্তরণরহিত ও অপবিত্র শয্যায়, পট্টবস্ত্রে, দাগযুক্ত কম্বলে, কেবলমাত্র মৃত্তিকায় এবং তৃণের উপর শয়ন করিতে নাই। সূর্য্যাস্তের পর খট্টা বা তক্তপোষের উপর শয্যা প্রস্তত করিয়া শয়ন করিবে। রাত্রিশেষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই আবার শয্যা তুলিয়া রাখিতে হয়। শয্যার অভাবে ভূতলে কার্পাসবস্ত্র বিস্তৃত করিয়া শয়ন করিবে। অন্যের ব্যবহৃত শয্যায় শয়ন করিবে না, কিন্তু শয্যাস্বামীর আজ্ঞা পাইলে শয়ন করিতে পারে। অশুচি অবস্থায় শয্যায় শয়ন করিতে নাই। উলঙ্গ হইয়া, আর্দ্রবস্ত্র ধারণ করিয়া, অথবা উত্তানভাবে (চিৎ হইয়া) শয়ন নিষিদ্ধ। গুরুজন, ধান্য, গো, বিপ্র ও দেবতা ইহাঁদিগের কোন একটি যে গৃহে থাকে, তাহার উপরিতলে শয়ন করিতে নাই। শিবালয়, শ্মশান, লোষ্ট্রময় স্থান, বালুকাময় স্থান, চৈত্যবৃক্ষতল ও চতুষ্পথে শয়ন নিষিদ্ধ। পশ্চিম ও উত্তরদিকে মাথা করিয়া শয়ন করিবে না; পূর্ব্বশিরা বা দক্ষিণশিরা হইয়া শয়ন করিবে; কিন্তু প্রবাসে

---

* বৈশ্বদেব, বলি অতিথিসৎকার প্রভৃতি ক্রিয়াবিধি পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। দিবার অতিথি অপেক্ষা রাত্রির অতিথিসৎকারে অধিকতর পুণ্যসঞ্চয় হয়।

পশ্চিমশিরা হইয়া শয়ন করিতে পারে। প্রাচীরাদিতে স্পর্শ না হয়, এরূপ ভাবে শয্যা প্রস্তুত করিবে।

শয়নকালে মস্তকের নিকট জলপূর্ণ কলস রাখিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে, যথা—

ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ নন্দিকেশ্বরায় নমঃ, ওঁ নর্ম্মদায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রাতর্নর্ম্মদায়ৈ নমঃ।

তদনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া শয়ন করিতে হয়, যথা—

ওঁ নমস্তে নর্ম্মদে নিত্যং ত্রাহি মাং বিষসর্পতঃ॥

এই মন্ত্র পড়িয়া শয়ন করত বিষ্ণুকে "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম পূর্ব্বক তদীয় মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে নিদ্রিত হইবে। *

দারোপগমন।

রাত্রির তৃতীয় প্রহরে স্ত্রীসহবাস করিতে হয়। ঋতুকালে আপন স্ত্রীতে সঙ্গত হওয়াই কর্ত্তব্য। প্রতিমাসে রজোদর্শন হইলে সেই দিন হইতে ষোড়শরাত্রি পর্য্যন্তই নারীগণের ঋতুকাল বলিয়া অভিহিত। তন্মধ্যে প্রথম তিন দিন স্ত্রীসহবাস নিষিদ্ধ। অবশিষ্ট কয়দিনের মধ্যে যুগ্মরাত্রিতে অর্থাৎ চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম, দশম, দ্বাদশ, চতুর্দ্দশ ও ষোড়শ রাত্রিতেই স্ত্রীগমন করিবে। পরন্তু ইহার মধ্যে আবার ষষ্ঠী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, চতুর্দ্দশী, দ্বাদশী ও সংক্রান্তি, এই সকল তিথি পরিত্যজ্য। এতদ্ব্যতীত

* নিদ্রার পূর্ব্বে মনসাদেবী, আস্তীক ঋষি, জরৎকারুমুনি, বাসুকি, গরুড়, নলরাজা, যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল, সহদেব ও জীমূতবাহন, ইহাদিগের নাম স্মরণ করাও কর্ত্তব্য।

ব্রতাহ, শ্রাদ্ধের দিন ও তৎপূর্ব্বদিন, উপবাসের দিন এবং জ্যেষ্ঠা, মূলা, অশ্লেষা, মঘা, রেবতী, কৃত্তিকা, অশ্বিনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ ও উত্তরফল্গুনী এই সকল নক্ষত্রে স্ত্রীসংসর্গ নিষিদ্ধ। পূর্ণগর্ভা স্ত্রীতে অভিগমন করিতে নাই। সহবাসকালে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই দেহ পবিত্র এবং মন প্রফুল্ল ও ভগবচ্চিন্তায় আসক্ত রাখিবে। *

ইতি নিত্যকৃত্য সমাপ্ত।

পূজাপ্রকরণ।

শাস্ত্রে দেবপূজা সম্বন্ধে বহুবিধ উপচারের বিষয় বর্ণিত আছে। এ স্থলে তৎসমুদয় বর্ণন করিয়া গ্রন্থবিস্তৃতি নিষ্প্রয়োজন। সাধারণতঃ ষোড়শোপচার, দশোপচার ও পঞ্চোপচার এই তিন প্রকার উপচার দ্বারা পূজাই প্রচলিত আছে। যে নিয়মে সাধা-

* পুত্রোৎপাদনার্থই নারীসহবাস করিবে, ইহাই আমাদিগের শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। পুত্রোৎপাদন যেমন বাঞ্ছনীয়, পুত্র সুন্দরাকৃতি, দীর্ঘায়ু, মেধাবী, সবল ও বুদ্ধিমান্ হয়, ইহাও সেইরূপ অভিপ্রেত। পরন্তু পুত্রকে তদনুরূপ করিতে হইলে, সহবাসকালে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই প্রফুল্লচিত্ত থাকিবে, পরস্পর প্রগাঢ় সাত্ত্বিক প্রেমে নিমগ্ন হইবে এবং ঈশ্বরে চিত্ত একাগ্র রাখিবে। এইরূপ করিলেই সেই দম্পতির পুত্র যে পূর্ব্বোক্তরূপ গুণশালী হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ঋতুকাল ভিন্ন অন্যসময়েও নারীর মনস্তুষ্টিবিধানার্থ সহবাস করিতে পারা যায় বটে, কিন্তু স্বয়ং কামোপভোগ চরিতার্থ করিবার জন্য নারীতে উপগত হওয়া অকর্ত্তব্য। ফল কথা, নিয়মানুসারে নারীসহবাস করিলে পিতৃমাতৃদেহের ও তাহাদিগের চিত্তের ভাব এরূপ পরিশুদ্ধ হয় যে, সহজাত দোষনিবন্ধন সন্তান কদাচ অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় না।

রণতঃ সর্ব্বত্র নিত্যপূজার বিধি দৃষ্ট হয়, এ স্থলে তাহাই লিখিত হইল। যে কোন সুম্প্রদায়ই হউক্, অগ্রে শিবপূজা করাই কর্ত্তব্য; এই জন্য সর্ব্বাগ্রে শিবপূজাপদ্ধতি প্রদর্শিত হইল।

পার্থিবশিবলিঙ্গপূজা। *

লিঙ্গনির্ম্মাণবিধি—"ওঁ হরায় নমঃ" † এই মন্ত্রে এক তোলা বা দুই তোলা মৃত্তিকা গ্রহণ পূর্ব্বক ‡ "ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবে। মৃত্তিকা সমান তিন অংশ করিয়া উপরের অংশে লিঙ্গ, মধ্যাংশে গৌরীপীঠ (শক্তি-পীঠ) এবং শেষাংশ দ্বারা বেদী (আসন) § প্রস্তুত করিতে হয়।

---

* যেমন সাগরে বুদবুদরাশি সমুত্থিত হইয়া আবার সাগরেই বিলয় প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ যে ব্রহ্মসাগরে অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড বিলীন হইতেছে, সেই পরব্রহ্মের নামই লিঙ্গ; সুতরাং লিঙ্গপূজা বলিতে ব্রহ্মোপাসনাই বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রেও ইহার প্রমাণ আছে, যথা—

আলয়ং লিঙ্গমিত্যাহুর্লিঙ্গং লিঙ্গমুচ্যতে।
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি লীয়ন্তে বুদ্‌বুদা ইব॥

লিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে লিখিত আছে, শিবপূজা করা ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণেরই কর্ত্তব্য। শাক্ত, বৈষ্ণব, গাণপ, সৌর প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়েরাই অগ্রে শিবপূজা করিয়া পরে ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিবে।

† স্ত্রী ও শূদ্রগণ সকল মন্ত্রেরই প্রণব পরিত্যাগ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে 'নমঃ" শব্দ উচ্চারণ করিবে; কিন্তু শিবপূজাস্থলে যখন "নমঃ শিবায় নমঃ" মন্ত্রেই পূজা করিতে হয়, তখন ইহার পূর্ব্বে আবার "নমঃ" যোগ করিবে না।

‡ ব্রাহ্মণ শুক্লবর্ণ, ক্ষত্রিয় রক্তবর্ণ, বৈশ্য হরিদ্রাবর্ণ এবং শূদ্র কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবে।

§ ব্রহ্ম নির্গুণ বস্তু; নির্গুণ পদার্থের চিন্তা-ধ্যান অসম্ভব; সুতরাং

উপরের লম্বমান অংশকে লিঙ্গ, মধ্যাংশকে গৌরীপীঠ এবং নিম্নাংশকে বেদী কহে। উভয় হস্তের মধ্যে যে কোন হস্ত দ্বারা শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ করিবে। এক হস্তে সমর্থ না হইলে দুই হস্ত দ্বারা নির্ম্মাণ কবিবে। এই প্রকারে লিঙ্গনির্ম্মাণ পূর্ব্বক একটি ক্ষুদ্র গোলাকার মৃত্তিকা লিঙ্গের মস্তকোপরি দিবে। ইহাকেই বজ্র কহে। *

উপবেশন ও আসননিয়ম।—লিঙ্গ-নির্ম্মাণান্তে (৮ পৃষ্ঠার লিখিত বিধানে) পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক উত্তরাস্য হইয়া কুশাসনে, কম্বলাসনে অথবা মৃগরোমজ আসনে উপবেশন করিবে। স্বেচ্ছামত যে কোন আসনে বসিবে না, মৃত্তিকাতেও বসিতে নাই। আসনের উচ্চতা তিন অঙ্গুলি, দৈর্ঘ্য দুই হস্ত এবং বিস্তার দেড় হস্তের অধিক হইবে না। (আসন ও মুদ্রাপ্রকরণের লিখিত নিয়মে) পদ্মাসন বন্ধন পূর্ব্বক উপবেশন করাই কর্ত্তব্য। লিঙ্গের পিনাকটিও যাহাতে উত্তরদিকে থাকে, এই প্রকারে বিল্বপত্রের সোজা পৃষ্ঠের উপর বসাইবে। পূজার সময় ললাটে ভস্ম বা মৃত্তিকার ত্রিপুণ্ড্র এবং গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করা কর্ত্তব্য।

স্বস্তিবাচন।—অনন্তর (১২ পৃঃ) আচমন ও বিষ্ণুস্মরণ করিয়া দক্ষিণ-হস্তে গুটিকত অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্ন-

---

শক্তিসহযোগে তাঁহার ধ্যানাদি করা কর্ত্তব্য, এই কারণেই শিবের নিম্নে শক্তি বিরাজিতা থাকেন, তাঁহাকেই গৌরীপীঠ বা যোনিপীঠ অথবা শক্তিপীঠ বলা যায়। বেদী—উপবেশনার্থ আসন।

* যদি অন্য ব্যক্তি লিঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া দেয়, তাহা হইলে পূজক এককালেই "ওঁ হরায় নমঃ" ও "ওঁ মহেশ্বরায় নমঃ" এই দুইটি মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।

লিখিত মন্ত্রে স্বস্তিবাচন করিবে অর্থাৎ সেই তণ্ডুলকয়টি নিক্ষেপ করিবে। * যথা—

ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি। †

তৎপরে করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, যথা—

ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা।
পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্ম্যং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥ ‡

* স্ত্রী ও শূদ্রগণ মন্ত্র পাঠ করিবে না, কেবল "নমঃ স্বস্তি, নমঃ স্বস্তি, নমঃ স্বস্তি" বলিয়া তণ্ডুল নিক্ষেপ করিবে।

† যজুর্ব্বেদীয় স্বস্তিবাচনমন্ত্র যথা—ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ গণানান্ত্বা গণপতিং হবামহে প্রিয়াণান্ত্বা প্রিয়পতিং হবামহে নিধীনান্ত্বা নিধিপতিং হবামহে বসো মম। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

ঋগ্বেদীয় স্বস্তিবাচনমন্ত্র।—ওঁ স্বস্তি নো মিমীতামশ্বিনী ভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতেরথর্ব্বণঃ স্বস্তি পূষা অসুরো দধাতু নঃ। স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতনা স্বস্তি নো বায়ুমুপব্রুবামহৈ। সোমং স্বস্তি ভুবনস্যয়স্পতিঃ। বৃহস্পতিঃ সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয় আদিত্যা শোভবন্তু নঃ বিশ্বেদেবা নো অদ্যাঃ স্বস্তয়ে। বৈশ্বানরো বসুরগ্নিঃ স্বস্তয়ে দেবা অভবন্তু ঋভবঃ স্বস্তয়ে। স্বস্তিনো রুদ্রঃ পাত্বংহসঃ স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি পথ্যে রেবতিঃ স্বস্তি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতয়ে কৃধি। স্বস্তি পন্থা অনুচরেম সূর্য্যাচন্দ্রমসাবিব। পুনর্দ্দদতা ঘ্নতা জানতা সঙ্গমেমহি। স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্‌ভূতং বায়সং দেবানাম্। অসুরঘ্নমন্ত্রসখং সমুৎসুর্ব্বৃহদ্‌যশো নাবমিবারুহেম। অঙ্গো মুচম্যাঙ্গিরসঙ্গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ তার্ক্ষ্যং প্রেতপাণেঃ শরণং প্রপদ্যে। স্বস্তি সম্বাধে সভয়ং নোঽস্তু। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

‡ কেহ কেহ এই স্থলে সূর্য্যার্ঘ্যপ্রদানের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

সামান্যার্ঘ্য।—তদনন্তর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে। বামদিকে ভূমিতে একটি চতুষ্কোণ, তন্মধ্যে বৃত্ত এবং তাহার মধ্যে ত্রিকোণ-মণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক তদুপরি "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ অনন্তায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ" এই চারি মন্ত্রে চারিবার গন্ধ-পুষ্প দিবে। * তৎপরে "ফট্" মন্ত্রে কোশা ধৌত করত ত্রিকোণো-পরি একটি পাত্র স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি কোশা রাখিয়া "নমঃ" মন্ত্রে উহাতে জল পূর্ণ করিবে। অনন্তর কোশার অগ্রভাগে অর্ঘ্য সাজাইবে অর্থাৎ গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, বিল্বপত্র, গর্ভশূন্য ত্রিপত্র ও দূর্ব্বা স্থাপন করিবে। তৎপরে জলশুদ্ধি করিবে।

জলশুদ্ধি।—অঙ্কুশমুদ্রাযোগে তর্জ্জনীর অগ্র দ্বারা ঐ জল আলোড়ন পূর্ব্বক "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ জলায় নমঃ" মন্ত্রে জলে গন্ধপুষ্প প্রদান করিবে। পরে "বং" এই মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া মৎস্যমুদ্রা দ্বারা ঐ জল আচ্ছাদন করত তদুপরি দশবার বা অষ্টবার প্রণব জপ করিবে। † অনন্তর ঐ জল তিনবার ভূতলে ছিটাইয়া দিয়া আপনার মস্তকে ও যাবতীয় পূজোপকরণে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রক্ষেপ করিবে।

আসনশুদ্ধি।—অনন্তর আসনশুদ্ধি করিতে হয়। ‡ আসনের

---

* পুষ্পের অভাব হইলে গন্ধ ও আতপতণ্ডুল লইয়া "এতে গন্ধাক্ষতে" ইত্যাদিরূপ বলিবে।

† স্ত্রী ও শূদ্রগণ "নমঃ" বলিবে।

‡ কেহ কেহ সামান্যার্ঘ্যস্থাপনের পূর্ব্বে আসনশুদ্ধির ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

নিম্নে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীঁ আধার-শক্তিকমলাসনায় নমঃ" বলিয়া একটি সচন্দন পুষ্প আসনের উপর দিবে। * তৎপরে আসন ধরিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

আসনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ-ঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ।

ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥

তৎপরে করযোড়ে (বামে) ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ; (দক্ষিণে) ওঁ গণেশায় নমঃ; (ঊর্দ্ধে) ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ; (অধঃ) ওঁ অনন্তায় নমঃ; (মধ্যে) ওঁ নারায়ণায় নমঃ; (সম্মুখে) ওঁ অমুকদেবতায়ৈ (স্ব স্ব অভীষ্টদেব) নমঃ বলিয়া যথাযথ স্থান স্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। †

বিঘ্নাপসরণ।—তৎপরে বিঘ্ননিবারণ করিবে। "ওঁ নমঃ শিবায়" মন্ত্র পাঠ সহকারে ঊর্দ্ধে নেত্রপাত পূর্ব্বক ঊর্দ্ধভাগস্থ, "অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্র পাঠ সহকারে দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে মস্তকের চারিদিকে শূন্যে জলপ্রোক্ষণ পূর্ব্বক শূন্যমার্গস্থ এবং বামচরণের গুল্‌ফ দ্বারা বামদিকে ভূতলে বারত্রয় আঘাত পূর্ব্বক ভূতলস্থ নিখিল বিঘ্ন বিদূরিত হইয়াছে চিন্তা করিয়া, তণ্ডুলের উপর সাতবার "ফট্" এই মন্ত্র জপ করিবে। পরে নারাচমুদ্রা দ্বারা ঐ তণ্ডুল লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক ভূতলে ফেলিয়া দিবে। যথা—

* পুষ্পের অভাবে "এতে গন্ধাক্ষতে" বলিয়া সচন্দন আতপতণ্ডুল দিবে।

† এই স্থলে অনেকে সূর্য্যার্ঘ্যপ্রদানের ব্যবস্থা দিয়া থাকেন।

ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥

অনন্তর এইরূপ চিন্তা করিবে যে, গৃহমধ্যস্থ বিঘ্নরাশিও বিদূরিত হইয়াছে।

গন্ধাদির অর্চ্চনা।—অনন্তর গন্ধাদির অর্চ্চনা করিতে হয়। শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, কোন দ্রব্য অর্চ্চনা না করিয়া দেবতাকে প্রদান করিলে তাহা দেবতারা গ্রহণ করেন না; উহা অসুরগণের ভোগ্য হয়। প্রথমে "বং এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ" বলিয়া গন্ধাদির উপর তিনবার জলের ছিটা দিবে। তৎপরে গন্ধপুষ্প লইয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতৎসম্প্রদানেভ্যো নারায়ণাদিভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ" বলিয়া এক একটি গন্ধপুষ্প প্রক্ষেপ করিবে।

নারায়ণাদির অর্চ্চনা।—তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে এক একটি গন্ধপুষ্প প্রক্ষেপ করিয়া নারায়ণাদির অর্চ্চনা করিতে হয়। যথা—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গুরবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যো নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

গণেশাদিপূজা।—অনন্তর পঞ্চোপচারে শালগ্রামে বা জলে গণেশাদি পঞ্চদেবতার অর্চ্চনা করিবে। শূদ্র ও স্ত্রীলোকে জলে করিবে।

গণেশপূজা।—প্রথমতঃ "গাং গীং গূং গৈং গৌং গঃ" এই মন্ত্রে করন্যাসাঙ্গন্যাসপদ্ধতির নিয়মে করাঙ্গন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রাযোগে একটি পুষ্প গ্রহণ পূর্ব্বক ধ্যান করিবে। যথা—

খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং,
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং,
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কর্ম্মসু॥

এইরূপে ধ্যান করত স্বীয় মস্তকে পুষ্পটি দিয়া মানসপূজা সম্পাদন পূর্ব্বক পুনরায় করাঙ্গন্যাস ও ধ্যানান্তে শিলার উপর পুষ্পটি দিবে এবং নিম্নলিখিতরূপে পূজা করিবে। যথা—

"এষ গন্ধঃ ওঁ গণেশায় নমঃ, এতৎ পুষ্পং ওঁ গণেশায় নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ গণেশায় নমঃ, এতন্নৈবেদ্যং ওঁ গণেশায় নমঃ।

তৎপরে "ওঁ গণেশায় নমঃ" এই মন্ত্র দশবার বা অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া "গুহ্যাদিগুহ্য" ইত্যাদি মন্ত্রে জপ সমর্পণ পূর্ব্বক প্রণাম করিবে। যথা—

ওঁ দেবেন্দ্রমৌলিমন্দার-মকরন্দকণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব-চরণাম্বুজরেণবঃ॥

তৎপরে "ওঁ শিবাদিপঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ" এই মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া সূর্য্যপূজা করিবে।

সূর্য্যপূজা—গণেশপূজাপদ্ধতির নিয়মে "ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। কেবল ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র পৃথক্। ধ্যান যথা—

রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং,
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ-
র্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥

পূজান্তে "এহি সূর্য্য সাহস্রাংশো" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যপ্রদান করিয়া "জবাকুসুমসঙ্কাশং" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

বিষ্ণুপূজা।—তৎপরে ঐরূপ গণেশপূজাপদ্ধতি অনুসারে পঞ্চোপচারে "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" মন্ত্রে বিষ্ণুর পূজা করিবে। কেবল ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র পৃথক্। ধ্যান যথা—

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী,
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী,
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

যথাবিধি পূজান্তে "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

শিবপূজা।—শিবের ধ্যান, পূজামন্ত্র ও প্রণামমন্ত্র যথাস্থানে লিখিত আছে, তদনুসারে পঞ্চোপচারে পূজা করিবে।

জয়দুর্গাপূজা।—অনন্তর ঐরূপে পঞ্চোপচারে "ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে জয়দুর্গার পূজা করিবে। কেবল ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র পৃথক্। ধ্যান যথা—

কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং,
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং,
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥

যথাবিধি পূজান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে। যথা—

ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

করশুদ্ধি।—তদনন্তর করশুদ্ধি করিবে। একটি সচন্দন পুষ্প

লইয়া "ঐঁ রং অস্ত্রায় ফট্" মন্ত্রে হস্তদ্বয় দ্বারা উহা ঘর্ষণ পূর্ব্বক বামদিকে ফেলিয়া দিবে। তৎপরে সম্মুখভাগে ঊর্দ্ধদেশে যথাক্রমে তিনটি তাঁলি দিয়া দক্ষিণাবর্ত্তে পূর্ব্বদিক্ হইতে দশদিকে তুড়ি প্রদান পূর্ব্বক দশদিগ্বন্ধন করিবে।

ভূতশুদ্ধি।—তৎপরে ভূতশুদ্ধি করিতে হয়। "রং" মন্ত্রে জলধারা দ্বারা স্বদেহ বেষ্টন পূর্ব্বক ঐ জলধারাকে অগ্নিময় প্রাচীর চিন্তা করত হস্তদ্বয় উত্তানভাবে বামদক্ষিণক্রমে উপর্য্যুপরি নিজক্রোড়দেশে স্থাপন করিবে। অনন্তর "সোঽহং" চিন্তা করত * হৃৎপ্রদেশস্থ দীপকলিকাবৎ জীবাত্মাকে মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনীশক্তি সহ সুষুম্নামার্গে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা নামক চক্রে চতুর্দ্দল, ষড়্দল, দশদল, ষোড়শদল ও দ্বিদলপদ্ম ভেদ করত মস্তকস্থ অধোবদন সহস্রারকমলের কর্ণিকাভ্যন্তরগত পরামাত্মাতে সংযোগ করিয়া তাহাতেই দৈহিক ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, গন্ধ, রস, রূপ, শব্দ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, জিহ্বা, নেত্র, ত্বক্, কর্ণ, বাক্, কর, চরণ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই চতুর্বিংশতিতত্ত্বকে বিলীন ভাবনা করিবে। অনন্তর বামনাসাপুটে "যং" এই বায়ুবীজকে ধূম্রবর্ণ ভাবনা করিয়া প্রাণায়ামবিধি অনুসারে ঐ বীজ ষোড়শবার জপ করত বায়ু দ্বারা দেহ পূর্ণ করিবে এবং নাসাপুট রোধ করিয়া চতুঃষষ্টিবার জপ দ্বারা কুম্ভক করত বামকুক্ষিস্থ কৃষ্ণবর্ণ, খর্ব্ব, পিঙ্গলনেত্র পিঙ্গলকেশ পাপপুরুষের সহিত নিজদেহকে শোষণ করিবে। তৎপরে ঐ বীজ দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিয়া দক্ষিণনাসিকারন্ধ্র দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করিবে। অনন্তর দক্ষিণনাসিকাপুটে "রং" এই অগ্নিবীজ চিন্তা করত উহা

* শক্তিবিষয়ে "হংস" এবং শূদ্রেরা "নমঃ" চিন্তা করিবে।

ষোড়শবার জপ করিয়া বায়ু দ্বারা দেহ পূর্ণ করিবে এবং নাসাপুট-যুগল রোধ পূর্ব্বক ঐ বীজ চতুঃষষ্টিবার জপসহকারে কুম্ভক করিয়া মূলাধারোত্থিত বহ্নি দ্বারা পাপপুরুষ সহ নিজ শরীর দগ্ধ করত পুনর্ব্বার দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিবে। তৎপরে বামনাসাপুট দ্বারা দগ্ধভস্ম সহ ঐ বায়ু ত্যাগ করিবে। তদনন্তর বামনাসাপুটে "ঠং" এই সোমবীজ ধ্যান বরত ষোড়শবার জপ দ্বারা শ্বাস আকর্ষণ পূর্ব্বক ঐ বীজাকৃতি সোমকে ললাটদেশে ধ্যান করিয়া নাসাপুট-দ্বয় রোধ করিবে এবং "বং" এই বরুণবীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিয়া কুম্ভক করত উল্লিখিত সোমদেব হইতে বিগলিত পঞ্চাশৎ-মাতৃকার্ণস্বরূপ সুধা দ্বারা সমগ্র দেহকে নূতন-গঠিতবৎ চিন্তা করিবে। পরে "লং" এই ধরাবীজ দ্বাত্রিংশদ্বার জপ করিয়া নিজ শরীরকে সুদৃঢ় জ্ঞান করত দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা বায়ু ত্যাগ করিবে। তদনন্তর "হংসঃ" (শূদ্র ও স্ত্রীলোকেরা "নমঃ") এই মন্ত্র দ্বারা বিলীন কুণ্ডলিনী সহ জীবাত্মা ও চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বকে পুনর্ব্বার স্বস্থানে আবির্ভূত ধ্যান করিবে। পরে নিজদেহকে দেব-দেহ সহ অভেদরূপে ধ্যান করিতে হয়। এই প্রকারে ভূতশুদ্ধি করিয়া মাতৃকান্যাস করিবে।

মাতৃকান্যাস।* —প্রথমে করপুট হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকা-সরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ো মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ।

* মন্ত্রপাঠ সহকারে নির্দ্দিষ্ট স্থলে অঙ্গুলীস্থাপনকেই ন্যাস বলে। যে ন্যাসে কোন অঙ্গুলীর নিয়ম নাই, তথায় পুষ্প দ্বারা অথবা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা যোগ করিয়া ন্যাস করিতে হয়।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে দক্ষিণ-হস্ত প্রদা . পূর্ব্বক ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ", মুখে "ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ", হৃদি মাতৃকাসরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ", গুহ্যে "ওঁ ব্যঞ্জনেভ্যো বীজেভ্যো নমঃ", পাদয়োঃ "ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ" বলিয়া হস্ত স্পর্শ করিবে। * তৎপরে "অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" বলিয়া দুই হস্তেরই তর্জ্জনী অঙ্গুলী বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর দিবে; "ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা" বলিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনীর উপর; "উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্" বলিয়া উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী মধ্যমার উপর; "এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুং" বলিয়া উভয় হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলী অনামিকার উপর এবং "ওং পং ফং বং ভং মং ঊং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্" বলিয়া উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠ কনিষ্ঠার উপর দিবে। পরে "অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্" বলিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগ করত বামকরের পৃষ্ঠ ও তলস্পর্শ পূর্ব্বক তালি দিবে। অনন্তর "অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ" বলিয়া দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামার অগ্রদেশ দ্বারা বক্ষঃস্থল; ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা" বলিয়া তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্র দ্বারা মস্তক; "উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্" বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের অগ্র দ্বারা শিখা; "এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুং" বলিয়া দক্ষিণ-হস্তের পঞ্চাঙ্গুলীর অগ্রদেশ দ্বারা বামবাহু ও বামহস্তের পঞ্চাঙ্গুলীর অগ্র দ্বারা দক্ষিণ-বাহু এবং "ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" বলিয়া দক্ষিণ-হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামার অগ্র

* সর্ব্বত্রই দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা স্পর্শ করা বিধি।

দ্বারা যথাক্রমে দুই চক্ষু ও নাসিকার মূল স্পর্শ করিবে। তৎপরে "অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্" বলিয়া দক্ষিণ-হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগ করত বামহস্তের পৃষ্ঠ ও তল স্পর্শ করিয়া তালি দিবে। * তৎপরে প্রাণায়াম করিতে হয়।

প্রাণায়াম।—"নমঃ শিবায় নমঃ" শিবের এই মূলমন্ত্র বা প্রণব ষোড়শবার জপ দ্বারা পূরণ, চতুঃষষ্টিবার জপ দ্বারা কুম্ভক এবং দ্বাত্রিংশদ্বার জপ দ্বারা রেচকরূপ প্রাণায়াম করিতে হয়। অসমর্থ হইলে চারিবার জপ দ্বারা পূরণ, ষোড়শবার জপ দ্বারা কুম্ভক এবং আটবার জপ দ্বারা রেচন করিবে। প্রাণায়ামের প্রণালী পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে। †

প্রাণপ্রতিষ্ঠা।—অনন্তর কাংস্য, রৌপ্য বা স্বর্ণপাত্র ইত্যাদি যথাবিহিত পাত্রে যথাযথভাবে স্থিত শিবলিঙ্গের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয় অর্থাৎ লেলিহামুদ্রাযোগে দূর্ব্বা, তণ্ডুল বা পুষ্প দ্বারা শিবলিঙ্গ ধরিয়া "ওঁ শূলপাণে ইহ সুপ্রতিষ্ঠিতো ভব" বলিয়া প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিবে। তৎপরে অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিতে হয়। ‡

---

* অঙ্গন্যাস-করন্যসের প্রণালী সর্ব্বত্রই এইরূপ, কেবল মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন।

† অনেকে পূর্ব্বলিখিত স্থলে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা না করিয়া এই স্থলে তাহা সম্পাদন পূর্ব্বক সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া থাকেন।

‡ অনেকে এই স্থানে "হরায় নমঃ" মন্ত্রে শিবলিঙ্গের মস্তকে কিঞ্চিৎ জল দিয়া বজ্রটি নামাইয়া পিনাকোপরি স্থাপন করেন এবং "মহেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া মস্তকটি একটু টিপিয়া দিয়া তৎপরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া থাকেন। ফল কথা, লিঙ্গের মস্তকে এরূপভাবে জল দিবে যে, বজ্রটি স্বয়ং যথাস্থানে পতিত হয়। ইহাতে অসমর্থ হইলে হস্ত দ্বারা তুলিয়া পিনাকোপরি রাখিবে।

অঙ্গন্যাস।—"ওঁ হৃদয়ায় নমঃ" বলিয়া বক্ষঃস্থল, "নং শিরসে স্বাহা" বলিয়া মস্তক, "মং শিখায়ৈ বষট্" বলিয়া শিখা, "শিং কবচায় হুং" বলিয়া বামবাহু ও দক্ষিণবাহু এবং "বাং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" বলিয়া দুই চক্ষু ও নাসিকার মূল স্পর্শ করত "য়ঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং ফট্" বলিয়া বামহস্তের পৃষ্ঠ ও তল স্পর্শ করত তালি দিবে।

করন্যাস।—"ওঁ অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, নং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা, মং মধ্যমাভ্যাং বষট্, শিং অনামিকাভ্যাং হুং, বাং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্" বলিয়া যথাক্রমে যথাযথ অঙ্গুলীর উপর যথাবিহিত অঙ্গুলী স্পর্শ করাইয়া "য়ঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া দক্ষিণ-হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগ করত বামহস্তের পৃষ্ঠ ও তল স্পর্শ করিয়া তালি দিবে। * তৎপরে ঋষ্যাদিন্যাস ও ব্যাপকন্যাস করিতে হয়।

ঋষ্যাদিন্যাস।—"ওঁ বামদেব-ঋষয়ে নমঃ" বলিয়া শিরঃ-প্রদেশে, "ওঁ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দসে নমঃ" বলিয়া মুখে, "ওঁ ঈশানায় দেবতায়ৈ নমঃ" বলিয়া হৃদয়ে দক্ষিণ-হস্ত স্পর্শ করাইবে।

ব্যাপকন্যাস।—হস্তদ্বয় প্রসারণ পূর্ব্বক "ওঁ নমঃ শিবায়" বলিয়া দুই হাত মস্তক হইতে চরণ পর্য্যন্ত, পুনরায় চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত নয়বার, সপ্তবার, পঞ্চবার অথবা তিনবার লইয়া যাইবে।

ধ্যান।—তদনন্তর কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা বামহস্তে একটি পুষ্প বা বিল্বপত্র লইয়া ধ্যান করিতে হয়, যথা—

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং,

রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।

---

* অঙ্গন্যাসে ও করন্যাসে যে যে অঙ্গুলী দ্বারা যে ভাবে স্পর্শ করিতে হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে ১১০, ১১১, ১১২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং,
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্ ॥

এই ধ্যান পাঠ করিয়া পুষ্প বা বিল্বপত্রটি আপনার মস্তকে দিবে এবং প্রার্থনামুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক "আমি শিব" এই প্রকার ভাবনা করত হৃৎকমলাভ্যন্তরে ধ্যানলিখিত আকৃতি চিন্তা করিতে করিতে মানসপূজা করিবে।

মানসপূজা।—মানসার্চ্চনাতে যাহা কিছু কর্ত্তব্য, তৎসমস্তই মনে মনে করিতে হয়। ইহাতে বাহ্য উপকরণের প্রয়োজন নাই। হৃৎকমলাভ্যন্তরে সুধাসাগর চিন্তা করিবে। তাহার মধ্যে রত্নদ্বীপমধ্যস্থ কল্পতরুমূলে দেবতার রূপ ধ্যান করিয়া হৃৎকমলেই আসন প্রদান পূর্ব্বক স্বাগত * জিজ্ঞাসা করিয়া লিঙ্গমূলস্থ কুলকুণ্ডলিনীচক্রস্থিত জলরূপ পাদ্য, মনোরূপ অর্ঘ্য, মস্তকস্থিত সহস্রদলপদ্ম হইতে নিঃসৃত সুধারূপ আচমনীয়, ক্ষিত্যাদি চতুর্বিংশতিতত্ত্বরূপ গন্ধ, দয়াদিরূপ পুষ্প, প্রাণরূপ ধূপ, তেজোরূপ দীপ, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ নৈবেদ্য, সুধাসাগরের জলরূপ পানীয়, হৃৎকমলস্থ অনাহতচক্রের ধ্বনিরূপ বাদ্য এই সমস্ত মনে মনে অর্পণ করিবে। তৎপরে মনে মনে "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া মনে মনেই স্তবপাঠ, প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিতে হয়। তৎপরে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিবে।

বিশেষার্ঘ্য। †—সম্মুখস্থ কোশার বামদিকে মৃত্তিকায় জলাভ্যুক্ষণ

---

* অর্চ্চিতব্য দেবতাকে শুভাগমনজিজ্ঞাসা করার নাম স্বাগত।

† শিবপূজায় স্বর্ণ, রৌপ্য বা তাম্রপাত্রে অর্ঘ্যস্থাপনই কর্ত্তব্য; শিব ও সূর্য্যপূজায় শঙ্খে অর্ঘ্যস্থাপন করিতে নাই। অন্যান্য দেবতার অর্ঘ্যস্থাপন শঙ্খে হইতে পারে। অর্ঘ্যপাত্র ষট্‌ত্রিংশৎ অঙ্গুলী-পরিমিত হইলেই উত্তম,

পূর্ব্বক তদুপরি ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন করিয়া তাহার উপর ত্রিপদী স্থাপন কবিবে। তৎপরে "ফট্" মন্ত্রে জল দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র প্রক্ষালন পূর্ব্বক ত্রিপদীর উপর রাখিয়া "নমঃ" মন্ত্রে তাহাতে গন্ধ, পুষ্প, তণ্ডুল ও দূর্ব্বা দিবে। অনন্তর "ওঁ নমঃ শিবায়" এই মূলমন্ত্র * এবং ক্ষং লং হং সং ষং সং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অঃ অং ঔং ওং ঐং এং ৡং ঌং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং" এই বিলোম মাতৃকাবর্ণ উচ্চারণ পূর্ব্বক স্বচ্ছজল দ্বারা অর্ঘ্যপাত্র পূর্ণ করিবে। তদনন্তর ত্রিপদীতে "মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ", অর্ঘ্যপাত্রে "অং সূর্য্যমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ", এবং জলে "উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ" বলিয়া তণ্ডুলপ্রদান পূর্ব্বক পূজা করিয়া অঙ্কুশমুদ্রাযোগে অর্ঘ্য-পাত্রস্থ জল আলোড়ন করিতে করিতে "গঙ্গে চ যমুনে চৈব" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে এইরূপ চিন্তা করিবে যে, সূর্য্য-মণ্ডল হইতে তীর্থসকল মদীয় অর্ঘ্যপাত্রে অবতীর্ণ হইলেন। অনন্তর "ওঁ নমঃ শিবায়" মন্ত্রে হৃৎকমলস্থ মহাদেবকে ঐ জলে আনয়ন পূর্ব্বক "হুঁ" মন্ত্রে জলের উপর অবগুণ্ঠনমুদ্রা প্রদর্শন করত "ফট্" মন্ত্রে ঐ জলের উপর গালিনীমুদ্রা দেখাইবে। তদনন্তর "ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" মন্ত্রে সেই জলের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক

চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলী হইলে মধ্যম এবং দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমাণ হইলেই অধম। পরন্তু অষ্টাঙ্গুলীর ন্যূন হইলে তাহাতে অর্ঘ্যস্থাপন করিতে নাই।

* সকল দেবতার পূজাতেই বিশেষার্ঘ্য-স্থাপনের প্রণালী এইরূপ। প্রভেদ এই যে, এ স্থলে যেখানে যেখানে "ওঁ নমঃ শিবায়" মূলমন্ত্র আছে, অন্যান্য দেবতাপূজায় সেই সেই স্থানে তত্তদ্দেবতার মূলমন্ত্র উচ্চার্য্য।

গন্ধপুষ্প দ্বারা শিবের ষড়ঙ্গে (অঙ্গন্যাসমন্ত্রে) * পূজা করিবে। যথা—

এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হৃদয়ায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে নং শিরসে স্বাহা, এতে গন্ধপুষ্পে মং শিখায়ৈ বষট্, এতে গন্ধপুষ্পে শিং কবচায় হুং, এতে গন্ধপুষ্পে বাং নেত্রত্রায়ায় বৌষট্, এতে গন্ধপুষ্পে য়ঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

এক একটি মন্ত্র পড়িয়া জলে গন্ধপুষ্প প্রদান করিবে। † তদনন্তর গন্ধপুষ্প দ্বারা "ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" মন্ত্রে সেই জলমধ্যে শিবের অর্চ্চনা করিয়া মৎস্যমুদ্রা দ্বারা জল আচ্ছাদন পূর্ব্বক তদুপরি আটবার মূলমন্ত্র জপ করত ধেনুমুদ্রা দেখাইবে। তৎপরে "ফট্" মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ঐ জল নির্ব্বিঘ্নে রক্ষিত হইল, এই প্রকার চিন্তা করিয়া ঐ জলের কিঞ্চিৎ তুলিয়া সামান্যার্ঘ্যপাত্রে স্থাপন করিবে।

পুনর্ধ্যান ও আবাহন।—এই প্রকারে বিশেষার্ঘ্যস্থাপনান্তে পূর্ব্ববৎ অঙ্গন্যাস-করন্যাস করিয়া কূর্ম্মমুদ্রা দ্বারা একটি সচন্দন পুষ্প বা বিল্বপত্র লইয়া পূর্ব্ববৎ ধ্যান করিবে। তৎপরে সেই পুষ্পে বা বিল্বপত্রে নিশ্বাস দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে দেবতাকে শিবলিঙ্গোপরি আনয়ন ও স্থাপন পূর্ব্বক আবাহনমুদ্রা দ্বারা "ওঁ পিনাকধৃক্ ইহাগচ্ছাগচ্ছ" বলিয়া আবাহন, স্থাপনীমুদ্রা দ্বারা "ইহ

* অন্যান্য দেবতার পূজায় তত্তদ্দেবতার অঙ্গন্যাসমন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

† স্ত্রী ও শূদ্রেরা "ওঁ নং মং শিং বাং য়ঃ" এই কয়টি বর্ণের পরিবর্ত্তে "শাং শীং শূং শৈং শৌং শঃ" এই কয়টি বর্ণ উচ্চারণ পূর্ব্বক ষড়ঙ্গপূজা করিবে। অন্যান্য দেবতার পূজায় তত্তদ্দেবতার নামের আদ্যক্ষরে ঐরূপ দীর্ঘস্বর ও অনুস্বার যোগ করিয়া পূজা করিতে হয়।

তিষ্ঠ তিষ্ঠ" বলিয়া স্থাপন, সন্নিধাপনী মুদ্রা দ্বারা "ইহ সন্নিধেহি সন্নিধেহি" বলিয়া সন্নিধাপন, সংবোধিনী মুদ্রা দ্বারা "ইহ সন্নিরুদ্ধস্ব" বলিয়া সংবোধন, সম্মুখীকরণমুদ্রা দ্বারা "অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মম পূজাং গৃহাণ" বলিয়া সম্মুখীকরণ করত করপুটে "যাবৎ পূজাং করোম্যহং তাবৎ স্থিরো ভব" বলিয়া শিবলিঙ্গকে স্নান করাইবে। *

শিবলিঙ্গস্নাপন।—ওঁ পশুপতয়ে নমঃ" বলিয়া অথবা "ইদং স্নানীয়োদকং পশুপতয়ে নমঃ" উচ্চারণ পূর্ব্বক লিঙ্গোপরি তিনবার জল প্রদান করত স্নান করাইবে। তৎপরে সম্প্রদায়ানুসারে বজ্র ফেলিয়া দিয়া পূজায় প্রবৃত্ত হইতে হয়। † শাক্ত, সৌর ও শৈবগণ ঈশানকোণে, গাণপ শিবলিঙ্গের মূলদেশে এবং বৈষ্ণবগণ পৃষ্ঠদেশে বজ্রটিকে নিক্ষেপ করিবে।

পূজা। ‡—এতৎ পাদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, ইদমর্ঘ্যং § ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, ইদমাচমনীয়ং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, ইদং স্নানীয়ং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, এষ মধুপর্কঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, এষ গন্ধঃ ওঁ নমঃ শিবায়

---

* সকল পূজাতেই আবাহন এইরূপ।

† পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শিবের মস্তকে এরূপভাবে জল দিবে যেন, বজ্রটি আপনাপনি যথাস্থানে পতিত হয়। তাহা না পারিলে হস্ত দ্বারা উত্তোলন করিয়া যথাস্থানে রাখিতে হয়।

‡ সমস্ত উপচার শিবের সদ্যোজাত নামক পূর্ব্বদিকৃস্থ মুখে প্রদান করিতে হয়। তাঁহার পূর্ব্বদিকে সদ্যোজাত, পশ্চিমে বামদেব, উত্তরে অঘোর, দক্ষিণে তৎপুরুষ ও উর্দ্ধে ঈশান নামক মুখ বিরাজিত।

§ শিবের অর্ঘ্যে বিল্বপত্র ও রম্ভাও দিবে।

নমঃ, এতৎ পুষ্পং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, এতৎ বিল্বপত্রং ও নমঃ শিবায় নমঃ, * এষ ধূপঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, এতৎ নৈবেদ্যং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, † এতৎ পানার্থ-জলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, ইদং পুনরাচমনীয়ং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, এতৎ তাম্বূলং ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ, এষঃ সচন্দনপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ। এই প্রকারে পূজা করিয়া অষ্টমূর্ত্তির পূজা করিবে। ‡

অষ্টমূর্ত্তিপূজা।—পূর্ব্বদিকে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সর্ব্বায় ক্ষিতি-মূর্ত্তয়ে নমঃ," § ঈশানকোণে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ," উত্তরে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ," বায়ু-

---

* অনেক পুষ্প হইলে "এতানি পুষ্পাণি" এবং অনেক বিল্বপত্র হইলে এতানি বিল্বপত্রাণি" উচ্চারণ করিতে হয়। মল্লিকা, মালতী, জাতি, শেফালিকা, জবা, বকুল ও কাঠটগর পুষ্প শিবপূজায় নিষিদ্ধ। বিল্বপত্রের বৃন্ত ও মূল ত্যাগ করিয়া এবং দূর্ব্বার গর্ভ (কোঁক) ফেলিয়া শিবকে দিবে। ব্রাহ্মণেরা নম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়াও শিবকে বিল্বপত্র দিতে পারেন, যথা—

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনাৎ মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ স্বাহা॥

† গন্ধমুদ্রা দ্বারা গন্ধ, পুষ্পমুদ্রা দ্বারা পুষ্প ধূপমুদ্রা দ্বারা ধূপ, দীপমুদ্রা দ্বারা দীপ এবং নৈবেদ্যমুদ্রা দ্বারা নৈবেদ্য প্রদান করিতে হয়। মুদ্রার বিষয় পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। নৈবেদ্য দেবতার বাম, দক্ষিণ বা সম্মুখে রাখিবে।

‡ সাধারণতঃ দশোপচারেই নিত্যপূজা হইয়া থাকে, এই হেতু এ স্থলে দশোপচার দ্বারা পূজাই লিখিত হইল। যোড়শোপচার দ্বারা পূজা প্রণালীও এইরূপ; কেবল কয়েকটি উপচারমাত্র অধিক দিতে হয়, এই প্রভেদ।

§ পুষ্পের অভাবে আতপতণ্ডুল লইয়া "এতে গন্ধাক্ষতে" বলিয়া পূজা করিবে।

কোণে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ," পশ্চিমে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ," নৈঋর্তে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্ত্তয়ে নমঃ," দক্ষিণে "এতে গন্ধ-পুষ্পে ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্ত্তয়ে নমঃ," অগ্নিকোণে "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ঈশানায় সূর্য্যমূর্ত্তয়ে নমঃ।"

জপ ও জপবির্জ্জন।—অনন্তর প্রাণায়াম করিয়া দশবার বা একশত আটবার শিবের মূলমন্ত্র জপ করত "ওঁ গুহ্যাতিগুহ্য" ইত্যাদি মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিবে অর্থাৎ কোশাস্থিত সামান্যার্ঘ্য বা জলগণ্ডূষ দেবতার দক্ষিণকরে মনে মনে দিবে এবং ঊর্দ্ধস্থিত ঈশাননামক মুখে জপফল সমর্পণ করিবে। তৎপরে দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী যোগ করিয়া তদ্দ্বারা "বম্ বম্" শব্দে দক্ষিণ-গালবাদ্য করিতে হয়। * সময় থাকিলে স্তবকবচাদি পাঠ করিবে। তদনন্তর "এষ পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ" মন্ত্রে তিন-বার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে।

প্রণাম।—তদনন্তর প্রদক্ষিণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে। যথা—

ওঁ নমস্তভ্যং বিরূপাক্ষ নমস্তে দিব্যচক্ষুষে।
নমঃ পিনাকহস্তায় বজ্রহস্তায় বৈ নমঃ॥
নমস্ত্রিশূলহস্তায় দণ্ডপাশাসিপাণয়ে।
নমস্ত্রৈলোক্যনাথায় ভূতানাং পতয়ে নমঃ॥
বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায়,
জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়।

* কেহ কেহ প্রণামান্তে গালবাদ্য করিয়া থাকেন

কর্পূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায়,
দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥
নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতিঃ পরমেশ্বর॥
নমস্তে ত্বাং মহাদেব লোকানাং গুরুমীশ্বরম্।
পুংসামপূর্ণকামানাং কামপূরামরাঙ্ঘ্রিপম্॥

আত্মসমর্পণ।—দক্ষিণ-করে বিশেষার্ঘ্যজল গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্ন-লিখিত মন্ত্রে উহা শিবলিঙ্গোপরি প্রদান করিবে। যথা—

ইতঃ পূর্ব্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্ম্মাধিকারতো জাগ্রৎ-স্বপ্নসুষুপ্ত্য-বস্থাসু মনসা বাচা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎ স্মৃতং যদুক্তং যৎ কৃতং তৎ সর্ব্বং শ্রীশিবায় স্বাহা। মাং মদীয়ং সকলং সম্যক্ শ্রীশিবচরণে সমর্পয়ে।

ক্ষমাপ্রার্থনা।—এই প্রকারে আত্মসমর্পণ করিয়া করপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। যথা—

ওঁ আবাহনং ন জানামি নৈব জানামি পূজনম্।
বিসর্জ্জনং ন জানামি ক্ষমস্ব পরমেশ্বর॥

বিসর্জ্জন।—অনন্তর ঈশানকোণে জলের ছিটা দিয়া ত্রিকোণ-মণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক সংহারমুদ্রা দ্বারা একটি নির্ম্মাল্য লইয়া নাসি-কাগ্রে আঘ্রাণ লইবে। আঘ্রাণ করিতে করিতে এইরূপ চিন্তা করিবে যে, পূজিত দেবতা হৃৎকমলমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তৎ-পরে ঐ পুষ্পটি পূর্ব্বোক্ত ত্রিকোণমণ্ডলের উপর রাখিয়া "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ চণ্ডেশ্বরায় নমঃ" মন্ত্রে মণ্ডলোপরি পূজা করত "মহাদেব ক্ষমস্ব" বলিয়া শিবটিকে কাইত করিয়া ফেলিবে।

তৎকালে শিবের মস্তকে একটু জলও দিতে হয়। * তৎপরে চরণামৃত ও নির্ম্মাল্যাদি গ্রহণ কর্ত্তব্য। শিবনির্ম্মাল্য ও নৈবেদ্যাদি অগ্রে বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া তৎপরে গ্রহণ করাই বিধি।

বাণলিঙ্গে শিবপূজা।

বাণলিঙ্গে শিবপূজাও পার্থিবশিবলিঙ্গ-পূজাপদ্ধতি অনুসারে করিতে হয়। কেবল প্রভেদ এই যে, ইহাতে আবাহন, বিসর্জ্জন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা নাই এবং "হৌঁ বাণেশ্বরায় নমঃ" মন্ত্রে সমস্ত উপচারাদি প্রদান করিতে হয়। বিশেষতঃ যেখানে যেখানে 'নমঃ শিবায় নমঃ' এই মূলমন্ত্রের প্রয়োগ আছে, তথায় "হৌঁ" মন্ত্র প্রয়োগ করিবে। আর ইহাঁর ধ্যানও পৃথক্, যথা—

ওঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্।
কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমম্।
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্॥

পার্থিব-শিবলিঙ্গপূজা-পদ্ধতি অনুসারে পূজা করিয়া শিবের স্তবকবচ পাঠ করিবে এবং সমর্থ হইলে বাণলিঙ্গের স্তবকবচও পাঠ করিতে হয়।

গুরুপূজা।

প্রথমতঃ আচমনান্তে ধ্যান করিয়া মানসপূজা করিবে। যথা—

* সর্ব্বত্রই এই প্রণালীতে পার্থিবশিবলিঙ্গপূজা করিবে; কেবল শিব-রাত্রিকৃত্যে কিঞ্চিৎ বিশেষ আছে, তাহা পরিশিষ্টে লিখিত হইল। প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিতে বা জলে পূজা করিলে আবাহন, বিসর্জ্জন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয় না। তদ্ভিন্ন সমস্তই পার্থিবশিবলিঙ্গ-পূজাপদ্ধতি অনুসারে করিবে।

গুরুধ্যান।

শিরসি সহস্রদলকমলাবস্থিতং শ্বেতবর্ণং দ্বিভুজম্।
বরাভয়করং শ্বেতমাল্যানুলেপনং স্বপ্রকাশরূপম্।
স্ববামস্থিত-সুরক্তশক্ত্যা স্বপ্রকাশস্বরূপয়া সহিতং গুরুম্॥

স্ত্রীগুরু হইলে নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান করিবে। যথা—

স্ত্রীগুরুর ধ্যান।

সহস্রারে মহাপদ্মে কিঞ্জল্কগণশোভিতে।
প্রফুল্লপদ্মপত্রাক্ষীং ঘনপীনপয়োধরাম্।
প্রসন্নবদনাং ক্ষীণ-মধ্যাং ধ্যায়েচ্ছিবাং গুরুম্।
পদ্মরাগসমাভাসাং রক্তবস্ত্রসুশোভনাম্।
রক্তকুঙ্কুমপাণিঞ্চ রক্তনূপুরশোভিতাম্।
স্থলপদ্মপ্রতীকাশ-পাদপদ্মবিশোভিতাম্।
শরদিন্দুপ্রতীকাশাং রক্তোদ্‌ভাসিতকুণ্ডলাম্।
স্বনাথবামভাগস্থাং বরাভয়করাম্বুজাম্॥

কূর্ম্মমুদ্রা-যোগে একটি পুষ্প হস্তে লইয়া এই প্রকারে ধ্যান করত আপন মস্তকে দিয়া মানসপূজা করিবে; কিন্তু প্রাতঃকৃত্যের মানসপূজা স্থলে পুষ্পের আবশ্যক করে না, মনে মনেই সমস্ত কার্য্য শেষ করিবে।

মানসপূজা।* —এই প্রকারে ধ্যানান্তে গুরুদেবকে সদাশিব-মূর্ত্তি এবং স্ত্রীগুরু হইলে শক্তিমূর্ত্তি চিন্তা করত মানস পঞ্চোপ-

* প্রাতঃকৃত্যমধ্যে (৩ ও ৪ পৃষ্ঠায়) যে গুরুদেবের ধ্যান ও মানস-পূজাদির কথা বলা হইয়াছে, সে স্থলে এই প্রকার বিধানে তত্তৎকার্য্য সম্পাদন করিবে।

চারে অর্চ্চনা করিবে। যথা—"ঐং শ্রীঅমুকানন্দনাথগুরবে * লং ভূম্যাত্মকং গন্ধং সমর্পয়ামি" এই বাক্যে স্বীয় শরীরস্থ পার্থিবাংশ গন্ধরূপে কল্পনা করত গন্ধমুদ্রা দেখাইবে; "ঐং শ্রীঅমুকানন্দ-নাথগুরবে হং আকাশাত্মকং পুষ্পং সমর্পয়ামি" এই বাক্যে শরী-রস্থ আকাশকে পুষ্পরূপে কল্পনা করত পুষ্পমুদ্রা দেখাইবে; "ঐং শ্রীঅমুকানন্দনাথগুরবে যং বায়্বাত্মকং ধূপং সমর্পয়ামি" বাক্যে শরীরস্থ বায়ুকে ধূপরূপে কল্পনা করত ধূপমুদ্রা দেখাইবে; "ঐং শ্রীঅমুকানন্দনাথগুরবে রং বহ্ন্যাত্মকং দীপং সমর্পয়ামি" বাক্যে শরীরস্থ বহ্নিকে দীপরূপে কল্পনা করত দীপমুদ্রা দেখাইবে এবং "ঐং অমুকানন্দনাথগুরবে বং জলাত্মকং নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি" বাক্যে শরীরস্থ জলীয় অংশ নৈবেদ্যরূপে কল্পনা করত নৈবেদ্য-মুদ্রা দেখাইবে। তৎপরে করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিতে হয়।

করন্যাস।—"গাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ" বলিয়া দুই হস্তেরই বৃদ্ধা-ঙ্গুলীর উপর তর্জ্জনীদ্বয়, "গীং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা" বলিয়া তর্জ্জনীর উপর অঙ্গুষ্ঠ, "গূং মধ্যমাভ্যাং বষট্" বলিয়া মধ্যমার উপর অঙ্গুষ্ঠ, "গৈং অনামিকাভ্যাং হুং" বলিয়া অনামিকার উপর অঙ্গুষ্ঠ এবং "গৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্" বলিয়া উভয় হস্তের কনিষ্ঠার উপর অঙ্গুষ্ঠদ্বয় স্থাপন করিবে। তৎপরে "গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" বলিয়া দক্ষিণকরের তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগ করত বামকরের পৃষ্ঠ ও তলদেশ স্পর্শ পূর্ব্বক তালি দিবে। তৎপরে অঙ্গন্যাস করিতে হয়।

অঙ্গন্যাস।—"গাং হৃদয়ায় নমঃ" বলিয়া দক্ষিণকরের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রদেশ দ্বারা হৃদয়, "গীং শিরসে স্বাহা"

* যেখানে যেখানে "শ্রীঅমুকানন্দনাথ" আছে, সেই সেই স্থানেই নিজ গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিবে।

বাক্যে তর্জ্জনী ও মধ্যমার অগ্র দ্বারা শিরঃপ্রদেশ, "গূং শিখায়ৈ বষট্" বাক্যে অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা শিখা,'গৈং কবচায় হুঁ'বাক্যে দক্ষিণ-হস্তের পঞ্চাঙ্গুলীর অগ্র দ্বারা বামস্কন্ধ ও বামকরের পঞ্চাঙ্গুলীর অগ্র দ্বারা দক্ষিণস্কন্ধ এবং "গৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্" বাক্যে দক্ষিণকরের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকার অগ্র দ্বারা ক্রমান্বয়ে নেত্রদ্বয় ও নাসামূল স্পর্শ করিবে। পরে "গঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্" এই বাক্যে দক্ষিণ-হস্তের তর্জ্জনী ও মধ্যমা যোগ করত বামকরের পৃষ্ঠ ও তল স্পর্শ করিয়া তালি দিবে।

পূজা।—অনন্তর পুনরায় ধ্যান করিয়া পঞ্চোপচারে বা দশোপচারে অর্চ্চনা করিবে। "ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ" এই মন্ত্রে সমস্ত উপচার প্রদান করিতে হয়। তৎপরে পুনরায় উপরি-উক্তরূপে করাঙ্গন্যাস করিয়া গুরুপংক্তিনমস্কার করিবে।

গুরুপঙ্‌ক্তিনমস্কার ও জপবিসর্জ্জন।—করযোড়ে বামে "ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠীগুরুভ্যো নমঃ ; দক্ষিণে "ওঁ গণপতয়ে নমঃ ; মধ্যে "ঐঁ শ্রীগুরবে নমঃ"এই প্রকারে প্রণাম করত *"ঐঁ"এই মূলমন্ত্র অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া"গুহ্যাতিগুহ্য"ইত্যাদি মন্ত্রে জপবিসর্জ্জন করিবে।

গুরুপ্রণাম।—তৎপরে গুরুদেবকে প্রণাম করিতে হয়। যথা—

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

* অন্যান্য দেবতার্চ্চনার সময় তত্তদ্দেবতার মূলমন্ত্রযুক্ত নাম উচ্চারণ করিতে হয়।

নমোঽস্তু গুরবে তস্মা ইষ্টদেবস্বরূপিণে।
যস্য বাক্যামৃতং হন্তি বিষং সংসারসংজ্ঞিতম্॥

অনন্তর "প্রহ্লাদানন্দনাথায় গুরবে নমঃ, সনকানন্দনাথায় গুরবে নমঃ, কুমারানন্দনাথায় গুরবে নমঃ, বশিষ্ঠানন্দনাথায় গুরবে নমঃ,, ক্রোধানন্দনাথায় গুরবে নমঃ, সুখানন্দনাথায় গুরবে নমঃ, বোধানন্দনাথায় গুরবে নমঃ" এইরূপে নমস্কার করিয়া গুরুর স্তব, কবচ ও গুরুগীতা পাঠ করিবে। স্ত্রীগুরু হইলে তদীয় স্তবকবচ পাঠ করিতে হয়।

গুরুপাদুকাপূজা।*

ঐঁ হ্রীঁ স্ত্রীঁ হ স খ ফ্রেঁ হ স ক্ষ ম ল ব র যুঁ হ স ক্ষ ম ল ব র যীং হে্ সাঃ শ্রীঅমুকানন্দনাথ গুরো শ্রীঅমুকি দেব্যম্ব †.শ্রীগুরু-পাদুকাং পূজয়ামি।

এই মন্ত্র স্মরণ পূর্ব্বক গুরুপ্রণামমন্ত্রে প্রণাম করিয়া গুরু-পাদুকাস্তোত্রাদি পাঠ করিতে হয়।

কুণ্ডলিনীপূজা। ‡

"হুঁ" অথবা "হংসঃ" (বৈষ্ণবগণ এই স্থানে "সোঽহং" উচ্চা-

---

* প্রাতঃকৃত্যের মধ্যে যে গুরুপাদুকাপূজার উল্লেখ হইয়াছে, তথায় এই নিয়মে পূজা করিবে।

† শ্রীঅমুকানন্দ স্থানে স্বীয় গুরুদেবের নাম এবং শ্রীঅমুকিদেবি স্থানে স্বীয় ইষ্টদেবীর নাম উচ্চার্য্য।

‡ প্রাতঃকৃত্যের মধ্যে যে কুণ্ডলিনীপূজার উল্লেখ হইয়াছে, তথায় এই পদ্ধতিতে মনে মনে পূজা করিবে। সেই স্থলে কেহ কেহ গুরুপাদুকাপূজার অগ্রে কুণ্ডলিনীপূজা এবং কেহ কেহ গুরুপাদুকাপূজার অন্তে কুণ্ডলিনীপূজা

রণ করিবেন) এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মূলাধারের ত্রিকোণস্থিত বহ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিতা করিবে এবং সুষুম্নাভ্যন্তর দিয়া সহস্রদলকমলস্থ * পরমশিবে সংযোজিত করিবে। তৎপরে পুনরায় "সোঽহং" মন্ত্রে † সুষুম্নামার্গে মূলাধারে সংস্থাপন পূর্ব্বক মনে মনে নিম্নলিখিতরূপে ধ্যান ও পূজা করিবে। যথা—

ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মাং মূলাধারনিবাসিনীম্।
তামিষ্টদেবতারূপাং সার্দ্ধত্রিবলয়ান্বিতাম্।
কোটিসৌদামিনীভাসাং স্বয়ম্ভূলিঙ্গবেষ্টিতাম্॥

এইরূপে ধ্যান করিয়া "ঐঁ" মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও পানীয় প্রদান পূর্ব্বক অষ্টোত্তরশতবার "ঐঁ" মন্ত্র জপ করিয়া ইষ্টদেবতার নমস্কারমন্ত্রে ‡ নমস্কার করিবে। পরে ঐ প্রকারে গন্ধাদি দ্বারা ইষ্টদেবতার মানসপূজা করিয়া অষ্টোত্তর-

---

করিয়া থাকেন। মেরুদণ্ডের বামে ইড়া, দক্ষিণে পিঙ্গলা ও মধ্যভাগে সুষুম্না নাড়ী বিদ্যমান। তন্মধ্যে সুষুম্নার গ্রন্থিতে যথাক্রমে মূলাধারপদ্ম, স্বাধিষ্ঠানপদ্ম, মণিপূরপদ্ম, অনাহতপদ্ম, বিশুদ্ধপদ্ম ও আজ্ঞাপদ্ম অবস্থিত আছে। মূলাধার-পদ্ম চতুর্দ্দল ও রক্তবর্ণ, মলদ্বারের চতুরঙ্গুলী উর্দ্ধে এই পদ্ম অবস্থিত। ঐ পদ্মের বীজকোষমধ্যে ত্রিকোণ একটি চক্র আছে, তন্মধ্যে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ অধোবদনে অবস্থিতি করিতেছেন! কুলকুণ্ডলিনীশক্তি ঐ স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে বেষ্টন পূর্ব্বক বিরাজিতা রহিয়াছেন। তিনি সার্দ্ধত্রিবলয়বেষ্টিনী, নিদ্রিতভুজগাকারা, অতি সূক্ষ্মতরা, শতকোটিতড়িদ্বৎ কান্তিমতী, দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিতা এবং ইষ্টদেবী-স্বরূপিণী। তিনি ধ্যানগম্যা; সাধারণ চক্ষুর দৃশ্যা নহেন।

* সহস্রদলপদ্ম শিরঃপ্রদেশে অবস্থিত।

† বৈষ্ণবগণ এই "সোঽহং" স্থলে "হংস" উচ্চারণ করিবেন।

‡ শাক্তগণ শক্তিনমস্কারমন্ত্র, বৈষ্ণবেরা বিষ্ণুনমস্কারমন্ত্র, কৃষ্ণোপাসকেরা কৃষ্ণনমস্কারমন্ত্র, শৈবগণ শিবনমস্কারমন্ত্র, গাণপগণ গণেশপ্রণাম-

শত মূলমন্ত্র জপ করত "গুহ্যাতিগুহ্য" ইত্যাদি মন্ত্রে জপবিসর্জ্জন করিবে। তৎপরে ইষ্টদেবতার প্রণামমন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়।

শালগ্রামশিলায় নারায়ণপূজা।

আচমন হইতে গন্ধাদির অর্চ্চনা পর্য্যন্ত সকল ক্রিয়া শিবপূজা-পদ্ধতির লিখিত নিয়মে সম্পাদন করিবে।

শালগ্রামস্নান।—অনন্তর ঘণ্টাধ্বনি সহকারে নিম্নলিখিত মন্ত্রে শালগ্রামশিলাকে স্নান করাইতে হয়। যথা—

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্ট্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

পঞ্চদেবতাপূজা।—এই প্রকারে স্নান করাইয়া "এতৎ স্নানীয়োদকং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" উচ্চারণ করিবে। পরে একটি সচন্দন তুলসীপত্র (চিৎভাবে) পরাইয়া যথাস্থলে শিলাস্থাপন করত শিবপূজাপদ্ধতির নিয়মে নারায়ণাদির অর্চ্চনা, পঞ্চোপচারে পঞ্চদেবতার পূজা এবং করন্যাসাঙ্গন্যাসাদি করিবে। পরন্তু "নাং নীং নূং নৈং নৌং নঃ" এই মন্ত্র দ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিতে হয়।

মূলপূজা।—অনন্তর শিবপূজাপদ্ধতির নিয়মে ধ্যান ও মানসপূজা করিয়া পুনরায় ধ্যানান্তে দশোপচারে অর্চ্চনা করিবে। যথা—

এতৎ পাদ্যং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, (বা নারায়ণায় নমঃ), ইদ-

মন্ত্র এবং অপরাপর দেবোপাসকেরা তত্তৎপ্রণামমন্ত্রে প্রণাম করিবে। কতকগুলি দেবদেবীর প্রণামমন্ত্র পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

* ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কেহ এ পূজায় অধিকারী নহে। নারায়ণপূজার সময় (১৯ পৃষ্ঠার লিখিত নিয়মে) বৈষ্ণব তিলক ও সংস্কৃত তুলসীমালা ধারণ করা কর্ত্তব্য। (বৈষ্ণবতিলকধারণ ও তুলসীমালাসংস্কারবিধি বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রকাশিত "শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস" গ্রন্থে সবিস্তার

মর্ঘ্যং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ইদমাচমনীয়ং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ,ইদং স্নানীয়োদকং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এষ গন্ধঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ পুষ্পং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ নৈবেদ্যং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ইদমাচমনীয়ং ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। *

জপবিসর্জ্জন ও প্রণাম।—পূজান্তে "ওঁ নারায়ণায়" এই মন্ত্র দশবার বা অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া "গুহ্যাতিগুহ্য" ইত্যাদি মন্ত্রে জপবিসর্জ্জন করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবে। যথা—

ওঁ ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং,
তীর্থাস্পদং শিববিবিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং,
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

বিবৃত আছে।) একত্র দুইটি শালগ্রামশিলা, দুইটি শিবলিঙ্গ অথবা দুইটি শক্তিমূর্ত্তি রাখিতে নাই; যদি থাকে, তবে পৃথক্ পৃথক্ অর্চ্চনা করিবে। বহুশিলা একত্র থাকিলে, এক পূজাতেই কার্য্য সম্পন্ন হয়। নিবেদিত পুষ্প দ্বারা দেবতাকে সজ্জিত করিবে না।

* শ্বেতচন্দন, অগুরু, কুঙ্কুম, কর্পূর, বেণামূল, দেবদারু বা পদ্মক, কুড় ও জটামাংসী, ইহাই বিষ্ণুপূজাবিষয়ক গন্ধ। কুন্দ, বাসক, কহ্লার, কুরবক, মল্লিকা, তগর, ভূমিচম্পক, মালতী, বক, জাতি, লবঙ্গ, শেফালিকা, শ্বেতজবা, পলাশ, অশোক, পাটল, অতসী, যূথিকা, কদম্ব, বকুল, করবী, পদ্ম, কেতকী, নাগকেশর এই সকল পুষ্পই বিষ্ণুপূজায় প্রশস্ত। পুষ্প যে ভাবে প্রস্ফুটিত হয়, সেই ভাবে দেবতাকে দিবে। তুলসীপত্র চিৎ করিয়া দিতে হয়। অনেক পুষ্প হইলে যে ভাবে ইচ্ছা দিতে পারে। পদাদিস্পৃষ্ট, কীটকেশাদিদুষ্ট, মলিন, নির্গন্ধ, আঘ্রাত, উগ্রগন্ধ ও পর্য্যুষিত পুষ্প দ্বারা পূজা

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং,
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্-
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

ওঁ পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাহি মাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বপাপহরো ভব॥ *
ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

অনন্তর গৃহে লক্ষ্মী, সরস্বতী, মনসা বা অন্যান্য দেবতা থাকিলে অথবা ইচ্ছা হইলে শালগ্রামশিলাতেই তাঁহাদিগের পূজা করিবে। পূজাপ্রণালী সমস্তই একরূপ, কেবল ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র পৃথক্ এবং উপচারাদিপ্রদান স্থলে তত্তদ্দেবতার নাম উল্লেখ করিয়া দিবে, এইমাত্র প্রভেদ।

অনন্তর "আদিত্যাদিনবগ্রহেভ্যো নমঃ, ইন্দ্রাদিদশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ, সর্ব্বদেবতাভ্যো নমঃ" এই কয়টি মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। যথা—

ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥

ইতি পূজাপ্রকরণ সমাপ্ত।

করিবে না ; কিন্তু তুলসীপত্র পর্য্যুষিত হইলেও দোষ নাই। অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা বোঁটা ধরিয়া পুষ্প ও তুলসী প্রদান করিবে। নারায়ণকে তুলসীপত্র দশ বা অষ্টোত্তরশত অথবা যত ইচ্ছা দিতে পারে।

* "সর্ব্বপাপহরো হরিঃ" ইতি বা পাঠঃ।

আসন ও মুদ্রাপ্রকরণ। *

আসনবিধি।

আসনানি সমস্তানি যাবন্তো জীবজন্তবঃ।
চতুরশীতিলক্ষাণি শিবেন কথিতং পুরা।
তেষাং মধ্যে বিশিষ্টানি ষোড়শানাং শতং কৃতম্।
তেষাং মধ্যে মর্ত্ত্যলোকে দ্বাত্রিংশদাসনং শুভম্॥

জগতে জীবজন্তুর সংখ্যা যত, আসনের সংখ্যাও তত প্রকার। মহাদেব চতুরশীতিলক্ষ আসনের উল্লেখ করিয়াছেন; তন্মধ্যে ষোড়শশত শ্রেষ্ঠ; ষোড়শশতের মধ্যে মনুষ্যলোকে দ্বাত্রিংশৎ আসনই শুভকর।

দ্বাত্রিংশদ্বিধ আসনের নাম।

সিদ্ধং পদ্মং তথা ভদ্রং মুক্তং বজ্রঞ্চ স্বস্তিকম্।
সিংহঞ্চ গোমুখং বীরং ধনুরাসনমেব চ।
মৃতং গুপ্তং তথা মাৎস্যং মৎস্যেন্দ্রাসনমেব চ।
গোরক্ষং পশ্চিমোত্তানং উৎকটং সঙ্কটং তথা।
ময়ূরং কুক্কুটং কূর্ম্মং তথা চোত্তানকূর্ম্মকম্।
উত্তানমণ্ডূকং বৃক্ষং মণ্ডূকং গরুড়ং বৃষম্।

---

* আসন ও মুদ্রাসমূহের মধ্যে যে কয়টি বিশেষ প্রশস্ত, তাহাই এ স্থলে লিখিত হইল, বৃথা গ্রন্থবিস্তৃতিভয়ে অন্যান্যগুলি পরিত্যাগ করা গেল। ফল কথা, অন্যান্য আসন ও মুদ্রাসমূহ যোগসাধনাদি উচ্চতম ক্রিয়াকাণ্ডেই বিশেষ আবশ্যক; তৎসমস্ত গ্রন্থান্তর হইতে বা গুরুদেবপ্রমুখাৎ জ্ঞাতব্য।

শলভং মকরং উষ্ট্রং ভুজঙ্গঞ্চ যোগাসনম্।
দ্বাত্রিংশদাসনানি স্যুর্ম্মর্ত্ত্যলোকে চ সিদ্ধিদম্॥

সিদ্ধাসন, পদ্মাসন, ভদ্রাসন, মুক্তাসন, বজ্রাসন, স্বস্তিকাসন, সিংহাসন, গোমুখাসন, বীরাসন, ধনুরাসন, মৃতাসন, গুপ্তাসন, মৎস্যাসন, মৎস্যেন্দ্রাসন, গোরক্ষাসন, পশ্চিমোত্তানাসন, উৎকটাসন, সঙ্কটাসন, ময়ূরাসন, কুক্কুটাসন, কূর্ম্মাসন, উত্তানকূর্ম্মকাসন, উত্তানমণ্ডূকাসন, বৃক্ষাসন, মণ্ডূকাসন, গরুড়াসন, বৃষাসন, শলভাসন, মকরাসন, উষ্ট্রাসন, ভুজঙ্গাসন ও যোগাসন, মর্ত্ত্যলোকে এই দ্বাত্রিংশদ্বিধ আসন শুভকর।

সিদ্ধাসন।

যোনিং সংপীড্য যত্নেন পাদমূলেন সাধকঃ।
মেঢ্রোপরি পাদমূলং বিন্যসেৎ যোগবিৎ সদা।
দৃষ্ট্যা নিরীক্ষ্য ভ্রূমধ্যং নিশ্চলঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
বিশেষাবক্রকায়শ্চ রহস্যুদ্বেগবর্জ্জিতঃ।
এতৎ সিদ্ধাসনং জ্ঞেয়ং সিদ্ধানাং সিদ্ধিদায়কম্।
নাতঃ পরতরং গুহ্যমাসনং বিদ্যতে ভুবি॥

বামচরণের গুল্‌ফ দ্বারা সযত্নে যোনি (লিঙ্গ ও গুহ্যের মধ্যভাগ) নিপীড়ন পূর্ব্বক দক্ষিণচরণের মূলদেশে (যাহাতে লিঙ্গদ্বার বদ্ধ হয়, এই প্রকার) লিঙ্গের উপর রাখিবে এবং সংযতেন্দ্রিয় ও স্থিরকায় হইয়া ভ্রূমধ্যে স্থিরদৃষ্টি স্থাপন করিবে। বিশেষতঃ বিরলে চপলতাশূন্য হইয়া এরূপভাবে বসিবে যে, দেহের কোন অংশই যেন বক্র না হয়। ইহারই নাম সিদ্ধাসন। ইহা সিদ্ধগণের সিদ্ধিপ্রদ, ধরাতলে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আসন আর নাই।

পদ্মাসন।

উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা উরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ।
উরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণী কৃত্বা তু তাদৃশৌ।
নাসাগ্রে বিন্যসেদ্‌দৃষ্টিং দন্তমূলঞ্চ জিহ্বয়া।
উত্তভ্য চিবুকং বক্ষ উত্থাপ্য পবনং শনৈঃ।
যথাশক্ত্যা ততঃ পশ্চাৎ রেচয়েদবিরোধতঃ।
ইদং পদ্মাসনং প্রোক্তং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্॥

বামচরণতল দক্ষিণ-উরূপরি এবং দক্ষিণচরণতল বাম-উরূপরি সযত্নে উত্তানভাবে রাখিয়া গুরূপদেশক্রমে করতলযুগলও উরুদ্বয়-মধ্যে ঐরূপ উত্তানভাবে রাখিবে এবং দন্তমূলে জিহ্বা রাখিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করিবে। এতদ্ব্যতীত বক্ষঃস্থল কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া তাহাতে চিবুকস্থাপন পূর্ব্বক ধীরে ধীরে বায়ু আকর্ষণ করত তদ্দ্বারা যথাশক্তি উদর পূর্ণ করিবে। দেহের অবিরোধে সাধ্যানুসারে কুম্ভক করিয়া শেষে অবিলম্বে ঐ বায়ু ত্যাগ করিতে হয়। ইহারই নাম পদ্মাসন; ইহা দ্বারা সর্ব্বব্যাধি দূর হয়।

ভদ্রাসন।

গুল্‌ফৌ চ বৃষণস্যাধো ব্যুৎক্রমেণ সমাহিতঃ।
পাদাঙ্গুষ্ঠে করাভ্যাঞ্চ ধৃত্বা চ পৃষ্ঠদেশতঃ।
জালন্ধরং সমাসাদ্য নাসাগ্রমবলোকয়েৎ।
ভদ্রাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্॥

অণ্ডকোষের নিম্নে গুল্‌ফদ্বয় বিপরীতভাবে রাখিয়া পৃষ্ঠের দিক্ দিয়া হস্তদ্বয় প্রসারিত করত দুই পদের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিবে এবং জালন্ধরবন্ধ করিয়া নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করিতে হইবে। ইহারই নাম ভদ্রাসন, ইহা সর্ব্বব্যাধি বিনাশ করে।

মৃতাসন।

উত্তানশববদ্‌ভূমৌ শয়ানন্তু শবাসনম্‌।
শবাসনং শ্রমহরং চিত্তবিশ্রান্তিকারকম্‌॥

শববৎ ভূমিতে শয়ন করিলেই মৃতাসন বা শবাসন হয়। ইহা শ্রমনাশক ও চিত্তবিনোদনকর।

মৎস্যাসন।

মুক্তপদ্মাসনং কৃত্বা উত্তানশয়নং চরেৎ।
কুকরীভ্যাং শিরো বেষ্ট্য মৎস্যাসনন্তু রোগহা॥

মুক্তপদ্মাসন করিয়া কণুই দ্বারা মস্তক পরিবেষ্টন করত উত্তান-ভাবে শয়ান হইলেই মৎস্যাসন হয়। ইহা সর্ব্বরোগ দূর করে।

গুপ্তাসন।

জানুনোরন্তরে পাদৌ কৃত্বা পাদৌ চ গোপয়েৎ।
পাদোপরি চ সংস্থাপ্য গুহ্যং গুপ্তাসনং বিদুঃ॥

জানুযুগলের মধ্যস্থলে পদদ্বয় গুপ্তভাবে রাখিয়া ঐ পদদ্বয়ের উপর গুহ্য রাখিলেই গুপ্তাসন হয়।

পশ্চিমোত্তানাসন।

প্রসার্য্য পাদৌ ভুবি দণ্ডরূপৌ, সংন্যস্তভালশ্চিতিযুগ্মমধ্যে।
যত্নেন পাদৌ চ ধৃতৌ করাভ্যাং, যোগীন্দ্রপীঠং পশ্চিমোত্তানমাহুঃ॥

পদদ্বয় ভূমে দণ্ডবৎ সরলভাবে প্রসারণ পূর্ব্বক হস্তদ্বয় দ্বারা ঐ চরণযুগল ধরিয়া জঙ্ঘাদ্বয়ের মধ্যে মস্তক বিন্যাস করিলেই পশ্চিমোত্তানাসন হয়।

মৎস্যেন্দ্রাসন।

উদরং পশ্চিমাভ্যাসং কৃত্বা তিষ্ঠতি যত্নতঃ।
নম্রাঙ্গবামপাদং হি দক্ষজানূপরি ন্যসেৎ।

তত্র যাম্যং কূর্পরঞ্চ যাম্যকরে চ বক্ত্রকম্।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে গতাং দৃষ্টিং পীঠং মাৎস্যেন্দ্রমুচ্যতে॥

জঠরদেশকে সরলভাবে রাখিয়া সযত্নে বামপদ নত করত দক্ষিণজানুর উপর স্থাপন করিবে এবং তদুপরি দক্ষিণ কণুই রাখিয়া দক্ষিণকরের উপর মুখ দিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল নিরীক্ষণ করিবে। ইহারই নাম মৎস্যেন্দ্রাসন।

গোরক্ষাসন।

জানূর্ব্বোরন্তরে পাদৌ উত্তানাব্যক্তসংস্থিতৌ।
গুল্ফৌ চাচ্ছাদ্য হস্তাভ্যামুত্তানাভ্যাং প্রযত্নতঃ।
কণ্ঠসংকোচনং কৃত্বা নাসাগ্রমবলোকয়েৎ।
গোরক্ষাসনমিত্যাহ যোগিনাং সিদ্ধিকারণম্॥

জানুদ্বয় ও উরুর মধ্যে পদযুগল উত্তান করিয়া গুপ্তভাবে সংস্থাপন পূর্ব্বক করদ্বয় দ্বারা গুল্ফদ্বয় আবৃত করিবে। পরে কণ্ঠ-সংকোচন পূর্ব্বক নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করিলেই গোরক্ষাসন হয়।

উৎকটাসন।

অঙ্গুষ্ঠাভ্যামবষ্টভ্য ধরাং গুল্ফে চ খে গতৌ।
তত্রোপরি গুদং ন্যস্য বিজ্ঞেয়মুৎকটাসনম্॥

পদাঙ্গুষ্ঠদ্বয় দ্বারা ভূতল স্পর্শ পূর্ব্বক গুল্ফযুগল নিরালম্বভাবে শূন্যমার্গে উত্তোলন করত অবস্থিতি করিবে এবং গুল্ফদ্বয়ের উপর গুহ্যদেশ রাখিবে। ইহারই নাম উৎকটাসন।

যোগাসন।

উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা জানুনোরুপরি সুধীঃ।
আসনোপরি সংস্থাপ্য উত্তানং করযুগ্মকম্।

পূরকৈর্বায়ুমাকৃষ্য নাসাগ্রমবলোকয়েৎ।
যোগাসনং ভবেদেতৎ যোগিনাং যোগসাধনে॥

পদদ্বয় চিৎ করিয়া জানুযুগলের উপরিভাগে সংস্থাপন পূর্ব্বক করদ্বয় উত্তানভাবে আসনোপরি রাখিবে। তৎপরে পূরকযোগে বায়ু আকর্ষণ পূর্ব্বক কুম্ভক করিয়া নাসাগ্র দর্শন করিবে। ইহারই নাম যোগাসন।

মুক্তাসন।

পায়ুমূলে বামগুল্‌ফং দক্ষগুল্‌ফং তথোপরি।
শিরোগ্রীবাসমং কায়ং মুক্তাসনন্তু সিদ্ধিদম্॥

বামগুল্‌ফ পায়ুমূলে স্থাপন পূর্ব্বক তদুপরি দক্ষিণগুল্‌ফ রাখিয়া গ্রীবা ও মস্তক সমভাবে স্থাপন করত ঋজুকায়ে বসিলেই মুক্তাসন হয়। এই আসন সিদ্ধিপ্রদ।

বজ্রাসন।

জঙ্ঘাভ্যাং বজ্রবৎ কৃত্বা গুদপার্শ্বে পদাবুভৌ।
বজ্রাসনং ভবেদেতৎ যোগিনাং সিদ্ধিদায়কম্॥

জঙ্ঘাদ্বয় বজ্রাকার করত গুহ্যের দুই দিকে পাদদ্বয় বিন্যস্ত করিলেই বজ্রাসন হয়। ইহা যোগিগণের সিদ্ধিপ্রদ।

স্বস্তিকাসন।

জানূর্ব্বোরন্তরে কৃত্বা যোগী পাদতলে উভে।
ঋজুকায়ঃ সমাসীনঃ স্বস্তিকং তৎ প্রচক্ষতে॥

দুই পদ জানুদ্বয়ের ও উরুদ্বয়ের মধ্যে রাখিয়া ত্রিকোণাকৃতি আসনবন্ধন করত ঋজুকায়ে বসিলেই স্বস্তিকাসন হয়।

সিংহাসন।

গুল্‌ফৌ চ বৃষণস্যাধো ব্যুৎক্রমেণোর্দ্ধ্বতাং গতঃ।
চিতিমূলো ভূমিসংস্থঃ কৃত্বা চ জান্বোরূপরি।
ব্যাত্তবক্ত্রো জলন্ধ্রঞ্চ নাসাগ্রমবলোকয়েৎ।
সিংহাসনং ভবেদেতৎ সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্॥

কোষের নিম্নে গুল্‌ফদ্বয়কে পরস্পর ব্যুৎক্রমভাবে (উল্টাভাবে) স্থাপন পূর্ব্বক উর্দ্ধভাগে বাহির করিয়া জানুদ্বয় ভূমিতে রাখিবে এবং ব্যাত্তানন হইয়া জালন্ধরবন্ধন * পূর্ব্বক নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করিবে। ইহারই নাম সিংহাসন। ইহা সমস্ত-রোগনাশক।

গোমুখাসন।

পাদৌ চ ভূমৌ সংস্থাপ্য পৃষ্ঠপার্শ্বে নিবেশয়েৎ।
স্থিরকায়ং সমাসাদ্য গোমুখং গোমুখাকৃতিঃ॥

পদদ্বয় ভূমিতে রাখিয়া পৃষ্ঠের উভয় পার্শ্বে নিবেশিত করিবে এবং ঋজুকায় হইয়া গোমুখবৎ উন্নতমুখে বসিবে। ইহারই নাম গোমুখাসন।

বীরাসন।

একপাদমথৈকস্মিন্ বিন্যসেদূরুসংস্থিতম্।
ইতরস্মিংস্তথা পশ্চাদ্বীরাসনমিতীরিতম্॥

এক পদ একটি উরুর উপর রাখিয়া অন্য পদ পশ্চাদ্দিকে রাখিলেই বীরাসন হয়।

* গলদেশের শিরাসমূহ বন্ধন পূর্ব্বক হৃদয়ে চিবুক রাখিলেই জালন্ধর-বন্ধ হয়। প্রমাণ যথা—

বদ্ধ্বা গলশিরাজালং হৃদয়ে চিবুকং ন্যসেৎ।
বন্ধো জালন্ধরঃ প্রোক্তো দেবানামপি দুর্ল্লভঃ॥

ধনুরাসন।

প্রসার্য্য পাদৌ ভুবি দণ্ডরূপৌ, করৌ চ পৃষ্ঠে ধৃতপাদযুগ্মম্।
কৃত্বা ধনুস্তুল্যপরিবর্ত্তিতাঙ্গং, নিগদ্য যোগী ধনুরাসনং তৎ॥

ভূতলে দণ্ডবৎ সমানভাবে চরণযুগল প্রসারিত করত পৃষ্ঠভাগ দিয়া দুই হস্ত দ্বারা পদদ্বয় ধরিবে এবং দেহ ধনুর ন্যায় বক্র করিয়া রাখিবে। ইহারই নাম ধনুরাসন।

মুদ্রাবিধি।

মহামুদ্রা।

অপসব্যেন সংপীড্য পাদমূলেন সাদরম্।
গুরূপদেশতো যোনিং গুদমেঢ্রান্তরালগাম্।
সব্যং প্রসারিতং পাদং ধৃত্বা পাণিযুগেন বৈ।
নবদ্বারাণি সংযম্য চিবুকং হৃদয়োপরি।
চিত্তং চিত্তপথে দত্ত্বা প্রারভেদ্বায়ুসাধনম্।
মহামুদ্রা ভবেদেষা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা।
বামাঙ্গেন সমভ্যস্য দক্ষাঙ্গেনাভ্যসেৎ পুনঃ॥

গুরুদেবের উপদেশানুসারে বামপদের গুল্‌ফ দ্বারা গুহ্য ও উপস্থের মধ্যবর্ত্তী যোনিমণ্ডল পীড়ন পূর্ব্বক দক্ষিণচরণ প্রসারিত করিয়া করতলদ্বয় দ্বারা তাহার অঙ্গুলীসমূহের অগ্রদেশ ধারণ করিবে। সে সময় নবদ্বার সংযত করিয়া হৃদয়োপরি চিবুক স্থাপন করিতে হয়। এই প্রকার অবস্থায় মনকে ব্রহ্মমার্গে রাখিয়া বায়ুসাধনে প্রবৃত্ত হইবে। এই গোপনীয় মুদ্রার নাম মহামুদ্রা। প্রথমে বামাঙ্গে এই মুদ্রা যেরূপ সাধন করিবে, পশ্চাৎ সংযতমনে দক্ষিণাঙ্গেও সেইরূপ করিতে হয় অর্থাৎ দক্ষিণচরণ

প্রসারণ পূর্ব্বক যতবার প্রাণায়াম করিবে, বামপদ প্রসারিত করিয়াও ততবার প্রাণায়াম কর্ত্তব্য।

মহাবন্ধ।

ততঃ প্রসারিতৌ পাদৌ বিন্যস্য তাবূরূপরি।
গুদযোনিং সমাকুঞ্চ্য কৃত্বা চাপানমূৰ্দ্ধগম্।
যোজয়িত্বা সমানেন কৃত্বা প্রাণমধোমুখম্।
বন্ধয়েদুদরেঽত্যর্থং প্রাণাপানৌ চ যঃ সুধীঃ।
প্রথিতোঽয়ং মহাবন্ধঃ সিদ্ধিমার্গপ্রদায়কঃ॥

মহামুদ্রাবন্ধন পূর্ব্বক প্রাণায়ামান্তে প্রসারিতপদ উরুস্থলে স্থাপন করিবে। পরে মূলাধার আকুঞ্চন দ্বারা অপানবায়ুকে ঊর্দ্ধগামী করিয়া নাভিস্থলে সমানবায়ুর সহিত একত্র করিবে এবং তৎকালে প্রাণবায়ুকে অধোমুখ করিয়া ঐ নাভিস্থলে আনয়ন পূর্ব্বক প্রাণ ও অপানবায়ুকে নাভিদেশে সমানের সহিত বদ্ধ ও রুদ্ধ করিবে। ইহারই নাম মহাবন্ধ।

খেচরীমুদ্রা।

ভ্রুবোরন্তর্গতাং দৃষ্টিং বিধায় সুদৃঢ়াং সুধীঃ।
উপবিশ্যাসনে বজ্রে নানোপদ্রববর্জ্জিতঃ।
লম্বিকোর্দ্ধস্থিতে গর্ত্তে রসনাং বিপরীতগাম্।
সংযোজয়েৎ প্রযত্নেন সুধাকূপে বিচক্ষণঃ।
মুদ্রৈষা খেচরী প্রোক্তা ভক্তানামনুরোধতঃ॥

নিরুপদ্রবস্থানে বজ্রাসনে বসিয়া ভ্রূদ্বয়ে দৃঢ়দৃষ্টি স্থাপন পূর্ব্বক জিহ্বা বিপরীতগামিনী করিয়া গলশুণ্ডিকার (আলজিহ্বার) উপরিস্থ গর্ত্তে পরিচালন করিবে এবং যত্ন সহকারে ভ্রূমধ্যস্থ সুধাকূপে সংযোজিত করিতে হইবে। ইহাকেই খেচরীমুদ্রা কহে।

গন্ধমুদ্রা ।

অঙ্গুষ্ঠাগ্রে মধ্যমাগ্রং অনামাগ্রঞ্চ যোজয়েৎ।
গন্ধদানে ত্বিয়ং মুদ্রা গন্ধমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥

অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা ও অনামা এই তিনটি অঙ্গুলীর অগ্রভাগ একত্র করিলেই গন্ধমুদ্রা হয়। এই মুদ্রা দ্বারাই দেবপূজায় গন্ধ দান করিবে।

পুষ্পমুদ্রা।

অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জনীভ্যান্তু চক্রে পুষ্পং নিবেদয়েৎ।
অঙ্গুল্যগ্রেণ দেবেশি পুষ্পমুদ্রা ত্বিয়ং স্মৃতা ॥

অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর অগ্রদেশ একত্র করিয়া দেবোদ্দেশে পুষ্প দিবে। ইহারই নাম পুষ্পমুদ্রা।

ধূপমুদ্রা ও দীপমুদ্রা।

গন্ধবন্মুদ্রয়া ধূপং দীপং দত্ত্বাদ্বিচক্ষণঃ।
ধূপমুদ্রা দীপমুদ্রা সৈব মুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥

গন্ধমুদ্রাবৎ মুদ্রাকেই ধূপমুদ্রা ও দীপমুদ্রা বলা যায়। সেই মুদ্রা দ্বারাই ধূপদীপ প্রদান করিবে। *

নৈবেদ্যমুদ্রা।

অনামা যোজিতা চৈব অঙ্গুষ্ঠাগ্রে মহেশ্বরি।
নৈবেদ্যমুদ্রা বিজ্ঞেয়া দেবতাপূজনে পরা ॥

* মতান্তরে কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠযোগের নাম গন্ধমুদ্রা এবং অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী-যোগের নাম পুষ্পমুদ্রা, ধূপমুদ্রা ও দীপমুদ্রা। অনাবশ্যকবোধে তাহার প্রমাণ লিখিত হইল না।

অঙ্গুষ্ঠ ও অনামার অগ্রদেশ যোগ করিলেই নৈবেদ্যমুদ্রা হয়। এই মুদ্রা দ্বারা নৈবেদ্য দান করিবে। *

প্রাণমুদ্রা।

তর্জ্জনী মধ্যমা চৈব অঙ্গুষ্ঠাগ্রে তু যোজিতা।
প্রাণমুদ্রৈষা ব্যাখ্যাতা তন্ত্রবিদ্ভির্মনীষিভিঃ॥

তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্র একত্র করার নাম প্রাণমুদ্রা।

অপানমুদ্রা ও সমানমুদ্রা।

মধ্যমানামিকাভ্যাস্তু অঙ্গুষ্ঠাগ্রঞ্চ যোজয়েৎ।
অপানমুদ্রা বিজ্ঞেয়া সর্ব্বৈঃ সমানমুদ্রিকা॥

মধ্যমা, অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ একত্র করিলে অপানমুদ্রা এবং সর্ব্বাঙ্গুলী একত্র করিলে সমানমুদ্রা হয়।

উদানমুদ্রা।

সর্ব্বাঙ্গুলীভিরঙ্গুষ্ঠং যোজিতং মধ্যবর্জ্জিতম্।
উদানমুদ্রিকা জ্ঞেয়া কথিতা মুনিসত্তমৈঃ॥

মধ্যমা ভিন্ন সমস্ত অঙ্গুলী একত্র করার নাম উদানমুদ্রা।

ব্যানমুদ্রা।

কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্ব্যানমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা।

কনিষ্ঠা, অনামা ও অঙ্গুষ্ঠ একত্র করার নাম ব্যানমুদ্রা।

অঙ্কুশমুদ্রা।

ঋজ্বীঞ্চ মধ্যমাং কৃত্বা তর্জ্জনীমধ্যপর্ব্বণি।
সংযোজ্যাকুঞ্চয়েৎ কিঞ্চিন্মুদ্রৈষাঙ্কুশসংজ্ঞিকা॥

দক্ষিণ-হস্ত উবুড় করিয়া তাহার মধ্যমাঙ্গুলীকে সিধা করত

---

* কেহ কেহ নৈবেদ্যপ্রদানকালে নৈবেদ্যমুদ্রা না দেখাইয়া তত্ত্বমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

তর্জ্জনীর মধ্যপর্ব্ব পর্য্যন্ত উহাতে সংলগ্ন করিবে এবং তর্জ্জনীর অগ্রদেশ ঈষৎ বক্র করিয়া রাখিবে। ইহারই নাম অঙ্কুশমুদ্রা।

তত্ত্বমুদ্রা।

অধোমুখস্য দক্ষস্য হস্তস্য পরমেশ্বরি।
মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠ-সংযোগাত্তত্ত্বমুদ্রিকা॥

দক্ষিণ-হস্ত অধোমুখ করত মধ্যমা ও অনামিকার অগ্রদেশে অঙ্গুষ্ঠ যোগ করিলেই তাহাকে তত্ত্বমুদ্রা বলে।

ধেনুমুদ্রা।

অন্যোন্যাভিমুখাশ্লিষ্টা কনিষ্ঠানামিকা পুনঃ।
তথৈব তর্জ্জনী মধ্যা ধেনুমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা॥

বামকরের মধ্যমা ও কনিষ্ঠাতে দক্ষিণকরের তর্জ্জনী ও অনামা এবং বামকরের তর্জ্জনী ও অনামাতে দক্ষিণকরের মধ্যমা ও কনিষ্ঠা যোগ করিলেই ধেনুমুদ্রা হয়।

নারাচমুদ্রা।

অঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ তর্জ্জন্যাঃ সংযোজ্যাথোর্দ্ধরেখয়া।
অন্যাঙ্গুলীস্তথানম্য নারাচঃ স্যাৎ প্রকীর্ত্ত্যতে॥

দক্ষিণকরের অঙ্গুষ্ঠাগ্রে তর্জ্জনী যোগ করত মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাকে হস্ততলস্থ ঊর্দ্ধরেখার সহিত বক্র করিয়া রাখিলেই নারাচমুদ্রা হয়।

লেলিহামুদ্রা।

তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ সমং কুর্য্যাদধোমুখম্।
অনামায়াং ক্ষিপেদ্বৃদ্ধাং ঋজ্বীং কৃত্বা কনিষ্ঠিকাম্।
লেলিহা নাম মুদ্রেয়ং জীবন্যাসে প্রকীর্ত্তিতা॥

তর্জ্জনী, মধ্যমা, অনামা এই অঙ্গুলীত্রয় সমান করিয়া অধো-

মুখ করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠকে অনামার অগ্রদেশে সংলগ্ন করত কনিষ্ঠাকে সরল করিয়া রাখিবে। ইহাকে লেলিহামুদ্রা বলে।

কূর্ম্মমুদ্রা।

বামহস্তস্য তর্জ্জন্যাং দক্ষিণস্য কনিষ্ঠয়া।
তথা দক্ষিণতর্জ্জন্যাং বামাঙ্গুষ্ঠেন যোজয়েৎ।
উন্নতং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং বামস্য মধ্যমাদিকাঃ।
অঙ্গুলীর্যোজয়েৎ পৃষ্ঠে দক্ষিণস্য করস্য চ।
বামস্য পিতৃতীর্থেন মধ্যমানামিকে তথা।
অধোমুখে চ তে কুর্য্যাৎ দক্ষিণস্য করস্য চ।
কূর্ম্মপৃষ্ঠসমং কুর্য্যাৎ দক্ষপাণিঞ্চ সর্ব্বতঃ।
কূর্ম্মমুদ্রেয়মাখ্যাতা দেবতাধ্যানকর্ম্মণি॥

দক্ষিণহস্তের তর্জ্জনী বামকরের অঙ্গুষ্ঠে এবং কনিষ্ঠা বামকরের তর্জ্জনীতে যোগ করত দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ উন্নত করিবে। তৎপরে বামকরের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্য দিয়া দক্ষিণহস্তের মধ্যমা ও অনামা বক্র করিয়া রাখিবে। অনন্তর দক্ষিণহাতের পৃষ্ঠে বামহস্তের মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠা বক্র করিয়া দিয়া দক্ষিণহস্তকে কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ করিলেই কূর্ম্মমুদ্রা হয়।

প্রার্থনামুদ্রা।

প্রসৃতাঙ্গুলিকৌ হস্তৌ মিথঃশ্লিষ্টৌ চ সংমুখৌ।
কুর্য্যাৎ স্বে হৃদয়ে সেয়ং মুদ্রা প্রার্থনসংজ্ঞিকা॥

দক্ষিণ ও বামহস্তের সমস্ত অঙ্গুলী সোজা করিয়া বামকরের উপর দক্ষিণ-কর চিৎভাবে স্থাপন পূর্ব্বক বক্ষঃস্থলে রাখিলেই প্রার্থনামুদ্রা হয়।

আবাহনীমুদ্রা।

হস্তাভ্যামঞ্জলিং বদ্ধানামিকামূলপর্ব্বণোঃ।
অঙ্গুষ্ঠৌ নিক্ষিপেৎ সেয়ং মুদ্রা ত্বাবাহনী স্মৃতা॥

করদ্বয় চিৎভাবে মিলিত করিয়া দুই হাতের অনামার মূল-পর্ব্বে অঙ্গুষ্ঠাগ্র যোগ করিলেই আবাহনীমুদ্রা হয়।

স্থাপনীমুদ্রা।

অধোমুখী ত্বিয়ং চেৎ স্যাৎ স্থাপনী মুদ্রিকা স্মৃতা।

অধোমুখ হস্তকে আবাহনীমুদ্রাবৎ করিলেই স্থাপনীমুদ্রা হয়।

সন্নিধাপনীমুদ্রা।

উচ্ছ্রিতাঙ্গুষ্ঠমুষ্ট্যোস্তু সংযোগাৎ সন্নিধাপনী।

মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয়কে পরস্পর একত্র করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় উন্নত করিয়া রাখিলেই তাহার নাম সন্নিধাপনীমুদ্রা।

সংবোধিনীমুদ্রা।

অন্তঃপ্রবেশিতাঙ্গুষ্ঠা সৈব সংবোধিনী মতা।

দুই হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে মুষ্টিমধ্যে প্রবেশিত করিলেই সংবোধিনী মুদ্রা হয়।

সম্মুখীকরণীমুদ্রা।

উত্তানমুষ্টিযুগলা সম্মুখীকরণী মতা।

মুষ্টিবদ্ধ হস্তদ্বয়কে পরস্পর চিৎভাবে একত্র করিলেই সম্মুখী-করণী মুদ্রা হয়।

মৎস্যমুদ্রা।

দক্ষপাণি-পৃষ্ঠদেশে বামপাণিতলং ন্যসেৎ।
অঙ্গুষ্ঠৌ চালয়েৎ সম্যক্ মুদ্রেয়ং মৎস্যরূপিণী॥

বামহস্তের তলদেশকে দক্ষিণহাতের পৃষ্ঠে ঠিক সমভাবে

মিলিত করিয়া হস্তদ্বয়ের অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে সম্যক্ চালনা করিলেই মৎস্যমুদ্রা হয়।

গালিনীমুদ্রা।

কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ সক্তৌ করয়োরিতরেতরম্।
তর্জ্জনীমধ্যমানামা সংহতা ভুগ্নবর্জ্জিতা।
মুদ্রৈষা গালিনী প্রোক্তা শঙ্খস্যোপরিচালিতা॥

দক্ষিণ-হাতের উপর বামহস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বামকরের কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ দক্ষিণ-হাতের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠাতে যোগ করত হস্তদ্বয়ের তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামা পরস্পর একত্র করিবে। পরে মিলিত কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠকে তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা হইতে ব্যবহিত রাখিলেই গালিনীমুদ্রা হয়।

অবগুণ্ঠনমুদ্রা।

সব্যহস্তকৃতা মুষ্টির্দীর্ঘাধোমুখতর্জ্জনী।
অবগুণ্ঠনমুদ্রেয়মভিতো ভ্রামিতা মতা॥

দক্ষিণ-হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জ্জনীকে সোজা ও অধোমুখ করত দক্ষিণাবর্ত্তে ঐ তর্জ্জনীকে ঘুরাইলেই অবগুণ্ঠনমুদ্রা হয়।

সংহারমুদ্রা।

অধোমুখে বামহস্তে ঊর্দ্ধাস্যং দক্ষহস্তকম্।
ক্ষিপ্তাঙ্গুলীরঙ্গুলীভিঃ সংগ্রথ্য পরিবর্ত্তয়েৎ।
এষা সংহারমুদ্রা স্যাৎ বিসর্জ্জনবিধৌ স্মৃতা॥

অধোমুখ বামহস্তের উপর দক্ষিণকর উত্তানভাবে রাখিয়া কনিষ্ঠাবধি অঙ্গুলীসমূহের মধ্যে অঙ্গুলী স্থাপন করত পরস্পর বন্ধন করিয়া ঘুরাইয়া সম্মুখে আনিলেই সংহারমুদ্রা হয়।

আসন ও মুদ্রাপ্রকরণ সমাপ্ত।

স্তবকবচ-প্রকরণ।

বাল্মীকি-কৃত-গঙ্গাষ্টক-স্তোত্রম্।

শ্রীগঙ্গায়ৈ নমঃ।

মাতঃ শৈলসুতা-সপত্নি বসুধাশৃঙ্গারহারাবলি,
স্বর্গারোহণ-বৈজয়ন্তি! ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে।
ত্বত্তীরে বসতস্ত্বদম্বু পিবতস্ত্বদ্বীচিমুৎপ্রেঙ্খত-
স্ত্বন্নাম স্মরতস্ত্বদর্পিতদৃশঃ স্যান্মে শরীরব্যয়ঃ॥
ত্বত্তীরে তরুকোটরান্তরগতো গঙ্গে বিহঙ্গো বরং,
ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি! বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ।
নৈবান্যত্র মদান্ধ-সিন্ধুর-ঘটা-সংঘট্ট-ঘণ্টা-রণৎ-
কারত্রস্ত-সমস্তবৈরিবনিতা-লব্ধস্তুতির্ভূপতিঃ॥
কাকৈর্নিষ্কুষিতং শ্বভিঃ কবলিতং বীচিভিরান্দোলিতং,
স্রোতোভিশ্চলিতং তটান্তমিলিতং গোমায়ুভির্লুণ্ঠিতম্।
দিব্য-স্ত্রী-কর-চারুচামর-মরুৎ-সংবীজ্যমানঃ কদা,
দ্রক্ষ্যেঽহং পরমেশ্বরি ত্রিপথগে ভাগীরথি! স্বং বপুঃ॥
অভিনববিষবল্লী পাদপাদ্মস্য বিষ্ণো-
র্মদন-মথনমৌলের্মালতীপুষ্পমালা।
জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষলক্ষ্মী,
ক্ষয়িত-কলিকলঙ্কা জাহ্নবী নঃ পুনাতু॥
যত্তত্তালতমালশালসরলব্যালোলবল্লীলতা-
চ্ছন্নং সূর্য্যকরপ্রতাপরহিতং শঙ্খেন্দুকুন্দোজ্জ্বলম্।

গন্ধর্ব্বামরসিদ্ধ-কিন্নরবধূতুঙ্গস্তনাস্ফালিতং,
স্নানায় প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং নির্ম্মলম্॥
গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারিচরণাচ্চ্যুতম্।
ত্রিপুরারি-শিরশ্চারি পাপহারি পুনাতু মাম্॥
পাপাপহারি দুরিতারি তরঙ্গধারি,
দূরপ্রচারি গিরিরাজগুহাবিদারি।
ঝঙ্কারকারি হরিপাদ-রজোবিহারি,
গাঙ্গং পুনাতু সততং শুভকারি বারি॥
বরমিহ গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ,
কৃশঃ শুনীতনয়ো ন হি দূরতরস্থঃ।
অযুতশতবরনারীভিঃ পরিবৃতঃ,
করিবরকোটীশ্বরো নৈব হি নৃপতিঃ॥
গঙ্গাষ্টকং পঠতি যঃ প্রয়তঃ প্রভাতে,
বাল্মীকিনা বিরচিতং শুভদং মনুষ্যঃ।
প্রক্ষাল্য সোঽত্র কলিকল্মষপঙ্কমাশু,
মোক্ষং লভেৎ পততি নৈব পুনর্ভবাব্ধৌ॥
ইতি শ্রীবাল্মীকিনা বিরচিতং গঙ্গাষ্টকং স্তোত্রম্॥

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত-গঙ্গা-স্তোত্রম্।

শ্রীগঙ্গায়ৈ নমঃ।

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিবিহারিণি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে॥

ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতস্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং, পাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্ ॥
হরিপাদপদ্মবিহারিণি গঙ্গে, হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে।
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং, কুরু কৃপাময়ি ভবসাগরপারম্ ॥
তব জলমমলং যেন নিপীতং, পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ ॥
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে।
ভীষ্মজননি মুনিবরকন্যে, পতিতোদ্ধারিণি ত্রিভুবনধন্যে ॥
কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবারবিহারিণি গঙ্গে, বিমুখবনিতাকৃততরলাপাঙ্গে ॥
তব চেন্মাতঃ স্রোতঃস্নাতঃ, পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে ॥
পরিরসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে, সুখদে শুভদে সেবকশরণে ॥
রোগং শোকং তাপং পাপং, হর মে ভগবতি কুমতিকলাপম্।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসি গতির্ম্মম খলু সংসারে ॥
অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু ময়ি করুণাং কাতরবন্দ্যে।
তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে সরটঃ ক্ষীণঃ।
অথবা গব্যূতি দীনঃ শ্বপচো, ন চ তব দূরে নৃপতিকুলীনঃ ॥
ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে।
গঙ্গাস্তবমিদমমলং নিত্যং, পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥
যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিস্তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।
মধুরমনোহরপজ্ঝটিকাভিঃ, পরমানন্দাকলিতললিতাভিঃ ॥

গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং, বাঞ্ছিতফলদং বিগলিতভারম্।
শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং, পঠতি বিষয়ীদমিতি সমাপ্তম্॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং গঙ্গাস্তোত্রম্॥

অন্নপূর্ণাস্তোত্রম্।

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্য-রত্নাকরী,
নির্দ্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী।
প্রলেয়াচলবংশ-পাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥
নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী,
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বক্ষোজকুম্ভান্তরী।
কাশ্মীরাগুরুবাসিতা রুচিকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥
যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মার্থনিষ্ঠাকরী,
চন্দ্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমস্তবাঞ্ছিতকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥
কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী,
কৌমারী নিগমার্থগোচরকরী ওঙ্কারবীজাক্ষরী।
মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥
দৃশ্যাদৃশ্যপ্রভূতবাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী,
লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী।

শ্রীবিশ্বেশমনঃ-প্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥
উর্ব্বীসর্ব্বজনেশ্বরী ভগবতী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী,
বেণীনীলসমানকুন্তলহরী নিত্যান্নদানেশ্বরী।
সর্ব্বানন্দকরী দৃশা শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥
আদীক্ষান্তসমস্তবর্ণনকরী শম্ভোস্ত্রিভাবাকরী,
কাশ্মীরাত্রিজলেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাঙ্কুরী শর্ব্বরী।
কামাকাঙ্ক্ষকরী জনোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥
দর্ব্বী স্বর্ণবিচিত্ররত্নরচিতা দক্ষে করে সংস্থিতা,
বামে স্বাদুপয়োধরী সহচরী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী।
ভক্তাভীষ্টকরী দৃশা শুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥
চন্দ্রার্কানলকোটিকোটিসদৃশা চন্দ্রাংশুবিম্বাধরী,
চন্দ্রার্কাগ্নিসমানকুণ্ডলধরী চন্দ্রার্কবর্ণেশ্বরী।
মালাপুস্তকপাশকাঙ্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥
ক্ষেত্রত্রাণকরী মহাভয়হরী মাতা কৃপাসাগরী,
সাক্ষান্মোক্ষকরী সদা শিবকরী বিশ্বেশ্বরী শ্রীধরী।
দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥
অন্নপূর্ণে সদা পূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি নমোঽস্তু তে ॥

মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবা শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং অন্নপূর্ণাস্তোত্রম্॥

অন্নপূর্ণাকবচম্।

শ্রীদেব্যুবাচ।—কথিতাশ্চান্নপূর্ণায়া যা যা বিদ্যাঃ সুদুর্লভাঃ।
কৃপয়া কথিতাঃ সর্ব্বা শ্রুতাশ্চ বিবিধা ময়া॥
সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি কবচং যৎ পুরোদিতম্।
ত্রৈলোক্যরক্ষণং নাম কবচং মন্ত্রবিগ্রহম্॥
শ্রীঈশ্বর উবাচ।—শৃণু পার্ব্বতি বক্ষ্যামি সাবধানাবধারয়।
ত্রৈলোক্যরক্ষণং নাম কবচং ব্রহ্মনামকম্॥
ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপঞ্চ মহদৈশ্বর্য্যদায়কম্।
পঠনাদ্ধারণান্মর্ত্ত্যস্ত্রৈলোক্যৈশ্বর্য্যভাগ্‌ভবেৎ॥
ত্রৈলোক্যরক্ষণস্যাস্য কবচস্য ঋষিঃ শিবঃ।
ছন্দো বিরাড়ন্নপূর্ণা দেবতা সর্ব্বসিদ্ধিদা।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
হ্রীঁ নমো ভগবত্যন্তে মাহেশ্বরি পদং ততঃ।
অন্নপূর্ণে ততঃ স্বাহা চৈষা সপ্তদশাক্ষরী॥
পাতু মামন্নপূর্ণা সা যা খ্যাতা ভুবনত্রয়ে।
বিমায়া প্রণবাদ্যৈষা তথা সপ্তদশাক্ষরী॥
পাত্বন্নপূর্ণা সর্ব্বাঙ্গং রত্নকুম্ভান্নপাত্রদা।
শ্রীবীজাদ্যা তথা চৈষা দ্বিরষ্টার্ণা যথাসুখম্॥
প্রণবাদ্যা ভ্রুবৌ পাতু কণ্ঠং বাগ্বীজপূর্ব্বিকা।
কামবীজাদিকা চৈব হৃদয়ন্তু মহেশ্বরী॥

তারং শ্রীঁ হ্রীঁ নমোঽন্তে চ ভগবতীপদং ততঃ ।
মাহেশ্বরি পদং চান্ন-পূর্ণে স্বাহেতি পাতু মাম্ ॥
নাভিমেকোনবিংশার্ণা পায়ান্মাহেশ্বরী সদা ।
তারং মায়া রমা কামঃ ষোড়শার্ণাস্ততঃ পরম্ ॥
শিরঃস্থা সর্ব্বদা পাতু বিংশত্যর্ণাত্মিকা চ যা ।
করৌ পাদৌ সদা পাতু রমা কামো ধ্রুবস্তথা ॥
ধ্বজঞ্চ সর্ব্বদা পাতু বিংশত্যর্ণাত্মিকা চ যা ॥
অন্নপূর্ণা মহাবিদ্যা হ্রীঁ পাতু ভুবনেশ্বরী ॥
শিরঃ শ্রীঁ হ্রীঁ তথা ক্লীঞ্চ ত্রিপুটা পাতু মে গুদম্ ।
ষড়্দীর্ঘভাজা বীজেন ষড়ঙ্গাপি পুনন্তু মাম্ ॥
ইন্দ্রো মাং পাতু পূর্ব্বে চ বহ্নিকোণেঽনলোঽবতু ।
যমো মাং দক্ষিণে পাতু নৈর্ঋত্যাং নির্ঋতিস্তথা ॥
পশ্চিমে বরুণঃ পাতু বায়ব্যাং পবনোঽবতু ।
কুবেরশ্চোত্তরে পাতু মামৈশান্যাং শিবোঽবতু ॥
ঊর্দ্ধাধঃ সততং পাতু ব্রহ্মানন্তো যথাক্রমাৎ ।
বজ্রাদ্যাশ্চায়ুধাঃ পান্তু দশদিক্ষু যথাক্রমাৎ ॥
ইতি তে কথিতং পুণ্যং ত্রৈলোক্যরক্ষণং পরম্ ।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্দেবাঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যমবাপ্নুয়ুঃ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ধারণাৎ পঠনাদ্যতঃ ।
সৃজত্যবতি হন্ত্যেব কল্পে কল্পে পৃথক্ পৃথক্ ॥
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দেব্যৈ মূলেনৈব পঠেত্ততঃ ।
যুগাযুতকৃতায়াস্তু পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥
প্রীতিমন্তোঽন্যতঃ কৃত্বা কমলা নিশ্চলা গৃহে ।
বাণী বক্ত্রে বসেত্তস্য সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ ॥

অষ্টোত্তরশতং চাস্য পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ।
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্‌যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ সোঽপি সর্ব্বতপোময়ঃ॥
ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি শস্ত্রাণি তদ্গাত্রং প্রাপ্য পার্ব্বতি।
মাল্যানি কুসুমান্যেব ভবন্ত্যেব ন সংশয়ঃ॥
ইতি ভৈরবতন্ত্রে ভৈরবভৈরবীসংবাদে অন্নপূর্ণাকবচম্॥

হিমালয়-কৃত-শিব-স্তোত্রম্।

শ্রীশিবায় নমঃ।

হিমালয় উবাচ।—ত্বং ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা চ ত্বং বিষ্ণুঃ পরিপালকঃ।
ত্বং শিবঃ শিবদোঽনন্তঃ সর্ব্বসংহারকারকঃ॥
ত্বমীশ্বরো গুণাতীতো জ্যোতীরূপঃ সনাতনঃ।
প্রকৃতঃ প্রকৃতীশশ্চ প্রাকৃতঃ প্রকৃতেঃ পরঃ॥
নানারূপ-বিধাতা ত্বং ভক্তানাং ধ্যানহেতবে।
যেষু রূপেষু যৎপ্রীতিস্তত্তদ্রূপং বিভর্ষি চ॥
সূর্য্যস্ত্বং সৃষ্টিজনক আধারঃ সর্ব্বতেজসাম্।
সোমস্ত্বং শস্য-পাতা চ সততং শীতরশ্মিনা॥
বায়ুস্ত্বং বরুণস্ত্বঞ্চ বিদ্বাংশ্চ বিদুষাং গুরুঃ।
মৃত্যুঞ্জয়ো মৃত্যুমৃত্যুঃ কাল-কালো যমান্তকঃ॥
বেদস্ত্বং বেদ-কর্ত্তা চ বেদ-বেদাঙ্গ-পারগঃ।
বিদুষাং জনকস্ত্বঞ্চ বিদ্বাংশ্চ বিদুষাং গুরুঃ॥
মন্ত্রস্ত্বং হি জপস্ত্বং হি তপস্ত্বং তৎফলপ্রদঃ।
বাক্ ত্বং বাগধিদেবস্ত্বং তৎকর্ত্তা তদ্‌গুরুঃ স্বয়ম্॥

অহো সরস্বতী-বীজং কস্ত্বাং স্তোতুমিহেশ্বরঃ।
ইত্যেবমুক্ত্বা শৈলেন্দ্রস্তস্থৌ ধৃত্বা পদাম্বুজম্॥
তত্রোবাস তমাবোধ্য চাবরুহ্য বৃষাচ্ছিবঃ।
স্তোত্রমেতন্মহাপুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ॥
মুচ্যতে সর্ব্ব-পাপেভ্যো ভয়েভ্যশ্চ ভবার্ণবে।
অপুত্রো লভতে পুত্রং মাসমেকং পঠেদ্যদি॥
ভার্য্যাহীনো লভেদ্ভার্য্যাং সুশীলাং সুমনোহরাম্।
চিরকাল-গতং বস্তু লভতে সহসা ধ্রুবম্॥
রাজ্য-ভ্রষ্টো লভেদ্রাজ্যং শঙ্করস্য প্রসাদতঃ।
কারাগারে শ্মশানে চ শত্রু-গ্রস্তেঽতিসঙ্কটে॥
গভীরেঽতিজলাকীর্ণে ভগ্নপোতে বিষাদনে।
রণমধ্যে মহাভীতে হিংস্রজন্তু-সমন্বিতে।
সর্ব্বতো মুচ্যতে স্তুত্বা শঙ্করস্য প্রসাদতঃ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে
হিমালয়-কৃতং শিব-স্তোত্রম্॥

মহিম্নস্তোত্রম্।

মহিম্নঃ পারন্তে পরমবিদুষো যদ্যসদৃশী,
স্তুতির্ব্রহ্মাদীনামপি তদবসন্নাস্ত্বয়ি গিরঃ।
অথাবাচ্যঃ সর্ব্বঃ স্বমতিপরিণামাবধি গৃণন্,
মমাপ্যেষঃ স্তোত্রে হর! নিরপবাদঃ পরিকরঃ॥
অতীতঃ পন্থানং তব চ মহিমা বাঙ্মনসয়ো-
রতদ্ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।

স কস্য স্তোতব্যঃ কতিবিধগুণঃ কস্য বিষয়ঃ,
পদে ত্বর্ব্বাচীনে পততি ন মনঃ কস্য ন বচঃ॥
মধুস্ফীতা বাচঃ পরমমমৃতং নির্ম্মিতবত-
স্তব ব্রহ্মন্ কিং বাগপি সুরগুরোর্ব্বিস্ময়পদম্।
মম ত্বেতাং বাণীং গুণকথনপুণ্যেন ভবতঃ,
পুনামীত্যর্থেঽস্মিন্ পুরমথন! বুদ্ধির্ব্যবসিতা॥
তবৈশ্বর্য্যং যত্তজ্জগদুদয়রক্ষাপ্রলয়কৃৎ,
ত্রয়ীবস্তু ব্যস্তং তিসৃষু গুণভিন্নাসু তনুষু।
অভব্যানামস্মিন্ বরদ! রমণীয়ামরমণীং,
বিহন্তং ব্যাক্রোশীং বিদধত ইহৈকে জড়ধিয়ঃ॥
কিমীহঃ কিংকায়ঃ স খলু কিমুপায়স্ত্রিভুবনং,
কিমাধারো ধাতা সৃজতি কিমুপাদানমিতি চ।
অতর্কৈশ্বর্য্যে ত্বয্যনবসরদুঃস্থো হতধিয়ঃ,
কুতর্কোঽয়ং কাংশ্চিন্মুখরয়তি মোহায় জগতঃ॥
অজন্মানো লোকাঃ কিমবয়ববন্তোঽপি জগতা-
মধিষ্ঠাতারং কিং ভববিধিরনাদৃত্য ভবতি।
অনীশো বা কুর্য্যাদ্ভুবনজননে কঃ পরিকরো,
যতো মন্দাস্ত্বাং প্রত্যমরবর! সংশেরত ইমে॥
ত্রয়ী সাঙ্খ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি,
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদমদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজুকুটিলনানাপথজুষাং,
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্ণব ইব॥
মহোক্ষঃ খট্টাঙ্গং পরশুরজিনং ভস্ম ফণিনঃ,
কপালঞ্চেতীয়ত্তব বরদ! তন্ত্রোপকরণম্॥

সুরাস্তাস্তামৃদ্ধিং দধতি তু ভবদ্ভ্রূপ্রণিহিতাং,
ন হি স্বাত্মারামং বিষয়মৃগতৃষ্ণা ভ্রময়তি ॥
ধ্রুবং কশ্চিৎ সর্ব্বং সকলমপরস্ত্বধ্রুবমিদং,
পরো ধ্রৌব্যাধ্রৌব্যে জগতি গদতি ব্যস্তবিষয়ে।
সমস্তেঽপ্যেতস্মিন্ পুরমথন! তৈর্ব্বিস্মিত ইব,
স্তুবন্ জিহ্রেমি ত্বাং ন খলু ননু ধৃষ্টা মুখরতা ॥
তবৈশ্বর্য্যং যত্নাদ্যদুপরি বিরিঞ্চির্হরিরধঃ,
পরিচ্ছেত্তুং যাতাবনলমনলস্কন্ধবপুষঃ।
ততো ভক্তিশ্রদ্ধাভরগুরুগৃণদ্ভ্যাং গিরিশ! যৎ,
স্বয়ং তস্থে তাভ্যাং তব কিমনুবৃত্তির্ন ফলতি ॥
অযত্নাদাসাদ্য ত্রিভুবনমবৈরব্যতিকরং,
দশাস্যো যদ্বাহূনভৃত রণকণ্ডূপরবশান্।
শিরঃপদ্মশ্রেণীরচিতচরণাম্ভোরুহবলেঃ,
স্থিরায়াস্ত্বদ্ভক্তেস্ত্রিপুরহর! বিস্ফূর্জ্জিতমিদম্ ॥
অমুষ্য ত্বৎসেবাসমধিগতসারং ভুজবনং,
বলাৎ কৈলাসেঽপি ত্বদধিবসতৌ বিক্রময়তঃ।
অলভ্যা পাতালেঽপ্যলসচলিতাঙ্গুষ্ঠশিরসি,
প্রতিষ্ঠা ত্বয্যাসীদ্ধ্রুবমুপচিতো মুহ্যতি খলঃ ॥
যদৃদ্ধিং সুত্রাম্ণো বরদ! পরমোচ্চৈরপি সতী-
মধশ্চক্রে বাণঃ পরিজনবিধেয়ত্রিভুবনঃ।
ন তচ্চিত্রং তস্মিন্ বরিবসিতরি ত্বচ্চরণয়ো-
র্ন কস্যাপ্যুন্নত্যৈ ভবতি শিরসস্ত্বয্যবনতিঃ ॥
অকাণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড-ক্ষয়চকিত-দেবাসুরকৃপা-
বিধেয়স্যাসীদ্যস্ত্রিনয়ন! বিষং সংহৃতবতঃ।

স কল্মাষঃ কণ্ঠে তব ন কুরুতে ন শ্রিয়মহো,
বিকারোঽপি শ্লাঘ্যো ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনঃ ॥
অসিদ্ধার্থা নৈব ক্বচিদপি সদেবাসুরনরে,
নিবর্ত্তন্তে নিত্যং জগতি জয়িনো যস্য বিশিখাঃ।
স পশ্যন্নীশ! ত্বামিতরসুরসাধারণমভূৎ,
স্মরঃ স্মর্ত্তব্যাত্মা ন হি বশিষু পথ্যঃ পরিভবঃ ॥
মহী পাদাঘাতাদ্‌ব্রজতি সহসা সংশয়পদং,
পদং বিষ্ণোর্ভ্রাম্যদ্ভুজপরিঘরুগ্ন-গ্রহগণম্।
মুহুর্দ্যৌর্দৌস্থ্যং যাত্যনিভৃতজটা তাড়িত-তটা,
জগদ্রক্ষায়ৈ ত্বং নটসি ননু বামৈব বিভুতা ॥
বিয়দ্ব্যাপী তারাগণগুণিত-ফেনোদ্গমরুচিঃ,
প্রবাহো বারাং যঃ পৃষতলঘুদৃষ্টঃ শিরসি তে।
জগদ্দ্বীপাকারং জলধিবলয়ং তেন কৃতমি-
ত্যনেনৈবোন্নেয়ং ধৃত-মহিম দিব্যং তব বপুঃ ॥
রথঃ ক্ষৌণী যন্তা শত-ধৃতিরগেন্দ্রো ধনুরথো,
রথাঙ্গে চন্দ্রার্কৌ রথচরণ-পাণিঃ শর ইতি।
দিধক্ষোস্তে কোঽয়ং ত্রিপুরতৃণমাড়ম্বরবিধি-
র্ব্বিধেয়ৈঃ ক্রীড়ন্ত্যো ন খলু পরতন্ত্রাঃ প্রভুধিয়ঃ ॥
হরিস্তে সাহস্র্যং কমলবলিমাধায় পদয়ো-
র্যদেকোনে তস্মিন্ নিজমুদহরন্নেত্রকমলম্।
গতো ভক্ত্যুদ্রেকঃ পরিণতিমসৌ চক্রবপুষা,
ত্রয়াণাং রক্ষায়ৈ ত্রিপুরহর! জাগর্ত্তি জগতাম্ ॥
ক্রতৌ সুপ্তে জাগ্রত্ত্বমসি ফলযোগে ক্রতুমতাং,
ক্ব কর্ম্ম প্রধ্বস্তং ফলতি পুরুষারাধনমৃতে।

অতস্ত্বাং সংপ্রেক্ষ্য ক্রতুষু ফলদানপ্রতিভুবং,
শ্রুতৌ শ্রদ্ধাং বদ্ধা দৃঢ়পরিকরঃ কর্ম্মসু জনঃ ॥
ক্রিয়া-দক্ষো দক্ষঃ ক্রতুপতিরধীশস্তনুভৃতা-
মৃষীণামার্ত্বিজ্যং শরণদ ! সদস্যাঃ সুরগণাঃ।
ক্রতুভ্রংশস্ত্বত্তঃ ক্রতুষু ফলদানব্যসনিনো,
ধ্রুবং কর্ত্তুঃ শ্রদ্ধাবিধুরমভিচারায় হি মখাঃ ॥
প্রজানাথং নাথ ! প্রসভমভিকং স্বাং দুহিতরং,
গতং রোহিদ্ভূতাং রিরময়িষুমৃষ্যস্য বপুষা।
ধনুষ্পাণের্যাতং দিবমপি সপত্রাকৃতমমুং,
ত্রসন্তং তেঽদ্যাপি ত্যজতি ন মৃগ-ব্যাধ-রভসঃ ॥
স্বলাবণ্যাশংসা ধৃতধনুষমহ্নায় তৃণবৎ,
পুরঃ প্লুষ্টং দৃষ্ট্বা পুরমথন ! পুষ্পায়ুধমপি।
যদি স্ত্রৈণং দেবী যমনিরতদেহার্দ্ধঘটনা-
দবৈতি ত্বামদ্ধা বত বরদ ! মুগ্ধা যুবতয়ঃ ॥
শ্মশানেষ্বাক্রীড়াঃ স্মরহর ! পিশাচাঃ সহচরা-
শ্চিতাভস্মালেপঃ স্রগপি নৃরোটীপরিকরঃ।
অমঙ্গল্যং শীলং তব ভবতু নামৈবমখিলং,
তথাপি স্মর্ত্তৄণাং বরদ ! পরমং মঙ্গলমসি ॥
মনঃ প্রত্যক্ চিত্তে সবিধমভিধায়াত্তমরুতঃ,
প্রহৃষ্যদ্রোমাণঃ প্রমদসলিলোৎসঙ্গিতদৃশঃ।
যদালোক্যাহ্লাদং হ্রদ ইব নিমজ্জ্যামৃতময়ে,
দধত্যন্তস্তত্ত্বং কিমপি যমিনস্তৎ কিল ভবান্ ॥
ত্বমর্কস্ত্বং সোমস্ত্বমসি পবনস্ত্বং হুতবহ-
স্ত্বমাপস্ত্বং ব্যোম ত্বমু ধরণিরাত্মা ত্বমিতি চ।

পরিচ্ছিন্নামেবং ত্বয়ি পরিণতা বিভ্রতি গিরং,
ন বিদ্মস্তত্তত্ত্বং বয়মিহ যৎ ত্বং ন ভবসি॥
ত্রয়ীং তিস্রো বৃত্তীস্ত্রিভুবনমথো ত্রীনপি সুরা-
নকারাদ্যৈর্ব্বর্ণৈস্ত্রিভিরপি দধত্তীর্ণবিকৃতি।
তুরীয়ন্তে ধাম ধ্বনিভিরবরুন্ধানমণুভিঃ,
সমস্তং ব্যস্তং ত্বাং শরণদ! গৃণাত্যোমিতি পদম্॥
ভবঃ শর্ব্বো রুদ্রঃ পশুপতিরথোগ্রঃ সহ মহাং-
স্তথা ভীমেশানাবিতি যদভিধানাষ্টকমিদম্।
অমুষ্মিন্ প্রত্যেকং প্রবিচরতি দেব! শ্রুতিরপি,
প্রিয়ায়াস্মৈ ধাম্নে প্রবিহিতনমস্যোঽস্মি ভবতে॥
নমো নেদিষ্ঠায় প্রিয়দব দবিষ্ঠায় চ নমো,
নমঃ ক্ষোধিষ্ঠায় স্মরহর! মহিষ্ঠায় চ নমঃ।
নমো বর্ষিষ্ঠায় ত্রিনয়ন! যবিষ্ঠায় চ নমো,
নমঃ সর্ব্বস্মৈ তে তদিদমিতি শর্ব্বায় চ নমঃ॥
বহুলরজসে বিশ্বোৎপত্তৌ ভবায় নমো নমঃ,
প্রবলতমসে তৎসংহারে হরায় নমো নমঃ।
জনসুখকৃতে সত্ত্বোদ্রিক্তৌ মৃড়ায় নমো নমঃ,
প্রমহসি পদে নিস্ত্রৈগুণ্যে শিবায় নমো নমঃ॥
কৃশপরিণতিচেতঃ ক্লেশবশ্যং ক চেদং,
ক চ তব গুণসীমোল্লঙ্ঘিনী শশ্বদৃদ্ধিঃ।
ইতি চকিতমমন্দীকৃত্য মাং ভক্তিরাধা-
দ্বরদ! চরণয়োস্তে বাক্যপুষ্পোপহারম্॥
অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধু পাত্রং,
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।

লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং,
তদপি তব গুণানামীশ! পারং ন যাতি॥
অসুরসুরমুনীন্দ্রৈরর্চ্চিতস্যেন্দুমৌলে-
গ্রর্থিতগুণমহিম্নো নির্গুণস্যেশ্বরস্য।
সকলগুণবরিষ্ঠঃ পুষ্পদন্তাভিধানো,
রুচিরমলঘুবৃত্তৈঃ স্তোত্রমেতচ্চকার॥
অহরহমনবদ্যং ধূর্জ্জটেঃ স্তোত্রমেতৎ,
পঠতি পরমভক্ত্যা শুদ্ধচিত্তঃ পুমান্ যঃ।
স ভবতি শিবলোকে রুদ্রতুল্যস্তথাত্র,
প্রচুরতরধনায়ুঃপুত্রবান্ কীর্ত্তিমাংশ্চ॥
কুসুম-দশন-নামা সর্ব্বগন্ধর্ব্বরাজঃ,
শিশু-শশধরমৌলের্দ্দেবদেবস্য দাসঃ।
স খলু নিজমহিম্নো ভ্রষ্ট এবাস্য রোষাৎ,
স্তবনমিদমকার্ষীদ্দিব্যদিব্যং মহিম্নঃ॥
সুরবরমুনিপূজ্যং স্বর্গমোক্ষৈকহেতুং,
পঠতি যদি মনুষ্যঃ প্রাঞ্জলির্নান্যচেতাঃ।
ব্রজতি শিবসমীপং কিন্নরৈঃ স্তূয়মানঃ,
স্তবনমিদমমোঘং পুষ্পদন্তপ্রণীতম্॥
মহেশান্নাপরো দেবো মহিম্নো নাপরা স্তুতিঃ।
অঘোরান্নাপরো মন্ত্রো নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্॥
দীক্ষা দানং তপস্তীর্থং জ্ঞানং যোগাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
মহিম্নঃ স্তবপাঠস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥
আসমাপ্তমিদং স্তোত্রং সর্ব্বমীশ্বরবর্ণনম্।
অনুপমং মনোহারি পুণ্যং গন্ধর্ব্বভাষিতম্॥

শ্রীপুষ্পদন্তমুখপঙ্কজ-নির্গতেন, স্তোত্রেণ কিল্বিষ-হরেণ হরপ্রিয়েণ।
কণ্ঠস্থিতেন পঠিতেন গৃহস্থিতেন,সুপ্রীণিতো ভবতি ভূতপতির্ম্মহেশঃ।

ইত্যেষা বাঙ্ময়ী পূজা শ্রীমচ্ছঙ্করপাদয়োঃ।
অর্পিতা তেন দেবেশঃ প্রীয়তাং চ সদাশিবঃ॥
ইতি শ্রীপুষ্পদন্তপ্রণীতং মহিম্নঃ স্তোত্রম্ ॥

শিবকবচম্।

শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্ব্বসিদ্ধিদম্।
ত্রৈলোক্যরক্ষণং নাম সর্ব্বাপদ্বিনিবারণম্॥
বক্তৃকোটিসহস্রৈস্তু কল্পকোটিশতৈরপি।
কবচস্য গুণান্ বক্তুং নৈব শক্তো মহেশ্বরঃ॥
ওঁকারো মে মুখে পাতু নকারঃ কণ্ঠদেশকে।
মকারঃ পাতু শিরসি শিকারো হৃদয়ে মম॥
বাকারো নেত্রযুগ্মে চ যকারো বাহুযুগ্মকে।
অকারস্তু মুখে পাতু উকারো হৃদয়ে মম॥
মকারঃ পৃষ্ঠদেশে চ পঞ্চার্ণঃ পাতু সর্ব্বতঃ।
ইতি তে কথিতং দেবি কবচং সর্ব্বসিদ্ধিদম্।
ত্রৈলোক্যরক্ষণং নাম সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্॥
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ কবচস্য চ ধারণাৎ।
সর্ব্বব্যাধিবিনির্ম্মুক্তঃ স ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ॥
ইতি শ্রীলিঙ্গার্চ্চনতন্ত্রে মহাদেবস্য ষড়ক্ষরকবচম্॥

কর্পূরস্তোত্রম্।

কর্পূরং মধ্যমান্ত্যস্বরপরিরহিতং সেন্দুবামাক্ষিযুক্তং,
বীজন্তে মাতরেতৎ ত্রিপুরহরবধু ত্রিঃকৃতং যে জপন্তি।

তেষাং গদ্যানি পদ্যানি চ মুখকুহরাদুল্লসন্ত্যেব বাচঃ,
স্বচ্ছন্দং ধ্বান্তধারাধররুচিরে সর্ব্বসিদ্ধিং গতানাম্ ॥
ঈশানঃ সেন্দুবামশ্রবণপরিগতো বীজমমন্যন্মহেশি,
দ্বন্দ্বন্তে মন্দচেতা যদি জপতি জনো বারমেকং কদাচিৎ ॥
জিত্বা বাচামধীশং ধনদমপি চিরং মোহয়ন্নম্বুজাক্ষী-
বৃন্দং চন্দ্রার্দ্ধচূড়ে প্রভবতি স মহাঘোররাবাবতংসে ॥
ঈশো বৈশ্বানরস্থঃ শশধরবিলসদ্বামনেত্রেণ যুক্তো,
বীজন্তে দ্বন্দ্বমমন্যদ্বিগলিতচিকুরে কালিকে যে জপন্তি।
দ্বেষ্টারং ঘ্নন্তি তে চ ত্রিভুবনমপি তে বশ্যভাবং নয়ন্তি,
সৃক্কদ্বন্দ্বাস্রধারদ্বয়ধরবদনে দক্ষিণে কালিকেতি ॥
ঊর্দ্ধং বামে কৃপাণং করকমলতলে ছিন্নমুণ্ডং তথাধঃ,
সব্যে চাভীর্বরঞ্চ ত্রিজগদঘহরে দক্ষিণে কালিকেতি।
জপ্ত্বৈতন্নাম যে বা তব মনুবিভবং ভাবয়ন্ত্যেতদম্ব,
তেষামষ্টৌ করস্থাঃ প্রকটিতবদনে সিদ্ধয়স্ত্র্যম্বকস্য ॥
বর্গাদ্যং বহ্নিসংস্থং বিধুরতিবলিতং তত্ত্রয়ং কূর্চ্চযুগ্মং,
লজ্জাদ্বন্দ্বঞ্চ পশ্চাৎ স্মিতমুখি তদধষ্ঠদ্বয়ং যোজয়িত্বা।
মাতর্যে যে জপন্তি স্মরহরমহিলে ভাবয়ন্তঃ স্বরূপং,
তে লক্ষ্মীলাস্যলীলাকমলদৃশঃ কামরূপা ভবন্তি ॥
প্রত্যেকং বা দ্বয়ং ত্রয়মপি চ পরং বীজমত্যন্তগুহ্যং,
ত্বন্নাম্না যোজয়িত্বা সকলমপি সদা ভাবয়ন্তো জপন্তি।
তেষাং নেত্রারবিন্দে বিহরতি কমলা বক্ত্রশুভ্রাংশুবিম্বে,
বাগ্‌দেবী দেবী মুণ্ডস্রগতিশয়লসৎকণ্ঠী পীনস্তনাঢ্যে ॥
গতাসূনাং বাহুপ্রকরকৃতকাঞ্চীপরিলস-
ন্নিতম্বাং দিগ্বস্ত্রাং ত্রিভুবনবিধাত্রীং ত্রিনয়নাম্।

শ্মশানস্থে তল্পে শবহৃদি মহাকালসুরত-
প্রসক্তাং ত্বাং ধ্যায়ন্ জননি জড়চেতা অপি কবিঃ ॥
শিবাভির্ঘোরাভিঃ শবনিবহমুণ্ডাস্থিনিকরৈঃ,
পরং সঙ্কীর্ণায়াং প্রকটিতচিতায়াং হরবধূম্।
প্রবিষ্টাং সন্তুষ্টামুপরিসুরতেনাতিযুবতীং,
সদা ত্বাং ধ্যায়ন্তি ক্বচিদপি ন তেষাং পরিভবঃ ॥
বদামস্তে কিংবা জননি বয়মুচ্চৈর্জড়ধিয়ঃ,
ন ধাতা নাপীশো হরিরপি ন তে বেত্তি পরমম্।
তথাপি ত্বদ্ভক্তির্মুখরয়তি চাস্মাকমসিতে,
তদেতৎ ক্ষন্তব্যং ন খলু পশুরোষঃ সমুচিতঃ ॥
সমন্তাদাপীনস্তনজঘনধৃগ্‌যৌবনবতী-
রতাসক্তং নক্তং যদি জপতি ভক্তস্তব মনুম্।
বিবাসাস্ত্বাং ধ্যায়ন্ গলিতচিকুরস্তস্য বশগাঃ,
সমস্তাঃ সিদ্ধৌঘা ভুবি চিরতরং জীবতি কবিঃ ॥
সমাঃ সুস্থীভূতো জপতি বিপরীতো যদি সদা,
বিচিন্ত্য ত্বাং ধ্যায়ন্নতিশয়মহাকালসুরতাম্।
তদা তস্য ক্ষৌণীতলবিহরমাণস্য বিদুষঃ,
করাম্ভোজে বশ্যা হরবধু মহাসিদ্ধিনিবহাঃ ॥
প্রসূতে সংসারং জননি জগতীং পালয়তি চ,
সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ।
অতস্ত্বং ধাতাপি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরহো,
মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্ ॥
অনেকে সেবন্তে ভবদধিকগীর্ব্বাণনিবহান্,
বিমূঢ়াস্তে মাতঃ কিমপি ন হি জানন্তি পরমম্।

সমারাধ্যামাদ্যাং হরিহর-বিরিঞ্চ্যাদিবিবুধৈঃ,
প্রপন্নোঽস্মি স্বৈরং রতিরসমহানন্দনিরতাম্ ॥
ধরিত্রী কীলালং শুচিরপি সমীরণোঽপি গগনং,
ত্বমেকা কল্যাণী গিরিশরমণী কালি সকলম্।
স্তুতিঃ কা তে মাতর্নিজকরুণয়া মামগতিকং,
প্রসন্না ত্বং ভূয়া ভবমনু ন ভূয়ান্মম জনুঃ ॥
শ্মশানস্থঃ সুস্থো গলিতচিকুরো দিক্‌পটধরঃ,
সহস্রস্ত্বর্কাণাং নিজগলিতবীর্য্যেণ কুসুমম্।
জপংস্ত্বৎপ্রত্যেকং মনুমপি তব ধ্যাননিরতো,
মহাকালি স্বৈরং স ভবতি ধরিত্রীপরিবৃঢ়ঃ ॥
গৃহে সম্মার্জ্জন্যা পরিগলিতবীর্য্যং হি চিকুরং,
সমূলং মধ্যাহ্নে বিতরতি চিতায়াং কুজদিনে।
সমুচ্চার্য্য প্রেম্না মনুমপি সকৃৎ কালি সততং,
গজারূঢ়ো যাতি ক্ষিতিপরিবৃঢ়ঃ সৎকবিবরঃ ॥
স্বপুষ্পৈরাকীর্ণং কুসুমধনুষো মন্দিরমহো,
পুরো ধ্যায়ন্ ধ্যায়ন্ যদি জপতি ভক্তস্তব মনুম্।
স গন্ধর্ব্বশ্রেণীপতিরপি কবিত্বামৃতনদী-
নদীনঃ পর্য্যন্তে পরমপদলীনঃ প্রভবতি ॥
ত্রিপঞ্চারে পীঠে শবশিবহৃদি স্মেরবদনাং,
মহাকালেনোচ্চৈর্ম্মদনরসলাবণ্যনিরতাম্।
সমাসক্তো নক্তং স্বয়মপি রতানন্দনিরতো,
জনো যো ধ্যায়েত্ত্বামপি জননি স স্যাৎ স্মরহরঃ ॥
সলোমাস্থি স্বৈরং পললমপি মার্জ্জারমসিতে,
পরঞ্চৌষ্ট্রং মৈষং নরমহিষয়োশ্ছাগমপি বা।

বলিস্তে পূজায়ামপি বিতরতাং মর্ত্ত্যবসতাং,
সতাং সিদ্ধিঃ সর্ব্বা প্রতিপদমপূর্ব্বা প্রভবতি ॥
বশী লক্ষং মন্ত্রং প্রজপতি হবিষ্যাশনরতো,
দিবা মাতর্যুষ্মচ্চরণযুগলধ্যাননিপুণঃ।
পরং নক্তং নগ্নো নিধুবনবিনোদেন চ মনুং,
জপেল্লক্ষং স স্যাৎ স্মরহরসমানঃ ক্ষিতিতলে ॥
ইদং স্তোত্রং মাতস্তব মনুসমুদ্ধারণজনুঃ,
স্বরূপাখ্যং পাদাম্বুজযুগল-পূজাবিধিযুতম্।
নিশার্দ্ধং বা পূজাসময়মধি বা যস্তু পঠতি,
প্রলাপস্তস্যাপি প্রসরতি কবিত্বামৃতরসঃ ॥
কুরঙ্গাক্ষীবৃন্দং তমনুসরতি প্রেমতরলং,
বশস্তস্য ক্ষৌণীপতিরপি কুবের-প্রতিনিধিঃ।
রিপুঃ কারাগারং কলয়তি চ তং কেলিকলয়া,
চিরং জীবন্মুক্তঃ স ভবতি চ ভক্তঃ প্রতিজনু ॥

ইতি শ্রীমহাকালবিরচিতং শ্রীদক্ষিণ-কালিকয়াঃ স্বরূপাখ্যং স্তোত্রম্।

কালীকবচম্।

শ্রীভৈরব উবাচ।—কালিকা যা মহাবিদ্যা কথিতা ভুবি দুর্লভা।
তথাপি হৃদয়ে শল্যমস্তি দেবি কৃপাং কুরু ॥
কবচন্তু মহাদেবি কথয়স্বানুকম্পয়া।
যদি নো কথ্যতে মাতর্ব্বিমুঞ্চামি তদা তনুম্ ॥
শ্রীদেব্যুবাচ।—শঙ্কাপি জায়তে বৎস তব স্নেহাৎ প্রকাশিতম্।
ন বক্তব্যং ন দ্রষ্টব্যমতিগুহ্যতরং মহৎ ॥

কালিকা জগতাং মাতা শোকদুঃখবিনাশিনী।
বিশেষতঃ কলিযুগে মহাপাতকহারিণী॥
কালী মে পুরতঃ পাতু পৃষ্ঠতশ্চ কপালিনী।
কুল্লা মে দক্ষিণে পাতু কর্ণৌ চোগ্রপ্রভা মতা॥
বদনং পাতু মে দীপ্তা নীলা চ চিবুকং নদা।
ঘনা গ্রীবাং সদা পাতু বলাকা বাহুযুগ্মকম্॥
মাতা পাতু করদ্বন্দ্বং বক্ষো মুদ্রা সদাবতু।
মিতা পাতু স্তনদ্বন্দ্বং যোনিং মণ্ডলদেবতা॥
ব্রাহ্মী মে জঠরং পাতু নাভিং নারায়ণী তথা।
ঊরূ মাহেশ্বরী নিত্যং চামুণ্ডা পাতু লিঙ্গকম্॥
কৌমারী চ কটিং পাতু তথৈব জানুযুগ্মকম্।
অপরাজিতা পাদৌ মে বারাহী পাতু চাঙ্গুলীন্॥
সন্ধিস্থানং নারসিংহী পত্রস্থা দেবতাবতু।
রক্ষাহীনন্তু যৎ স্থানং বর্জ্জিতং কবচেন তু।
তৎ সর্ব্বং রক্ষ মে দেবি কালিকে ঘোরদক্ষিণে॥
ঊর্দ্ধমধস্তথা দিক্ষু পাতু দেবী স্বয়ং বপুঃ।
হিংস্রেভ্যঃ সর্ব্বদা পাতু সাধকঞ্চ জলাধিকাৎ।
দক্ষিণা কালিকা দেবী ব্যাপকত্বে সদাবতু॥
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যো জপেদ্দেবীদক্ষিণাম্।
ন পূজাফলমাপ্নোতি বিঘ্নস্তস্য পদে পদে॥
কবচেনাবৃতো নিত্যং যত্র তত্রৈব গচ্ছতি।
তত্র তত্রাভয়ং তস্য ন ক্ষোভং বিদ্যতে ক্বচিৎ॥

ইতি শ্রীকালীকুলসর্ব্বস্বে দক্ষিণকালিকাকবচম্।

গুরুস্তোত্রম্।

ওঁ নমস্তুভ্যং মহামন্ত্রদায়িনে শিবরূপিণে।
ব্রহ্মজ্ঞানপ্রকাশায় সংসারদুঃখতারিণে॥
অতিসৌম্যায় দিব্যায় বীরায়াজ্ঞানহারিণে।
নমস্তে কুলনাথায় কুলকৌলীন্যদায়িনে॥
শিবতত্ত্বপ্রবোধায় ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশিনে।
নমস্তে গুরবে তুভ্যং সাধকাভয়দায়িনে॥
অনাচারচারাভাব-বোধায় ভাবহেতবে।
ভাবাভাববিনির্ম্মুক্ত-মুক্তিদাত্রে নমো নমঃ॥
নমোঽস্তু শম্ভবে তুভ্যং দিব্যভাবপ্রকাশিনে।
জ্ঞানানন্দস্বরূপায় বিভবায় নমো নমঃ॥
শিবায় শক্তিনাথায় সচ্চিদানন্দরূপিণে।
কামরূপায় কামায় কামকেলিকলাত্মনে॥
কুলপূজোপদেশায় কুলাচারস্বরূপিণে।
আরক্তনিজতচ্ছক্তি-সমভাগবিভূতয়ে।
নমস্তেঽস্তু মহেশায় নমস্তেঽস্তু নমো নমঃ॥
ইদং স্তোত্রং পঠেন্নিত্যং সাধকো গুরুদিঙ্মুখঃ।
প্রাতরুত্থায় দেবেশি ততো বিদ্যা প্রসীদতি।

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রোক্তং গুরুস্তোত্রম্।

গুরুকবচম্।

শ্রীদেব্যুবাচ।—ভূতনাথ মহাদেব কবচং তস্য মে ব
গুরুদেবস্য দেবস্য সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মস্বরূপিণঃ॥

ঈশ্বর উবাচ।—অথাতঃ কথয়ামীশে কবচং মোক্ষদায়কম্।
যস্য জ্ঞানং বিনা দেবি ন সিদ্ধির্ন চ সদ্গতিঃ॥
ব্রহ্মাদয়োঽপি গিরিজে সর্ব্বত্র যাজিনঃ স্মৃতাঃ।
অস্য প্রসাদাৎ সকলা বেদাগমপুরঃসরাঃ॥
কবচস্যাস্য দেবেশি ঋষির্বিষ্ণুরুদাহৃতঃ।
ছন্দো বিরাড়্ দেবতা চ গুরুদেবঃ স্বয়ং শিবঃ॥
চতুর্ব্বর্গজ্ঞানমার্গে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
সহস্রারে মহাপদ্মে কর্পূরধবলো গুরুঃ॥
বামোরুস্থিতশক্তির্যঃ সর্ব্বত্র পরিরক্ষতু।
পরমাখ্যো গুরুঃ পাতু শিরস্তু মম বল্লভে॥
পরাপরাখ্যো নাসাং মে পরমেষ্ঠী মুখং সদা।
কণ্ঠং মম সদা পাতু প্রহ্লাদানন্দনাথকঃ॥
বাহু দ্বৌ সনকানন্দঃ কুমারানন্দ এব চ।
বশিষ্ঠানন্দনাথশ্চ হৃদয়ং পাতু সর্ব্বদা॥
ক্রোধানন্দঃ কটিং পাতু সুখানন্দঃ পদং মম।
ধ্যানানন্দশ্চ সর্ব্বাঙ্গং বোধানন্দশ্চ কাননে॥
সর্ব্বত্র গুরুবঃ পান্তু সর্ব্বে ঈশ্বররূপিণঃ।
ইতি তে কথিতং ভদ্রে কবচং পরমং শিবে॥
ভক্তিহীনে দুরাচারে দদ্যাচ্চেৎ মৃত্যুমাপ্নুয়াৎ।
অস্যৈব পঠনাদ্দেবি ধারণাৎ শ্রবণাৎ প্রিয়ে॥
জায়তে মন্ত্রসিদ্ধিশ্চ কিমন্যৎ কথয়ামি তে।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ শিখায়াং বীরবন্দিতে॥
ধারণান্নাশয়েৎ পাপং গঙ্গায়াং কল্মষং যথা।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা যদি মন্ত্রং জপেৎ প্রিয়ে॥

তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং কৃত্বা গুরুর্যাতি সুনিশ্চিতম্।
শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন॥
ইতি কঙ্কালমালিনীতন্ত্রে গুরুকবচম্॥

স্ত্রীগুরুস্তোত্রম্।

শ্রীদেব্যুবাচ।—স্তুতিঞ্চ কবচং নাথ শ্রোতুমিচ্ছামি সাম্প্রতম্।
শ্রীগুরোঃ কবচং স্তোত্রং পুরা প্রাক্তং ত্বয়া প্রভো॥
ইদানীং স্ত্রীগুরোস্তোত্রং কবচং ময়ি কথ্যতাম্।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥
শ্রীশিব উবাচ।—শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি স্তোত্রং পরমগোপনম্।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ সংসারান্মুচ্যতে নরঃ॥
নমস্তে দেবদেবেশি নমস্তে হরপূজিতে।
ব্রহ্মবিদ্যাস্বরূপায়ৈ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
যয়া চক্ষুরুন্মীলিতং তস্যৈ স্ত্রীগুরবে নমঃ॥
ভববন্ধনপারস্য তারিণী জননী পরা।
জ্ঞানদা মোক্ষদা নিত্যা তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
শ্রীনাথবামভাগস্থা সদয়া সুরপূজিতা।
সদা বিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
সহস্রারে মহাপদ্মে সদানন্দস্বরূপিণী।
মহামোক্ষপ্রদা দেবী তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
ব্রহ্মবিষ্ণুস্বরূপা চ মহারুদ্রস্বরূপিণী।
ত্রিগুণাত্মস্বরূপা চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপা চ মদাঘূর্ণিতলোচনা।
স্বনাথঞ্চ সমালিঙ্গ্য তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুশিবত্বাদি-জীবন্মুক্তিপ্রদায়িনী।
জ্ঞানবিজ্ঞানদাত্রী চ তস্যৈ নিত্যং নমো নমঃ॥
ইদং স্তোত্রং মহেশানি যঃ পঠেৎ ভক্তিসংযুতঃ।
স সিদ্ধিং লভতে নিত্যং সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
প্রাতঃকালে পঠেদ্‌যস্তু গুরুপূজা-পুরঃসরম্।
স এব ধন্যো লোকেষু দেবীপুত্র ইব ক্ষিতৌ॥

ইতি মাতৃকাভেদতন্ত্রে স্ত্রীগুরোঃ স্তোত্রম্॥

স্ত্রীগুরুকবচম্।

শ্রীসদাশিব উবাচ।—স্ত্রীগুরুকবচস্যাস্য সদাশিব-ঋষিঃ স্মৃতঃ।
তবাখ্যা দেবতা খ্যাতা চতুর্ব্বর্গফলপ্রদা॥
ক্লীং-বীজং চক্ষুষোর্ম্মধ্যে সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু।
ঐং-বীজং মে মুখং পাতু হ্রীং জিহ্বাং পরিরক্ষতু॥
শ্রীং-বীজং স্কন্ধদেশং মে হসখফ্রেং ভুজদ্বয়ম্।
হকারঃ কণ্ঠদেশং মে সকারঃ ষোড়শং দলম্।
ক্ষবর্ণস্তদধঃ পাতু লকারো হৃদয়ং মম॥
বকারঃ পৃষ্ঠদেশঞ্চ রকারো দক্ষপার্শ্বকম্।
যুঙ্কারো বামপার্শ্বঞ্চ সকারো মেরুমেব চ॥
হকারো মে দক্ষভুজং ক্ষকারো বামহস্তকম্।
মকারশ্চাঙ্গুলিং পাতু লকারো মে নখং বতু॥
বকারো মে নিতম্বঞ্চ রকারো জঠরং বতু।
যীঙ্কারঃ পাদযুগলং হে সৌঃ সর্ব্বাঙ্গমেব চ॥

হে সৌঃ লিঙ্গঞ্চ লোমানি কেশঞ্চ পরিরক্ষতু।
ঐং-বীজং পাতু পূর্ব্বে মে হ্রীং-বীজং দক্ষিণেঽবতু॥
শ্রীং-বীজং পশ্চিমে পাতু উত্তরে ভূত-সম্ভবম্।
শ্রীং পাতু অগ্নিকোণে চ বেদাখ্যা নৈঋর্তেঽবতু॥
দেব্যম্বা পাতু বায়ব্যাং শম্ভৌ শ্রীপাদুকা তথা।
পূজয়ামি তথা চোর্দ্ধং নমশ্চাধঃ সদাবতু॥
ইতি তে কথিতং কান্তে কবচং পরমাদ্ভুতম্।
গুরুমন্ত্রং জপিত্বা তু কবচং প্রপঠেদ্‌যদি॥
স সিদ্ধঃ সগণঃ সোঽপি শিব এব ন সংশয়ঃ।
পূজাকালে পঠেদ্‌যস্তু কবচং যন্ত্রবিগ্রহম্॥
পূজাফলং ভবেত্তস্য সত্যং সত্যং সুরেশ্বরি।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি স সিদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ॥
ভূর্জ্জে বিলিখিতঞ্চৈব স্বর্ণস্থং ধারয়েদ্‌যদি।
তস্য দর্শনমাত্রেণ বাদিনো নিষ্প্রভাং গতাঃ॥
বিবাদে জয়মাপ্নোতি রণে চ নিঋর্তেঃ সমঃ।
সভায়াং জয়মাপ্নোতি মম তুল্যো ন সংশয়ঃ॥
সহস্রারে ভাবয়ন্ তাং ত্রিসন্ধ্যং প্রপঠেদ্‌যদি।
স এব সিদ্ধো লোকেষু নির্ব্বাণপদমীয়তে॥
সমস্তমঙ্গলং নাম কবচং পরমাদ্ভুতম্।
যস্মৈ কস্মৈ ন দাতব্যং ন প্রকাশ্যং কদাচন॥
দেয়ং শিষ্যায় শান্তায় চান্যথা পতনং ভবেৎ।
অভক্তেভ্যশ্চ দেবেশি পুত্রেভ্যোঽপি ন দর্শয়েৎ॥
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা দশবিদ্যাঞ্চ যো জপেৎ।
স নাপ্নোতি ফলং তস্য চান্তে চ নরকং ব্রজেৎ॥

সমাপ্তং কবচং দেবি কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি।
তব স্নেহানুবন্ধেন কিং ময়া ন প্রকাশিতম্॥
ইতি মাতৃকাভেদতন্ত্রে স্ত্রীগুরুকবচম্॥

বাণীস্তোত্রম্।

যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ।—কৃপাং কুরু জগন্মাতর্মামেব হততেজসম্।
গুরুশাপাৎ স্মৃতিভ্রষ্টং বিদ্যাহীনঞ্চ দুঃখিতম্॥
জ্ঞানং দেহি স্মৃতিং দেহি বিদ্যাং বিদ্যাধিদেবতে।
প্রতিষ্ঠাং কবিতাং দেহি শক্তিং শিষ্যপ্রবোধিকাম্॥
গ্রন্থকর্ত্তৃকশক্তিঞ্চ সৎশিষ্যং সুপ্রতিষ্ঠিতম্।
প্রতিভাং সৎসভায়াঞ্চ বিচারক্ষমতাং শুভাম্॥
লুপ্তং সর্ব্বং দৈববশাৎ নবীভূতং পুনঃ কুরু।
যথাঙ্কুরং ভস্মনি চ করোতি দেবতা পুনঃ॥
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতীরূপা সনাতনী
সর্ব্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং শশ্বদ্‌জীবন্মৃতং সদা।
জ্ঞানাধিদেবী যা তস্যৈ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ॥
যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং মূকমুন্মত্তবৎ সদা।
বাগধিষ্ঠাতৃদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ॥
হিমচন্দনকুন্দেন্দু-কুমুদাম্ভোজসন্নিভা।
বর্ণাধিদেবী যা তস্যৈ চাক্ষরায়ৈ নমো নমঃ॥
বিসর্গবিন্দুমাত্রাসু যদধিষ্ঠানমেব চ।
তদধিষ্ঠাত্রী যা দেবী ভারত্যৈ তে নমো নমঃ॥
যয়া বিনাত্র সংখ্যাকৃৎ সংখ্যাকর্ত্তুং ন শক্যতে।
কালসংখ্যাস্বরূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ॥

ব্যাখ্যাস্বরূপা যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
ভ্রমসিদ্ধান্তরূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ॥
স্মৃতিশক্তির্জ্ঞানশক্তির্বুদ্ধিশক্তিস্বরূপিণী।
প্রতিভা-কল্পনাশক্তির্যা চ তস্যৈ নমো নমঃ॥
সনৎকুমারো ব্রহ্মাণং জ্ঞানং পপ্রচ্ছ যত্র বৈ।
বভূব জড়বৎ সোঽপি সিদ্ধান্তং কর্ত্তুমক্ষমঃ॥
তদা জগাম ভগবানাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরঃ॥
উবাচ সততং স্তোত্রং বাণীমিতি প্রজাপতিম্।
স চ তুষ্টাব তাং ব্রহ্মা চাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ॥
চকার তৎপ্রসাদেন তদা সিদ্ধান্তমুত্তমম্।
যদাপ্যনন্তং পপ্রচ্ছ জ্ঞানমেকং বসুন্ধরা॥
বভূব মূকবৎ সোঽপি সিদ্ধান্তং কর্ত্তুমক্ষমঃ।
তদা ত্বাঞ্চ স তুষ্টাব সংত্রস্তঃ কশ্যপাজ্ঞয়া॥
ততশ্চকার সিদ্ধান্তং নির্ম্মলং ভ্রমভঞ্জনম্।
ব্যাসঃ পুরাণসূত্রঞ্চ পপ্রচ্ছ বাল্মীকিং যদা॥
মৌনীভূতঃ স সস্মার ত্বামেব জগদম্বিকাম্।
তদা চকার সিদ্ধান্তং মদ্বরেণ মুনীশ্বরঃ॥
সংপ্রাপ নির্ম্মলং জ্ঞানং প্রমাদধ্বংসকারণম্।
পুরাণসূত্রং শ্রুত্বা স ব্যাসঃ কৃষ্ণকুলোদ্ভবঃ॥
ত্বাং সিষেব স দধ্যৌ চ শতবর্ষঞ্চ পুষ্করে।
তদা ত্বত্তো বরং প্রাপ্য স কবীন্দ্রো বভূব হ।
তদা বেদবিভাগঞ্চ পুরাণঞ্চ চকার হ॥
যদা মহেন্দ্রঃ পপ্রচ্ছ তত্ত্বজ্ঞানং শিবা শিবম্।
ক্ষণং ত্বামেব সংচিন্ত্য তস্যৈ জ্ঞানং দদৌ বিভুঃ॥

পপ্রচ্ছ শব্দশাস্ত্রঞ্চ মহেন্দ্রশ্চ বৃহস্পতিম্।
দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ স ত্বাং দধ্যৌ চ পুষ্করে॥
তদা ত্বত্তো বরং প্রাপ্য দিব্যং বর্ষসহস্রকম্।
উবাচ শব্দশাস্ত্রঞ্চ তদর্থঞ্চ সুরেশ্বরম্॥
অধ্যাপিতাশ্চ যৈঃ শিষ্যা যৈরধীতং মুনীশ্বরৈঃ।
তে চ ত্বাং পরিসংচিন্ত্য প্রবর্ত্তন্তে সুরেশ্বরি॥
ত্বং সংস্তুতা পূজিতা চ মুনীন্দ্রমনুমানবৈঃ।
দৈত্যেন্দ্রৈশ্চ সুরৈশ্চাপি ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাদিভিঃ॥
জড়ীভূতঃ সহস্রাস্যঃ পঞ্চবক্ত্রশ্চতুর্ম্মুখঃ।
যাং স্তোতুং কিমহং স্তৌমি তামেকাস্যেন মানবঃ॥
ইত্যুক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চ ভক্তিনম্রাত্মকন্ধরঃ।
প্রণনাম নিরাহারো রুরোদ চ মুহুর্মুহুঃ॥
তদা জ্যোতিঃস্বরূপা সা তেনাদৃষ্টাপ্যুবাচ তম্।
সুকবীন্দ্রো ভবেত্যুক্ত্বা বৈকুণ্ঠঞ্চ জগাম সঃ॥
যাজ্ঞবল্ক্যকৃতং বাণী-স্তোত্রং যঃ সংযতঃ পঠেৎ।
সুকবীন্দ্রো মহাবাগ্মী বৃহস্পতিসমো ভবেৎ॥
মহামূর্খশ্চ দুর্ম্মেধো বর্ষমেকঞ্চ যঃ পঠেৎ।
স পণ্ডিতশ্চ মেধাবী সুকবিশ্চ ভবেদ্ধ্রুবম্॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-
নারদসংবাদে যাজ্ঞবল্ক্যোক্তবাণীস্তোত্রম্॥

সরস্বতীকবচম্।

ব্রহ্মোবাচ।—শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্ব্বকামদম্
শ্রুতিসারং শ্রুতিসুখং শ্রুত্যুক্তং শ্রুতিপূজিতম্॥

উক্তং কৃষ্ণেণ গোলোকে মহ্যং বৃন্দাবনে বনে।
রাসেশ্বরেণ বিভুনা রাসেন রাসমণ্ডলে॥
অতীব গোপনয়ীঞ্চ কল্পবৃক্ষসমং পরম্।
অশ্রুতাদ্ভুতমন্ত্রাণাং সমূহৈশ্চ সমন্বিতম্॥
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্‌ব্রহ্মন্‌ বুদ্ধিমাংশ্চ বৃহস্পতিঃ।
যদ্ধৃত্বা ভগবান্‌ শুক্রঃ সর্ব্বদৈত্যেষু পূজিতঃ॥
পঠনাদ্ধারণাদ্বাগ্মী কবীন্দ্রো বাল্মীকো মুনিঃ।
স্বায়ম্ভুবো মনুশ্চৈব যদ্ধৃত্বা সর্ব্বপূজিতঃ॥
কণাদো গৌতমঃ কণ্বঃ পাণিনিঃ শাকটায়নঃ।
গ্রন্থঞ্চকার যদ্ধৃত্বা দক্ষঃ কাত্যায়নঃ স্বয়ম্॥
কৃত্বা বেদবিভাগঞ্চ পুরাণান্যখিলানি চ।
চকার লীলামাত্রেণ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ম্॥
শাতাতপশ্চ সংবর্ত্তো বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ।
যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্‌গ্রন্থং যাজ্ঞবল্ক্যশ্চকার সঃ॥
ঋষ্যশৃঙ্গো ভরদ্বাজশ্চাস্তীকো দেবলস্তথা।
জৈগীষব্যোঽথ জাবালির্যদ্ধৃত্বা সর্ব্বপূজিতঃ॥
কবচস্যাস্য বিপেন্দ্র ঋষিরেষঃ প্রজাপতিঃ।
স্বয়ং বৃহস্পতিচ্ছন্দো দেবো রাসেশ্বরঃ প্রভুঃ॥
সর্ব্বতত্ত্বপরিজ্ঞান-সর্ব্বার্থসাধনেষু চ।
কবিতাসু চ সর্ব্বাসু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ওঁ হ্রীঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা শিরো মে পাতু সর্ব্বতঃ।
শ্রীং বাগ্দেবতায়ৈ স্বাহা ভালং মে সর্ব্বদাবতু॥
ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহেতি শ্রোত্রং পাতু নিরন্তরম্।
ওঁ শ্রীং হ্রীং ভারত্যৈ স্বাহা নেত্রযুগ্মং সদাবতু॥

ঐং হ্রীং বাগ্বাদিন্যৈ স্বাহা নাসাং মে সর্ব্বতোঽবতু।
হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা ওষ্ঠং সদাবতু॥
ওঁ শ্রীং হ্রীং ব্রাহ্ম্যৈ স্বাহেতি দন্তপংক্তীঃ সদাবতু।
ঐঁ ইত্যেকাক্ষরো মন্ত্রো মম কণ্ঠং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং হ্রীং পাতু মে গ্রীবাং স্কন্ধং মে শ্রীঁ সদাবতু।
শ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা বক্ষঃ সদাবতু॥
ওঁ হ্রীঁ বিদ্যাস্বরূপায়ৈ স্বাহা মে পাতু নাসিকাম্।
ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ বাণ্যৈ স্বাহেতি মম পৃষ্ঠং সদাবতু॥
ওঁ সর্ব্ববর্ণাত্মিকায়ৈ পাদযুগ্মং সদাবতু।
ওঁ রাগাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু॥
ওঁ সর্ব্বকণ্ঠবাসিন্যৈ স্বাহা প্রাচ্যাং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং জিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহাগ্নিদিশি রক্ষতু॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ সরস্বত্যৈ বুধজনন্যৈ স্বাহা।
সততং মন্ত্ররাজোঽয়ং দক্ষিণে মাং সদাবতু॥
ওঁ হ্রীং শ্রীং ত্র্যক্ষরো মন্ত্রো নৈঋর্ত্যাং মে সদাবতু।
কবিজিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহা মাং বারুণেঽবতু॥
ওঁ সদাম্বিকায়ৈ স্বাহা বায়ব্যে মাং সদাবতু।
ওঁ গদ্যপদ্যবাসিন্যৈ স্বাহা মামুত্তরেঽবতু॥
ওঁ সর্ব্বশাস্ত্রবাসিন্যৈ স্বাহৈশান্যাং সদাবতু।
ওঁ হ্রীং সর্ব্বপূজিতায়ৈ স্বাহা চোর্দ্ধ্বং সদাবতু॥
ওঁ হ্রীং পুস্তকবাসিন্যৈ স্বাহাধো মাং সদাবতু।
ওঁ গ্রন্থবীজরূপায়ৈ স্বাহা মাং সর্ব্বতোঽবতু॥
ইতি তে কথিতং বিপ্র সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।
ইদং বিশ্বজয়ং নাম কবচং ব্রহ্মরূপিণম্॥

পুরা শ্রুতং ধর্ম্মবক্ত্রাৎ পর্ব্বতে গন্ধমাদনে।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ॥
গুরুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ।
প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ কবচং ধারয়েৎ সুধীঃ॥
পঞ্চলক্ষজপেনৈব সিদ্ধন্ত কবচং ভবেৎ।
যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো বৃহস্পতিসমো ভবেৎ॥
মহাবাগ্মী কবীন্দ্রশ্চ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ।
শক্নোতি সর্ব্বং জেতুং সঃ কবচস্য প্রসাদতঃ॥
ইদং তে কাণ্বশাখোক্তং কথিতং কবচং মুনে।
স্তোত্রং পূজাবিধানঞ্চ ধ্যানঞ্চ বন্দনং তথা॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণনারদ-
সংবাদে সরস্বতীকবচম্॥

মহালক্ষ্মীস্তোত্রম্।

ইন্দ্র উবাচ।—নমঃ কমলবাসিন্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ।
কৃষ্ণপ্রিয়ায়ৈ সারায়ৈ পদ্মায়ৈ চ নমো নমঃ॥
পদ্মপত্রেক্ষণায়ৈ চ পদ্মাস্যায়ৈ নমো নমঃ।
পদ্মাসনায়ৈ পদ্মিন্যৈ বৈষ্ণব্যৈ চ নমো নমঃ॥
সর্ব্বসম্পৎস্বরূপায়ৈ সর্ব্বদাত্র্যৈ নমো নমঃ।
সুখদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ সিদ্ধিদায়ৈ নমো নমঃ॥
হরিভক্তিপ্রদাত্র্যৈ চ হর্ষদায়ৈ নমো নমঃ।
কৃষ্ণবক্ষঃস্থিতায়ৈ চ কৃষ্ণেশায়ৈ নমো নমঃ॥
কৃষ্ণশোভাস্বরূপায়ৈ রত্নপদ্মে চ শোভনে।
সম্পত্ত্যধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ মহাদেব্যৈ নমো নমঃ॥

শস্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ শস্যায়ৈ চ নমো নমঃ।
নমো বুদ্ধিস্বরূপায়ৈ বুদ্ধিদায়ৈ নমো নমঃ ॥
বৈকুণ্ঠে যা মহালক্ষ্মীর্লক্ষ্মীঃ ক্ষীরোদসাগরে।
স্বর্গলক্ষ্মীরিন্দ্রগেহে রাজলক্ষ্মীর্নৃপালয়ে ॥
গৃহলক্ষ্মীশ্চ গৃহিণাং গেহে চ গৃহদৈবতী।
সুরভিঃ সা গবাং মাতা দক্ষিণা যজ্ঞকামিনী ॥
অদিতির্দ্দেবমাতা ত্বং কমলা কমলালয়ে।
স্বাহা ত্বঞ্চ হবির্দ্দানে কব্যদানে স্বধা স্মৃতা ॥
ত্বং হি বিষ্ণুস্বরূপা চ সর্ব্বাধারা বসুন্ধরা।
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা ত্বং নারায়ণপরায়ণা ॥
ক্রোধহিংসাবর্জ্জিতা চ বরদা চ শুভাননা।
পরমার্থপ্রদা ত্বঞ্চ হরিদাস্যপ্রদা পরা ॥
জীবন্ম,তঞ্চ বিশ্বঞ্চ শবতুল্যং যয়া বিনা ॥
সর্ব্বেষাঞ্চ পরা মাতা সর্ব্ববান্ধবরূপিণী।
যয়া বিনা ন সংভাষ্যো বান্ধবৈর্ব্বান্ধবঃ সদা ॥
ত্বয়া হীনো বন্ধুহীনঃ ত্বয়া যুক্তঃ সবান্ধবঃ।
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং ত্বঞ্চ কারণরূপিণী ॥
যথা মাতা স্তনন্ধানাং শিশূনাং শৈশবে যথা।
তথা ত্বং সর্ব্বদা মাতা সর্ব্বেষাং সর্ব্ববিশ্বতঃ ॥
মাতৃহীনস্তনত্যক্তঃ স চেৎ জীবতি দৈবতঃ।
ত্বয়া হীনো জনঃ কোঽপি ন জীবত্যেব নিশ্চিতম্ ॥
সুপ্রসন্নস্বরূপা ত্বং মাং প্রসন্না ভবাম্বিকে।
বৈরিগ্রস্তঞ্চ বিষয়ং দেহি মহ্যং সনাতনি ॥

বয়ং যাবৎ ত্বয়া হীনা বন্ধুহীনাশ্চ ভিক্ষুকাঃ।
সর্ব্বসম্পত্তিহীনাশ্চ তাবদেব হরিপ্রিয়ে॥
রাজ্যং দেহি শ্রিয়ং দেহি বলং দেহি সুরেশ্বরি।
কীর্ত্তিং দেহি ধনং দেহি যশো মহ্যং চ দেহি মে॥
কামং দেহি মতিং দেহি ভোগান্ দেহি হরিপ্রিয়ে।
জ্ঞানং দেহি চ ধর্ম্মঞ্চ সর্ব্বসৌভাগ্যমীপ্সিতম্॥
প্রভাবঞ্চ প্রতাপঞ্চ সর্ব্বাধিকারমেব চ।
জয়ং পরাক্রমং যুদ্ধে পরমৈশ্বর্য্যমেব চ॥
ইত্যুক্ত্বা চ মহেন্দ্রশ্চ সর্ব্বৈঃ সুরগণৈঃ সহ।
প্রণনাম সাশ্রুনেত্রো মূর্দ্ধ্না চৈব পুনঃ পুনঃ॥
ব্রহ্মা চ শঙ্করশ্চৈব শেষো ধর্ম্মশ্চ কেশবঃ।
যযুর্দ্দেবাশ্চ সন্তুষ্টা স্বং স্বং স্থানঞ্চ নারদ॥
দেবী যযৌ হরেঃ ক্রোড়ং হৃষ্টা ক্ষীরোদশায়িনঃ।
যযতুশ্চৈব স্বগৃহং ব্রহ্মেশানৌ চ নারদ।
দত্ত্বা শুভাশিষং তৌ চ দেবেভ্যঃ প্রীতিপূর্ব্বকম্॥
ইদং স্তোত্রং মহাপুণ্যং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
কুবেরতুল্যঃ স ভবেৎ রাজরাজেশ্বরো মহান্॥
সিদ্ধস্তোত্রং যদি পঠেৎ সোঽপি কল্পতরুর্নরঃ।
পঞ্চলক্ষজপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্॥
সিদ্ধস্তোত্রং যদি পঠেৎ মাসমেকঞ্চ সংযতঃ।
মহাসুখী চ রাজেন্দ্রো ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-
নারদসংবাদে মহালক্ষ্মীস্তোত্রম্॥

লক্ষ্মীকবচম্।

অথ বক্ষ্যে মহেশানি কবচং সর্ব্বকামদম্।
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ ভবেৎ সাক্ষাৎ সদাশিবঃ॥
নার্চ্চনং তস্য দেবেশি মন্ত্রমাত্রং জপেন্নরঃ।
স ভবেৎ পার্ব্বতীপুত্রঃ সর্ব্বশাস্ত্রপুরস্কৃতঃ॥
বিদ্যার্থিনা সদা সেব্যা বিশেষে বিষ্ণুবল্লভা॥

অস্যাশ্চাতুরক্ষরী-বিষ্ণুবনিতায়াঃ কবচস্য শ্রীভগবান্ শিব-ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দো বাগ্ভবী দেবতা বাগ্ভবং বীজং লজ্জা শক্তী রমা কীলকং কামবীজাত্মকং কবচং মম সুপাণ্ডিত্য-কবিত্ব-সর্ব্বসিদ্ধিসমৃদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ।

ঐঁ-কারো মস্তকে পাতু বাগ্ভবী সর্ব্বসিদ্ধিদা।
হ্রীঁ পাতু চক্ষুষোর্ম্মধ্যে চক্ষুর্যুগ্মে চ শঙ্করী॥
জিহ্বায়াং মুখবৃত্তে চ কর্ণয়োর্গণ্ডয়োর্নসি।
ওষ্ঠাধরে দন্তপংক্তৌ তালুমূলে হনৌ পুনঃ।
পাতু মাং বিষ্ণুবনিতা লক্ষ্মীঃ শ্রীবর্ণরূপিণী॥
কর্ণযুগ্মে ভুজদ্বন্দ্বে স্তনদ্বন্দ্বে চ পার্ব্বতী।
হৃদয়ে মণিবন্ধে চ গ্রীবায়াং পার্শ্বয়োঃ পুনঃ।
সর্ব্বাঙ্গে পাতু কামেশী মহাদেবী সমুন্নতিঃ॥
ব্যুষ্টিঃ পাতু মহামায়া উৎকৃষ্টিঃ সর্ব্বদাবতু।
সন্ধিং পাতু সদা দেবী সর্ব্বত্র শম্ভুবল্লভা॥
বাগ্ভবী সর্ব্বদা পাতু পাতু মাং হরগেহিনী।
রমা পাতু সদা দেবী পাতু মায়া স্বরাট্ স্বয়ম্।
সর্ব্বাঙ্গে পাতু মাং লক্ষ্মীর্ব্বিষ্ণুমায়া সুরেশ্বরী॥

বিজয়া পাতু ভবনে জয়া পাতু সদা মম।
শিবদূতী সদা পাতু সুন্দরী পাতু সর্ব্বদা॥
ভৈরবী পাতু সর্ব্বত্র ভেরুণ্ডা সর্ব্বদাবতু।
ত্বরিতা পাতু মাং নিত্যং উগ্রতারা সদাবতু॥
পাতু মাং কালিকা নিত্যং কালরাত্রিঃ সদাবতু।
বনদুর্গা সদা পাতু কামাখ্যা সর্ব্বদাবতু॥
যোগিন্যঃ সর্ব্বদা পান্তু মুদ্রাঃ পান্তু সদা মম।
মাত্রাঃ পান্তু সদা দেব্যশ্চক্রস্থা যোগিনীগণাঃ॥
সর্ব্বত্র সর্ব্বকার্য্যেষু সর্ব্বকর্ম্মসু সর্ব্বদা।
পাতু মাং দেবদেবী চ লক্ষ্মীঃ সর্ব্বসমৃদ্ধিদা॥
ইতি তে কথিতং দিব্যং কবচং সর্ব্বসিদ্ধয়ে।
যত্র তত্র ন বক্তব্যং যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্॥
শঠায় ভক্তিহীনায় নিন্দকায় মহেশ্বরি।
ন্যূনাঙ্গে অতিরিক্তাঙ্গে দর্শয়েন্ন কদাচন।
ন স্তবং দর্শয়েদ্দিব্যং সংদর্শ্য শিবহা ভবেৎ॥
কুলীনায় মহোচ্ছ্রায় দুর্গাভক্তিপরায় চ।
বৈষ্ণবায় বিশুদ্ধায় দদ্যাৎ কবচমুত্তমম্॥
নিজশিষ্যায় শান্তায় ধনিনে জ্ঞানিনে তথা।
দদ্যাৎ কবচমিত্যুক্তং সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বিতম্॥
শনৌ মঙ্গলবারে চ রক্তচন্দনকৈস্তথা।
যাবকেন লিখেন্মন্ত্রং সর্ব্বতন্ত্রসমন্বিতম্॥
বিলিখ্য কবচং দিব্যং স্বয়ম্ভুকুসুমৈঃ শুভৈঃ।
স্বশুক্রৈঃ পরশুক্রৈশ্চ নানাগন্ধসমন্বিতৈঃ॥
গোরচনাকুঙ্কুমেন রক্তচন্দনকেন বা।

সুতিথৌ শুভযোগে বা শ্রবণায়াং রবের্দ্দিনে।
অশ্বিন্যাং কৃত্তিকায়াং বা ফল্গুন্যাং বা মঘাসু চ॥
পূর্ব্বভাদ্রপদাযোগে স্বাত্যাং মঙ্গলবাসরে।
বিলিখেৎ প্রপঠেৎ স্তোত্রং শুভযোগে সুরালয়ে॥
আয়ুষ্মৎ-প্রীতিযোগে চ ব্রহ্মযোগে বিশেষতঃ।
ইন্দ্রযোগে শুভযোগে শুক্রযোগে তথৈব চ।
কৌলবে বালবে চৈব বণিজে চৈব সত্তমঃ॥
শূন্যাগারে শ্মশানে বা বিজনে চ বিশেষতঃ।
কুমারীং পূজয়িত্বাদৌ যজেদ্দেবীং সনাতনীম্॥
মৎস্যমাংসৈঃ সোপকরণৈঃ পূপস্থৈর্বিশেষতঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়িত্বা চ পূজয়েৎ পরমেশ্বরীম্॥
আখেটকমুপাখ্যানং তত্র কুর্য্যাদ্দিনত্রয়ম্।
তদা ধরেন্মহারক্ষাং শঙ্করেণেতি ভাষিতম্॥
মারণদ্বেষণাদীনি লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
স ভবেৎ পার্ব্বতীপুত্রঃ সর্ব্বশাস্ত্রপুরস্কৃতঃ॥
গুরুর্দ্দেবো হরঃ সাক্ষাৎ পত্নী তস্য হরপ্রিয়া।
অভেদেন ভজেদ্যস্তু তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ॥
পঠতি য ইহ মর্ত্ত্যো নিত্যমার্দ্রান্তরাত্মা,
জপফলমনুমেয়ং লপ্স্যতে যদ্বিধেয়ম্।
স ভবতি পদমুচ্চৈঃ সম্পদাং পাদনম্র-
ক্ষিতিপমুকুটলক্ষ্মীর্লক্ষণানাং চিরায়॥

ইতি বিশ্বাসারতন্ত্রে লক্ষ্মীকবচম্॥

ভবান্যষ্টকম্।

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধুর্ন দাতা, ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা।
ন জায়া ন বিদ্যা ন বৃত্তির্মমৈব, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥
ভবাব্ধিপারে মহাদুঃখভীরৌ, পপাত প্রকামী প্রলোভী প্রমত্তঃ।
সংসারপাশপ্রবদ্ধঃ সদাহং, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥
ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং,ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥
ন জানামি পুণ্যং ন জানামি তীর্থং,ন জানামি মুক্তিং লয়ং বা কদাচিৎ।
ন জানামি ভক্তিং ব্রতং বাপি মাতর্গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥
কুকর্ম্মী কুসঙ্গী কুবুদ্ধিঃ কুদাসঃ, কুলাচারহীনঃ কদাচারলীনঃ।
কুদৃষ্টিঃ কুবাক্যপ্রবদ্ধঃ সদাহং, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥
প্রজেশং রমেশং মহেশং সুরেশং,দিনেশং নিশীথেশ্বরং বা কদাচিৎ।
ন জানামি চান্যৎ সদাহং শরণ্যে, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥
বিবাদে বিষাদে প্রমাদে প্রবাসে,জলে চানলে পর্ব্বতে শত্রুমধ্যে॥
অরণ্যে শরণ্যে সদা মাং প্রপাহি,গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥
অনাথো দরিদ্রো জরারোগযুক্তো, মহাক্ষীণদীনঃ সদা জাড্যবক্ত্রঃ।
বিপত্তৌ প্রবিষ্টঃ প্রণষ্টঃ সদাহং, গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

ইতি শঙ্করার্য্যবিরচিতং ভবান্যষ্টকম্॥

দুর্গাকবচম্।

শ্রীঈশ্বর উবাচ।—শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্ব্বসিদ্ধিদম্
পঠিত্বা ধারয়িত্বা চ নরো মুচ্যেত সঙ্কটাৎ॥

অজ্ঞাত্বা কবচং দেবি দুর্গামন্ত্রঞ্চ যো জপেৎ।
স নাপ্নোতি ফলং তস্য পরে চ নরকং ব্রজেৎ ॥
ইদং গুহ্যতমং দেবি কবচং তব কথ্যতে।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন সাবধানাবধারয় ॥
উমাদেবী শিরঃ পাতু ললাটং শূলধারিণী।
চক্ষুষী খেচরী পাতু কর্ণৌ চ দ্বারবাসিনী ॥
সুগন্ধা নাসিকাং পাতু বদনং সর্ব্বসাধিনী।
জিহ্বাঞ্চ চণ্ডিকা পাতু গ্রীবাংসৌ ভদ্রিকা তথা ॥
অশোকবাসিনী চেতো দ্বৌ বাহূ বজ্রধারিণী।
কণ্ঠং পাতু মহাবাণী জগন্মাতা স্তনদ্বয়ম্ ॥
হৃদয়ং ললিতা দেবী উদরং সিংহবাহিনী।
কটিং ভগবতী দেবী দ্বাবূরূ বিন্ধ্যবাসিনী।
মহাবলা চ জঙ্ঘে দ্বে পাদৌ ভূতলবাসিনী ॥
এবং স্থিতাসি দেবি ত্বং ত্রৈলোক্যরক্ষণাত্মিকে।
রক্ষ মাং সর্ব্বগাত্রেষু দুর্গে দেবি নমোঽস্তু তে ॥
ইত্যেতৎ কবচং দেবি মহাবিদ্যাফলপ্রদম্।
যঃ পঠেৎ প্রাতরুত্থায় সর্ব্বতীর্থফলং লভেৎ ॥
যো ন্যসেৎ কবচং দেহে তস্য বিঘ্নং ন কুত্রচিৎ।
ভূতপ্রেতপিশাচেভ্যো ভয়ন্তস্য ন বিদ্যতে ॥
রণে রাজকুলে বাপি সর্ব্বত্র বিজয়ী ভবেৎ।
সর্ব্বত্র পূজামাপ্নোতি দেবীপুত্র ইব ক্ষিতৌ ॥

ইতি কুব্জিকাতন্ত্রে দুর্গাকবচম্ ॥

মঙ্গলচণ্ডিকাস্তোত্রম্।

শ্রীশঙ্কর উবাচ।—রক্ষ রক্ষ জগন্মাতর্দ্দেবি মঙ্গলচণ্ডিকে।
হারিকে বিপদাং রাশিং হর্ষমঙ্গলকারিকে॥
হর্ষমঙ্গলদক্ষে চ শুভমঙ্গলচণ্ডিকে।
শুভে মঙ্গলদক্ষে চ শুভমঙ্গলচণ্ডিকে॥
মঙ্গলে মঙ্গলার্হে চ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গলে।
সতাং মঙ্গলদে দেবি সর্ব্বেষাং মঙ্গলালয়ে॥
পূজ্যা মঙ্গলবারে চ মঙ্গলাভীষ্টদৈবতে।
পূজ্যা মঙ্গলভূপস্য মনুবংশস্য সন্ততম্॥
মঙ্গলাধিষ্ঠাতৃদেবী মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলে।
সংসারমঙ্গলাধারে মোক্ষমঙ্গলদায়িনী॥
সারে চ মঙ্গলাধারে পারে চ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
প্রতিমঙ্গলবারে চ পূজ্যে চ মঙ্গলপ্রদে॥
স্তোত্রেণানেন শম্ভুশ্চ স্তুত্বা মঙ্গলচণ্ডিকাম্।
প্রতিমঙ্গলবারে চ পূজাং কৃত্বা গতঃ শিবঃ॥
দেব্যাশ্চ মঙ্গলস্তোত্রং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ।
তন্মঙ্গলং ভবেৎ শশ্বন্ন ভবেত্তদমঙ্গলম্॥
প্রথমে পূজিতা দেবী শিবেন সর্ব্বমঙ্গলা।
দ্বিতীয়ে পূজিতা দেবী মঙ্গলেন গ্রহেণ চ॥
চতুর্থে মঙ্গলবারে চ সুন্দরীভিশ্চ পূজিতা।
মঙ্গলে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষৈর্নরৈর্ম্মঙ্গলচণ্ডিকা॥
পূজিতা প্রতিবিশ্বেষু বিশ্বেশপূজিতা সদা।
ততঃ সর্ব্বত্র সংপূজ্যা সা বভূব সুরেশ্বরী॥

দেবাদিভিশ্চ মুনিভির্ম্মনুভির্মানবৈর্মুনে ।।
দেব্যাশ্চ মঙ্গলস্তোত্রং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ ।
তন্মঙ্গলং ভবেৎ শশ্বন্ন ভবেত্তদমঙ্গলম্ ।
বর্দ্ধতে তৎপুত্রপৌত্রমঙ্গলেষ্টং দিনে দিনে ।।
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে নারায়ণ-
নারদসংবাদে মঙ্গলচণ্ডিকা-স্তোত্রম্ ।।

বগলামুখীস্তোত্রম্ ।

চলৎকনককুণ্ডলোল্লসিত চারুগণ্ডস্থলীং,
লসৎকনকচম্পকদ্যুতিমদিন্দুবিম্বাননাম্ ।
গদাহতবিপক্ষকাং কলিতলোলজিহ্বাঞ্চলাং,
স্মরামি বগলামুখীং বিমুখসন্মনঃস্তম্ভিনীম্ ।।
পীযুষোদধিমধ্যচারুবিলসৎ-রক্তোৎপলে মণ্ডপে,
যৎসিংহাসনমৌলিপাতিত-রিপুপ্রেতাসনাধ্যাসিনীম্ ।
স্বর্ণাভাং করপীড়িতারিরসনাং ভ্রাম্যদ্গদাবিভ্রমাং,
ইত্থং ধ্যায়তি যান্তি তস্য সহসা সদ্যোঽথ সর্ব্বাপদঃ ।।
দেবি ত্বচ্চরণাম্বুজার্চ্চনকৃতে যঃ পীতপুষ্পাঞ্জলিং,
ভক্ত্যা বামকরে বিধায় চ মনুং মন্ত্রী মনোজ্ঞাক্ষরম্ ।
পীঠধ্যানপরোঽথ কুম্ভকবশাৎ বীজং স্মরেৎ পার্থিবং,
তস্যামিত্রমুখস্য বাচি হৃদয়ে জাড্যং ভবেৎ তৎক্ষণাৎ ।।
বাদী মূকতি রঙ্কতি ক্ষিতিপতির্বৈশ্বানরঃ শীততি,
ক্রোধী শাম্যতি দুর্জ্জনঃ সুজনতি ক্ষিপ্রানুগঃ খঞ্জতি ।
গর্ব্বী খর্ব্বতি সর্ব্ববিচ্চ জড়তি ত্বন্মন্ত্রিণা মন্ত্রিতঃ,
শ্রীনিত্যে! বগলামুখি! প্রতিদিনং কল্যাণি! তুভ্যং নমঃ ।।

মন্ত্রস্তাবদলং বিপক্ষদলনে স্তোত্রং পবিত্রঞ্চ তে,
যন্ত্রং বাদি নিয়ন্ত্রণং ত্রিজগতাং জৈত্রং তু চিত্রং নু তে।
মাতঃ! শ্রীবগলেতি নাম ললিতং যস্যাস্তি জন্তোর্মুখে,
তন্নাম-গ্রহণেন সংসদি মুখ-স্তম্ভো ভবেদ্‌বাদিনাম্‌॥
দুষ্টস্তম্ভনমুগ্রবিঘ্নশমনং দারিদ্র্যবিদ্রাবণং,
ভূভৃদ্‌ভূশমনং চলন্মৃগদৃশাং চেতঃ-সমাকর্ষণম্‌।
সৌভাগ্যৈকনিকেতনং মম দৃশঃ কারুণ্য-পূর্ণামৃতং,
মৃত্যোর্ম্মারণমাবিরস্তু পুরতো মাতস্ত্বদীয়ং বপুঃ॥
মাতর্ভঞ্জয় মে বিপক্ষবদনং জিহ্বাং চলাং কীলয়,
ব্রাহ্মীং মুদ্রয় নাশয়াশু ধীষণামুগ্রাং গতিং স্তম্ভয়।
শত্রূংশ্চূর্ণয় দেবি! তীক্ষ্ণগদয়া গৌরাঙ্গি! পীতাম্বরে,
বিঘ্নৌঘং বগলে! হর প্রণমতাং কারুণ্যপূর্ণেক্ষণে!॥
মাতর্ভৈরবি ভদ্রকালি বিজয়ে বারাহি বিশ্বাশ্রয়ে,
শ্রীবিদ্যে সময়ে মহেশি বগলে কামেশি রামে রমে।
মাতঙ্গি ত্রিপুরে পরাৎপরতরে স্বর্গাপবর্গপ্রদে!
দাসোঽহং শরণাগতঃ করুণয়া বিশ্বেশ্বরি! ত্রাহি মাম্‌॥
সংরম্ভে চৌরসঙ্ঘে প্রহরণসময়ে বন্ধনে ব্যাধিমধ্যে,
বিদ্যাবাদে বিবাদে প্রকুপিতনৃপতৌ দিব্যকালে নিশায়াম্‌
বশ্যে বা স্তম্ভনে বা রিপুবধসময়ে নির্জনে বা বনে বা,
গচ্ছংস্তিষ্ঠংস্ত্রিকালং যদি পঠতি শিবং প্রাপ্নুয়াদাশু ধীরঃ॥
নিত্যং স্তোত্রমিদং পবিত্রমিহ যো দেব্যাঃ পঠত্যাদরাৎ,
ধৃত্বা যন্ত্রমিদং তথৈব সময়ে বাহৌ করে বা গলে।
রাজানোঽপ্যরয়ো মদান্ধকরিণঃ সর্পা মৃগেন্দ্রাদিকা-
স্তে বৈ যান্তি বিমোহিতা রিপুগণা লক্ষ্মীঃ স্থিরাঃ সিদ্ধয়ঃ॥

ত্বং বিদ্যা পরমা ত্রিলোকজননী বিঘ্নৌঘসংচ্ছেদিনী,
যোষাকর্ষণকারিণী জনমনঃ-সন্দোহসন্দায়িনী।
স্তম্ভোৎসারণকারিণী পশুমনঃ-সম্মোহসন্দায়িনী,
জিহ্বা-কীলনভৈরবী বিজয়তে ব্রহ্মাদিমন্ত্রো যথা॥
বিদ্যাং লক্ষ্মীং সর্ব্বসৌভাগ্যমায়ুঃ,পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ সর্ব্বসাম্রাজ্যসিদ্ধিম্।
মানং ভোগো বশ্যমারোগ্য-সৌখ্যং,প্রাপ্তং তত্তদ্ভূতলেঽস্মিন্ নরেণ॥
যৎ কৃতং জপসন্নাহং গদিতং পরমেশ্বরি।
দুষ্টানাং নিগ্রহার্থায় তং গৃহাণ নমোঽস্তু তে॥
ব্রহ্মাস্ত্রমিতি বিখ্যাতং ত্রিষু লোকেষু দুর্ল্লভম্।
গুরুভক্তায় দাতব্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ॥
পীতাম্বরাং দ্বিভুজাঞ্চ ত্রিনেত্রাং গাত্রকোজ্জ্বলাম্।
শিলামুদ্গরহস্তাঞ্চ স্মরেত্তাং বগলামুখীম্॥
প্রাতর্ম্মধ্যাহ্নকালে স্তবপঠনমিদং কার্য্যসিদ্ধিপ্রদং স্যাৎ॥
ইতি রুদ্রযামলে শ্রীবগলামুখীস্তোত্রম্॥

জগদ্ধাত্রীস্তোত্রম্।

শ্রীশিব উবাচ। আধারভূতে চাধেয়ে ধৃতিরূপে ধুরন্ধরে।
ধ্রুবে ধ্রুবপদে ধীরে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে॥
শবাকারে শক্তিরূপে শক্তিস্থে শক্তিবিগ্রহে।
শাক্তাচারপ্রিয়ে দেবি জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে॥
জয়দে জগদানন্দে জগদেক-প্রপূজিতে।
জয় সর্ব্বগতে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে॥
পরমাণুস্বরূপে চ দ্ব্যণুকাদি-স্বরূপিণি।
স্থূলাতিসূক্ষ্মরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে॥

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে চ প্রাণাপানাদিরূপিণি।
ভাবাভাবস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে॥
কালাদিরূপে কালেশে কালাকালবিভেদিনি
সর্ব্বস্বরূপে সর্ব্বজ্ঞে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে॥
মহাবিঘ্নে মহোৎসাহে মহামায়ে বরপ্রদে।
প্রপঞ্চসারে সাধ্বীশে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে॥
অগম্যে জগতামাদ্যে মাহেশ্বরি বরাঙ্গনে।
অশেষরূপে রূপস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে॥
দ্বিসপ্তকোটিমন্ত্রাণাং শক্তিরূপে সনাতনি।
সর্ব্বশক্তিস্বরূপে চ জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে॥
তীর্থযজ্ঞতপোদান-যোগসারে জগন্ময়ি।
ত্বমেব সর্ব্বং সর্ব্বস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে॥
দয়ারূপে দয়াদৃষ্টে দয়ার্দ্রে দুঃখমোচিনি।
সর্ব্বাপত্তারিকে দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে॥
অগম্যধামধামস্থে মহাযোগীশ-হৃৎপুরে।
অমেয়ভাবকূটস্থে জগদ্ধাত্রি নমোঽস্তু তে॥

ইতি জগদ্ধাত্রীকল্পে জগদ্ধাত্রীস্তোত্রম্॥

তারাস্তোত্রম্।

মাতর্নীলসরস্বতি প্রণমতাং সৌভাগ্যসম্পৎপ্রদে,
প্রত্যালীঢ়পদস্থিতে শবহৃদি স্মেরাননাম্ভোরুহে।
ফুল্লেন্দীবরলোচনত্রয়যুতে কর্ত্রীং কপালোৎপলে,
খড়্গঞ্চাদধতী ত্বমেব শরণং ত্বামীশ্বরীমাশ্রয়ে॥

বাচামীশ্বরি ভক্তকল্পলতিকে সর্ব্বার্থসিদ্ধীশ্বরি,
গদ্য-প্রাকৃতপদ্যজাতরচনা-সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদে।
নীলেন্দীবরলোচনত্রয়যুতে কারুণ্যবারাং নিধে,
সৌভাগ্যামৃতবর্ষণেন কৃপয়া সিঞ্চ ত্বমস্মাদৃশম্॥
খর্ব্বে গর্ব্বসমূহপূরিততনো সর্পাদিবেশোজ্জ্বলে,
ব্যাঘ্রত্বক্-পরিবীত-সুন্দর-কটিব্যাধূতঘণ্টাঙ্কিতে।
সদ্যঃ কৃত্তগলদ্রজঃপরিলসন্মুণ্ডদ্বয়ীমূর্দ্ধজ-
গ্রন্থিশ্রেণিনৃমুণ্ডদামললিতে ভীমে ভয়ং নাশয়॥
মায়ানঙ্গবিকাররূপললনা বিন্দ্বর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিতে,
হুঁ-ফট্কারময়ী ত্বমেব শরণং মন্ত্রাত্মিকে মাদৃশঃ।
মূর্ত্তিস্তে জননি ত্রিধা সুঘটিতা স্থূলাতিসূক্ষ্মা পরা,
বেদানাং ন হি গোচরা কথমপি প্রাপ্তাং নু তামাশ্রয়ে॥
ত্বৎপাদাম্বুজসেবয়া সুকৃতিনো গচ্ছন্তি সাযুজ্যতাং,
তস্য শ্রীপরমেশ্বরি ত্রিনয়নব্রহ্মাদিসাম্যাত্মনঃ।
সংসারাম্বুধিমজ্জনে পটুতনূন্ দেবেন্দ্রমুখ্যান্ সুরান্,
মাতস্ত্বৎপদসেবনে হি বিমুখান্ কিং মন্দধীঃ সেবতে॥
মাতস্ত্বৎপদপঙ্কজদ্বয়রজোমুদ্রাঙ্ককোটিবিণ-
স্তে দেবা জয়সঙ্গরে বিজয়িনো নিঃশঙ্কমঙ্কে গতাঃ।
দেবোঽহং ভুবনে ন মে সম ইতি স্পর্দ্ধাং বহন্তঃ পরে,
তত্তুল্যাং নিয়তং যথা শুচিবরী নাশং ব্রজন্তী স্বয়ম্॥
ত্বন্নামস্মরণাৎ পলায়নপরা দ্রষ্টুঞ্চ শক্তা ন তে,
ভূতপ্রেতপিশাচরাক্ষসাগণা যক্ষাশ্চ নাগাধিপাঃ।
দৈত্যা দানবাশ্চ খচরা ব্যাঘ্রাদিকা জন্তবো,
ডাকিন্যঃ কুপিতান্তকাশ্চ মনুজং মাতঃ ক্ষণং ভূতলে॥

লক্ষ্মীঃ সিদ্ধিগণাশ্চ পাদুকমুখাঃ সিদ্ধাস্তথা বারিণাং,
স্তম্ভশ্চাপি রণাঙ্গনে গজঘটা-স্তম্ভস্তথা মোহনম্।
মাতস্ত্বৎপদসেবয়া খলু নৃণাং সিধ্যন্তি তে তেঁ গুণাঃ,
ক্রান্তিঃ কান্তমনোভবস্য ভবতি ক্ষুদ্রোঽপি বাচস্পতিঃ॥
তারাষ্টকমিদং পুণ্যং ভক্তিমান্ যঃ পঠেন্নরঃ।
প্রাতর্মধ্যাহ্নকালে চ সায়াহ্নে নিয়তঃ শুচিঃ।
লভতে কবিতাং দিব্যাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ভবেৎ॥
লক্ষ্মীমনশ্বরাং প্রাপ্য ভুক্ত্বা ভোগান্ যথেপ্সিতান্।
কীর্ত্তিং কান্তিঞ্চ নৈরুজ্যং সর্ব্বেষাং প্রিয়তাং ব্রজেৎ।
বিখ্যাতিং চাপি লোকেষু প্রাপ্যান্তে মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥

ইতি নীলতন্ত্রে তারাস্তোত্রম্॥

তারাকবচম্।

শ্রীঈশ্বর উবাচ। —কোটিতন্ত্রেষু গোপ্যা হি বিদ্যাতিভয়মোচনী।
দিব্যং হি কবচং তস্যাঃ শৃণুষ্ব সর্ব্বকামদম্॥

তারাকবচাস্যাক্ষোভ্য-ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো ভগবতী তারা দেবতা সর্ব্বমন্ত্রসিদ্ধিসমৃদ্ধয়ে বিনিয়োগঃ॥

প্রণবো মে শিরঃ পাতু ব্রহ্মরূপা মহেশ্বরী।
হ্রীঁ-কারঃ পাতু ললাটে বীজরূপা মহেশ্বরী॥
স্ত্রীং-কারঃ পাতু বদনে লজ্জারূপা মহেশ্বরী।
হুঁ-কারঃ পাতু হৃদয়ে তারিণী শক্তিরূপধৃক্॥
ফট্কারঃ পাতু সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি-ফলপ্রদা।
খর্ব্বা মাং পাতু দেবেশী গণ্ডযুগ্মে ভয়াপহা॥

লম্বোদরী সদা স্কন্ধ-যুগ্মে পাতু মহেশ্বরী।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতা কটী পাতু দেবী শবপ্রিয়া॥
পীনোন্নতস্তনী পাতু পার্শ্বযুগ্মে মহেশ্বরী।
রক্তবর্ত্তুলনেত্রা চ কটিদেশে সদাবতু॥
ললজ্জিহ্বা সদা পাতু নাভৌ মাং ভুবনেশ্বরী।
করালাস্যা সদা পাতু লিঙ্গে দেবী হরপ্রিয়া॥
পিঙ্গোগ্রৈকজটা পাতু জঙ্ঘায়াং বিঘ্ননাশিনী।
প্রেতখর্পরধরা দেবী জানুচক্রে মহেশ্বরী॥
নীলবর্ণা সদা পাতু জানুনী সর্ব্বদা মম।
নাগমুণ্ডধরা দেবী সর্ব্বাঙ্গং পাতু সর্ব্বদা॥
নাগাঙ্গদধরা দেবী পাতু প্রান্তরদেশতঃ।
চতুর্ভুজা সদা পাতু গমনে শত্রুনাশিনী॥
খড়্গহস্তা মহাদেবী পাতু মাং বিজয়প্রদা।
নীলাম্বরধরা দেবী পাতু মাং বিঘ্ননাশিনী॥
কর্ত্রীহস্তা সদা পাতু বিবাদে শত্রুমধ্যতঃ।
ব্রহ্মরূপধরা দেবী সংগ্রামে পাতু সর্ব্বদা॥
নাগনূপুরধরা দেবী ভোজনে পাতু সর্ব্বদা।
শবকর্ণা মহাদেবী শয়নে পাতু সর্ব্বদা॥
বীরাসনধরা দেবী নিদ্রায়াং পাতু সর্ব্বদা।
ধনুর্ব্বাণধরা দেবী পাতু মাং বিঘ্নসঙ্কুলে॥
নাগাঞ্চিতকটী পাতু দেবী মাং সর্ব্বকর্ম্মসু।
ছিন্নমুণ্ডধরা দেবী কাননে পাতু সর্ব্বদা॥
চিত্রামধ্যাস্থিতাদেবী মারণে পাতু সর্ব্বদা।
দ্বীপিচর্ম্মধরা দেবী পুত্রদারধনাদিষু॥

অলঙ্কারান্বিতা দেবী পাতু মাং হরবল্লভা।
রক্ষ রক্ষ নদীকূলে হুঁ-হুঁ-ফট্-সমন্বিতা॥
বীজরূপা মহাদেবী পর্ব্বতে পাতু সর্ব্বদা।
মণিধরি বজ্রিণি দেবী মহাপ্রতিসরে তথা॥
রক্ষ রক্ষ সদা হুঁ হুঁ ওঁ হ্রীং স্বাহা মহেশ্বরী।
পুষ্পকেতুরাজার্হতে কাননে পাতু মাং সদা॥
ওঁ হ্রীঁ বজ্রপুষ্পে ওঁ ফট্ প্রান্তরে সর্ব্বকামদা।
ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে পাতু পুত্রান্ মহেশ্বরী॥
হ্রূঁ স্বাহা-শক্তি-সংযুক্তা দারান্ রক্ষতু সর্ব্বদা।
ওঁ আং হ্রুং ফট্ স্বাহা মহেশানী পাতু দ্যূতে হরপ্রিয়া॥
ওঁ হ্রীঁ সর্ব্ববিঘ্নোৎসারিণী দেবী বিঘ্নানাং সর্ব্বতোঽবতু।
ওঁ স্বাহা পবিত্রবজ্রভূমে ওঁ ফট্-স্বাহা-সমন্বিতা॥
পৃথিব্যাং পাতু মাং দেবী সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী।
ওঁ আঃ সুরেখে হুঁ ফট্-স্বাহা-সমন্বিতা॥
পাতালে পাতু মাং দেবী নাগিনী নাগসংজ্ঞিকা।
হ্রীঙ্কারী পাতু মাং পূর্ব্বে শক্তিরূপা মহেশ্বরী।
স্ত্রীঙ্কারী দক্ষিণে পাতু বধূরূপা মহেশ্বরী।
হ্রূঁ-স্বরূপা মহাদেবী পাতু মাং ক্রোধরূপিণী।
ফলস্বরূপা মহামায়া পশ্চিমে পাতু সর্ব্বদা॥
উত্তরে পাতু মাং দেবী টস্বরূপা হরপ্রিয়া॥
মধ্যে মাং পাতু দেবেশী হ্রূঁ-স্বরূপা নাগাত্মিকা।
ত্বরিতা পাতু মাং দেবী সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী॥
নীলবর্ণা সদা পাতু সর্ব্বত্র বাগ্‌ভবী সদা।
ভবানী পাতু ভবনে সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদায়িনী॥

বিদ্যাদানরতা দেবী পাতু বক্ত্রে সরস্বতী।
শাস্ত্রে বাদে চ সংগ্রামে জলে চ বিষমে গিরৌ॥
ভীমরূপা সদা পাতু শ্মশানে ভয়নাশিনী।
ভূতপ্রেতালয়ে ঘোরে দুর্গা মাং ভীষণাবতু।
পাতু নিত্যং মহেশানি সর্ব্বত্র শিবদূতিকা॥
কবচস্য চ মাহাত্ম্যং নাহং বর্ষশতৈরপি।
শক্নোমি কথিতুং দেবি ভবেত্তস্য ফলঞ্চ যৎ॥
পুত্রদারার্থবন্ধূনাং সর্ব্বদেশে চ সর্ব্বদা।
ন বিদ্যতে ভয়ং তস্য নৃপপূজ্যো ভবেচ্চ সঃ॥
শুচির্ভূত্বাশুচির্ব্বাপি কবচং সর্ব্বকামদম্।
প্রপঠন্ বা স্মরন্মর্ত্ত্যো দুঃখশোকবিবর্জ্জিতঃ॥
সর্ব্বশাস্ত্রে মহেশানি কবিরাড়্ভবতি ধ্রুবম্।
সর্ব্ববাগীশ্বরো মর্ত্ত্যো লোকবশ্যো ধনেশ্বরঃ॥
রণে দ্যূতে বিবাদে চ জয়স্তস্য ভবেদ্ধ্রুবম্।
পুত্রপৌত্রান্বিতো মর্ত্ত্যো বিলাসী সর্ব্বযোষিতাম্॥
শত্রবো দাসতাং যান্তি সর্ব্বেষাং বল্লভঃ সদা।
গর্ব্বী খর্ব্বো ভবত্যেব বাদী স্খলতি দর্শনাৎ॥
মৃত্যুশ্চ বশতাং যাতি দাসাস্তস্যাবনীভুজঃ।
প্রসঙ্গাৎ কথিতং সর্ব্বং কবচং সর্ব্বকামদম্।
প্রপঠন্ বা স্মরন্ মর্ত্ত্যঃ শাপানুগ্রহণক্ষমঃ॥
আনন্দবৃন্দবন্ধূনামধিপঃ কবিরাড়্ভবেৎ।
সর্ব্ববাগীশ্বরো মর্ত্ত্যো লোকবশ্যঃ সদা সুখী॥
গুরোঃ প্রসাদমাসাদ্য বিদ্যাং প্রাপ্য সুগোপিতাম্।
তত্রাপি কবচং দেবি দুর্লভং ভুবনত্রয়ে॥

গুরুর্দ্দেবো হরঃ সাক্ষাৎ পত্নী তস্য হরপ্রিয়া।
অভেদেন যজেদ্‌যস্তু তস্য সিদ্ধিরদূরতঃ॥
মন্ত্রাচারা মহেশানি কথিতাঃ পূর্ব্বতঃ প্রিয়ে।
নভো জ্যোতিস্তথা রক্তং হৃদয়োপরি চিন্তয়েৎ॥
ঐশ্বর্য্যং সুকবিত্বঞ্চ মহাবাগীশ্বরো নরঃ।
নিত্যং তস্য মহেশানি মহিলাসঙ্গমঞ্চরেৎ॥
পঞ্চাচাররতো মর্ত্ত্যঃ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা।
শক্তিযুক্তো ভবেন্মর্ত্ত্যঃ সিদ্ধো ভবতি নান্যথা॥
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ যে দেবাঃ সুরসত্তমাঃ।
তং দৃষ্ট্বা সাধকং দেবি লজ্জাযুক্তা ভবন্তি তে॥
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে যে দেবাঃ সিদ্ধিদায়কাঃ।
প্রশংসন্তি সদা দেবি তং দৃষ্ট্বা সাধকোত্তমম্॥
বিঘ্নাত্মকাশ্চ যে দেবাঃ স্বর্গে মর্ত্ত্যে রসাতলে।
প্রশংসন্তি সদা সর্ব্বে তং দৃষ্ট্বা সাধকোত্তমম্॥
ইতি তে কথিতং দেবি ময়া সম্যক্ প্রকীর্ত্তিতম্।
ভুক্তিমুক্তিকরং সাক্ষাৎ কল্পবৃক্ষস্বরূপকম্॥
আসাদ্যাদ্যগুরুং প্রসাদ্য য ইদং কল্পদ্রুমালম্বনং,
মোহেনাপি মদেন বাপি রহিতো জাড্যেন মুহ্যত্যসৌ।
সিদ্ধোঽসৌ ভুবি সর্ব্বদুঃখবিপদাং পারং প্রয়াত্যন্তকো,
মিত্রং তস্য নৃপাশ্চ দেবি বিপদো নশ্যন্তি তস্যাশুভম্॥
তদ্‌গাত্রং প্রাপ্য শস্ত্রাণি ব্রহ্মাস্ত্রাদীনি বৈ ভুবি।
মাল্যানি কুসুমান্যেব ভবন্তি সুখদানি চ।
তস্য গেহে স্থিরা লক্ষ্মীর্ব্বাণীবক্ত্রে বসেদ্ধ্রুবম্॥
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা তারাং যো ভজতে নরঃ।

অল্পায়ুর্নির্ধনো মূর্খো ভবত্যেব ন সংশয়ঃ॥
লিখিত্বা ধারয়েদ্‌যস্তু কণ্ঠে বা মস্তকে ভুজে।
তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিঃ স্যাদ্‌যদ্‌যন্মনসি বর্ত্ততে॥
গোরোচনা-কুঙ্কুমেন রক্তচন্দনকেন বা।
যাবকৈর্ব্বা মহেশানি লিখেদ্‌যন্ত্রং সমাহিতঃ॥
অষ্টম্যাং মঙ্গলদিনে চতুর্দ্দশ্যামথাপি বা।
সন্ধ্যায়াং দেবদেবেশি লিখেদ্‌যন্ত্রং সমাহিতঃ॥
মঘায়াং শ্রবণায়াং বা রেবত্যাং বা বিশেষতঃ।
সিংহরাশৌ গতে চন্দ্রে কর্কটস্থে দিবাকরে।
মীনরাশৌ গুরৌ যাতি বৃশ্চিকস্থে শনৈশ্চরে॥
লিখিত্বা ধারয়িত্বা চ উত্তরাভিমুখো ভবন্।
শ্মশানে প্রান্তরে বাপি শূন্যাগারে বিশেষতঃ।
নিশায়াং যো লিখেদ্‌যন্ত্রং তস্য সিদ্ধিরচঞ্চলা॥
ভূর্জ্জপত্রে লিখেদ্‌যন্ত্রং গুরুণা চ মহেশ্বরি।
ধ্যানধারণযোগেন ধারয়েদ্‌যস্তু ভক্তিতঃ।
অচিরাত্তস্য সিদ্ধিঃ স্যান্নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
ইতি শ্রীরুদ্রযামলে তারাকবচম্॥

তুলসী-স্তোত্রম্।

ঈশ্বর উবাচ।—ইন্দ্রাদ্যৈঃ সকলৈর্দেবৈরর্চ্চিতাং সুরসুন্দরীম্।
ভক্তানাং বরদাং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীম্॥
নাদবিন্দুকলাতীতাং মুণ্ডমালাং তপস্বিনীম্।
বাসুদেব-রতাং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীম্॥

সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং বেদগর্ভাং মনোরমাম্।
যোগগম্যামহং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীম্॥
সুরাসুরবিশেষজ্ঞাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্।
ত্রিজগজ্জননীং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীম্॥
পদ্মহস্তাং পদ্মমুখীং পদ্মস্থাং পদ্মলোচনাম্।
লক্ষ্মীরূপামহং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিণীম্॥
সংক্রান্ত্যাঞ্চৈব পক্ষান্তে গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
যঃ পঠেৎ সংযতো ভূত্বা সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥
বিনা মন্ত্রং বিনা জপ্যং বিনা যজ্ঞং বিনা ক্রিয়াম্।
বিনা ধ্যানং বিনা তীর্থং সর্ব্বসিদ্ধিকরং ভবেৎ॥
ইদং গুরুকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি।
মুক্তিঃ করতলে তস্য মুক্তশ্চৈব ন সংশয়ঃ॥
ইতি মৎস্যসূক্তে ষোড়শপটলে তুলসী-স্তোত্রম্॥

শ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্।

গর্গ উবাচ।—হে কৃষ্ণ জগতাং নাথ ভক্তানাং ভয়ভঞ্জন।
প্রসন্নো ভব মামীশ দেহি দাস্যং পদাম্বুজে॥
ত্বৎপিত্রা মে ধনং দত্তং তেন কিং মে প্রয়োজনম্।
দেহি মে নিশ্চলাং ভক্তিং ভক্তানামভয়প্রদাম্॥
অণিমাদিষু সিদ্ধেষু যোগেষু মুক্তিষু প্রভো।
জ্ঞানতত্ত্বে চ তত্ত্বে বা কিঞ্চিন্নাস্তি স্পৃহা মম।
ইন্দ্রত্বে বা মনুত্বে বা স্বর্গভোগং ফলং চিরম্।
নাস্তি মে মনসো বাঞ্ছা ত্বৎপাদসেবনং বিনা॥

সালোক্যসার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমীপ্সিতম্।
নাহং গৃহ্লামি তে ব্রহ্মংস্ত্বৎপাদসেবনং বিনা ॥
গোলোকে বাপি পাতালে বাসে তুল্যং মনোরথম্।
কিন্তু তে চরণাম্ভোজে সন্ততং স্মৃতিরস্তু মে ॥
বেদাঙ্গং শঙ্করাৎ প্রাপ্য কতি-জন্মফলোদয়াৎ।
সর্ব্বজ্ঞোঽহং সর্ব্বদর্শী সর্ব্বত্র গতিরস্তি মে ॥
কৃপাং কুরু কৃপাসিন্ধো দীনবন্ধো পদাম্বুজে।
রক্ষ মামভয়ং দত্ত্বা মৃত্যুর্ম্মে কিং করিষ্যতি ॥
সর্ব্বেষামীশ্বরঃ শর্ব্বস্ত্বৎপাদাম্ভোজসেবয়া।
মৃত্যুঞ্জয়োঽন্তকারশ্চ বভূব যোগিনাং গুরুঃ ॥
ব্রহ্মা বিধাতা জগতাং ত্বৎপাদাম্ভোজসেবয়া।
যস্যৈকদিবসে ব্রহ্মন্ পতন্তীন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশঃ ॥
যৎপাদসেবয়া ধর্ম্মঃ সাক্ষী চ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
পাতা চ ফলদাতা চ জিত্বা কালং সুদুর্জ্জয়ম্ ॥
সহস্রবদনঃ শেষো যৎপাদপদ্মসেবয়া।
ধত্তে সিদ্ধার্থবদ্বিশ্বং শিরসা চৈব মেদিনীম্ ॥
সর্ব্বসম্পদ্বিধাত্রী চ যা দেবী যৎ পরাৎপরা।
করোতি সততং লক্ষ্মীঃ কেশৈস্ত্বৎপাদমার্জ্জনম্ ॥
প্রকৃতির্বীজরূপা সা সর্ব্বেষাং শক্তিরূপিণী।
স্মারং স্মারং ত্বৎপাদাব্জং বভূব ত্বৎপরাৎপরা ॥
পার্ব্বতী সর্ব্বদেবী সা সর্ব্বেষাং বুদ্ধিরূপিণী।
ত্বৎপাদসেবয়া কান্তং ললাভ শিবমীশ্বরম্ ॥
বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেবী যা জ্ঞানমাতা সরস্বতী।
পূজ্যা বভূব সর্ব্বেষাং ত্বৎপাদাম্ভোজসেবয়া ॥

সাবিত্রী বেদমাতা চ পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।
ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণানাঞ্চ গতিস্ত্বৎপাদসেবয়া ॥
ক্ষমা জগদ্বিধর্ত্তুঞ্চ রত্নগর্ভা বসুন্ধরা।
প্রসূতা সর্ব্বশস্যানাং ত্বৎপাদপদ্মসেবয়া ॥
রাধা বামাংশসম্ভূতা তব তুল্যা চ তেজসা।
স্থিত্বা বক্ষসি তে পাদং সেবতেঽন্যস্য কা কথা ॥
যথা শর্ব্বাদয়ো দেবা দেব্যঃ পদ্মাদয়ো যথা।
তৎসমং নাথ কুরু মামীশ্বরস্য সমা কৃপা ॥
ন যাস্যামি গৃহং নাথ ন গৃহ্ণামি ধনং তব।
কৃত্বা মাং রক্ষ পাদাব্জে সেবায়াং সেবকং রতম্॥
ইত্যুক্ত্বা চ সাশ্রুনেত্রঃ পপাত চরণং হরেঃ।
রুরোদ চ ভৃশং ভক্ত্যা পুলকাঙ্কিতবিগ্রহঃ ॥
গর্গস্য বচনং শ্রুত্বা জহাস ভক্তবৎসলঃ।
উবাচ তং স্বয়ং কৃষ্ণো ময়ি তে ভক্তিরস্ত্বিতি ॥
ইদং গর্গকৃতং স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
দৃঢ়াং ভক্তিং হরের্দাস্যং স্মৃতিঞ্চ লভতে ধ্রুবম্ ॥
জন্মমৃত্যুজরারোগ-শোকমোহাতিসঙ্কটাৎ।
তীর্ণো ভবতি শ্রীকৃষ্ণদাসঃ সেবনতৎপরঃ ॥
কৃষ্ণস্য ভবনং কালে কৃষ্ণসার্দ্ধং প্রমোদতে।
কদাপি ন ভবেত্তস্য বিচ্ছেদো হরিণা সহ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে গর্গকৃতশ্রীকৃষ্ণস্তোত্রম্॥

শ্রীকৃষ্ণকবচম্।

যোগনিদ্রা উবাচ।—দূরীভূতং কুরু ভয়ং ভয়ং কিন্তে হরৌ স্থিতে।
স্থিতায়াং ময়ি চ ব্রহ্মন্ সুখং তিষ্ঠ জগৎপতে॥
শ্রীহরিঃ পাতু তে বক্ত্রং মস্তকং মধুসূদনঃ।
শ্রীকৃষ্ণশ্চক্ষুষী পাতু নাসিকাং রাধিকাপতিঃ॥
কর্ণযুগ্মঞ্চ কণ্ঠঞ্চ কপালং পাতু মাধবঃ।
কপোলং পাতু গোবিন্দঃ কেশাংশ্চ কেশবঃ স্বয়ম্॥
অধরোষ্ঠৌ হৃষীকেশো দন্তপংক্তিং গদাগ্রজঃ।
রাসেশ্বরশ্চ রসনাং তালুকাং বামনোঽবতু॥
বক্ষঃ পাতু মুকুন্দস্তে জঠরং পাতু দৈত্যহা।
জনার্দ্দনঃ পাতু নাভিং পাতু বিষ্ণুশ্চ তে হনুম্॥
নিতম্বযুগ্মং গুহ্যঞ্চ পাতু তে পুরুষোত্তমঃ।
জানুযুগ্মং জানকীশঃ পাতু তে সর্ব্বদা বিভুঃ॥
হস্তযুগ্মং নৃসিংহশ্চ পাতু সর্ব্বত্র সঙ্কটে।
পাদযুগ্মং বরাহশ্চ পাতু বঃ সর্ব্বদা বিভুঃ॥
ঊর্দ্ধে নারায়ণঃ পাতু অধস্তাং কমলাপতিঃ।
পাতু পূর্ব্বে চ গোপালঃ পাতু বহ্নৌ দশাস্যহা॥
বনমালী পাতু যাম্যাং বৈকুণ্ঠঃ পাতু নৈর্ঋতে।
বারুণে বাসুদেবশ্চ পাতু তে জলজাসনঃ॥
পাতু তে সন্ততমজো বায়ব্যাং বিষ্টরশ্রবাঃ।
উত্তরে চ সদা পাতু চানন্তোঽনন্তকঃ স্বয়ম্॥
ঐশান্যামীশ্বরঃ পাতু সর্ব্বত্র পাতু শক্রজিৎ।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে নিদ্রায়াং পাতু রাঘবঃ॥

ইত্যেবং কথিতং ব্রহ্মন্ কবচং পরমাদ্ভুতম্।
কৃষ্ণেন কৃপয়া দত্তং স্মৃতেনৈব পুরা ময়া॥
শুম্ভেন সহ সংগ্রামে নির্লক্ষ্যে ঘোরদারুণে।
স্থিতেন গগনে সদ্যঃ প্রাপ্তিমাত্রেণ শক্তিতঃ।
কবচস্য প্রভাবেণ ধরণ্যাং পতিতো মৃতঃ।
পূর্ব্বং বর্ষশতং খে চ কৃত্বা যুদ্ধং ভয়াবহম্॥
মৃতে শুম্ভে চ গোবিন্দঃ কৃপয়া তু গলে মম।
মাল্যঞ্চ কবচং দত্ত্বা গোলোকং স জগাম হ॥
কল্পান্তরস্য বৃত্তান্তং কৃপয়া কথিতং মুনে।
আভ্যাং ভবভয়ং নাস্তি কবচস্য প্রভাবতঃ॥
কোটিশঃ কোটিশো নষ্টা ময়া দৃষ্টাশ্চ বেধসঃ।
অহঞ্চ হরিণা সার্দ্ধং কল্পে কল্পে স্থিরা সদা॥
ইত্যুক্ত্বা কবচং দত্ত্বা সান্তর্ধানং চকার হ।
নিঃশঙ্কো নাভিকমলে তস্থৌ স কমলোদ্ভবঃ।
সুবর্ণগুটিকায়াস্তু কৃত্বেদং কবচং পরম্।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ বধ্নীয়াৎ যঃ সুধীঃ সদা।
বিষাগ্নি-সর্প-শত্রুভ্যো ভয়ং তস্য ন বিদ্যতে।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে নিদ্রায়াং রক্ষতীশ্বরঃ॥
সংগ্রামে বজ্রপাতে চ বিপত্তৌ প্রাণসঙ্কটে।
কবচস্য বলাদেব সদ্যো নিঃশঙ্কতাং ব্রজেৎ॥
বদ্ধেদং কবচং কণ্ঠে শঙ্করস্ত্রিপুরং পুরা।
জঘান লীলামাত্রেণ দুরন্তমসুরেশ্বরম্॥
বদ্ধেদং কবচং কালী রক্তবীজং চখাদ সা।
সহস্রশীর্ষা ধৃত্বেদং বিশ্বং ধত্তে তিলং যথা॥

আবাং সনৎকুমারশ্চ ধর্ম্মসাক্ষী চ কর্ম্মণাম্ ।
কবচস্য প্রসাদেন সর্ব্বত্র জয়িনো বয়ম্ ॥
ন্যস্য নন্দশিশোঃ কণ্ঠে জগাম কবচং দ্বিজঃ ।
আত্মনঃ কবচং কণ্ঠে দধার চ স্বয়ং হরিঃ ॥
প্রভাবং কথিতং সর্ব্বং কবচস্য হরেস্তথা ।
অনন্তস্যাচ্যুতস্যৈব প্রভাবমতুলং মুনে ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মহাপুরাণে নারায়ণনারদসংবাদে
শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণকবচম্ ॥

নৃসিংহকবচম্ ।

নারদ উবাচ।—ইন্দ্রাদিদেববৃন্দেশ তাতেশ্বর জগৎপতে
মহাবিষ্ণোর্নৃসিংহস্য কবচং ব্রূহি মে প্রভো।
যস্য প্রপঠনাদ্বিদ্বান্ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ॥
ব্রহ্মোবাচ।—শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পুত্রশ্রেষ্ঠ তপোধন ।
কবচং নরসিংহস্য ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধম্ ॥
যস্য প্রপঠনাদ্বাগ্মী ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ ।
স্রষ্টাহং জগতাং বৎস পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ ॥
লক্ষ্মীর্জগত্রয়ং পাতি সংহর্ত্তা চ মহেশ্বরঃ ।
পঠনাদ্ধারণাদ্দেবা বভূবুশ্চ দিগীশ্বরাঃ ॥
ব্রহ্মমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে ভূতাদিবিনিবারকম্ ।
যৎপ্রসাদাদ্দুর্বাসাস্ত্রৈলোক্যবিজয়ী মুনিঃ ।
পঠনাদ্ধারণাদ্যস্য শাস্তা চ ক্রোধভৈরবঃ ॥
ত্রৈলোক্যবিজয়স্যাপি কবচস্য প্রজাপতিঃ ।
ঋষিশ্ছন্দশ্চ গায়ত্রী নৃসিংহো দেবতা বিভুঃ ॥

ক্ষ্রৌং বীজং মে শিরঃ পাতু চন্দ্রবর্ণো মহামনুঃ।
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্ব্বতোমুখম্।
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্॥
দ্বাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রো মন্ত্ররাজস্থুরদ্রুমঃ।
কণ্ঠং পাতু ধ্রুবং ক্ষ্রৌং হৃদ্ভগবতে চক্ষুষী মম॥
নরসিংহায় জ্বালামালিনে পাতু মস্তকম্।
দীপ্তদংষ্ট্রায় চ তথাগ্নি-নেত্রায় চ নাসিকাম্॥
সর্ব্বরক্ষোঘ্নায় সর্ব্বভূতবিনাশায় চ।
সর্ব্বজ্বরবিনাশায় দহ দহ ফট্ ফট্॥
রক্ষ রক্ষ সর্ব্বমন্ত্রং স্বাহা পাতু মুখং মম॥
তারাদি রামচন্দ্রায় নমঃ পায়াদ্গুদং মম।
ক্লীং পায়াৎ পার্শ্বযুগ্মঞ্চ তারং নমঃ পদং ততঃ॥
নারায়ণায় পার্শ্বঞ্চ আং হ্রীঁ ক্রোঁ ক্ষ্রৌঁ চ হুঁ ফট্।
ষড়ক্ষরঃ কটীং পাতু ওঁ নমো ভগবতে পদম্॥
বাসুদেবায় চ পৃষ্ঠং ক্লীঁ কৃষ্ণায় উরুদ্বয়ম্।
ক্লীঁ কৃষ্ণায় সদা পাতু জানুনী চ মনূত্তমঃ॥
ক্লীঁ গ্লৌঁ ক্লীঁ শ্যামলাঙ্গায় নমঃ পায়াৎ পদদ্বয়ম্।
ক্ষ্রৌঁ নরসিংহায় ক্ষ্রৌঞ্চ সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু॥
ইতি তে কথিতং বৎস সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।
তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ॥
গুরুপূজাং বিধায়াথ গৃহ্নীয়াৎ কবচং ততঃ।
সর্ব্বপুণ্যযুতো ভূত্বা সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ॥
শতমষ্টোত্তরঞ্চৈব পুরশ্চর্য্যাবিধিঃ স্মৃতঃ।
নৃহবনাদী দশাংশেন কৃত্বা সাধকসত্তমঃ॥

ততস্তু সিদ্ধকবচঃ পুণ্যাত্মা মদনোপমঃ।
স্পর্দ্ধামুদ্ধূয় ভবনে লক্ষ্মীর্ব্বাণীর্বসেত্ততঃ॥
পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্বা মূলেনৈব পঠেৎ সকৃৎ।
অপি বর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ॥
ভূর্জ্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্ণস্থাং ধারয়েদ্যদি।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ নরসিংহো ভবেৎ স্বয়ম্॥
যোষিদ্বামভুজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে করে।
বিভূয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্ব্বসিদ্ধিযুতো ভবেৎ॥
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ।
জন্মবন্ধ্যা নষ্টপুত্রা বহুপুত্রবতী ভবেৎ॥
কবচস্য প্রসাদেন জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
ত্রৈলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ॥
ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ রাক্ষসা দানবাশ্চ যে।
তং দৃষ্ট্বা প্রপলায়ন্তে দেশাদ্দেশান্তরং ধ্রুবম্॥
যস্মিন্ গেহে চ কবচং গ্রামে বা যদি তিষ্ঠতি।
তং দেশন্তু পরিত্যজ্য প্রয়ান্তি চাতিদূরতঃ॥

ইতি ব্রহ্মসংহিতায়াং ত্রৈলোক্যবিজয়ং নাম নৃসিংহকবচম্॥

শ্রীরামচন্দ্রস্তোত্রম্।

শ্রীহনূমানুবাচ।—তিরশ্চামপি রাজেতি সমবায়ং সমীয়ুষাম্।
যথা সুগ্রীবমুখ্যানাং যস্তমুগ্রং নমাম্যহম্॥
সকৃদেব প্রপন্নায় বিশিষ্টামৈরয়ৎ শ্রিয়ম্।
বিভীষণায়াব্ধিতটে যস্তং বীরং নমাম্যহম্॥

যো মহান্ পূজিতো ব্যাপী মহাব্ধেঃ করুণামৃতম্।
স্তুতং জটায়ুনা যশ্চ মহাবিষ্ণুং নমাম্যহম্॥
তেজসাপ্যায়িতা যস্য জ্বলন্তি জ্বলনাদয়ঃ।
প্রকাশতে স্বতন্ত্রো যস্তং জ্বলন্তং নমাম্যহম্॥
সর্ব্বতো মুখতো যেন লীলয়া দর্শিতা রণে।
রাক্ষসেশ্বরযোদ্ধানাং তং বন্দে সর্ব্বতোমুখম্॥
নৃভাবন্তু প্রপন্নানাং হিনস্তি চ তথা নৃষু।
সিংহঃ সত্বেম্বিবোৎকৃষ্টস্তং নৃসিংহং নমাম্যহম্॥
যস্মাদ্বিভ্যতি বাতার্ক-জ্বলনেন্দ্রাঃ সমৃত্যবঃ।
ভিয়ং ধিনোতি পাপানাং ভীষণং তং নমাম্যহম্॥
পরস্য যোগ্যতাপেক্ষা-রহিতো নিত্যমঙ্গলম্।
দদাত্যেব নিজৌদার্য্যাদ্যস্তং ভদ্রং নমাম্যহম্॥
যো মৃত্যুং নিজদাসানাং মারয়ত্যখিলেষ্টদম্।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদস্তঞ্চ মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্॥
যৎপাদপদ্মপ্রণতো ভবেদুত্তমপূরুষঃ।
তমীশং সর্ব্বদেবানাং নমনীয়ং নমাম্যহম্॥
আত্মভাবং সমুৎক্ষিপ্য দাস্যেনৈব রঘূদ্বহম্।
ভজেঽহং প্রত্যহং রামং সসীতং সহলক্ষ্মণম্॥
নিত্যং শ্রীরামভদ্রস্য কিঙ্করা যমকিঙ্করাঃ।
শিবময্যো দিশস্তস্য সিদ্ধয়স্তস্য দাসিকাঃ॥
ইদং হনুমতা প্রোক্তং মন্ত্ররাজাত্মকং স্তবম্।
পঠেদনুদিনং যস্তু স রামে ভক্তিমান্ ভবেৎ॥

ইতি হনুমৎকল্পে শ্রীরামচন্দ্রস্তোত্রম্॥

শ্রীরামকবচম্।

ধ্যাত্বা নীলোৎপলশ্যামং রামং রাজীবলোচনম্।
জানকীলক্ষ্মণোপেতং জটামুকুটমণ্ডিতম্॥
সাসিতূণধনুর্ব্বাণ-পাণিং নক্তঞ্চরান্তকম্।
স্বলীলয়া জগত্রাতুমাবির্ভূতমজং বিভুম্।
রামরক্ষাং পঠেৎ প্রাজ্ঞঃ পাপঘ্নীং সর্ব্বকামদাম্॥

অস্য শ্রীরামচন্দ্রকবচস্য বুধকৌশিকঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীরামচন্দ্রো দেবতা শ্রীরামচন্দ্রপ্রীত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ॥

ওঁ শিরো মে রাঘবঃ পাতু ভালং দশরথাত্মজঃ।
কৌশলেয়ো দৃশৌ পাতু বিশ্বামিত্রপ্রিয়ঃ শ্রুতী॥
ঘ্রাণং পাতু মখত্রাতা মুখং সৌমিত্রিবৎসলঃ।
জিহ্বাং বিদ্যানিধিঃ পাতু কণ্ঠং ভরতবন্দিতঃ॥
স্কন্ধৌ দিব্যায়ুধঃ পাতু ভুজৌ ভগ্নেশকার্ম্মুকঃ।
করৌ সীতাপতিঃ পাতু হৃদয়ং জামদগ্ন্যজিৎ॥
বক্ষঃ পাতু কবন্ধারিঃ স্তনৌ গীর্ব্বাণবন্দিতঃ।
পার্শ্বৌ কুলপতিঃ পাতু কুক্ষিমিক্ষ্বাকুনন্দনঃ॥
মধ্যং পাতু খরধ্বংসী নাভিং জাম্ববদাশ্রয়ঃ।
গুহ্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ পাতু পৃষ্ঠং পাতু রঘূত্তমঃ॥
সুগ্রীবেশঃ কটিং পাতু সক্থিনী হনুমৎপ্রভুঃ।
ঊরূ রঘূত্তমঃ পাতু রক্ষঃকুলবিনাশকৃৎ॥
জানুনী সেতুকৃৎ পাতু জঙ্ঘে দশমুখান্তকঃ।
পাদৌ বিভীষণশ্রীদঃ পাতু রামোঽখিলং বপুঃ॥

এতাং রামবলোপেতাং রক্ষাং যঃ সুকৃতিঃ পঠেৎ।
স চিরায়ুঃ সুখী পুত্রী বিজয়ী বিনয়ী ভবেৎ॥
পাতালভূতলব্যোম-চারিণশ্ছদ্মচারিণঃ।
ন দ্রষ্টুমপি শক্তাস্তে রক্ষিতং রামনামভিঃ॥
রামেতি রামভদ্রেতি রামচন্দ্রেতি বা স্মরন্।
নরো ন লিপ্যতে পাপৈর্ভুক্তিং মুক্তিঞ্চ বিন্দতি॥
জগজ্জৈত্রৈকমন্ত্রেণ রামনাম্নাভিরক্ষিতম্।
যঃ করে ধারয়েত্তস্য করস্থাঃ সর্ব্বসিদ্ধয়ঃ॥
ভূর্জ্জপত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং গন্ধচন্দনচর্চ্চিতাম্।
কৃত্বা বৈ ধারয়েদ্‌যস্তু সোঽভীষ্টং ফলমাপ্নুয়াৎ॥
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ।
বহ্বপত্যা জীববৎসা সা ভবেন্নাত্র সংশয়ঃ॥
বজ্রপঞ্জরনামেদং যো রামকবচং পঠেৎ।
অব্যাহতাজ্ঞঃ সর্ব্বত্র লভতে জয়মঙ্গলম্॥
আদিষ্টবান্ যথা স্বপ্নে রামরক্ষামিমাং হরিঃ।
তথা লিখিতবান্ প্রাতঃ প্রবুদ্ধো বুধকৌশিকঃ॥
ধন্বিনৌ বদ্ধনিস্ত্রিংশৌ কাকপক্ষধরৌ শুভৌ।
বীরৌ মাং পথি রক্ষেতাং তাবুভৌ রামলক্ষ্মণৌ॥
তরুণৌ রূপসম্পন্নৌ সুকুমারৌ মহাবলৌ।
পুণ্ডরীকবিশালাক্ষৌ চীরকৃষ্ণাজিনাম্বরৌ॥
ফলমূলাশিনৌ দান্তৌ তাপসৌ ব্রহ্মচারিণৌ।
পুত্রৌ দশরথস্যৈতৌ ভ্রাতরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥
শরণ্যৌ সর্ব্বসত্বানাং শ্রেষ্ঠৌ সর্ব্বধনুষ্মতাম্।
রক্ষঃকুলনিহন্তারৌ ত্রায়েতাং বো রঘূত্তমৌ॥

আত্তসজ্যধন্বুধাবিষুস্পৃশা রক্ষয়াশুগনিষঙ্গসঙ্গিনৌ।
রক্ষণায় মম রামলক্ষ্মণাবগ্রতঃ পথি সদৈব গচ্ছতাম্॥
সন্নদ্ধঃ কবচী খড়্গী চাপবাণধরো যুবা।
গচ্ছন্মনোরথঞ্চাস্মান্ রামঃ পাতু সলক্ষ্মণঃ॥
অগ্রতস্তু নৃসিংহো মে পৃষ্ঠতো গরুড়ধ্বজঃ।
পার্শ্বয়োস্তু ধনুষ্মন্তৌ সশরৌ রামলক্ষ্মণৌ॥
রামো দাশরথিঃ শূরো লক্ষ্মণানুচরো বলী।
কাকুৎস্থঃ পুরুষঃ পূর্ণঃ কৌশলেয়ো রঘূত্তমঃ॥
বেদান্তবেদ্যো যজ্ঞেশঃ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ।
জানকীবল্লভঃ শ্রীমানপ্রমেয়পরাক্রমঃ॥
দক্ষিণে লক্ষ্মণো ধন্বী বামে চ জানকী শুভা।
পুরতো মারুতির্যস্য তং নমামি রঘূত্তমম্॥
আপদামপহন্তারং দাতারং সর্ব্বসম্পদাম্।
গুণাভিরামং শ্রীরামং ভূয়ো ভূয়ো নমাম্যহম্॥
এতানি মম নামানি মদ্ভক্তো যঃ সদা স্মরেৎ।
অশ্বমেধাযুতং পুণ্যং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ॥
ইতি পদ্মপুরাণে বজ্রপঞ্জরনামাখ্যং শ্রীরামকবচম্॥

স্মরারিস্তোত্রম্।

পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং, গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম্।
জটাজূটমধ্যে স্ফুরদ্গাঙ্গবারিং, মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরারিম্॥
মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং, বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্।
বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নিত্রিনেত্রং, সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্॥

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং, গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপম্।
ভবং ভাস্বরং ভস্মনা ভূষিতাঙ্গং, ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত্রম্॥
শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্দ্ধমৌলে, মহেশান শূলিন্ জটাজূটধারিন্।
ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপ, প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ॥
পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং, নিরীহং নিরাকারমোঙ্কারবেদ্যম্।
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং, তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্॥
ন ভূমির্ন চাপো ন বহ্নির্ন বায়ুর্ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা।
ন গ্রীষ্মং ন শীতং ন দেশো ন বেশো,ন যস্যাস্তি মূর্ত্তিস্ত্রিমূর্ত্তিং তমীড়ে॥
অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং, শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্
তুরীয়ং তমঃ পারমাদ্যন্তহীনং, প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্॥
নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে, নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে।
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য, নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য॥
প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ, মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র।
শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে, ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ
শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে,গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেকস্ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোঽসি
ত্বত্তো জগদ্ভবতি দেব ভব স্মরারে, ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় বিশ্বনাথ।
ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ, লিঙ্গাত্মকে হর চরাচর বিশ্বরূপিন্॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিত-বেদসারাখ্য-স্মরারিস্তোত্রম্।

রুদ্রকবচম্।

বক্ষ্যামি রুদ্রকবচমাদ্যং প্রাণস্য রক্ষণম্।
অহোরাত্রং মহাদেব রক্ষার্থং দেবনির্ম্মিতম্।

ওঁ রুদ্রো মামগ্রতঃ পাতু পৃষ্ঠতঃ পাতু শঙ্করঃ।
কপর্দ্দী দক্ষিণে পাতু বামপার্শ্বে তথা হরঃ॥
শিবঃ শিরো মে চ পাতু ললাটে নীললোহিতঃ।
নেত্রয়োস্ত্র্যম্বকঃ পাতু মুখে পাতু মহেশ্বরঃ॥
কর্ণয়োর্নাসিকায়াঞ্চ জিহ্বায়াং শম্ভুরব্যয়ঃ।
শ্রীকণ্ঠস্ত গলে পাতু বাহ্বোঃ পাতু পিনাকধৃক্॥
হৃদয়ং মে মহাদেব ঈশ্বরস্ত তথোদরম্।
নাভৌ কুক্ষৌ কটিস্থানে পাতু সর্ব্বং প্রজাপতিঃ॥
উরু জানু মহাদেবঃ পাদৌ পাতু মহেশ্বরঃ।
সর্ব্বং রক্ষতু ভূতেশঃ সর্ব্বগাত্রাণি যত্নতঃ॥
পরশুং শূল-খট্টাঙ্গং দিব্যাস্ত্রং রৌদ্রমেব চ।
নমস্কারায় দেবেশং রক্ষ মাং জগদীশ্বরঃ॥
রক্ষোভ্যো গ্রহপীড়াভ্যো রোগশোকার্ণবেষু চ।
পাপেভ্যো নরকেভ্যশ্চ ত্রাহি মাং ভক্তবৎসল॥
জন্ম মৃত্যুর্জরা ব্যাধিঃ কামঃ ক্রোধঃ শমো দমঃ।
লোভমোহমদাশ্চাপি ত্যজন্তু ভুবনেশ্বর॥
ত্বং গতিস্ত্বং মতিশ্চৈব ত্বং বুদ্ধিস্ত্বং পরায়ণঃ।
কায়েন মনসা বাচা ত্বয়ি ভক্তির্দৃঢ়াস্ত মে॥
ইত্যেতদ্রুদ্রকবচং পঠতঃ পাপনাশনম্।
মহাদেবপ্রসাদেন দুর্ব্বাসঃপরিকীর্ত্তিতম্॥
ন তস্য পাপলেশোঽস্তি ভয়ং তস্য ন বিদ্যতে।
প্রাপ্নোতি সুখমারোগ্যং পুণ্যমাত্মপ্রবন্ধনম্॥
পুত্রার্থী লভতে পুত্রং ধনার্থী লভতে ধনম্।
বিদ্যার্থী লভতে বিদ্যাং মোক্ষার্থী মোক্ষমাপ্নুয়াৎ॥

দেহে চেদং হৃদি ন্যস্য শিবকল্পো ভবেন্নরঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো রুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥
ইতি স্কন্দপুরাণে রুদ্রকবচম্ ॥

বাণলিঙ্গস্তোত্রম্।

বাণলিঙ্গ মহাভাগ সংসারাৎ ত্রাহি মাং প্রভো!।
নমস্তে চোগ্ররূপায় নমস্তেঽব্যক্তযোনয়ে ॥
সংসারকারিণে তুভ্যং নমস্তে সূক্ষ্মরূপধৃক্!।
প্রমত্তায় মহেন্দ্রায় কালরূপায় বৈ নমঃ ॥
দহনায় নমস্তুভ্যং নমস্তে যোগকারিণে।
ভোগিনাং ভোগকর্ত্রে চ মোক্ষদাত্রে নমো নমঃ ॥
নমঃ কামাঙ্গনাশায় নমঃ কল্মষহারিণে।
নমো বিশ্বপ্রদাত্রে চ নমো বিশ্বস্বরূপিণে ॥
বাণস্য বরদাত্রে চ রাবণস্য বধায় চ।
রামস্যানুগ্রহার্থায় রাজ্যায় ভরতস্য চ ॥
মুনীনাং যোগদাত্রে চ রাক্ষসানাং ক্ষয়ায় চ।
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমো নমঃ ॥
ঐং দাহিকাশক্তিযুক্তায় মহামায়া-প্রিয়ায় চ।
ভক্ত-প্রিয়ায় সর্ব্বায় বৈরিণাং নিগ্রহায় চ ॥
পরিত্রাণায় যোগিনাং কৌলিকানাং প্রিয়ায় চ।
কুলাঙ্গনানাং নাথায় কুলচাররতায় চ ॥
কুল-ভক্তায় যোগায় নমো নারায়ণায় চ।
মধুপানপ্রমত্তায় যোগেশায় নমো নমঃ।
কুলনিন্দা-প্রণাশায় কৌলিকানাং সুখায় চ ॥

কুলযোগায় নিষ্ঠায় শুদ্ধায় পরমাত্মনে।
পরমাত্ম-স্বরূপায় লিঙ্গমূলাত্মকায় চ।
সর্ব্বেশ্বরায় সর্ব্বায় শিবায় নিগুর্ণায় চ॥
ইত্যেতৎ পরমং গুহ্যং বাণলিঙ্গস্য শঙ্কর।
যঃ পঠেৎ সাধকশ্রেষ্ঠো গাণপত্যং লভেত সঃ॥
স্তবস্যাস্য প্রসাদেন যোগী যোগিত্বমাপ্নুয়াৎ।
রাজ্যার্থিনাং ভবেদ্রাজ্যং ভোগিনাং ভোগ এব চ॥
সাধূনাং সাধনং দেব! কৌলিকানাং কুলং ভবেৎ।
যং যং কাময়তে মন্ত্রী তং তমাপ্নোতি লীলয়া॥
বাণলিঙ্গপ্রসাদেন সর্ব্বমাপ্নোতি নিশ্চিতম্।
কিমন্যৎ কথয়ামীহ সর্ব্বং জানাসি শঙ্কর॥
মহাভয়ে সমুৎপন্নে রাজদ্বারে কুলেশ্বর!।
দেশান্তর ভয়প্রাপ্তে দস্যু-চৌরাগ্নিসঙ্কুলে।
পঠনাৎ স্তবরাজস্য ন ভয়ং লভতে কচিৎ॥
বাণলিঙ্গস্য মাহাত্ম্যং সংক্ষেপাৎ কথিতং ময়া।
অস্য শ্রবণমাত্রেণ নরো মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ॥
বাণলিঙ্গং সদারাধ্যং যোগিনাং যোগসাধনে।
কৌলিকানাং কুলাচারে পশূনাং বৈরিনিগ্রহে॥
বেদজ্ঞানাং বেদপাঠে রোগিণাং রোগসংক্ষয়ে।
যো যো নারাধয়েদেনং সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং ভবেৎ॥

ইতি শ্রীযোগসারে সর্ব্বাগমোত্তমে হরপার্ব্বতী-
সংবাদে বাণলিঙ্গস্তোত্রম্॥

বটুকভৈরবস্তোত্রম্।

ওঁ নমো বটুকভৈরবায়।

কৈলাসশিখরাসীনং দেবদেবং জগদ্‌গুরুম্।
শঙ্করং পরিপপ্রচ্ছ পার্ব্বতী পরমেশ্বরম্॥
শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।—ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ সর্ব্বশাস্ত্রাগমাদিষু।
আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদং নৃণাম্॥
সর্ব্বেষাঞ্চৈব ভূতানাং হিতার্থং বাঞ্ছিতং ময়া।
বিশেষতস্তু রাজ্ঞাং বৈ শান্তিপুষ্টিপ্রসাধনম্॥
অঙ্গন্যাসকরন্যাস-বীজন্যাসসমন্বিতম্।
বক্তুমর্হসি দেবেশ মম হর্ষবিবর্দ্ধন॥
শ্রীভগবানুবাচ।—শৃণু দেবি মহামন্ত্রমাপদুদ্ধারহেতুকম্।
সর্ব্বদুঃখপ্রশমনং সর্ব্বশত্রুনিবর্হণম্॥
অপস্মারাদিরোগাণাং জ্বরাদীনাং বিশেষতঃ।
নাশনং স্মৃতিমাত্রেণ মন্ত্ররাজমিমং প্রিয়ে॥
গ্রহরাজভয়ানাঞ্চ নাশনং সুখবর্দ্ধনম্।
স্নেহাদ্বক্ষ্যামি তে মন্ত্রং সর্ব্বসারমিমং প্রিয়ে।
সর্ব্বকামার্থদং মন্ত্রং রাজভোগপ্রদং নৃণাম্॥
আপদুদ্ধারণং মন্ত্রং বক্ষ্যামীতি বিশেষতঃ।
প্রণবং পূর্ব্বমুচ্চার্য্য দেবীপ্রণবমুদ্ধরেৎ॥
বটুকায়েতি বৈ পশ্চাদাপদুদ্ধারণায় চ।
কুরুদ্বয়ং ততঃ পশ্চাদ্বটুকায় পুনঃ ক্ষিপেৎ।
দেবীপ্রণবমুদ্ধৃত্য মন্ত্রোদ্ধারমিমং প্রিয়ে॥

মন্ত্রোদ্ধারমিমং দেবি ত্রৈলোক্যস্যাপি দুর্লভম্।
অপ্রকাশ্যমিমং মন্ত্রঃ সর্ব্বশক্তিসমন্বিতম্॥
স্মরণাদেব মন্ত্রস্য ভূতপ্রেতপিশাচকাঃ।
বিদ্রবন্তি ভয়ার্ত্তা বৈ কালরুদ্রাদিব প্রজাঃ॥
পঠেদ্বা পাঠয়েদ্বাপি পূজয়েদ্বাপি পুস্তকম্।
নাগ্নিচৌরভয়ং তস্য গ্রহরাজভয়ং তথা।
ন চ মারীভয়ং তস্য সর্ব্বত্র সুখবান্ ভবেৎ॥
আয়ুরারোগ্যমৈশ্বর্য্যং পুত্রপৌত্রাদিসম্পদঃ।
ভবন্তি সততং তস্য পুস্তকস্যাপি পূজনাৎ॥
শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।—য এষ ভৈরবো নাম আপদুদ্ধারকো মতঃ।
ত্বয়া চ কথিতো দেব ভৈরবঃ কল্প উত্তমঃ॥
তস্য নামসহস্রাণি অযুতান্যর্ব্বুদানি চ।
সারমুদ্ধৃত্য তেষাং বৈ নামাষ্টশতকং বদ॥
শ্রীভগবানুবাচ।—যস্তু সংকীর্ত্তয়েদেতৎ সর্ব্বদুষ্টনিবর্হণম্।
সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি সাধকঃ সিদ্ধিমেব চ।
শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি ভৈরবস্য মহাত্মনঃ।
আপদুদ্ধারকস্যেহ নামাষ্টশতমুত্তমম্॥
সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং সর্ব্বাপদ্বিনিবারকম্।
সর্ব্বকামার্থদং দেবি সাধকানাং সুখাবহম্॥
দেহাঙ্গন্যাসনঞ্চৈব পূর্ব্বং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ।
ভৈরবং মূর্দ্ধ্নি বিন্যস্য ললাটে ভীমদর্শনম্॥
অক্ষোর্ভূতাশ্রয়ং ন্যস্য বদনে তীক্ষ্ণদর্শনম্।
ক্ষেত্রপং কর্ণয়োর্ম্মধ্যে ক্ষেত্রপালং হৃদি ন্যসেৎ॥
ক্ষেত্রাখ্যং নাভিদেশে তু কট্যাং সর্ব্বাঘনাশনম্।

ত্রিনেত্রমূর্দ্ধি বিন্যস্য জঙ্ঘয়ো রক্তপাণিকম্ ॥
পাদয়োর্দেবদেবেশং সর্ব্বাঙ্গে বটুকং ন্যসেৎ।
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা তদনন্তরমুত্তমম্ ॥
নামাষ্টশতকস্যাপি ছন্দোঽনুষ্টুবুদাহৃতম্।
বৃহদারণ্যকো নাম ঋষিশ্চ পরিকীর্ত্তিতঃ।
দেবতা কথিতা চেহ সদ্ভির্ব্বটুকভৈরবঃ ॥
ভৈরবো ভূতনাথশ্চ ভূতাত্মা ভূতভাবনঃ।
ক্ষেত্রদঃ ক্ষেত্রপালশ্চ ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষত্রিয়ো বিরাট্ ॥
শ্মশানবাসী মংসাশী খর্পরাশী মখান্তকৃৎ।
রক্তপঃ প্রাণপঃ সিদ্ধঃ সিদ্ধিদঃ সিদ্ধসেবিতঃ ॥
করালঃ কালশমনঃ কলাকাষ্ঠাতনুঃ কবিঃ।
ত্রিনেত্রো বহুনেত্রশ্চ তথা পিঙ্গললোচনঃ ॥
শূলপাণিঃ খড়্গপাণিঃ কঙ্কালী ধূম্রলোচনঃ।
অভীরুর্ভৈরবো ভীরুর্ভূতপো যোগিনীপতিঃ ॥
ধনদো ধনহারী চ ধনপঃ প্রতিভাববান্।
নাগহারো নাগকেশো ব্যোমকেশঃ কপালভৃৎ ॥
কালঃ কপালমালী চ কমনীয়ঃ কলানিধিঃ।
ত্রিলোচনো জ্বলন্নেত্রস্ত্রিশিখী চ ত্রিলোকপাৎ ॥
ত্রিবৃত্তনয়নো ডিম্ভঃ শান্তঃ শান্তজনপ্রিয়ঃ।
বটুকো বটুকেশশ্চ খট্বাঙ্গবরধারকঃ ॥
ভূতাধ্যক্ষঃ পশুপতির্ভিক্ষুকঃ পরিচারকঃ।
ধূর্ত্তো দিগম্বরঃ শৌরির্হরিণঃ পাণ্ডুলোচনঃ ॥
প্রশান্তঃ শান্তিদঃ শুদ্ধঃ শঙ্করপ্রিয়বান্ধবঃ।
অষ্টমূর্ত্তির্নিধীশশ্চ জ্ঞানচক্ষুস্তপোময়ঃ ॥

অষ্টাধারঃ কলাধারঃ সর্পযুক্তঃ শশীশিখঃ।
ভূধরো ভূধরাধীশো ভূপতির্ভূধরাত্মকঃ।
কঙ্কালধারী মুণ্ডী চ নাগযজ্ঞোপবীতবান্ ॥
জৃম্ভণো মোহনঃ স্তম্ভী মারণঃ ক্ষোভণস্তথা।
শুদ্ধনীলাঞ্জনপ্রখ্য-দেহো মুণ্ডবিভূষিতঃ ॥
বলিভুগ্বলিভূতাত্মা কামী কামপরাক্রমঃ।
সর্ব্বাপত্তারকো দুর্গো দুষ্টভূতনিষেবিতঃ ॥
কালঃ কলানিধিঃ কান্তঃ কামিনীবশকৃদ্বশী।
সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদো বৈদ্যঃ প্রভবিষ্ণুঃ প্রভাববান্ ॥
অষ্টোত্তরশতং নাম ভৈরবস্য মহাত্মনঃ।
ময়া তে কথিতং দেবি রহস্যং সর্ব্বকামদম্ ॥
য ইদং পঠতি স্তোত্রং নামাষ্টশতমুত্তমম্।
ন তস্য দুরিতং কিঞ্চিন্ন রোগেভ্যো ভয়ং তথা ॥
ন শত্রুভ্যো ভয়ং কিঞ্চিৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ কচিৎ।
পাতকানাং ভয়ং নৈব পঠেৎ স্তোত্রমনন্যধীঃ ॥
মারীভয়ে রাজভয়ে তথা চৌরাগ্নিজে ভয়ে।
ঔৎপাতিকে মহাঘোরে তথা দুঃস্বপ্নদর্শনে ॥
বন্ধনে চ মহাঘোরে পঠেৎ স্তোত্রং সমাহিতঃ।
সর্ব্বে প্রশমনং যান্তি ভয়াদ্ভৈরবকীর্ত্তনাৎ ॥
একাদশসহস্রৈস্তু পুরশ্চরণমুচ্যতে।
ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেদ্দেবি সংবৎসরমতন্দ্রিতঃ ॥
স সিদ্ধিং প্রাপ্নুয়াদিষ্টাং দুর্লভামপি মানুষঃ ॥
ষণ্মাসান্ ভূমিকামস্তু স জপ্ত্বা লভতে মহীম্।
রাজা শত্রুবিনাশায় জপেন্মাসাষ্টকং পুনঃ ॥

রাত্রৌ বারত্রয়ঞ্চৈব নাশয়ত্যেব শাত্রবান্ ।
জপেন্মাসত্রয়ং রাত্রৌ রাজানং বশমানয়েৎ ॥
ধনার্থী চ সুতার্থী চ দারার্থী যস্তু মানবঃ।
পঠেদ্বারত্রয়ং যদ্বা বারমেকং তথা নিশি ॥
ধনং পুত্রাংস্তথা দরান্ প্রাপ্নুয়ান্নাত্র সংশয়ঃ ॥
ভীতো ভয়াৎ প্রমুচ্যেত দেবি সত্যং ন সংশয়ঃ।
যান্ যান্ সমীহতে কামান্ তাংস্তানাপ্নোতি নিশ্চিতম্ ॥
অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
সুকুলীনায় শান্তায় ঋজবে দম্ভবর্জ্জিতে।
দদ্যাৎ স্তোত্রমিদং পুণ্যং সর্ব্বকামফলপ্রদম্ ॥
ধ্যানং বক্ষ্যামি দেবস্য যথা ধ্যাত্বা পঠেন্নরঃ ॥
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসম্ ।
অষ্টবাহুং ত্রিনয়নং চতুর্ব্বাহুং দ্বিবাহুকম্ ॥
ভুজঙ্গমেখলং দেবমগ্নিবর্ণশিরোরুহম্।
দিগম্বরং কুমারীশং বটুকাখ্যং মহাবলম্ ॥
খট্টাঙ্গমসিপাশঞ্চ শূলঞ্চৈব তথা পুনঃ ।
ডমরুঞ্চ কপালঞ্চ বরদং ভুজগস্তথা ॥
নীলজীমূতসঙ্কাশং নীলাঞ্জনচয়প্রভম্।
দংষ্ট্রাকরালবদনং নূপুরাঙ্গদসংকুলম্।
আত্মবর্ণসমোপেত-সারমেয়সমন্বিতম্ ॥
ধ্যাত্বা জপেৎ সুসংহৃষ্টঃ সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ ॥
এতৎ শ্রুত্বা ততো দেবী নামাষ্টশতমুত্তমম্।
ভৈরবায় প্রহৃষ্টাভূৎ স্বয়ঞ্চৈব মহেশ্বরী ॥

ইতি বিশ্বসারতন্ত্রে আপদুদ্ধারকল্পে বটুকভৈরবস্তবরাজঃ ॥

নবগ্রহস্তোত্রম্।

শ্রীনবগ্রহেভ্যো নমঃ।

জবাকুসুম-সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্ ॥
দধি-শঙ্খ-তুষারাভং ক্ষীরোদার্ণব-সম্ভবম্।
নমামি শশিনং ভক্ত্যা শম্ভোর্মুকুটভূষণম্ ॥
ধরণীগর্ভ-সম্ভূতং বিদ্যুৎপুঞ্জ-সমপ্রভম্।
কুমারং শক্তিহস্তঞ্চ লোহিতাঙ্গং নমাম্যহম্ ॥
প্রিয়ঙ্গু-কলিকা-শ্যামং রূপেণাপ্রতিমং বুধম্।
সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ সুতম্ ॥
দেবতানাং ঋষীণাঞ্চ গুরুং কনক-সন্নিভম্।
বন্দ্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্ ॥
হিম-কুন্দ-মৃণালাভং দৈত্যানাং পরমং গুরুম্।
সর্ব্বশাস্ত্রপ্রবক্তারং ভার্গবং প্রণমাম্যহম্ ॥
নীলাঞ্জনচয়প্রখ্যং রবিসূনুং মহাগ্রহম্।
ছায়ায়া গর্ভসম্ভূতং বন্দে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্ ॥
অর্দ্ধকায়ং মহাঘোরং চন্দ্রাদিত্য-বিমর্দ্দকম্।
সিংহিকায়াঃ সুতং রৌদ্রং তং রাহুং প্রণমাম্যহম্ ॥
পলালধূম-সঙ্কাশং তারাগ্রহবিমর্দ্দকম্।
রৌদ্রং রুদ্রাত্মজং ক্রূরং তং কেতুং প্রণমাম্যহম্ ॥
ব্যাসেনোক্তমিদং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ প্রণতঃ শুচিঃ ॥
দিবা বা যদি বা রাত্রৌ শান্তিস্তস্য ন সংশয়ঃ ॥

ঐশ্বর্য্যমতুলঞ্চাপি চারোগ্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
নরনারীপ্রিয়ত্বঞ্চ নিত্যং তস্যোপজায়তে॥
তস্করোঽগ্নির্যমো বায়ুর্যে চান্যে গ্রহপীড়কাঃ।
তে সর্ব্বে প্রশমং যান্তি ব্যাসো ব্রূয়ান্ন সংশয়ঃ॥
ইতি শ্রীব্যাসবিরচিতং নবগ্রহস্তোত্রম্॥

নবগ্রহকবচম্।

ব্রহ্মোবাচ।—শিরো মে পাতু মার্ত্তণ্ডঃ কপালং রোহিণীপতিঃ।
মুখমঙ্গারকঃ পাতু কণ্ঠঞ্চ শশিনন্দনঃ॥
বুদ্ধিং জীবঃ সদা পাতু হৃদয়ং ভৃগুনন্দনঃ।
জঠরঞ্চ শনিঃ পাতু জিহ্বাং মে দিতিনন্দনঃ॥
পাদৌ কেতুঃ সদা পাতু বারাঃ সর্ব্বাঙ্গমেব চ।
তিথয়োঽষ্টৌ দিশঃ পান্তু নক্ষত্রাণি বপুঃ সদা।
অংসৌ রাশিঃ সদা পাতু যোগাশ্চ স্থৈর্য্যমেব চ॥
গুহ্যং লিঙ্গং সদা পান্তু সর্ব্বে গ্রহাঃ শুভপ্রদাঃ।
অণিমাদীনি সর্ব্বাণি লভতে যঃ পঠেদ্ধ্রুবম্॥
এতাং রক্ষাং পঠেদ্‌যস্তু ভক্ত্যা সুপ্রয়তঃ সুধীঃ।
স চিরায়ুঃ সুখী পুত্রী রণে চ বিজয়ী ভবেৎ॥
অপুত্রো লভতে পুত্রং ধনার্থী ধনমাপ্নুয়াৎ।
দারার্থী লভতে ভার্য্যাং সুরূপাং সুমনোহরাম্॥
রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে কারাগারে বিশেষতঃ।
যঃ করে ধারয়েন্নিত্যং তস্য ভয়ং ন বিদ্যতে॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।

সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত কবচস্য চ ধারণাৎ ॥
নারী বামভুজে ধৃত্বা সুখৈশ্বর্য্যসমন্বিতা।
কাকবন্ধ্যা জন্মবন্ধ্যা মৃতবৎসা চ যা ভবেৎ।
বহ্বপত্যা জীববৎসা কবচস্য প্রসাদতঃ ॥
ইতি গ্রহযামলে উত্তরখণ্ডে নবগ্রহকবচম্ ॥

জগন্নাথস্তোত্রম্।

শ্রীজগন্নাথায় নমঃ।

কদাচিৎ কালিন্দীতটবিপিনসঙ্গীতকরবো,
মুদাভীরীনারীবদনকমলাস্বাদমধুপঃ।
রমাশম্ভুব্রহ্মাসুরপতিগণেশার্চ্চিতপদো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥
ভুজে সব্যে বেণুং শিরসি শিখিপুচ্ছং কটিতটে,
দুকূলং নেত্রান্তে সহচর-কটাক্ষং বিদধতে।
সদা শ্রীমদ্বৃন্দাবনবসতিলীলাপরিচয়ো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥
মহাম্ভোধেস্তীরে কনকরুচিরে নীলশেখরে,
বসন্ প্রাসাদান্তে সহজবলভদ্রেণ বলিনা।
সুভদ্রামধ্যস্থঃ সকলসুরসেবাবসরদো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥
কৃপাপারাবারঃ সজলজলদশ্রেণিরুচিরো,
রমাবাণীরামঃ স্ফুরদমলপদ্মেক্ষণমুখঃ।
সুরেন্দ্রৈরারাধ্যঃ শ্রুতিগণশিখাগীতচরিতো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥

রথারূঢ়ো গচ্ছন্ পথি মিলিতভূদেবপটলৈঃ,
স্তুতিপ্রাদুর্ভাবং প্রতিপদমুপাকর্ণ্য সদয়ঃ।
দয়াসিন্ধুর্বন্ধুঃ সকলজগতাং সিন্ধুসুতয়া,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥
পরব্রহ্মাপীড়ঃকুবলয়দলোৎফুল্লনয়নো,
নিবাসী নীলাদ্রৌ নিহিতচরণোঽনন্তশিরসি।
রসানন্দো রাধাসরসবপুরালিঙ্গনসুখো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥
ন বৈ যাচে রাজ্যং ন চ কনকমাণিক্যবিভবং,
ন যাচেঽহং রম্যাং সকলজনকাম্যাং বরবধূম্।
সদা কালে কালে প্রমথপতিনা গীতাচরিতো,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥
হর ত্বং সংসারং দ্রুততরমসারং সুরপতে,
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপরাং যাদবপতে।
অহো! দীনানাথং নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং,
জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥
জগন্নাথাষ্টকং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রয়তঃ শুচিঃ।
সর্ব্ব-পাপবিশুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥
ইতি চৈতন্যচন্দ্রমুখপদ্মবিনির্গতং শ্রীজগন্নাথষ্টকম্ ॥

ষষ্ঠী-স্তোত্রম্।

স্তোত্রং শৃণু মুনিশ্রেষ্ঠ সর্ব্বকামশুভাবহম্।
আজ্ঞাপ্রদঞ্চ সর্ব্বেষাং গূঢ়ং বেদেষু নারদ ॥

প্রিয়ব্রত উবাচ।--নমো দেব্যৈ মহাদেব্যৈ সিদ্ধ্যৈ শান্ত্যৈ নমো নমঃ।
শুভায়ৈ দেবসেনায়ৈ ষষ্ঠৈ দেব্যৈ নমো নমঃ॥
বরদায়ৈ পুত্রদায়ৈ ধনদায়ৈ নমো নমঃ।
সুখদায়ৈ মোক্ষদায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ॥
শক্তিষষ্ঠাংশরূপায়ৈ সিদ্ধায়ৈ চ নমো নমঃ।
মায়ায়ৈ সিদ্ধযোগিন্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ॥
সারায়ৈ সারদায়ৈ চ পারায়ৈ সর্ব্বকারিণ্যৈ।
বলাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ চ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ॥
কল্যাণদায়ৈ কল্যাণ্যৈ ফলদায়ৈ চ কর্ম্মণাম্।
প্রত্যক্ষায়ৈ চ ভক্তানাং ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ॥
পূজ্যায়ৈ স্কন্দকান্তায়ৈ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকর্ম্মসু।
দেবরক্ষণকারিণ্যৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ॥
শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপায়ৈ বন্দিতায়ৈ নৃণাং সদা।
হিংসাক্রোধবর্জ্জিতায়ৈ ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ॥
ধনং দেহি প্রিয়াং দেহি পুত্রং দেহি সুরেশ্বরি।
ধর্ম্মং দেহি যশো দেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ॥
দেহি ভূমিং প্রজাং দেহি বিদ্যাং দেহি সুপূজিতে।
কল্যাণঞ্চ জয়ং দেহি ষষ্ঠীদেব্যৈ নমো নমঃ॥
ইতি দেবীঞ্চ সংস্তূয় লেভে পুত্রং প্রিয়ব্রতম্।
যশস্বিনঞ্চ রাজেন্দ্রং ষষ্ঠীদেবী-প্রসাদতঃ॥
ষষ্ঠীস্তোত্রমিদং ব্রহ্মন্ যঃ শৃণোতি চ বৎসরম্।
অপুত্রো লভতে পুত্রং বরং সুচিরজীবিনম্॥
বর্ষমেকঞ্চ বা ভক্ত্যা সংস্তুত্যেদং শৃণোতি চ।
সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্তা মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে॥

বীরং পুত্রঞ্চ গুণিনং বিদ্যাবন্তং যশস্বিনম্ ।
সুচিরায়ুষ্মন্তমেব ষষ্ঠী-দেবী-প্রসাদতঃ ॥
কাকবন্ধ্যা চ যা নারী মৃতাপত্যা চ যা ভবেৎ ।
বর্ষং শ্রুত্বা লভেৎ পুত্রং ষষ্ঠীদেবী-প্রসাদতঃ ॥
রোগযুক্তে চ বালে চ পিতা মাতা শৃণোতি চেৎ ।
মাসঞ্চ মুচ্যতে বালঃ ষষ্ঠীদেবীপ্রসাদতঃ ॥

ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতিখণ্ডে ষষ্ঠীস্তোত্রম্ ॥

মনসা-স্তোত্রম্ ।

জরৎকারুর্জগৎগৌরী মনসা সিদ্ধযোগিনী ।
বৈষ্ণবী নাগভগিনী শৈবী নাগেশ্বরী তথা ॥
জরৎকারুপ্রিয়াস্তীক-মাতা বিষহরেতি চ ।
মহাজ্ঞানযুতা চৈব সা দেবী বিশ্বপূজিতা ॥
দ্বাদশৈতানি নামানি পূজাকালে চ যঃ পঠেৎ ।
তস্য নাগভয়ং নাস্তি তস্য বংশোদ্ভবস্য চ ॥
নাগভীতে চ শয়নে নাগগ্রস্তে চ মন্দিরে ।
নাগক্ষতে মহাদুর্গে নাগবেষ্টিতবিগ্রহে ।
ইদং স্তোত্রং পঠিত্বা তু মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥
নিত্যং পঠেদ্‌যস্তং দৃষ্ট্বা নাগবর্গঃ পলায়তে ।
দশলক্ষজপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাম্ ॥
স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেদ্‌যস্য স বিষং ভোক্তুমীশ্বরঃ ।

নাগৌঘং ভূষণং কৃত্বা স ভবেন্নাগবাহনঃ।
নাগাসনো নাগতল্পো মহাসিদ্ধো ভবেন্নরঃ॥
ইতি শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তে মনসাস্তোত্রম্॥

সূর্য্য-স্তোত্রম্।

শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

বশিষ্ঠ উবাচ।—স্তবংস্তত্র ততঃ শাম্বঃ কৃশো ধমনিসন্ততঃ।
রাজন্নামসহস্রেণ সহস্রাংশুং দিবাকরম্॥
খিদ্যমানন্তু তং দৃষ্ট্বা সূর্য্যঃ কৃষ্ণাত্মজং তদা।
স্বপ্নে তু দর্শনং দত্ত্বা পুনর্ব্বচনমব্রবীৎ॥
শ্রীসূর্য্য উবাচ।—শাম্ব শাম্ব মহাবাহো শৃণু জাম্ববতীসুত।
অলং নামসহস্রেণ পঠস্বেমং স্তবং শুভম্॥
যানি নামানি গুহ্যানি পবিত্রাণি শুভানি চ।
তানি তে কীর্ত্তয়িষ্যামি শ্রুত্বা বৎসাবধারয়॥
ওঁ বিকর্ত্তনো বিবস্বাংশ্চ মার্ত্তণ্ডো ভাস্করো রবিঃ।
লোকপ্রকাশকঃ শ্রীমান্ লোকচক্ষুর্গ্রহেশ্বরঃ॥
লোকসাক্ষী ত্রিলোকেশঃ কর্ত্তা হর্ত্তা তমিস্রহা।
তপনস্তাপনশ্চৈব শুচিঃ সপ্তাশ্ববাহনঃ॥
গভস্তিহস্তো ব্রহ্মা চ সর্ব্বদেব-নমস্কৃতঃ।
একবিংশতিরিত্যেষঃ স্তব ইষ্টঃ সদা মম॥
শ্রীরারোগ্যকরশ্চৈব ধনবৃদ্ধির্যশস্করঃ।
স্তবরাজ ইতি খ্যাতস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতঃ॥
য এতেন মহাবাহো দ্বে সন্ধ্যেঽস্তমনোদয়ে।
স্তৌতি মাং প্রণতো ভূত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

কায়িকং বাচিকঞ্চৈব মানসঞ্চৈব দুষ্কৃতম্।
একজপ্যেন তৎ সর্ব্বং প্রণশ্যতি মমাগ্রতঃ॥
এষ জপ্যশ্চ হোমশ্চ সন্ধ্যোপাসনমেব চ।
বলিমন্ত্রোঽর্ঘ্যমন্ত্রশ্চ ধূপমন্ত্রস্তথৈব চ॥
অন্নপ্রদানে স্নানে চ প্রণিপাতে প্রদক্ষিণে।
পূজিতোঽয়ং মহামন্ত্রঃ সর্ব্বব্যাধিহরঃ শুভঃ॥
এবমুক্ত্বা তু ভগবান্ ভাস্করো জগদীশ্বরঃ।
আমন্ত্র্য কৃষ্ণতনয়ং তত্রৈবান্তরধীয়ত॥
শাম্বোঽপি স্তবরাজেন স্তুত্বা সপ্তাশ্ববাহনম্।
পূতাত্মা নীরুজঃ শ্রীমান্ তস্মাদ্রোগাদ্বিমুক্তবান্॥

ইতি শ্রীশাম্বপুরাণে রোগাপনয়নে শ্রীসূর্য্যবক্ত্রবিনির্গত-স্তবরাজঃ।

সূর্য্যকবচম্।

শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

শ্রীশিব উবাচ।—সূর্য্যস্য কবচং দেবি শ্রূয়তাং প্রাণবল্লভে।
রোগমাত্রং ক্ষয়ং যস্মাৎ কবচাৎ সিদ্ধিরাশয়ঃ॥

অস্য শ্রীসূর্য্যকবচস্য কর্ণঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দো দিনেশো দেবতা দিনেশকবচপাঠে বিনিয়োগঃ॥

ওঁ আদিত্যো মে মুখং পাতু শিরঃ পাতু দিবাকরঃ।
বাহু পাতু তমোহন্তা হৃদয়ং পাতু ভাস্করঃ॥
পাদৌ পাতু মহাবীজং লিঙ্গং পাতু বধূর্মম।
উদরং পাতু হ্রীঁ বীজং মায়াশক্তিস্তথাক্ষিণী॥
ঘৃণি সূর্য্যো হি মন্ত্রং মে রক্ষাং কুর্য্যাচ্চ সর্ব্বতঃ।
চণ্ডবীজং প্রচণ্ডঞ্চ সততং পাতু মে যশঃ॥

ইন্দ্রবীজং ধরাবীজং বীজং বারুণমেব চ।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে রক্ষাং কুর্য্যাত্তু সর্ব্বতঃ॥
কামো বাণী রমা শ্যামা সর্ব্বাঙ্গং সূর্য্য এব চ।
রক্ষাং করোতু মে দেব সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ॥
ইত্যেতৎ কবচং দেবি সূর্য্যস্য প্রিয়কারণম্।
সর্ব্বরক্ষাকরং সাক্ষাৎ সর্ব্বরোগপ্রণাশনম্॥
রবিবারে শতাবৃত্তিং সংক্রান্ত্যাং সপ্তমীতিথৌ।
জবাপুষ্পৈঃ সমভ্যর্চ্চ্য সদ্যো রোগাৎ প্রমুচ্যতে॥
ধারয়েদ্দক্ষিণে হস্তে তস্য রোগো ন জায়তে।
ইতি শাম্ভবতন্ত্রে দেবেশ্বরীসংবাদে শ্রীসূর্য্যকবচম্॥

রাধাস্তোত্রম্।

স্তোত্রঞ্চ সামবেদোক্তং প্রপঠেদ্ভক্তিপূর্ব্বকম্।
রাধা রাসেশ্বরী রম্যা পরমা চ পরাত্মনঃ॥
রাসোদ্ভবা কৃষ্ণকান্তা কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা।
কৃষ্ণপ্রাণাধিদেবী চ মহাবিষ্ণুপ্রসূরপি॥
সর্ব্বথা বিষ্ণুমায়া চ সত্যা নিত্যা সনাতনী।
ব্রহ্মস্বরূপা পরমা নির্লিপ্তা নির্গুণা পরা॥
বৃন্দাবনেশা বিজয়া যমুনাতটবাসিনী।
গোলোকবাসিনী গোপী গোপীশা গোপমাতৃকা॥
সানন্দা পরমানন্দা নন্দনন্দনকামিনী।
বৃষভানুসুতা শান্তা কান্তা পূর্ণতমস্য চ॥
কাম্যা কলাবতীকন্যা তীর্থপূতা সতী শুভা।
সপ্তত্রিংশচ্চ নামানি বেদোক্তানি শুভানি চ।

সারভূতানি পুণ্যানি সর্ব্বনামসু নারদ॥
যঃ পঠেৎ সংযতঃ শুদ্ধো বিষ্ণুভক্তো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ইহ বৈ নিশ্চলাং লক্ষ্মীং লব্ধ্বা যাতি হরেঃ পদম্।
হরিভক্তিং হরের্দাস্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ॥
ভক্ত্যা লক্ষজপেনৈব স্তোত্রসিদ্ধির্ভবেদ্‌ধ্রুবম্।
স্তোত্রস্মরণমাত্রেণ জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ।
পদে পদেঽশ্বমেধস্য লভতে নিশ্চিতং ফলম্॥
কোটিজন্মার্জ্জিতাৎ পাপাৎ ব্রহ্মহত্যাশতাদপি।
স্তোত্রস্মরণমাত্রেণ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥
মৃতবৎসা কাকবন্ধ্যা মহাবন্ধ্যা প্রসূয়তে।
শৃণোতি বর্ষমেকং যা শুদ্ধা স্নিগ্ধান্নভোজিনী॥
শৃণোতি মাসমেকং যঃ সর্ব্বাভীষ্টং লভেন্নরঃ।
সামবেদোক্ত-স্তোত্রঞ্চ প্রোবাচ কমলোদ্ভবঃ॥
ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীরাধিকাস্তোত্রম্॥

রাধাকবচম্।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।—কৈলাসবাসিন্ ভগবন্ ভক্তানুগ্রহকারক।
রাধিকাকবচং পুণ্যং কথয়স্ব মম প্রভো॥
যদ্যস্তি করুণা নাথ ত্রাহি মাং দুঃখতো ভয়াৎ।
ত্বমেব শরণং নাথ শূলপাণে পিনাকধৃক্॥
শ্রীমহাদেব উবাচ।—শৃণুষ্ব গিরিজে তুভ্যং কবচং পূর্ব্বসূচিতম্।
সর্ব্বরক্ষাকরং পুণ্যং সর্ব্বহত্যাহরং পরম্॥
হরিভক্তিপ্রদং সাক্ষাৎ ভুক্তিমুক্তিপ্রসাধনম্।
ত্রৈলোক্যাকর্ষণং দেবি হরিসান্নিধ্যকারণম্॥

সর্ব্বত্র জয়দং দেবি সর্ব্বশক্রভয়াপহম্।
সর্ব্বেষ্মাঞ্চৈব ভূতানাং মনোবৃত্তিকরং পরম্॥
চতুর্দ্ধা মুক্তিজনকং সদানন্দকরং পরম্।
রাজস্য়াশ্বমেধানাং যজ্ঞানাং ফলদায়কম্॥
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা রাধামন্ত্রঞ্চ যো জপেৎ।
স নাপ্নোতি ফলং তস্য বিঘ্নস্তস্য পদে পদে॥
ঋষিরস্য মহাদেবোঽনুষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রকীর্ত্তিতম্।
রাধাস্য দেবতা প্রোক্তা রাং বীজং পরিকীর্ত্তিতম্॥
ধর্ম্মার্থকামমোক্ষেষু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
শ্রীরাধা মে শিরঃ পাতু ললাটং রাধিকা তথা।
বৃষভানুসুতা দন্তান্ চিকুরং গোপনন্দিনী॥
চন্দ্রাবলী পাতু গণ্ডং জিহ্বাং কৃষ্ণপ্রিয়া তথা।
কণ্ঠং পাতু হরিপ্রাণা হৃদয়ং বিজয়া তথা॥
বাহু দ্বৌ চন্দ্রবদনা উদরং সুবলস্বসা।
কটীং যোগান্বিতা পাতু পাদৌ সৌভদ্রিকা তথা॥
নখান্ চন্দ্রমুখী পাতু গুল্ফৌ গোপালবল্লভা।
মুখং বিধুমুখী পাতু গোপী পদতলং তথা॥
শুভপ্রদা পাতু পৃষ্ঠং কুক্ষী শ্রীকান্তবল্লভা।
গুহ্যদেশং জরা পাতু হরিণী পাতু সর্ব্বতঃ॥
বাক্যং বাণী সদা পাতু ধনাগারং ধনেশ্বরী।
পূর্ব্বাং দিশং কৃষ্ণরতা কৃষ্ণপ্রাণা চ পশ্চিমাম্॥
উত্তরাং সুমুখী পাতু দক্ষিণাং বৃষভানুজা।
চন্দ্রাবলী নৈশমেব দিবা ক্ষ্বেড়িতমেখলা॥
সৌভাগ্যদা মধ্যদিনে সায়াহ্নে কামরূপিণী।

রৌদ্রী প্রাতঃ পাতু মাং হি গোপিনী রজনীক্ষয়ে ॥
হেতুদা সঙ্গবে পাতু কোমলা চ দিবার্দ্ধকে।
শেষাপরাহ্নসময়ে শমিতা সর্ব্বসন্ধিষু ॥
যোগিনী ভোগসময়ে রতৌ রতিপ্রদা সদা।
কামেশী কৌতুকে নিত্যং যোগে রত্নাবলী মম ॥
সর্ব্বদা সর্ব্বকার্য্যেষু রাধিকা কৃষ্ণমানসা।
ইত্যেতৎ কথিতং দেবি কবচং পরমাদ্ভুতম্।
সর্ব্বরক্ষাকরং নাম মহারক্ষাকরং পরম্ ॥
সর্ব্বার্থসিদ্ধিস্তস্য স্যাৎ যদ্যন্মনসি বর্ত্ততে ॥
রাজদ্বারে সভায়াঞ্চ সংগ্রামে শত্রুসঙ্কটে।
প্রাণার্থনাশসময়ে যঃ পঠেৎ প্রয়তো নরঃ।
তস্য সিদ্ধির্ভবেদ্দেবি ন ভয়ং বিদ্যতে কচিৎ ॥
আরাধিতা রাধিকা চ তেন সত্যং ন সংশয়ঃ।
গঙ্গাস্নানাৎ হরের্নাম-গ্রহণাৎ যৎ ফলং লভেৎ।
তৎ ফলং তস্য ভবতি যঃ পঠেৎ প্রযতঃ শুচিঃ ॥
হরিদ্রা-রোচনা-চন্দ্র-মণ্ডিতং হরিচন্দনম্।
কৃত্বা লিখিত্বা ভূর্জ্জে চ ধারয়েৎ মস্তকে ভুজে ॥
কণ্ঠে বা দেবদেবেশি স হরির্নাত্র সংশয়ঃ ॥
কবচস্য প্রসাদেন ব্রহ্মা সৃষ্টিং স্থিতিং হরিঃ।
সংহারঞ্চাহং নিয়তং করোমি কুরুতে তথা ॥
বৈষ্ণবায় চ শুদ্ধায় বিরাগগুণশীলিনে।
দদ্যাৎ কবচমব্যগ্রমন্যথা নাশমাপ্নুয়াৎ ॥
ইতি শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীরাধাকবচম্॥

গোপালস্তোত্রম্।

নারদ উবাচ।—নবীননীরদশ্যামং নীলেন্দীবরলোচনম্।
বল্লবীনন্দনং বন্দে কৃষ্ণগোপালরূপিণম্॥
স্ফুরদ্বর্হদলোদ্বদ্ধ-নীলকুঞ্চিতমূর্দ্ধজম্।
কদম্বকুসুমোদ্বদ্ধ-বনমালাবিভূষিতম্॥
গণ্ডমণ্ডলসংসর্গি-চলৎকাঞ্চনকুণ্ডলম্।
স্থূলমুক্তাফলোদার-হারদ্যোতিতবক্ষসম্॥
হেমাঙ্গদতুলাকোটি-কিরীটোজ্জ্বলবিগ্রহম্।
মন্দমারুতসংক্ষোভ-বল্গিতাম্বরসঞ্চয়ম্॥
রুচিরৌষ্ঠপুটন্যস্ত-বংশীমধুরনিঃস্বনৈঃ।
লসদ্গোপালিকাচেতো মোহয়ন্তং মুহুর্মুহুঃ॥
বল্লবীবদনাম্ভোজ-মধুপানমধুব্রতম্।
ক্ষোভয়ন্তং মনস্তাসাং সস্মেরাপাঙ্গবীক্ষণৈঃ॥
যৌবনোদ্ভিন্নদেহাভিঃ সংসক্তাভিঃ পরস্পরম্।
বিচিত্রহারভূষাভির্গোপনারীভিরাবৃতম্॥
প্রভিন্নাঞ্জনকালিন্দী-জলকেলিকলোৎসুকম্।
যোধয়ন্তং ক্বচিদ্গোপান্ ব্যাহরন্তং গবাং গণম্॥
কালিন্দীজলসংসর্গি-শীতলানিলসেবিতম্।
কদম্বপাদপচ্ছায়ে স্থিতং বৃন্দাবনে ক্বচিৎ॥
রত্নভূধরসংলগ্ন-রত্নাসনপরিগ্রহম্।
কল্পপাদপমধ্যস্থ-হেমমণ্ডপিকাগতম্॥
বসন্তকুসুমামোদ-সুরভীকৃতদিঙ্মুখে।
গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে স্থিতং রাসরসোৎসুকম্॥

সব্যহস্ততলন্যস্ত-গিরিবর্য্যাতপত্রকম্।
খণ্ডিতাখণ্ডলোন্মুক্ত-মুক্তাসারঘনাঘনম্॥
বেণুবাদ্যমহোল্লাস-কৃতহুঙ্কারনিঃস্বনৈঃ।
সবৎসৈরুন্মুখৈঃ শশ্বদ্‌গোকুলৈরভিবীক্ষিতম্॥
কৃষ্ণমেবানুগায়দ্ভিস্তচ্চেষ্টাবশবর্ত্তিভিঃ।
দণ্ডপাশোদ্যতকরৈর্গোপালৈরুপশোভিতম্॥
নারদাদ্যৈর্ম্মুনিশ্রেষ্ঠৈর্ব্বেদবেদাঙ্গপারগৈঃ।
প্রীতিসুস্নিগ্ধয়া বাচা স্তূয়মানং পরাৎপরম্॥
য এবং চিন্তয়েদ্দেবং ভক্ত্যা সংস্তৌতি মানবঃ।
ত্রিসন্ধ্যং তস্য তুষ্টোঽসৌ দদাতি বরমীপ্সিতম্॥
রাজবল্লভতামেতি ভবেৎ সর্ব্বজনপ্রিয়ঃ।
অচলাং শ্রিয়মাপ্নোতি স বাগ্মী জায়তে ধ্রুবম্॥
ইতি গৌতমীয়ে শ্রীগোপালস্তোত্রম্॥

কুণ্ডলিনীস্তোত্রম্।

ওঁ নমস্তে দেবদেবেশি যোগীশপ্রাণবল্লভে।
সিদ্ধিদে বরদে মাতঃ স্বয়ম্ভূলিঙ্গবেষ্টিতে॥
ওঁ প্রসুপ্তভুজগাকারে সর্ব্বদা কারণপ্রিয়ে।
কামকলান্বিতে দেবি মমাভীষ্টং কুরুষ্ব চ॥
অসারে ঘোরসংসারে ভবঘোরাৎ কুলেশ্বরি।
সর্ব্বদা রক্ষ মাং দেবি জন্মসংসারসাগরাৎ॥
ইতি কুণ্ডলিনীস্তোত্রং ধ্যাত্বা যঃ প্রপঠেৎ সুধীঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো ভবসংসারকূপকে॥
ইতি কুণ্ডলিনীস্তোত্রম্॥

কুণ্ডলিনীকবচম্।

শ্রীআনন্দভৈরবুবাচ।—অথ বক্ষ্যে মহাদেব কুণ্ডলীকবচং শুভম্।
পরমানন্দদং সিদ্ধং সিদ্ধবৃন্দনিষেবিতম্॥
যদ্ধৃত্বা যোগিনঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রদর্শকাঃ।
জ্ঞানিনাং মানিনো ধৈর্য্যা বিচরন্তি যথামরাঃ॥
সিদ্ধয়োঽপ্যণিমাদ্যাশ্চ করস্থাঃ সর্ব্বদেবতাঃ।
এতৎ-কবচপাঠেন দেবেন্দ্রো যোগিরাড়্ভবেৎ॥
ঋষয়ো যোগিনঃ সর্ব্বে জটিলাঃ কুলভৈরবাঃ।
প্রাতঃকালে ত্রিবারঞ্চ মধ্যাহ্নে বারযুগ্মকম্॥
সায়াহ্নে বারমেকন্তু পঠেৎ কবচমেব চ।
পাঠাদেব মহাযোগী কুণ্ডলীদর্শনং লভেৎ॥

কুণ্ডলীকবচস্য ব্রহ্মা ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কুণ্ডলী দেবতা সর্ব্বাভীষ্ট-সিদ্ধ্যর্থে বিনিয়োগঃ॥

ওঁ ঈশ্বরী জগদ্ধাত্রী ললিতা সুন্দরী পরা।
কুণ্ডলী কুলরূপা তু পাতু মাং কুলচণ্ডিকা॥
শিরো মে ললিতা দেবী পাতুগ্রাখ্যা কপোলকম্।
ব্রহ্মরন্ধ্রেণ পুটিতং ভ্রূমধ্যং পাতু মে সদা।
নেত্রত্রয়ং মহাকালী কালাগ্নিভক্ষিকা শিখাম্॥
দন্তাবলীং বিশালাক্ষী ওষ্ঠমিষ্টান্নবাসিনী।
কামবীজাত্মিকা বিদ্যা অধরং পাতু মে সদা॥
গণ্ডস্থা তু গণ্ডযুগ্মং মায়াবী সা রসপ্রিয়া।
ভুবনেশী কর্ণযুগ্মং চিবুকং ক্রোধকালিকা॥
কপিলা মে গলং পাতু সর্ব্ববীজস্বরূপিণী।

মাতৃকাবর্ণপুটিতা কুণ্ডলী কল্পমেব চ।
হৃদয়ং কালপুত্রী চ কঙ্কালী পাতু মে মুখম্ ॥
ভুজযুগ্মং চণ্ডদুর্গা চণ্ডদোর্দণ্ডখণ্ডিনী।
স্কন্ধযুগ্মং পাতু দেবী চিকুরং ক্রোধভৈরবী ॥
অঙ্গুল্যগ্রং কুলানন্দা শ্রীবিদ্যা নখমণ্ডলম্।
কালিকা ভুবনেশানী পৃষ্ঠদেশং সদাবতু ॥
পার্শ্বযুগ্মং মহাবীরা বীরাসনধরাভয়া।
পাতু মাং কুলদর্ভস্থা নাভিমুদরমল্লিকা ॥
কটিদেশং পৃষ্ঠসংস্থা মহামহিষঘাতিনী।
লিঙ্গস্থানং মহামুদ্রা ভগমালা মনুপ্রিয়া ॥
ভগীরথপ্রিয়া ধূম্রা মূলাধারং গণেশ্বরী।
চতুর্দলং কালপূজ্যা দলাগ্রং মে বসুন্ধরা ॥
ধীধর্য়া ধারণাখ্যা চ ব্রহ্মাণী পাতু মে গুদম্।
ভেদিনী পাতু কমলা বাগ্‌দেবী পূর্ব্বগং দলম্ ॥
ছেদিনী দক্ষিণে পার্শ্বে পাতু চণ্ডা মহাবলা।
চণ্ডঘণ্টা সদা পাতু যোগিনী বারুণং দলম্ ॥
উত্তরস্থং দলং পাতু পৃথিবীমিন্দ্রলালিতা।
চতুষ্কোণং কামবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাষ্টকোণকম্।
অষ্টদলং সদা পাতু সর্ব্ববাহনবাহনা ॥
চতুর্ভুজা সদা পাতু ডাকিনী কুলচঞ্চলা।
মেঢ্রস্থমদনাধারা পাতু মে চারুপঙ্কজম্ ॥
স্বয়ম্ভুলিঙ্গং চার্ব্বঙ্গী কোটরাক্ষী মমাসনম্।
কদম্ববনগা পাতু কদম্ববনবাসিনী ॥
বৈষ্ণবী পরমা মায়া পাতু মে বৈষ্ণবং পদম্।

ষড়্দলং রাকিণী পাতু রঙ্কিণী কামবাসিনী ॥
কামেশ্বরী কামরূপা কৃষ্ণা মে পীতবাসসম্
ধনুর্মে জবদুর্গা চ শঙ্খং মে শঙ্খিনী শিবা ॥
চক্রং চক্রেশ্বরী পাতু কমলাক্ষী গদাং মম ।
পদ্মং মে পদ্মগন্ধা চ পদ্মমালা মনোহরা ॥
বাদিসান্তাক্ষরং পাতু লাকিনী লোকপাবনী
ষড়্দলস্থিতদেবাংশ্চ পাতু কৈলাসবাসিনী ।
অগ্নিবর্ণা সদা পাতু হনু মে পরমেশ্বরী ।
মণিপূরং সদা পাতু মণিমালাবিভূষণা ॥
দশপত্রং দশবর্ণং কাদিফান্তং ত্রিবিক্রমা ।
পাতু নীলা মহাকালী ভদ্রা ভীমা সরস্বতী ॥
অযোধ্যাবাসিনী দেবী মহাপীঠনিবাসিনী ।
বাগ্‌ভবাদ্যা মহাবিদ্যা কুণ্ডলী কালরূপিণী ॥
দশচ্ছদশতং পাতু রুদ্রং রুদ্রাত্মকং মম ।
সূক্ষ্মা সূক্ষ্মতরা পাতু সূক্ষ্মস্থাননিবাসিনী ॥
লাকিনী লোকজননী পাতু কূটাক্ষরান্বিতা ।
তেজসং পাতু নিয়তং রজকী রাজপূজিতা ॥
বিজয়া কুলবীজস্থা তবর্গং তিমিরাপহা ।
চন্দ্রাত্মিকা মণিগ্রন্থি-ভেদিনী পাতু সর্ব্বদা ।
ভগমালা ভৃগুসুতা পাতু মাং নাভিবাসিনী ।
নন্দিনী পাতু সকলং কুণ্ডলী কালকল্পিতা ॥
হৃৎপদ্মং পাতু কালাখ্যা ধূম্রবর্ণা মনোহরা ।
দলদ্বাদশবর্ণঞ্চ ভাস্করী ভাবসিদ্ধিদা ॥
পাতু মে পরমা বিদ্যা কবর্গং কামচারিণী ।

চবর্গং চারুরসনা ব্যাঘ্রাস্যা টঙ্কধারিণী ॥
টকারং পাতু কৃষ্ণাখ্যা কাকিনীং পাতু কালিকা।
ঠক্কুরাঙ্গী ঠকারং মে বীজভাষা মহোদয়া ॥
ঈশ্বরং পাতু বিমলা মম হৃৎপদ্মবাসিনী।
কালিকাং কালসন্দর্ভা যোগিনী যোগমাতরম্ ॥
ইন্দ্রাণী বারুণী পাতু কুলমালা কুলান্তরম্।
তারিণী শক্তিমাতা চ কণ্ঠবাক্যং সদাবতু ॥
বিপ্রচিত্তা মহাগ্রোগ্র-প্রভা দীপ্তা ঘনামালা।
বাক্‌স্তম্ভিনী বজ্রদেহা বৈদেহী বৃষবাহিনী ॥
উন্মত্তানন্দচিত্তা চ কুলেশী সা ভগাতুরা।
মম ষোড়শপত্রাণি পাতু মে হৃদ্‌নিবাসিনী ॥
স্বরান্ রক্ষতু বেদজ্ঞা সর্ব্বভাষা চ কালিকাম্।
ঈশ্বরার্দ্ধাসনগতা প্রপায়ান্মে সদাশিবা ॥
শাকম্ভরী মহাযোগা শাকিনী পাতু সর্ব্বদা।
ভবানী ভবমাতা চ পায়ান্মে হৃদি পঙ্কজম্ ॥
দ্বিদলং ব্রতকামাখ্যা অষ্টাঙ্গসিদ্ধিদায়িনী।
পাতু মামখিলানন্দা মনোরূপা জপপ্রিয়া ॥
লকারং লক্ষণাক্রান্তা সর্ব্বলক্ষণলক্ষণা।
কৃষ্ণাজিনধরা দেবী ক্ষকারম্পাতু সর্ব্বদা ॥
দ্বিদলস্থং সর্ব্বদেবং সদা পাতু বরাননা।
বহুরূপা বিশ্বরূপা হাকিনী পাতু চণ্ডিকা ॥
হরা পরশিবং পাতু মানসং পাতু পঞ্চমী।
ষট্‌চক্রস্থা সদা পাতু ষট্‌চক্রকুলবাসিনী ॥
অকারাদি-ক্ষকারান্তা বিন্দুসর্গসমন্বিতা।

মাতৃকার্ণা সদা পাতু কুণ্ডলী জ্ঞানকুণ্ডলী ॥
পূর্ণকালী গতিপ্রেতা পূর্ণগিরিতটং শিবা।
উড্ডীয়ানেশ্বরী দেবী সকলং পাতু সর্ব্বদা ॥
কৈলাসপর্ব্বতং পাতু কৈলাসগিরিবাসিনী।
ডাকিনী রাকিণী শক্তির্লাকিনী কাকিনী কলা ॥
শাকিনী হাকিনী দেবী ষট্‌চক্রাদীন্ প্রপাতু মে।
কৈলাসাখ্যং সদা পাতু পঞ্চাননতনূদ্ভবা ॥
হিরণ্যবর্ণা রজনী চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিভক্ষিণী।
সহস্রদলপদ্মং মে সদা পাতু কুলাকুলা।
সহস্রদলপদ্মস্থং দৈবতং পাতু ভৈরবী ॥
কালী তারা ষোড়শাখ্যা মাতঙ্গী পদ্মবাসিনী।
শশিকোটিগলদ্রূপা পাতু মে সকলাং তনুম্ ॥
রণে ঘোরে জলে দোষে যুদ্ধে বাদে শ্মশানকে।
সর্ব্বত্র গমনে জ্ঞানে সদা মাং পাতু শৈলজা ॥
পর্ব্বতে বিবিধাবাসে বিনাশে পাতু কুণ্ডলী।
পদাদিব্রহ্মরন্ধ্রান্তং সর্ব্বাকাশা সুরেশ্বরী ॥
সদা পাতু সর্ব্ববিদ্যা সর্ব্বজ্ঞানং সদা মম।
নবলক্ষমহাবিদ্যা দশদিক্ষু প্রপাতু মাম্ ॥
ইত্যেতৎ কবচং দেবি কুণ্ডলিন্যাঃ প্রসিদ্ধিদম্।
যে পঠন্তি ধ্যানযোগে যোগমার্গব্যবস্থিতাঃ ॥
মন্ত্রী ধ্যায়েৎ কুণ্ডলিনীং সূক্ষ্মপদ্মপ্রকাশিনীম্।
ধর্ম্মোদয়াং দয়ারূঢ়াং আকাশস্থানবাসিনীম্ ॥
অমৃতানন্দরসিকাং বিকলাং সকলাং সিতাম্।
অসিতাং রক্তরহিতাং বিরক্তাং রক্তবিগ্রহাম্ ॥

রক্তনেত্রাং কুলক্ষিপ্তাং জ্ঞানাকুলজলোজ্জ্বলাম্।
বিপ্রকারাং মনোরূপাং মূলে ধ্যাত্বা প্রপূজয়েৎ॥
যো যোগী কুরুতে এবং স সিদ্ধো নাত্র সংশয়ঃ।
রোগী রোগাৎ প্রমুচ্যেত বদ্ধো মুচ্যেত বন্ধনাৎ॥
বস্তুপ্রিয়মবাপ্নোতি বস্তুহীনঃ পঠেদ্‌যদি।
পুত্রহীনো লভেৎ পুত্রং যোগহীনো ভবেদ্বশী॥
কবচং ধারয়েদ্‌যস্তু শিখায়াং দক্ষিণে ভুজে।
বামা বামকরে ধৃত্বা সর্ব্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ॥
স্বর্ণে রৌপ্যে তথা তাম্রে স্থাপয়িত্বা প্রপূজয়েৎ।
সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে পঠিত্বা সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ
স ভূয়াৎ কুণ্ডলীপুত্রো নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥
ইতি রুদ্রজামলে উত্তরখণ্ডে কন্দবাসিনীকবচম্॥

শীতলাস্তোত্রম্।

ওঁ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং শূর্পালঙ্কৃতমস্তকাম্॥

স্কন্দ উবাচ।—ভগবন্ দেবদেবশ শীতলায়াঃ স্তবং শুভম্।
বক্তুমর্হস্যশেষেণ বিস্ফোটকভয়াপহম্॥

ঈশ্বর উবাচ।—বন্দেঽহং শীতলাং দেবীং বিস্ফোটকভয়াপহাম্।
যামাসাদ্য নিবর্ত্তেত বিস্ফোটকভয়ং মহৎ॥
শীতলে শীতলে ত্রাহি যো ব্রুয়াদ্দাহপীড়িতঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং ক্ষিপ্রং তস্য প্রণশ্যতি॥
শীতলে জ্বরদগ্ধস্য পূতিগন্ধগতস্য চ।
প্রণষ্টচক্ষুষঃ পুংসস্ত্বামাহুর্জীবনৌষধম্॥

শীতলে তনুজান্ রোগান্ নৃণাং হরসি দুস্ত্যজান্।
বিস্ফোটকবিশীর্ণানাং ত্বমেকামৃতবর্ষিণী॥
গলগণ্ডগ্রহা রোগা যে চান্যে দারুণা নৃণাম্।
ত্বদনুধ্যানমাত্রেণ শীতলে যান্তি সংক্ষয়ম্॥
ন মন্ত্রং নৌষধং তস্য পাপরোগস্য বিদ্যতে।
ত্বমেকা শীতলে ত্রাত্রী নান্যাং পশ্যামি দেবতাম্॥
মৃণালতন্তুসদৃশীং নাভিহৃন্মধ্যসংস্থিতাম্।
যস্ত্বাং সঞ্চিন্তয়েদ্দেবি তস্য মৃত্যুর্ন জায়তে॥
যস্ত্বামুদকমধ্যে তু ধ্যাত্বা সংপূজয়েন্নরঃ।
বিস্ফোটকভয়ং ঘোরং গৃহে তস্য ন জায়তে॥
অষ্টকং শীতলাদেব্যা ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
দাতব্যং হি সদা তস্মৈ ভক্তিশ্রদ্ধান্বিতো হি যঃ॥

ইতি স্কন্দপুরাণে শীতলাস্তোত্রম্॥

অপরাজিতাস্তোত্রম্।

ওঁ শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশাং চন্দ্রকোটি-সুশীতলাম্।
অভয়-বরদহস্তাং শুক্লবস্ত্রৈরলঙ্কৃতাম্॥
নানাভরণসংযুক্তাং চক্রবাকৈশ্চ বেষ্টিতাম্।
এবং ধ্যায়েৎ সমাসীনো য এতামপরাজিতাম্॥

অপরাজিতা-মন্ত্রস্য নারদ-(দেবব্যাস) ঋষি-রনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীঅপরাজিতা দেবতা লক্ষ্মী বীজং ভুবনেশ্বরীশক্তির্মম সর্ব্বাভীষ্ট-সিদ্ধ্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ॥

মার্কণ্ডেয় উবাচ।—শৃণুধ্বং মুনয়ঃ সর্ব্বে সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদাম্।
অসিদ্ধসাধিনীং দেবীং বৈষ্ণবীমপরাজিতাম্॥

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমোঽস্ত্বনন্তায় সহস্রশীর্ষায় ক্ষীরোদার্ণবশায়িনে। শেষভোগপর্য্যঙ্কায় গরুড়বাহনায় অজায় অজিতায় অমিতায় অপরাজিতায় পীতবাসসে বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ-হয়গ্রীব-মহাবরাহ-নরসিংহ-বামন-ত্রিবিক্রম-রাম-রাম-মৎস্যকূর্ম্মবর-প্রদ নমোঽস্তু তে স্বাহা। ওঁ নমোঽস্তু তে সুর-দৈত্য-দানব-নাগ-গন্ধর্ব্ব-যক্ষ-রাজসভূত-প্রেত-পিশাচ-কুষ্মাণ্ড-সিদ্ধ-যোগিনী-ডাকিনী-স্কন্দ-পুরোগান্ গ্রহ-নক্ষত্রদোষান্ গ্রহাংশ্চান্যান্ হন হন দহ দহ পচ পচ মথ মথ বিধ্বংসয় বিচূর্ণয় বিচূর্ণয় বিদ্রাবয় বিদ্রাবয় শঙ্খেন চক্রেণ বজ্রেণ শূলেন গদয়া মুষলেন হলেন দামোদর ভস্মীকুরু কুরু স্বাহা। ওঁ সহস্রবাহো সহস্রপ্রহরণায়ুধ জয় জয় বিজয় বিজয় অজিত অজিত অমিত অমিত অপরাজিত অপ্রতিহত সহস্রনেত্রোজ্জ্বলোজ্জ্বল প্রজ্বল প্রজ্বল বিরূপ বিশ্বরূপ বহুরূপ মধুসূদন মহাবরাহাচ্যুত নৃসিংহ মহাপুরুষ পুরুষোত্তম বৈকুণ্ঠ নারায়ণ পদ্মনাভ গোবিন্দ অনিরুদ্ধ দামোদর হৃষীকেশ কেশব বামন সর্ব্বাসুরোৎসাদন সর্ব্বভূত-ভয়ঙ্কর সর্ব্বশত্রুপ্রশমন সর্ব্বমন্ত্রপ্রভঞ্জন সর্ব্বরোগপ্রণাশন সর্ব্ব-নাগ-প্রমর্দ্দন সর্ব্বদেবমহেশ্বর সর্ব্ববন্ধবিমোক্ষণ সর্ব্বাহিতপ্রমর্দ্দন সর্ব্ব-হিংস্রপ্রদমন সর্ব্বজ্বরপ্রণাশন সর্ব্বগ্রহনিবারণ সর্ব্বপাপপ্রমর্দ্দন সর্ব্ব-দুঃস্বপ্ননাশন জনার্দ্দন নমোঽস্তু তে স্বাহা। য ইমামপরাজিতাং পরমবৈষ্ণবীং পঠতি বিদ্যাং স্মরতি সিদ্ধাং মহাবিদ্যাং জপতি পঠতি শৃণোতি স্মারয়তি ধারয়তি কীর্ত্তয়তি বাচয়তি বা গৃহীত্বা হস্তে পথি গচ্ছতি বা ভক্ত্যা লিখিত্বা গৃহে স্থাপয়তি বা তস্য নাগ্নি-বায়ু-বজ্রোপলাঽশনিভয়ং ন বর্ষভয়ং ন শত্রুভয়ং ন চৌরভয়ং ন সর্পভয়ং ন শ্বাপদভয়ং ন সমুদ্রভয়ং ন রাজভয়ং বা ভবেৎ। ন তস্য রাত্র্যন্ধ-কারস্ত্রী-রাজকুলবিষোপবিষ-গরদদহন-বশীকরণ-বিদ্বেষণ-উচ্চাটন-

বধ-বন্ধনভয়ং বা ভবেৎ। এভির্মন্ত্রৈরুদাহৃতৈঃ সিদ্ধৈঃ সংসিদ্ধ-পূজিতৈঃ। তদ্‌যথা।—ওঁ নমস্তেঽস্তু অভয়ে অনঘে অজিতে অমিতে অপরে অপরাজিতে পঠতি সিদ্ধে (বিদ্যে) স্মরতি সিদ্ধে মহাবিদ্যে একানংশে উমে ধ্রুবে অরুন্ধতি সাবিত্রি গায়ত্রি জাতবেদসি মানস্তোকে সরস্বতি ধমনি ধামনি রমণি রামণি ধরণি ধারণি সৌদামিনি অদিতি দিতি বিনতে গৌরি গান্ধারি শবরি কিরাতিনি মাতঙ্গি কৃষ্ণে যশোদে সত্যবাদিনি ব্রহ্মবাদিনি কালি কপালিনি করালিনি করালনেত্রে ভীমনাদিনি বিকরালনেত্রে সদ্যোপচয়করি মাতঃ সর্ব্বযাচনবরদে শুভদে অর্থদে সাধিনি অপমৃত্যুং নাশয় নাশয় পাপং হর হর জলগতং স্থলগতং অন্তরীক্ষগতং মাং রক্ষ রক্ষ সর্ব্ব-ভূত-সর্ব্বোপদ্রবেভ্যঃ স্বাহা। যস্যাঃ প্রণশ্যতে পুষ্পং গর্ভো বা পততে যদি। ম্রিয়ন্তে বালকা যস্যাঃ কাকবন্ধ্যা চ যা ভবেৎ। ভূর্জ্জ-পত্রে ত্বিমাং বিদ্যাং লিখিত্বা ধারয়েৎ সদা। এভির্দোষৈর্ন লিপ্যেত সুভগা পুত্রিণী ভবেৎ। ভূর্জ্জপত্রে কুঙ্কুমেন লিখিত্বা ধারয়েত্তু যঃ। রণে রাজকুলে দ্যূতে সংগ্রামে রিপুসংকুলে। অগ্নিচৌরভয়ে ঘোরে নিত্যং তস্য জয়ো ভবেৎ। শস্ত্রঞ্চ বারয়ত্যেষাং সমরে কাণ্ডধারিণী। গুল্ম-শূলাক্ষি-রোগাণাং ক্ষিপ্রং নাশয়তে ব্যথাম্। শিরোরোগ-জ্বরাণাঞ্চ নাশিনীং সর্ব্বদেহিনাম্। তদ্‌যদা—ঐকাহিক-দ্ব্যাহিক-ত্র্যাহিক-চাতুর্থিক-মাসিক-দ্বৈমাসিক-ত্রৈমাসিক-চাতুর্মাসিক-ষাণ্মাসিক--মৌহূর্ত্তিক-বাতিক--পৈত্তিক-শ্লৈষ্মিক-সান্নিপাতিক-আমজ্বর-সতত-জ্বর-বিষমজ্বর-গ্রহনক্ষত্রদোষান্ গ্রহাংশ্চান্যান্। ওঁ হর হর কালি সর সর গৌরি ধম ধম বিদ্যে আলে মালে তালে গন্ধে (বন্ধে) পচ পচ বিদ্যে মথ মথ নাশয় নাশয় পাপং হর হর দুঃস্বপ্নং বিধ্বংসয় বিঘ্নবিনাশিনি অরিনাশিনি রজনি সন্ধ্যে দুন্দুভিনাদে মানস্তোকে

মানসবেগে শঙ্খিনি চক্রিণি বজ্রিণি গদিনি শূলিনি অপমৃত্যু-বিনাশিনি বিশ্বেশ্বরি দ্রাবিড়ি দ্রাবিড়ি কেশবদয়িতে পশুপতি-সহিতে দুঃখদুরন্তে দুন্দুভিনাদিনি ভীমমর্দ্দিনি দমনি দামনি শবরি কিরাতিনি মাতঙ্গিনি মহেশ্বরি ইন্দ্রাণি ব্রহ্মাণি বারাহি মাহেন্দ্রি কৌমারি চণ্ডি চামুণ্ডে নমোঽস্তু তে। ওঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হ্রুঁ হ্রৈঁ হ্রঃ তুরু তুরু স্বাহা। যে মাং দ্বিষন্তি প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা তান্ সর্ব্বান্ হন হন দম দম পচ পচ মর্দ্দয় মর্দ্দয় তাপয় তাপয় শোষয় শোষয় উৎসাদয় উৎসাদয় ব্রহ্মাণি মাহেশ্বরি বারাহি কৌমারি বৈনায়কি ঐন্দ্রি আগ্নেয়ি চণ্ডি চামুণ্ডে বারুণি বায়ব্যে সর্ব্বকামফলপ্রদে রক্ষ রক্ষ প্রচণ্ডবিঘ্নে ইন্দ্রোপেন্দ্রভগিনি জয়ে বিজয়ে শান্তি-পুষ্টি-তুষ্টি-কীর্ত্তিবিবর্দ্ধিনি কামাঙ্কুশে কামদুঘে সর্ব্বকামবরপ্রদে সর্ব্বভূতেষু মাং প্রিয়ং কুরু কুরু স্বাহা। ওঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রুঁ হ্রঃ। ওঁ আকর্ষিণি আবেশিনি জ্বালামালিনি রমণি রামণি ধমনি ধামনি তপনি তাপনি মদোন্মাদিনি সংশোষিণি মহাকালি নীলপতাকে মহারাত্রি মহাগৌরি মহামায়ে মহাশ্রিয়ে মহাচান্দ্রি মহাশৌরি মহাময়ূরি আদিত্যরশ্মি জাহ্নবি যমঘণ্টে। ওঁ আং কিলি কিলি চিন্তামণি সুরভি-সুরোৎপন্নে সর্ব্বকামদুঘে যথাভিলষিতং কার্য্যং তন্মে সিদ্ধতু স্বাহা। ওঁ অদিতে স্বাহা, ওঁ অপরাজিতে স্বাহা, ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা। ওঁ যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু স্বাহা। ওঁ বলে বলে মহাবলে অসিদ্ধসাধিনি স্বাহা॥

ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে ত্রৈলোক্য-বিজয়া-অপরাজিতাস্তোত্রম্॥

গায়ত্রী-কবচম্।

ওঁ গায়ত্রী পূর্ব্বতঃ পাতু সাবিত্রী পাতু দক্ষিণে।
ব্রহ্মসন্ধ্যা তু মে পশ্চাদুত্তরে তু সরস্বতী॥
পাবকী মে দিশং পাতু পাবকী জলশায়িনী।
যাতুধানী দিশং রক্ষেৎ যাতুধানী ভয়ঙ্করী॥
পাবমানী দিশং রক্ষেৎ পাপানাঞ্চ বিনাশিনী।
দিশং রৌদ্রী সদা পাতু রুদ্রাণী রুদ্ররূপিণী॥
ঊর্দ্ধং ব্রহ্মাণী মে রক্ষেদধস্তাদ্বৈষ্ণবী তথা।
এবং দশ দিশো রক্ষেৎ সর্ব্বাঙ্গে ভুবনেশ্বরী॥
তৎপদং পাতু মে পাদং জঙ্ঘে মে সবিতুঃ পদম্।
বরেণ্যং কটিদেশন্তু নাভিং ভর্গস্তথৈব চ॥
দেবস্য মে পাতু হৃদয়ং ধীমহীতি জলস্তথা।
ধিয়ো য়ো ইতি মে নেত্রং নঃ-পদন্তু ললাটকম্॥
এবং পাদাদিমূর্দ্ধান্তং মূর্দ্ধানং মে প্রচোদয়াৎ।
ইদন্তু কবচং পুণ্যং হত্যাকোটিবিনাশনম্॥
চতুঃষষ্টিকলা বিদ্যা সর্ব্বপাপপ্রণাশিনী।
জপারম্ভে চ গায়ত্রী-জপান্তে কবচং পঠেৎ॥
গোস্ত্রীব্রহ্মবধাদীনি মিত্রদ্রোহাদিপাতকৈঃ।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥

ইতি শ্রীগায়ত্রীকবচম্॥

গায়ত্রীশাপোদ্ধারঃ।

ওঁ অস্য গায়ত্রীশাপবিমোচনমন্ত্রস্য ব্রহ্ম-ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বরুণো দেবতা ব্রহ্মশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ॥

ওঁ যদ্‌ব্রহ্মেতি ব্রহ্মবিদো বিদুস্ত্বাং পশ্যন্তি ধীরাঃ।
সুমনসো বা গায়ত্রি ত্বং ব্রহ্মশাপাৎ বিমুক্তা ভব॥

ওঁ বশিষ্ঠশাপবিমোচনমন্ত্রস্য বশিষ্ঠঋষির্বশিষ্ঠো দেবতা বশিষ্ঠ-শাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ॥

ওঁ অর্কজ্যোতিরহং ব্রহ্মা ব্রহ্মজ্যোতিরহং শিবঃ।
শিবজ্যোতিরহং বিষ্ণুর্বিষ্ণুর্জ্যোতিঃ শিবঃ পরম্॥
গায়ত্রি ত্বং বশিষ্ঠশাপাৎ বিমুক্তা ভব॥

ওঁ বিশ্বামিত্রশাপবিমোচনমন্ত্রস্য বিশ্বামিত্র-ঋষিরাত্মা দেবতা বিশ্বামিত্রশাপ-বিমোচনে বিনিয়োগঃ॥

ওঁ অহো দেবি মহাদেবি দিব্যে সন্ধ্যে সরস্বতি।
অজরে অমরে চৈব ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে॥
গায়ত্রি ত্বং বিশ্বামিত্রশাপাৎ বিমুক্তা ভব॥

ইতি শ্রীগায়ত্রীশাপোদ্ধারঃ।

পরিশিষ্ট।

দেবদেবীর ধ্যান, প্রণাম ও মন্ত্রাদি।

গণেশ।

ধ্যান—খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং,
প্রস্যন্দন্মদগন্ধ-লুব্ধমধুপ-ব্যালোলগণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাত-বিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দুরশোভাকরং,
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥

প্রণাম—দেবেন্দ্রমৌলিমন্দার-মকরন্দকণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্ব-চরণাম্বুজরেণবঃ॥

মন্ত্র—গং।

গায়ত্রী— তৎপুরুষায় বিদ্মহে বক্রতুণ্ডায় ধীমহি তন্নো দন্তী প্রচোদয়াৎ॥

বিষ্ণু।

ধ্যান— ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী,
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী,
হারী হিরন্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

প্রণাম—নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

মন্ত্র— ওঁ নমো নারায়ণায়।

গায়ত্রী—ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ ॥

কৃষ্ণ।

ধ্যান—ওঁ ফুল্লেন্দীবরকান্তিমিন্দুবদনং বর্হাবতংসপ্রিয়ং,
শ্রীবৎসাঙ্কমুদারকৌস্তভধরং পীতাম্বরং সুন্দরম্।
গোপীনাং নয়নোৎপলার্চ্চিততনুং গোগোপসঙ্ঘাবৃতং,
গোবিন্দং কলবেণুবাদনপরং দিব্যাঙ্গভূষং ভজে ॥

প্রণাম—কৃষ্ণায় বাসুদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে।
প্রণতক্লেশনাশায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

মন্ত্র— শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ কৃষ্ণায়।

গায়ত্রী— কৃষ্ণায় বিদ্মহে গোপীবল্লভায় ধীমহি তন্নঃ কৃষ্ণঃ প্রচোদয়াৎ ॥

গোপাল।

ধ্যান—ওঁ শ্রীমৎকল্পদ্রুমমূলোদ্গতকমললসৎকর্ণিকাসংস্থিতো য-
স্তচ্ছাখালম্বি-পদ্মোদরবিসরদসংখ্যাতরত্নাভিষিক্তঃ।
হেমাভঃ স্বপ্রভাভিস্ত্রিভুবনমখিলং ভাসয়ন্ বাসুদেবঃ,
পায়াদ্বঃ পায়সাদোঽনবরতনবনীতামৃতাশী বশী সঃ ॥

বালগোপাল।

ধ্যান—অব্যাদ্ব্যাকোষনীলাম্বুজরুচিররুণাম্ভোজনেত্রোঽম্বুজস্থো,
বালো জঙ্ঘাকটীরস্থলকলিতরণৎকিঙ্কিণীকো মুকুন্দঃ।
দোর্ভ্যাং হৈয়ঙ্গবীনং দধদতিবিমলং পায়সং বিশ্ববন্দ্যো,
গোগোপী-গোপবীতো রুরুনখবিলসৎ-কণ্ঠভূষশ্চিরং বঃ ॥

মন্ত্র—(১) বালবপুষে কৃষ্ণায় স্বাহা। (২) গোপালায় স্বাহা।
(৩) ক্লীং কৃষ্ণায়।

গায়ত্রী—কৃষ্ণায় বিদ্মহে দামোদরায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ॥

সূর্য্য।

ধ্যান— রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং,
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।
পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ-
র্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥

প্রণাম—জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

মন্ত্র— ওঁ ঘৃণি সূর্য্য আদিত্য।

গায়ত্রী—আদিত্যায় বিদ্মহে মার্ত্তণ্ডায় ধীমহি তন্নঃ সূর্য্যঃ প্রচোদয়াৎ॥

রাম।

ধ্যান—কোমলাঙ্গং বিশালাক্ষমিন্দ্রনীলসমপ্রভম্।
দক্ষিণাংশে দশরথং পুত্রাবেষ্টনতৎপরম্॥
পৃষ্ঠতো লক্ষ্মণং দেবং সচ্ছত্রং কনকপ্রভম্।
পার্শ্বে ভরতশত্রুঘ্নৌ তালবৃন্তকরাবুভৌ।
অগ্রে ব্যগ্রং হনুমন্তং রামানুগ্রহকাঙ্ক্ষিণম্॥

প্রণাম—রামায় রামচন্দ্রায় রামভদ্রায় বেধসে।
রঘুনাথায় নাথায় সীতায়াঃ পতয়ে নমঃ॥

মন্ত্র— রাং রামায় নমঃ।

গায়ত্রী—দাশরথায় বিদ্মহে সীতাবল্লভায় ধীমহি তন্নো রামঃ
প্রচোদয়াৎ॥

বাণলিঙ্গ।

ধ্যান—প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভম্।
কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমম্।
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্॥

প্রণাম—বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায়,জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়
কর্পূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায়, দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥

গায়ত্রী— তৎপুরুষায় বিদ্মহে মহাদেবায় ধীমহি তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥

অগ্নি।

ধ্যান—পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ।
ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥

মার্কণ্ডেয়।

ধ্যান—দ্বিভুজং জটিলং সৌম্যং সুবৃদ্ধং চিরজীবিনম্।
মার্কণ্ডেয়ং নরো ভক্ত্যা পূজয়েৎ প্রয়তস্তথা।

প্রণাম— মার্কণ্ডেয় মহাভাগ সপ্তকল্পান্তজীবন।
আয়ুরিষ্টার্থসিদ্ধ্যর্থমস্মাকং বরদো ভব।

ব্রহ্মা।

ধ্যান—ওঁ পদ্মাসনস্থো জটিলো ব্রহ্মা ধ্যেয়শ্চতুর্ভুজঃ।
অক্ষমালাং স্রুবং বিভ্রৎ পুস্তকঞ্চ কমণ্ডলুম্।
বাসঃ কৃষ্ণাজিনং তস্য পার্শ্বে হংসস্তথৈব চ॥

প্রণাম—বেদাধারায় বেদ্যায় জ্ঞানগম্যায় সূরয়ে।
কমণ্ডল্বক্ষমালাস্রুক্-স্রুবহস্তায় তে নমঃ॥

বাস্তুদেব।

ধ্যান— অরুণিতমণিবর্ণং কুণ্ডলশ্রেষ্ঠকর্ণং,
সুসিতসুভগসাম্যং দণ্ডপাণিং সুবেশম্।
নিখিলজননিবাসং বিশ্ববীজস্বরূপং,
নতজনভয়নাশং বাস্তুদেবং ভজামি॥

কার্ত্তিক।

ধ্যান— ওঁ কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরি সংস্থিতম্।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম্।
দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতম্॥

কুবের।

ধ্যান— ওঁ কুবেরং ধনদং খর্ব্বং দ্বিভুজং পীতবাসসম্।
প্রসন্নবদনং দেবং যক্ষগুহ্যকসেবিতম্॥
প্রণাম— তং বন্দে যক্ষরাজানং ধনধান্যাদীনাং পতিম্।
শিবস্য পরমং ভক্তং নিধীনামীশ্বরং বিভুম্॥

দুর্গা।

ধ্যান— জটাজূটসমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাম্।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাম্॥
অতসীপুষ্পবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম্।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণভূষিতাম্॥
সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাম্।
ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীম্॥
মৃণালায়তসংস্পর্শ-দশবাহুসমন্বিতাম্।
ত্রিশূলং দক্ষিণে পাণৌ খড়্গং চক্রং ক্রমাদধঃ॥

তীক্ষ্ণবাণং তথা শক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ পাশমঙ্কুশমেব চ ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্‌বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ ॥
শিরশ্ছেদোদ্ভবং তদ্বদ্দানবং খড়্গপাণিনম্ ।
হৃদি শূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতম্ ॥
রক্তরক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণম্ ।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটীভীষণাননম্ ॥
সপাশবামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া ।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতম্ ।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি ॥
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাম্ ।
প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকামফলপ্রদাম্ ॥
স্তূয়মানাঞ্চ তদ্রূপমমরৈঃ সন্নিবেশয়েৎ ॥
উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা ।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতিচণ্ডিকা ॥
আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাম্ ।
চিন্তয়েজ্জগতাং ধাত্রীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্ ॥

প্রণাম—সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে ।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি মাহেশ্বরি নমোঽস্তু তে ॥

মন্ত্র—ওঁ হ্রীঁ দুঁ দুর্গায়ৈ নমঃ ।

গায়ত্রী— মহাদেব্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ॥

অন্নপূর্ণা।

ধ্যান— রক্তাং বিচিত্রবসনাং নবচন্দ্রচূড়াং,
অন্নপ্রদাননিরতাং স্তনভারনম্রাম্।
নৃত্যন্তমিন্দুশকলাভরণং বিলোক্য,
হৃষ্টাং ভজে ভগবতীং ভবদুঃখহন্ত্রীম্॥

মন্ত্র—ওঁ হ্রীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা।

গায়ত্রী— ভগবত্যৈ বিদ্মহে মাহেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নোঽন্নপূর্ণে প্রচোদয়াৎ॥

সরস্বতী।

ধ্যান— তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ,
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজকরকমলোদ্যল্লেখনী-পুস্তকশ্রীঃ,
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ॥

পুষ্পাঞ্জলি—ওঁ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদান্তবেদাঙ্গ-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ ঐং শ্রীঁ সরস্বত্যৈ দেব্যৈ নমঃ॥

অথবা—যা কুন্দেন্দুতুষারহারধবলা যা শ্বেতপদ্মাসনা,
যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।
যা ব্রহ্মাচ্যুতশঙ্করপ্রভৃতিভির্দেবৈঃ সদা বন্দিতা,
সা মাং পাতু সরস্বতী ভগবতী নিঃশেষজাড্যাপহা॥

অথবা—যা মে বসতু জিহ্বায়াং বীণাপুস্তকধারিণী।
মুরারিবল্লভা দেবী সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী॥
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ॥

প্রণাম—সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ।
বেদবেদান্তবেদাঙ্গ-বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ॥
সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি সরস্বতি॥

গায়ত্রী—বাগ্‌দেব্যৈ বিদ্মহে কামরাজায় ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

মন্ত্র—(২) শ্রীঁ হ্রীঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা। (২) ঐঁ সরস্বত্যৈ নমঃ।
(৩) শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ সরস্বত্যৈ নমঃ।

লক্ষ্মী

ধ্যান—ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজ-সৃণিভির্য্যাম্যসৌম্যয়োঃ।
পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্যমাতরম্।
গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্।
রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু॥

পুষ্পাঞ্জলিমন্ত্র।—ওঁ নমস্তে সর্ব্বভূতানাং বরদাসি হরিপ্রিয়ে।
যা গতিস্ত্বৎপ্রপন্নানাং সা মে ভূয়াৎ ত্বদর্চ্চনাৎ॥
এষ পুষ্পাঞ্জলিঃ শ্রীং লক্ষ্মীদেব্যৈ নমঃ॥

প্রণাম—ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে।
সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে॥

গায়ত্রী—মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ

ষষ্ঠী।

ধ্যান—শ্বেতচম্পকবর্ণাভাং রত্নভূষণভূষিতাম্।
পবিত্ররূপাং পরমাং দেবসেনাং পরাং ভজে॥

মন্ত্র—ওঁ হ্রীঁ ষষ্ঠীদেব্যৈ স্বাহা।

প্রণাম—জয় দেবি জগন্মাতর্জগদানন্দকারিণি।
প্রসীদ মম কল্যাণি নমস্তে ষষ্ঠিদেবিকে॥

মনসা।

ধ্যান—দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং প্রসন্নাং,
হংসারূঢ়ামুদারাং সুললিতনয়নাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ।
স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্নাগরত্নৈরনেকৈ-
র্বন্দেঽহং সাষ্টনাগামুরুকুচযুগলাং ভোগিনীং কামরূপাম্॥
প্রণাম—ওঁ আস্তীকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারুমুনেঃ পত্নী মনসাদেবি নমোঽস্তু তে॥
মন্ত্র—ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ মনসাদেব্যৈ স্বাহা।

মঙ্গলচণ্ডী।

ধ্যান——যৈষা ললিতকান্ত্যাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।
বরদাভয়হস্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা॥
রক্তপদ্মাসনস্থা চ মুকুটাঙ্গদমণ্ডিতা।
রক্তকৌষেয়বস্ত্রা তু স্মিতবক্ত্রা শুভাননা।
নবযৌবনসম্পন্না চার্ব্বঙ্গী ললিতপ্রভা॥
প্রণাম—ওঁ সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
মন্ত্র—ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ সর্ব্বপূজ্যে দেবি মঙ্গলচণ্ডিকে ঐঁ ক্রূঁ ফট্ স্বাহা॥

জগদ্ধাত্রী।

ধ্যান—সিংহস্কন্ধাধিসংরূঢ়াং নানালঙ্কারভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং মহাদেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্॥

শঙ্খচক্রধনুর্ব্বাণ-লোচন-ত্রিতয়ান্বিতাম্।
রক্তবস্ত্রপরীধানাং বালার্কসদৃশীতনুম্॥
নারদাদ্যৈর্ম্মুনিগণৈঃ সেবিতাং ভবসুন্দরীম্।
ত্রিবলীবলয়োপেত-নাভিনালমৃণালিনীম্॥
রত্নদ্বীপে মহাদ্বীপে সিংহাসনসমন্বিতে।
প্রফুল্লকমলারূঢ়াং ধ্যায়েত্তাং ভবগেহিনীম্॥

প্রণাম—সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে ইত্যাদি।

মন্ত্র—(১) হ্রীঁ। (২) হ্রীঁ হুঁ। (৩) হ্রীঁ ফট্। (৪) হুঁ স্বাহা। (৫) শ্রীঁ স্বাহা।

গায়ত্রী—মহিষমর্দ্দিন্যৈ বিদ্মহে দুর্গায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ

গঙ্গা।

ধ্যান— চতুর্ভুজাং ত্রিনেত্রাঞ্চ সর্ব্বাবয়বভূষিতাম্।
রত্নকুম্ভাং সিতাম্ভোজাং বরদামভয়প্রদাম্॥
শ্বেতবস্ত্রপরীধানাং মুক্তামণিবিভূষিতাম্।
ততো ধ্যায়েৎ সুরূপাঞ্চ চন্দ্রাযুতসমপ্রভাম্॥
চামরৈর্বীজ্যমানাস্ত শ্বেতচ্ছত্রোপশোভিতাম্।
সুপ্রসন্নাং সুবদনাং করুণার্দ্রনিজান্তরাম্॥
সুধাপ্লাবিতভূপৃষ্ঠামার্দ্রগন্ধানুলেপনাম্।
ত্রৈলোক্যনমিতাং গঙ্গাং দেবাদিভিরভিষ্টুতাম্।
দিব্যরূপবিভূষাঞ্চ দিব্যমাল্যানুলেপনাম্॥

প্রণাম—সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী সদ্যোদুঃখবিনাশিনী।
সুখদা মোক্ষদা গঙ্গা গঙ্গৈব পরমা গতিঃ॥

মন্ত্র—গাং গঙ্গায়ৈ বিশ্বামুখ্যায়ৈ শিবামৃতায়ৈ শান্তিপ্রদায়িন্যৈ নারায়ণ্যৈ নমো নমঃ॥

রাধিকা।

ধ্যান— অমলকমলকান্তিং নীলবস্ত্রাং সুকেশীম্,
শশধরসমবক্ত্রাং খঞ্জনাক্ষীং মনোজ্ঞাম্।
স্তনযুগগতমুক্তাদামদীপ্তাং কিশোরীম্,
ব্রজপতিসুতকান্তাং রাধিকামাশ্রয়েঽহম্॥

প্রণাম—রাধাং রাসেশ্বরীং রম্যাং স্বর্ণকুণ্ডলভূষিতাম্।
বৃষভানুসুতাং দেবীং নমামি শ্রীহরিপ্রিয়াম্॥

মন্ত্র—ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ রাধিকায়ৈ স্বাহা॥

গায়ত্রী— শ্রীরাধায়ৈ বিদ্মহে কৃষ্ণবল্লভায়ৈ ধীমহি তন্নো রাধা প্রচোদয়াৎ॥

সীতা।

ধ্যান—নীলাম্ভোজদলাভিরামনয়নাং নীলাম্বরালঙ্কৃতাম্,
গৌরাঙ্গীং শরদিন্দুসুন্দরমুখীং বিস্মেরবিম্বাধরাম্।
কারুণ্যামৃতবর্ষিণীং হরিহরব্রহ্মাদিভির্বন্দিতাম্,
ধ্যায়েৎ সর্ব্বজনেপ্সিতার্থফলদাং রামপ্রিয়াং জানকীম্॥

প্রণাম—জনকনন্দিনীং দেবীং শ্রীরামপ্রিয়বল্লভাম্।
তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গীং বন্দে সীতাং মনোহরাম্॥

মন্ত্র—শ্রীঁ সীতায়ৈ নমঃ।

গায়ত্রী— সীতায়ৈ বিদ্মহে রামবল্লভায়ৈ ধীমহি তন্নঃ সীতা প্রচোদয়াৎ॥

তুলসী।

ধ্যান— ধ্যায়েদ্দেবীং নবশশিমুখীং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীম্,
বিদ্যোতন্তীং কুচযুগভরানম্রকল্লাঙ্গযষ্টিম্।

ঈষদ্ধাস্যাং ললিতবদনাং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিনেত্রাম্,
শ্বেতাঙ্গীং তামভয়বরদাং শ্বেতপদ্মাসনস্থাম্ ॥
প্রণাম—বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।
বিষ্ণুভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবত্যৈ নমো নমঃ ॥
মন্ত্র—শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ বৃন্দাদেব্যৈ স্বাহা ॥

চণ্ডী।

ধ্যান— বন্ধূককুসুমাভাসাং পঞ্চমুণ্ডাধিবাসিনীম্।
স্ফুরচ্চন্দ্রকলারত্ন-মুকুটাং মুণ্ডমালিনীম্ ॥
ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নতঘনস্তনীম্।
পুস্তকঞ্চাক্ষমালাঞ্চ বরঞ্চাভয়কং ক্রমাৎ।
দধতীং সংস্মরেন্নিত্যমুত্তরাম্নায়মানিতাম্ ॥

শীতলা।

ধ্যান—সূর্পালঙ্কারমস্তকাং সুরগণৈঃ সংস্তূয়মানাং মুদা,
বামে কুম্ভধরাং পয়োদবদনাং বন্দে খরস্থাং সদা।
দিগ্বাসামুরুহাসসুন্দরমুখীং সংমার্জ্জনীং দক্ষিণে,
পাণৌ তাং দধতীং ভবার্ত্তিশমনীং সংসারবিদ্রাবণীম্ ॥
প্রণাম—ওঁ নমামি শীতলাং দেবীং রাসভস্থাং দিগম্বরীম্।
মার্জ্জনীকলসোপেতাং সূর্পালঙ্কারমস্তকাম্ ॥
মন্ত্র—হ্রীঁ ক্লীঁ শীতলাদেব্যৈ নমঃ ॥

দক্ষিণকালিকা।

ধ্যান—মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং শবশিবারূঢ়াং ত্রিনেত্রাং পরাম্,
কর্ণালম্বিতবালযুগ্মভয়দাং মুণ্ডস্রজাং মালিনীম্।

বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজে নরশিরঃ খড়্গঞ্চ সব্যেতরে,
দানাভীতিবিমুক্তকেশনিচয়াং বন্দে সদা কালিকাম্ ॥

মন্ত্র—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ দক্ষিণে কালিকে ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রীঁ হ্রীঁ স্বাহা।

গায়ত্রী—কালিকায়ৈ বিদ্মহে শ্মশানবাসিন্যৈ ধীমহি তন্নো ঘোরে প্রচোদায়াৎ ॥

তারা।

ধ্যান—প্রত্যালীঢ়পদার্পিতাঙ্ঘ্রি শবহৃদ্ঘোরাট্টহাসা পরা,
খড়্গেন্দীবরকর্ত্তৃখর্পরভুজা হুঙ্কারবীজোদ্ভবা।
খর্ব্বা নীলবিশালপিঙ্গলজটাজূটৈকনাগৈর্যুতা,
জাড্যং ন্যস্য কপালকে ত্রিজগতাং হন্ত্যুগ্রতারা স্বয়ম্ ॥

মন্ত্র—হ্রীঁ স্ত্রীঁ হুঁ ফট্।

গায়ত্রী—তারায়ৈ বিদ্মহে মহোগ্রায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ ॥

ষোড়শী।

ধ্যান—বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্ব্বাহুং ত্রিলোচনাম্।
পাশাঙ্কুশশরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে ॥

মন্ত্র—শ্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ সৌঁ ওঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক এ ঈ ল হ্রীঁ হ স ক ল হ্রীঁ স ক ল হ্রীঁ সৌঁ ঐঁ ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ॥

গায়ত্রী—সর্ব্বসংমোহিন্যৈ বিদ্মহে ষোড়শীরূপায়ৈ ধীমহি তন্নঃ শক্তিঃ প্রচোদয়াৎ ॥

ভুবনেশ্বরী।

ধ্যান—উদ্যদ্দিনকরদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়যুক্তাম্।
স্মেরমুখীং বরাঙ্কুশপাশাভীতিকরাং প্রভজেদ্ভুবনেশীম্ ॥

প্রণাম—

যামাহুরাদ্যাং প্রকৃতিং মুনীন্দ্রাঃ, পদ্মাং ত্রিশক্তিং জ্ঞানমন্ত্রপূর্ণাম্।
নিত্যাঞ্চ দুর্গাং ত্বরিতাং তথান্যাম্,ভজামি নিত্যং ভুবনেশ্বরীং তাম্॥*

মন্ত্র—(১) হ্রীঁ। (২) ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ। (৩) ঐঁ হ্রীঁ ঐঁ।
(৪) আং হ্রীঁ ক্রোঁ।

গায়ত্রী— নারায়ণ্যৈ বিদ্মহে ভুবনেশ্বর্য্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

ভৈরবী।

ধ্যান—উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাম্,
রক্তালিপ্তপয়োধরাং জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরম্।
হস্তাব্জৈর্দ্দধতীং ত্রিনেত্রবিলসদ্রক্তারবিন্দশ্রিয়ম্,
দেবীং বদ্ধহিমাংশুরত্নমুকুটাং বন্দে সমন্দস্মিতাম্॥

মন্ত্র—হসৈং হসকলরীং হসরৌঃ।

গায়ত্রী—ত্রিপুরায়ৈ বিদ্মহে ভৈরব্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

ছিন্নমস্তা।

ধ্যান—প্রত্যালীঢ়পদাং সদৈব দধতীং ছিন্নং শিরঃ কর্ত্তৃকাম্,
দিগ্বস্ত্রাং স্বকবন্ধশোণিতসুধাধারাং পিবন্তীং মুদা।
নাগাবদ্ধশিরোমণিং ত্রিনয়নাং হৃদ্যুৎপলালঙ্কৃতাম্,
রত্যাসক্তমনোভবোপরিদৃঢ়াং ধ্যায়েজ্জবাসন্নিভাম্॥
দক্ষে চাতিসিতা বিমুক্তচিকুরা কর্ত্রীং তথা খর্পরম্,
হস্তাভ্যাং দধতী রজোগুণভবা নাম্নাপি সা বর্ণিনী।

* "সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে" ইত্যাদি মন্ত্রেও দশমহাবিদ্যার প্রণাম করা যায়।

দেব্যাশ্ছিন্নকবন্ধতঃ পতদসৃগ্ধারাং পিবন্তী মুদা,
নাগাবদ্ধশিরোমণির্মনুবিদা ধ্যেয়া সদা সা সুরৈঃ॥
বামে কৃষ্ণতনুস্তথৈব দধতী খড়্গং তথা খর্পরম্,
প্রত্যালীঢ়পদা কবন্ধবিগলদ্রক্তং পিবন্তী মুদা।
সৈষা যা প্রলয়ে সমস্তভুবনং ভোক্তুং ক্ষমা তামসী,
শক্তিঃ সাপি পরাৎপরা ভগবতী নাম্না পরা ডাকিনী॥

মন্ত্র—(১) শ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ঐঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা।
(২) ক্লীঁ শ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা।
(৩) হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ ঐঁ বজ্রবৈরোচনীয়ে হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা।

গায়ত্রী—বৈরোচন্যৈ বিদ্মহে ছিন্নমস্তায়ৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ॥

ধূমাবতী।

ধ্যান— বিবর্ণা চঞ্চলা রুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিমুক্তকুন্তলা রুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা॥
কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিতপয়োধরা।
সূর্পহস্তাতিরুক্ষাক্ষা ধুতহস্তা বরান্বিতা॥
প্রবৃদ্ধঘোণা তু ভৃশং কুটিলা কুটিলেক্ষণা।
ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহপ্রিয়া॥

মন্ত্র—ধূঁ ধূঁ ধূমাবতী স্বাহা।

বগলামুখী।

ধ্যান— মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদী-
সিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম্।
পীতাম্বরাভরণমাল্যবিভূষিতাঙ্গীম্,
দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গর-বৈরিজিহ্বাম্॥

জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীম্,
বামেন শত্রূন্ পরিপীড়য়ন্তীম্।
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন,
পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি ॥

মন্ত্র—ওঁ হ্লীঁ বগলামুখি সর্ব্বদুষ্টানাং বাচং মুখং স্তম্ভয় জিহ্বাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হ্লীঁ ওঁ স্বাহা।

মাতঙ্গী।

ধ্যান—শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্নসিংহাসনস্থিতাম্।
বেদৈর্ব্বাহুদণ্ডৈরসিখেটকপাশাঙ্কুশধরাম্ ॥

মন্ত্র—ওঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হূঁ মাতঙ্গ্যৈ ফট্ স্বাহা।

কমলা।

ধ্যান—কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈ-
র্হস্তোৎক্ষিপ্তহিরণ্ময়ামৃতঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্।
বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাম্,
ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্ববিম্বললিতাং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাম্ ॥

মন্ত্র—ওঁ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ক্লীঁ হে্ সৌঃ জগৎপ্রসূত্যৈ নমঃ।

গায়ত্রী—মহালক্ষ্ম্যৈ বিদ্মহে মহাশ্রিয়ৈ ধীমহি তন্নঃ শ্রীঃ প্রচোদয়াৎ॥

হনুমান্।

ধ্যান— মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি।
তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোররাবং সমুৎসৃজন্।
লাক্ষারসারুণং রৌদ্রং কালান্তকযমোপমম্।
জ্বলদগ্নিলসন্নেত্রং সূর্য্যকোটিসমপ্রভম্।
অঙ্গদাদ্যৈর্মহাবীরৈর্বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণম্ ॥

মন্ত্র—হং হনুমতে রুদ্রাত্মকায় হুঁ ফট্।

ইন্দ্র।

ধ্যান— পীতবর্ণং সহস্রাক্ষং বজ্রপদ্মকরং বিভুম্।
সর্ব্বালঙ্কারসংযুক্তং নৌমীন্দ্রং দিক্‌পতীশ্বরম্॥

মন্ত্র—ইং ইন্দ্রায় নমঃ।

গায়ত্রী—ইন্দ্রায় বিদ্মহে বজ্রধরায় ধীমহি তন্ন ইন্দ্রঃ প্রচোদয়াৎ॥

গরুড়।

ধ্যান—বর্ম্মান্তর্বহ্নিযুগ্মাক্ষরকমলগতং পঞ্চভূতাদ্যবর্ণম্,
কল্পান্তাকল্পং ফণীন্দ্রৈরভয়বরকরং পদ্মনেত্রং সুবক্তম্।
দুষ্টাহিচ্ছেদিতুণ্ডং স্মরদখিলবিষপ্রোষণং প্রাণভূতম্,
প্রাণশ্রেণ্যাং ত্রিবেদীতনুমমৃতময়ং পক্ষিরাজং ভজেঽহম্॥

মন্ত্র—ক্ষিপ ওঁ স্বাহা।

গায়ত্রী—গরুড়ায় বিদ্মহে সুপর্ণায় ধীমহি তন্নো গরুড়ঃ প্রচোদয়াৎ॥

বিবিধ বিষয়।

সাগরসঙ্গমস্নান।

যথাবিধি আচমন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ (শূদ্র ও স্ত্রী বিষ্ণুর্নমঃ বলিবে) তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (স্ত্রী—অমুকীদেবী, শূদ্র—অমুকদাসঃ, শূদ্রা অমুকীদাসী) শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামঃ (স্ত্রী হইলে—কামা) গঙ্গাসাগরসঙ্গমে স্নানমহং করিষ্যে।"

সঙ্কল্পান্তে স্নানবিধির নিয়মে স্নান করিয়া করপুটে এই মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

"ত্বং দেব সরিতাং নাথ ত্বং দেবি সরিতাং বরে।
উভয়োঃ সঙ্গমে স্নাত্বা মুঞ্চামি দুরিতানি বৈ॥"

ব্রহ্মপুত্রস্নান।

স্নানবিধির নিয়মেই স্নান করিবে, কেবল সঙ্কল্পবাক্য ও সঙ্কল্পান্তে করপুটে পাঠ্যমন্ত্র যথা—

সঙ্কল্পবাক্য।—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (স্ত্রী—অমুকীদেবী; শূদ্র—অমুকদাসঃ, শূদ্রা—অমুকীদাসী) মোক্ষপ্রাপ্তিকামঃ ব্রহ্মপুত্রনদে স্নানমহং করিষ্যে। *

সঙ্কল্পান্তে পাঠ্যমন্ত্র—ওঁ ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘাগর্ভসম্ভূত পাপং লৌহিত্য মে হর॥

নন্দাস্নান।

প্রতিপদ, ষষ্ঠী ও একাদশীকে নন্দাতিথি কহে। মহাপুণ্যফলোপার্জ্জনার্থ নন্দাতিথিতে স্নান করিতে হইলে নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া স্নানবিধির নিয়মে স্নান করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষেঽমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সপ্তজন্মাবচ্ছিন্ন-পতিতান্নভোজন-পতিতসংসর্গকৃত--পাপ--পঞ্চ--মহাপাতকানির্ব্বচনীয়পাপক্ষয়--রজস্বলা-স্পৃষ্টান্নভোজন-সততাসত্য-কথন -স্বর্ণমণিরত্নাপহরণ--সামান্য-সকলবস্তুপহরণ--সখিবধমিত্রহিংসাদিজনিত--মহারৌরবাদ্যনবরত-

---

* কেহ কেহ "সর্ব্বপাপক্ষয়পূর্ব্বক-সর্ব্বতীর্থস্নানজনিত-সমফলপ্রাপ্তিকামঃ" উচ্চারণ করেন।

যমকিঙ্করতাড়ন-প্রশমন-জন্মকৌমারাদি-দশপাতকক্ষয়-ব্রহ্মলোকাধিকরণক-পরম-হংসাবলোকন-পুরঃসর-বাসাধীতচতুর্ব্বেদ--ব্রাহ্মণ-সম্প্রদানক--কপিলা-ধেনু--লক্ষদান-জনিতফল-শ্রীমন্নারায়ণ-দক্ষিণ-করবাসতদুত্তরমর্ত্ত্য-লোকীয়-জন্মগুণাশ্রয়ত্ব-সর্ব্বসুখভোগযশঃপ্রাপ্তি-কামো নন্দায়াং (গঙ্গা হইলে গঙ্গায়াং নন্দায়াং) স্নানমহং করিষ্যে।"

বারুণীস্নান।

বারুণীস্নানে নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া স্নানবিধির নিয়মে স্নান করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্যামুকে মাস্যমুকে পক্ষেঽমুকতিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বহুশতসূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নান-জনিত-ফল-সম-ফলপ্রাপ্তিকামঃ স্নানমহং (গঙ্গায় হইলে গঙ্গায়াং স্নানমহং) করিষ্যে।" *

দশহরা-স্নান।

সঙ্কল্পবাক্য।—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য জ্যৈষ্ঠে মাসি শুক্লে পক্ষে দশম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা দশবিধপাপক্ষয়-কামঃ গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে। †

---

* বারুণীদিনে শতভিষানক্ষত্র ও শুভযোগসংযুক্ত শনিবার হইলে মহামহা-বারুণী বলা যায়। সেই দিন "শনিবারাধিকরণকশুভযোগ-শতভিষানক্ষত্রযুক্ত-ত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহামহাবারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা ত্রিকোটি-কুলোদ্ধারণকামঃ" এইরূপ বাক্য বলিতে হয়। যদি কেবলমাত্র শনিবার হয়, শুভযোগ বা শতভিষা না থাকে, তাহা হইলে তাহার নাম মহাবারুণী। ঐ দিনে "শনিবারাধিকরণক-শতভিষানক্ষত্রযুক্তত্রয়োদশ্যাং তিথৌ মহাবারুণ্যাং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বহুকোটিসূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নানজন্যসমফল-প্রাপ্তিকামঃ" এইরূপ উচ্চারণ করিবে।

† দশহরাদিনে হস্তানক্ষত্র হইলে "হস্তানক্ষত্রাধিতদশম্যাং তিথৌ

সঙ্কল্পান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া স্নান করিবে। যথা—

ওঁ অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ কায়িকং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥
পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বন্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাৎ চতুর্বিধম্॥
পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্॥
এতানি দশপাপানি প্রশমং যান্তু জাহ্নবি।
স্নাতস্য মম তে দেবি জলে বিষ্ণুপদোদ্ভবে॥

এই মন্ত্রপাঠান্তে বিধানে স্নান করিয়া "ওঁ সদ্যঃ পাতকসংহন্ত্রী" ইত্যাদি মন্ত্রে গঙ্গাকে প্রণাম করিবে।

গ্রহণ-স্নান।

নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিয়া স্নানবিধির নিয়মে স্নান করিতে হয়। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ রাহুগ্রস্তদিবাকরে (চন্দ্রগ্রহণ হইলে, 'রাহুগ্রস্তনিশাকরে') অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা দশকোটিগুণ-গঙ্গাস্নানজন্য-সমফল-প্রাপ্তি-কামঃ (চন্দ্রগ্রহণ হইলে, 'বহুশতচন্দ্রগ্রহণকালীনগঙ্গাস্নান-জন্য-সমফলপ্রাপ্তিকামঃ)' গঙ্গায়াং স্নানমহং করিষ্যে।" *

দশজন্মার্জ্জিতদশবিধপাপক্ষয়কামঃ" এবং ঐ দিনে কুজবার ও হস্তানক্ষত্র এই উভয়ের যোগ হইলে "কুজবারাধিকরণকহস্তানক্ষত্রান্বিতদশম্যাং তিথৌ দশ-জন্মার্জ্জিত--দশবিধপাপক্ষয়--শতগুণাশ্বমেধ--দশশতজনিতপুণ্যসমপুণ্য-প্রাপ্তি-কামঃ" উচ্চারণ করিবে।

* গ্রহণসময়ে বা গ্রহণমুক্তিসময়ে যে কোন জলাশয়েই স্নান করা যায়। গঙ্গা ভিন্ন অন্য জলাশয়ের জলে স্নান করিতে হইলে "শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা

গ্রহণমুক্তির পর একবার অমন্ত্রক স্নানান্তে করযোড়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিবে। যথা—

ওঁ উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং সূর্য্যসঙ্গমঃ। *
কর্ম্মচাণ্ডালযোগোত্থং কুরু পাপক্ষয়ং মম ॥

অর্দ্ধোদয়স্নান।

পৌষ অথবা মাঘমাসের অমাবস্যার দিবাভাগে রবিবার, শ্রবণানক্ষত্র ও ব্যতীপাতযোগ হইলে তাহার নাম অর্দ্ধোদয়যোগ। ঐ দিন সমস্ত জলাশয়ের জলই গঙ্গাজলতুল্য হইয়া থাকে। ঐ দিন স্নান করিতে হইলে নিম্নলিখিত বাক্যে সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা রবিবারাধিকরণকব্যতীপাতযোগ-শ্রবণানক্ষত্রান্বিতায়ামাবাস্যায়াং তিথৌ অর্দ্ধোদয়ে কোটিসূর্য্যগ্রহণ-কালীন-গঙ্গাস্নানজন্য-ফল-সমফলপ্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ জলে (গঙ্গায় হইলে, গঙ্গায়াং) স্নানমহং করিষ্যে।"

মাকরী-সপ্তমী-স্নান।

নিম্নে সঙ্কল্পবাক্য ও স্নানমন্ত্র লিখিত হইল। সঙ্কল্পান্তে সাতটি আকন্দপত্র ও সাতটি কুলপত্র মস্তকে রাখিয়া স্নানমন্ত্রপাঠান্তে স্নান করিবে। যথা—

সঙ্কল্প।—বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘে মাসি শুক্লে পক্ষে মাকরী-

গঙ্গাস্নানজন্যফলসমফল-প্রাপ্তিকামঃ অস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে" এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিবে। যদি রবিবারে সূর্য্যগ্রহণ ও সোমবারে চন্দ্রগ্রহণ হয়, তাহা হইলে তাহার নাম চূড়ামণিযোগ। তৎকালে সঙ্কল্প করিতে হইলে "বহুকোটিসূর্য্য-(চন্দ্রগ্রহণ হইলে 'বহুকোটিচন্দ্র')" গ্রহণকালীনগঙ্গাজল-জন্য-অনন্তফলকামঃ" উচ্চারণ করিবে।

* চন্দ্রগ্রহণ হইলে "চন্দ্রসঙ্গমঃ" পাঠ করিতে হয়।

সপ্তম্যাং তিথৌ অরুণোদয়বেলায়াং অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা বহুশতসূর্য্যগ্রহণকালীন-গঙ্গাস্নান-জন্যফলসমফলপ্রাপ্তিকাম অস্মিন্ জলে (গঙ্গায় হইলে, গঙ্গায়াং) স্নানমহং করিষ্যে।

স্নানমন্ত্র।—ওঁ যদ্‌যজ্জন্মকৃতং পাপং ময়া সপ্তসু জন্মসু।
তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হন্তু সপ্তমী॥

স্নানান্তে "ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্" ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যার্ঘ্য দিয়া "ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করত করপুটে নিম্নলিখিত মন্ত্র দুইটি পাঠ করিবে। * যথা—

ওঁ জননি সর্ব্বভূতানাং সপ্তমি সপ্তসপ্তিকে।
সপ্তব্যাহৃতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে॥ ১॥
ওঁ সপ্তসপ্তিবহ প্রীত সপ্তলোকপ্রদীপন।
সপ্তম্যাং হি নমস্তুভ্যং নমোঽনন্তায় বেধসে॥ ২॥

কার্ত্তিকমাসীয়-প্রাতঃস্নান।

সমস্ত প্রণালী সাধারণ-স্নানপদ্ধতিবৎ, কেবল স্নানের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত মন্ত্রটি পাঠ করিয়া ডুব দিবে। যথা—

ওঁ কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন।
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ॥

মাঘমাসীয়-প্রাতঃস্নান।

অরুণোদয় হইতে অর্দ্ধ-সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত চারিদণ্ডই মাঘমাসীয় প্রাতঃস্নানের উপযুক্ত কাল। তিনরূপ মাসেই মাঘস্নান হইতে

---

* তাম্রপাত্রে সাতটি আকন্দপত্র, সাতটি কুলপত্র, দূর্ব্বা, রক্তজবা ও আতপতণ্ডুল স্থাপন পূর্ব্বক এই অর্ঘ্য সাজাইতে হয়। কেহ কেহ সাতটি কুলও দিয়া থাকেন। সামবেদীয়েরা "ইদমর্ঘ্যং শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" এবং যজুর্ব্বেদীয় ও ঋগ্বেদীয়গণ "এষোঽর্ঘ্যঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে।

পারে। সৌরমাসীয় মাসিক সঙ্কল্পে "বিষ্ণুরোম্" ইত্যাদি বলিয়া "অমুকতিথিমারভ্য মকরস্থরবিং যাবৎ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রত্যহং (গঙ্গায় হইলে গঙ্গায়াং) প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে" এইরূপ বলিবে। চান্দ্রস্নানে, "প্রতিপত্তিথিমারভ্য মাঘমাসং যাবৎ" ইত্যাদি বলিতে হয়। মেষস্নান সৌরে, কার্ত্তিকস্নান সৌর ও মুখ্যচান্দ্রে আর দৈনিক সঙ্কল্পে চান্দ্রমাস উল্লেখ হইবে। সঙ্কল্পান্তে স্নানবিধির নিয়মে সকল কার্য্য করিয়া নিম্নলিখিত বিশেষ মন্ত্রকয়টি পাঠ পূর্ব্বক স্নান করিবে। যথা—

ওঁ মাঘমাসমিমং পুণ্যং স্নাম্যহং দেব মাধব।
তীর্থস্যাস্য জলে নিত্যং প্রসীদ ভগবন্ হরে॥
ওঁ দুঃখদারিদ্র্যনাশায় শ্রীবিষ্ণোস্তোষণায় চ।
প্রাতঃস্নানং করোম্যস্য মাঘে পাপবিনাশনম্॥
ওঁ মকরস্থে রবৌ মাঘে গোবিন্দাচ্যুত মাধব।
স্নানেনানেন মে দেব যথোক্তফলদো ভব॥
ওঁ দিবাকর জগন্নাথ প্রভাকর নমোঽস্তু তে।
পরিপূর্ণং কুরুষ্বেদং মাঘস্নানং মহাব্রতম্॥

এই চারিটি মন্ত্রের মধ্যস্থ "মকরস্থে রবৌ" মন্ত্রটি চান্দ্রস্নানে অন্যমাসে পরিত্যজ্য। মাঘস্নানান্তে কৃষ্ণ, শ্রীধর, হরি, বাসুদেব ইহাঁদিগকে স্মরণ করিতে হয়।

শিবরাত্রি-কৃত্য।

শিবরাত্রিতে পার্থিবশিবলিঙ্গপূজাবিধানেই সমস্ত কার্য্য করিবে; কেবল প্রভেদ এই যে, শিবরাত্রিদিনে রাত্রিকালে চারি প্রহরে চারিবার শিবপূজা করিবে এবং প্রতি প্রহরে পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রে

শিবস্নান করাইবে ও পৃথক্ পৃথক্ মন্ত্রে চারিপ্রহরে চারিবার অর্ঘ্যদান করিবে। যথা—

প্রথমপ্রহরে স্নানমন্ত্র।—"হৌঁ ঈশানায় নমঃ" মন্ত্রে দুগ্ধ দ্বারা স্নান করাইয়া তৎপরে জল দ্বারা স্নান করাইবে।

প্রথমপ্রহরে অর্ঘ্য।—বিশেষার্ঘ্যপ্রণালীর নিয়মে অর্ঘ্যস্থাপন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রে অর্ঘ্য দিতে হয়। যথা—

"শিবরাত্রিব্রতং দেব পূজাজপপরায়ণঃ।
করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর॥"

এই মন্ত্রপাঠান্তে "ইদমর্ঘ্যং হৌঁ ঈশানায় নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্য দান করিবে।

দ্বিতীয়প্রহরে স্নানমন্ত্র।—"হৌঁ অঘোরায় নমঃ" মন্ত্রে দধি দ্বারা শিবলিঙ্গ স্নান করাইয়া তৎপরে জল দ্বারা স্নান করাইবে।

দ্বিতীয়প্রহরে অর্ঘ্য। নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক "ইদমর্ঘ্যং হৌঁ অঘোরায় নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্য প্রদান করিবে, যথা—

"নমঃ শিবায় শান্তায় সর্ব্বপাপহরায় চ।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ॥

তৃতীয়প্রহরে স্নানমন্ত্র।—"হৌঁ বামদেবায় নমঃ" মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা স্নান করাইয়া তৎপরে জল দ্বারা স্নান করাইবে।

তৃতীয়প্রহরে অর্ঘ্য।—নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক "ইদমর্ঘ্যং হৌঁ বামদেবায় নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্য দিতে হয়, যথা—

"দুঃখদারিদ্র্যশোকেন দগ্ধোঽহং পার্ব্বতীশ্বর।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে॥"

চতুর্থপ্রহরে স্নানমন্ত্র।—"হৌঁ সদ্যোজাতায় নমঃ" মন্ত্রে মধু দ্বারা স্নান করাইয়া তৎপরে জল দ্বারা স্নান করাইবে।

চতুর্থপ্রহরে অর্ঘ্য।—নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক "ইদমর্ঘ্যং হৌঁ সদ্যোজাতায় নমঃ" বলিয়া অর্ঘ্য দিতে হয়। যথা—

"ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর।
শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যং উমাকান্ত গৃহাণ মে ॥"

শিবরাত্রির পরদিন নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক জলপানান্তে আহারাদি করিতে হয়। যথা—

"ওঁ সংসারক্লেশদগ্ধস্য ব্রতেনানেন শঙ্কর।
প্রসীদ সুমুখো নাথ জ্ঞানদৃষ্টিপ্রদো ভব ॥"

মিতু-(ইঁতু) পূজা। *

অগ্রহায়ণমাসের বিষ্ণুপদী সংক্রান্তিতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র মার্গশীর্ষের প্রতি রবিবারে সূর্য্যের পূজা করিবে। ইহারই নাম মিতু বা ইঁতুপূজা। পৌষের ষড়শীতি সংক্রান্তিতে পূজা সমাপ্ত হয়।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায় অন্নদানের মন্ত্র।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়াদিনে অর্থাৎ কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়াতে ভ্রাতা ভগিনীর হস্তে অন্নভোজন করিবে। নিরামিষ ভোজনই বিধি। নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া ভগিনী ভ্রাতাকে অন্ন দিবে, যথা—

ভ্রাতস্তবাগ্রজাতাহং ভুঙ্ক্ষ ভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ ॥ †

পুষ্পচয়নবিধি।

প্রাতঃকালে তর্পণাদি সমাপনের পর দক্ষিণ-হস্ত দ্বারা পুষ্পচয়ন করিবে। স্বয়ং পুষ্প আহরণ করাই কর্ত্তব্য। মূল্য দিয়া ক্রয়

* সূর্য্যের একনাম 'মিত্র"। মিত্র শব্দের অপভ্রংশ মিতু ; ক্রমে মিতু হইতে চলিত কথায় "ইতু" শব্দ পরিণত হইয়াছে।

† কনিষ্ঠা ভগিনী হইলে 'ভ্রাতস্তবানুজাতাহং" বলিবে।

করিতে হইলে একদরে ক্রয় করিবে। বামহস্তে পুষ্পচয়ন করিবে না। বৃন্ত সহ পুষ্পচয়ন করিবে। কোন আধার ব্যতীত কেবল হস্তোপরি পুষ্প রাখিবে না।

নিষিদ্ধ পুষ্প।

উগ্রগন্ধ, নির্গন্ধ, মস্তকোপরি বা পরিধেয় বস্ত্রে ধৃত, শুষ্ক, পর্য্যুষিত, কীটযুক্ত, দেবালয়স্থ এবং বকুল ও শেফালিকা ব্যতীত ভূপতিত অন্য কোন পুষ্প চয়ন করিতে নাই। জলজ পুষ্প, চম্পক, কুন্দ, বক, বকুল এবং অন্য যে সকল পুষ্পের কলিকা তুলিলেও প্রস্ফুটিত হয়, সেই সমস্ত পুষ্প পর্য্যুষিত হইলেও পূজায় প্রশস্ত।

তুলসীচয়ন-মন্ত্র।

তুলস্যমৃতনামাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া।
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে॥

তুলসীচয়ন-প্রণালী।

মন্ত্রপাঠ সহকারে বোঁটার সহিত এক একটি করিয়া তুলসী চয়ন করিতে হয়। শাখার সহিত তুলসীচয়ন করিবে না। বামহস্তে বা স্ত্রীজাতির পক্ষে চয়ন নিষিদ্ধ।

তুলসীচয়নে নিষিদ্ধ দিন।

দ্বাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, সংক্রান্তি, মধ্যাহ্নকাল, সায়ংকাল ও রাত্রিকালে তুলসীচয়ন করিতে নাই।

বিল্বপত্র-চয়ন-মন্ত্র।

পুণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালূর শ্রীফল প্রভো।
মহেশপূজনার্থায় ত্বৎপত্রাণি চিনোম্যহম্॥

বিল্বপত্রচয়ন-প্রণালী।

মন্ত্রপাঠ সহকারে বৃক্ষের শাখা ভগ্ন না হয়, এরূপভাবে দক্ষিণ-

হস্ত দ্বারা এক একটি করিয়া পত্র চয়ন করিবে। বিল্বপত্র ত্রিপত্রান্বিত, বৃন্তযুক্ত, নিশ্ছিদ্র ও চক্রহীন প্রশস্ত।

বিল্বপত্রচয়নে নিষিদ্ধ দিন।

দ্বাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা, মধ্যাহ্নকাল, সায়ংকাল ও রাত্রিতে বিল্বপত্র চয়ন করিবে না।

দূর্ব্বাচয়নপ্রণালী।

প্রাতঃকালে পবিত্রস্থান হইতে দূর্ব্বা চয়ন করিবে। শ্রাদ্ধে ও শিবপূজায় দূর্ব্বার গর্ভ(কোঁক)ফেলিয়া দিয়া ত্রিপত্রান্বিত করিবে।

তুলসীবৃক্ষে জল দিবার মন্ত্র।

গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীম্।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং হরিভক্তিপ্রদায়িনীম্॥

অশ্বত্থবৃক্ষে জলদানমন্ত্র।

চক্ষুঃস্পন্দং ভুজস্পন্দং তথা দুঃস্বপ্নদর্শনম্।
শত্রূণাঞ্চ সমুত্থানং অশ্বত্থ নাশয়াশু মে।
অশ্বত্থরূপী ভগবান্ প্রীয়তাং মে জনার্দ্দন॥ *

বিষ্ণুরচরণামৃতধারণমন্ত্র।

অকালমৃত্যুহরণং সর্ব্বব্যাধিবিনাশনম্।
বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা শিরসা ধারয়াম্যহম্॥

বিপ্রপাদোদকধারণমন্ত্র।

বিপ্রপাদোদকং পীত্বা যাবত্তিষ্ঠতি মেদিনী।
তাবৎ পুষ্করপাত্রেণ পিবন্তি পিতরোদকম্॥

রুদ্রাক্ষসংস্কারবিধি।

প্রথমতঃ পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা রুদ্রাক্ষগুলি প্রক্ষালন পূর্ব্বক

---

* কেহ কেহ "নমো নারায়ণায়" মন্ত্রে অশ্বত্থবৃক্ষে জল দিয়া "চক্ষুঃস্পন্দং" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিয়া থাকেন।

তদুপরি "নমঃ শিবায়" মন্ত্র পঞ্চবার পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র দশধা উচ্চারণ করিবে। যথা—

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয়মামৃতাৎ ॥ *

একমুখ রুদ্রাক্ষ হইলে "ওঁ ঐঁ" মন্ত্র, দ্বিমুখ হইলে, "ওঁ শ্রী", ত্রিমুখ হইলে "ওঁ ধ্রুং ধ্রুং", চতুর্ম্মুখ হইলে "ওঁ হ্রীঁ হুঃ", পঞ্চমুখ হইলে "ওঁ হ্রীঁ", ষণ্মুখ হইলে "ওঁ ঐঁ হ্রীঁ", সপ্তমুখ হইলে "ওঁহ্রীঁ", অষ্টমুখ হইলে "ওঁ রুং রং", নবমুখ হইলে "ওঁ হ্রীঁ", দশমুখ হইলে "ওঁ হ্রীঁ", একাদশমুখ হইলে "ওঁ শ্রী," দ্বাদশমুখ হইলে "ওঁ হ্রাং হ্রীঁ", ত্রয়োদশমুখ হইলে "ওঁ ক্ষৌঃ নমঃ" চতুর্দ্দশমুখ রুদ্রাক্ষ হইলে "ওঁ তমাং" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ধারণ করিবে।

বক্ষঃস্থলে অষ্টোত্তরশত, শিখায় একটি, বাহুদ্বয়ের প্রত্যেকে ষোড়শ, প্রতি হস্তে দ্বাদশ, প্রতি কর্ণে ছয়, মস্তকে দ্বাবিংশতি এবং কণ্ঠদেশে দ্বাত্রিংশৎসংখ্য রুদ্রাক্ষ ধারণ করিবে।

তুলসীমালাসংস্কার।

প্রথমতঃ মালাগুলি পঞ্চগব্য দ্বারা প্রক্ষালন পূর্ব্বক তদুপরি মূলমন্ত্র ও গায়ত্রী আট আটবার জপ করিলেই তুলসীমালা-শোধন হয়। শোধনান্তে দেবতাকে নিবেদন পূর্ব্বক ধারণ করিবে।

---

* মতান্তরে এরূপ লিখিত আছে যে, মালামধ্যে যে কয়েকটি রুদ্রাক্ষ থাকিবে, প্রত্যেকটির উপর "ওঁ হুঁ নমঃ" এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া শিবচরণামৃত দ্বারা প্রক্ষালন করিলেই ইহার সংস্কার হয়।

নীরাজনপ্রণালী।

নীরাজনের অপর নাম আরাত্রিক,চলিত কথায় আরতি বলে। দীপ, জলপূর্ণ শঙ্খ, ধৌতবস্ত্র, পল্লব (চূতপল্লব বা বিল্বপত্রাদি) ও প্রণাম এই পঞ্চবিধ দ্রব্য দ্বারা আরাত্রিক সম্পাদন করিবে। *

প্রথমতঃ কোশার বামদিকে ভূতলে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক তদুপরি দীপ (পঞ্চপ্রদীপাদি) রাখিয়া তিনবার "এতস্মৈ আরাত্রিকদীপায় নমঃ" মন্ত্রে জলাভ্যুক্ষণ করিবে। তদনন্তর তদুপরি দেবতার (যে দেবতার আরতি হইতেছে) মন্ত্র দশধা জপান্তে বামপদ ভূতলে ও দক্ষিণপদ আসনপ্রান্তে স্থাপন পূর্ব্বক বামকরে ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে আরতি করিবে। দেবতার পদসমীপে চারিবার, নাভিদেশে একবার, মুখপ্রদেশে তিনবার এবং সর্ব্বাঙ্গে সপ্তবার ঘুরাইতে হয়। শঙ্খ দ্বারা আরাত্রিককালে প্রত্যেক অঙ্গের আরতির পর শঙ্খ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জল ভূতলে ফেলিবে।

ভোগ ও শীতল দেওয়া।

অন্ন, মিষ্টান্ন, দুগ্ধ, নৈবেদ্য প্রভৃতি কোন কিছু দেবতাকে নিবেদন করিতে হইলে, জলপ্রোক্ষিত স্থলে চতুষ্কোণমণ্ডল অঙ্কন পূর্ব্বক তদুপরি স্থাপন করিবে। ভোগনিবেদনের সময় প্রথমতঃ "এতস্মৈ সোপকরণান্নায় নমঃ" মন্ত্রে অন্নাদির উপর তিনবার জলের ছিটা দিবে। তদনন্তর (যে দেবতাকে নিবেদন করিবে, সেই)

* দীপ—পঞ্চপ্রদীপ ও কর্পূর দ্বারা আরাত্রিক। শঙ্খ—শঙ্খের অভাবে কুশি ব্যবহার্য্য। শিব ও সূর্য্যপূজায় শঙ্খ নিষিদ্ধ; জলপূর্ণ কুশি দ্বারা আরাত্রিক করিবে। শঙ্খ দ্বারা আরাত্রিকের পর দর্পণ-প্রদর্শনের এবং পল্লব দ্বারা আরাত্রিকের পর চামরাদি দ্বারা বীজন করিবারও বিধি আছে; তৎকালেই প্রদক্ষিণ করিতে হয়।

দেবতার মন্ত্র তদুপরি দশধা জপ করিয়া "ইদং সোপকরণান্নং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" মন্ত্রে অন্নাদিতে একবার কিঞ্চিৎ জল-প্রক্ষেপ করিবে। পরে "ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" মন্ত্রে কিঞ্চিৎ জল ফেলিয়া দিয়া বামকর উত্তান (চিৎ) করত গ্রাস তুলিবার আকারে প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক "ওঁ প্রাণায় স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা, ওঁ সমানায় স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা" এই পঞ্চ মন্ত্র পাঠ করিবে। তদনন্তর "ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" মন্ত্রে কিঞ্চিৎ জল ভূতলে নিক্ষেপ পূর্ব্বক "ইদং পানার্থোদকং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, ইদমাচমনীয়ং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ, ইদং তাম্বূলং ওঁ অমুকদেবতায়ৈ নমঃ" এই কয়েকটি মন্ত্রে পানার্থজল, আচমনীয় ও তাম্বূলের উপর কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ জলের ছিটা দিবে।

সন্ধ্যাকালে আরতির পর শীতলও * এই নিয়মে দিবে। কেবল "সোপকরণান্ন" শব্দের পরিবর্ত্তে নিবেদ্য তত্তৎদ্রব্যের নাম উচ্চারণ করিতে হয়। কোন বস্তুর সংস্কৃত নাম জানা না থাকিলে "নৈবেদ্য" বলিয়া দেওয়াই ব্যবস্থা।

উপচার।

পূজাদিতে বহুবিধ উপচারপ্রদানের বিধি আছে; সাধারণতঃ নিত্যপূজায় ষোড়শ, দশ ও পঞ্চ এই ত্রিবিধ উপচারই আবশ্যক।

ষোড়শোপচার।

স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্ম্মিত আসন, স্বাগত (দেবতাকে শুভাগমন-প্রশ্ন), পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, স্নানীয়

* রাত্রিকালীন নিবেদ্য দ্রব্যসামগ্রী।

(স্নানার্থ জল), বস্ত্র,আভরণ, গন্ধ,পুষ্পবিল্বপত্র,ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য (পানার্থোদক, পুনরাচমনীয় ও তাম্বূল) এবং চন্দন।

দশোপচার।

পাদ্য (পাদক্ষালনার্থ জল,) অর্ঘ্য (গন্ধ, পুষ্প, দূর্ব্বা, অক্ষত, জল,) আচমনীয় (আচমনার্থ জল), মধুপর্ক, পুনরাচমনীয়, গন্ধ (শ্বেতচন্দন), পুষ্পবিল্বপত্র,ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য (অক্ষত, রম্ভাদি)।

পঞ্চোপচার।

গন্ধ, পুষ্পবিল্বপত্র, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য।

যজ্ঞোপবীতগ্রন্থিপ্রণালী।

প্রাতঃসন্ধ্যার পর পূর্ব্বাস্য হইয়া হাঁটুদ্বয় উত্তোলন পূর্ব্বক এক হস্তপরিমাণ বিস্তার করিয়া বসিবে। অনন্তর যজ্ঞসূত্রের এক প্রান্ত বামকরের তর্জ্জনীতে জড়াইয়া বামাবর্ত্তে (বামদিক্ দিয়া) হাঁটুদ্বয় বেষ্টন করত তিন ফের ঘুরাইয়া আনিতে হয়। তদনন্তর সূত্রের খুঁট দুইটি একত্র করত একটি পেঁচ দিয়া তাহার দক্ষিণে বামাঙ্গুষ্ঠ রাখিয়া অপর খুঁটটি ঐ অঙ্গুষ্ঠের উপর দিয়া টানিয়া লইবে এবং দক্ষিণ হাঁটুর নিকট গুঁজিয়া রাখিবে। তৎপরে প্রথম খুঁটটি দ্বারা উপরি-উক্ত অঙ্গুষ্ঠের দক্ষিণে ঐ চারিতার সূত্রকে নিজ নিজ প্রবর * উল্লেখ সহকারে তিন ফের জড়াইবে এবং অপর খুঁটের নিম্নভাগ দিয়া ঐ খুঁটটিকে তিনবার সূত্রের যে কোন

---

* প্রবর—শাণ্ডিল্যগোত্রের "শাণ্ডিল্যাসিতদেবলপ্রবরঃ" ;কাশ্যপগোত্রের "কাশ্যপাপসার-নৈয়ধ্রুব-প্রবরঃ"; ভরদ্বাজগোত্রের "ভরদ্বাজাঙ্গিরসবার্হস্পত্য-প্রবরঃ" এবং বাৎস্য ও সাবর্ণিগোত্রের "ঔর্ব্বচ্যবনভার্গবজামদগ্ন্যাপ্নুবৎপ্রবরঃ" উচ্চারণ করিবে। পরের জন্য গ্রন্থি দিতে হইলে "প্রবরঃ" স্থানে "প্রবরস্য" বলিবে।

তারের মধ্য দিয়া লইয়া অঙ্গুষ্ঠটি বহির্গত করত সেই স্থানে পূর্ব্ব-মুখে প্রবেশ করাইবে। পরে দ্বিতীয় খুঁটটি ধরিয়া টান দিলেই গ্রন্থি পড়িয়া যাইবে। ঐ সময় "বিষ্ণুরোম্ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা যজ্ঞোপবীতার্থযজ্ঞসূত্রগ্রন্থিমহং করিষ্যে", * এই বাক্য পাঠ পূর্ব্বক গায়ত্রীপাঠ করিয়া "এতৎ যজ্ঞোপবীতসূত্রং ওঁ শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু" বলিয়া ভূতলে রাখিবে।

যজ্ঞোপবীতধারণবিধি।

অনন্তর যজ্ঞোপবীত দক্ষিণহস্তে লইয়া পঞ্চধা গায়ত্রীজপ, শতধা প্রণবজপ এবং পুনরায় একবার গায়ত্রী জপ করিয়া নিম্ন-লিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক বামস্কন্ধে ধারণ করিবে। যথা—

"ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রম্, বৃহস্পতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ।
আয়ুষ্যমগ্র্যং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রম্, যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥" †

প্রাতে অভুক্ত অবস্থায় যজ্ঞোপবীতধারণ করাই বিধি। অন্য-ধৃত যজ্ঞোপবীতধারণ নিষিদ্ধ। মলত্যাগাদি নির্দ্দিষ্টকাল ভিন্ন যজ্ঞোপবীত স্থানভ্রষ্ট করিবে না এবং কটিদেশে গুঁজিয়া বা মাল্যবৎ গলদেশে রাখিবে না।

যজ্ঞোপবীতপ্রমাণ।

সামবেদীয়েরা দক্ষিণহস্ত সরলভাবে প্রসারণ পূর্ব্বক গ্রীবার মধ্যস্থল হইতে উক্ত হস্তের অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত, ঋগ্‌বেদীয়েরা কণ্ঠ হইতে নাভি পর্য্যন্ত এবং যজুর্ব্বেদীয়েরা বাহুমূল হইতে পূর্ব্বোক্তরূপ দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ পর্য্যন্ত পরিমিত যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবে।

---

* অন্যের জন্য যজ্ঞোপবীতগ্রন্থি দিলে "অমুকদেবশর্ম্মা" স্থলে "অমুক-দেবশর্ম্মণঃ" এবং "করিষ্যে" স্থলে "করিষ্যামি" বলিবে।

† মতান্তরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়াও ধারণ করিতে পারেন। যথা—
ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বা উপবীতেনোপনেহ্যামি।

যজ্ঞসূত্র ন্যূনতঃ দ্বিদণ্ডি ধারণ করিবে ; কিন্তু ত্রিদণ্ডি ধারণ করিলে উত্তরীয়বস্ত্রের প্রয়োজন থাকে না।

যজ্ঞোপবীতমার্জ্জনদ্রব্য।

বেলের আঠা, ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, সর্ষপতৈল ও তণ্ডুলচূর্ণ, এই সকলের একতম দ্বারা যজ্ঞোপবীত মার্জ্জন করিতে পারে।

যজ্ঞোপবীতমার্জ্জনপ্রণালী।

যজ্ঞসূত্র বামস্কন্ধ হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক বামাঙ্গুষ্ঠে জড়াইয়া উপরিলিখিত মার্জ্জনদ্রব্যের একতম দ্বারা মার্জ্জন করিবে।

দেবপ্রদক্ষিণপ্রণালী।

প্রদক্ষিণসময়ে দেবতাকে স্বীয় দক্ষিণভাগে রাখিয়া বামকরে ঘণ্টাবাদন,দক্ষিণকরে অর্ঘ্য সহ শঙ্খধারণ ও মুখে স্তব পাঠ করিবে।

দেবতাভেদে প্রদক্ষিণের প্রকারভেদ।

সূর্য্যকে সাতবার, চণ্ডীকে একবার, শিবকে অর্দ্ধবার এবং অন্যান্য দেবতাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে। *

নষ্টচন্দ্র দর্শনে জলপান।

ভাদ্রমাসের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্থীতিথিতে সমুদিত চন্দ্রের নাম নষ্টচন্দ্র। ঐ চন্দ্র দর্শনে নিম্নলিখিত মন্ত্র পড়িয়া জলপান করিলে নষ্টচন্দ্রদর্শনজনিত পাপ দূর হয়। যথা—

সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।
সুকুমারক মা রোদীস্তব হ্যেষ স্যমন্তকঃ॥

---

* শিবপ্রদক্ষিণ করিতে হইলে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রদক্ষিণ করিতে হয় অর্থাৎ বামদিক্ হইতে দক্ষিণদিকে গমন করিবে; কিন্তু সোমসূত্র (জল-নিঃসরণপথ) লঙ্ঘন করিবে না। শাস্ত্রেও প্রমাণ আছে। যথা—

শিবপ্রদক্ষিণে মন্ত্রী অর্দ্ধচন্দ্রক্রমেণ তু।
সব্যাসব্যক্রমেণৈব সোমসূত্রং ন লঙ্ঘয়েৎ॥

শান্তি।

আম্রপল্লব বা কুশাদি দ্বারা জল গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে বিন্দু বিন্দু নিক্ষেপ করিতে করিতে নিম্নলিখিত মন্ত্রকয়টি পাঠ করিবে। যথা—

কয়া নশ্চিত্র ইত্যস্য ঋক্‌ত্রয়স্য মহাব্যমদেব্য-ঋষির্বিরাড়গায়ত্রী-চ্ছন্দো ইন্দ্রো দেবতা শান্তিকর্ম্মণি বিনিয়োগঃ॥

ওঁ কয়া নশ্চিত্র আ ভুব দূতী সদাবৃধঃ, সখা কয়া সচীষ্টয়া বৃতা॥

ওঁ কস্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ, দৃঢ়া চিদারুজে বসু॥

ওঁ অভীষুণঃ সখীনামবিতা জরিতৃণাং শতং ভবাস্যূতয়ে॥

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ।

স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥

ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ, অন্তরীক্ষং শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তিঃ, আপঃ শান্তিঃ, ওষধয়ঃ শান্তিঃ, বনস্পতয়ঃ, শান্তিঃ, বিশ্বেদেবাঃ শান্তিঃ, ব্রহ্ম শান্তিঃ, শান্তিরেব শান্তিঃ।

যত এবাগতং পাপং তত্রৈব প্রতিগচ্ছতু॥

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥

স্বস্ত্যয়ন।

(তুলসী দেওয়া।)

প্রথমতঃ যথাবিধি আচমন, বিষ্ণুস্মরণ ও নারায়ণাদির পূজা করিয়া সঙ্কল্প করিবে অর্থাৎ কোশাস্থিত জলে কুশ, হরীতকী ও তিল প্রদান পূর্ব্বক বামকরযুক্ত দক্ষিণহস্তের মধ্যমা বা কুশদ্বারা সেই জল স্পর্শ করত নিম্নলিখিত বাক্য উচ্চারণ করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিপূর্ব্বক-সর্ব্বাপচ্ছান্তিকামঃ ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে

পরমাত্মনে স্বাহেতিমন্ত্রেণ প্রত্যেকপঠিতেন বিষ্ণুসম্প্রদানকং অষ্টো-ত্তরশত-(অথবা অষ্টবিংশতি) সংখ্যক-সচন্দনতুলসীপত্রপ্রদান-কর্ম্মাহং করিষ্যামি।" *

তদনন্তর সামান্যার্ঘ্য, জলশুদ্ধি,আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, গন্ধাদির ও গণেশাদি পঞ্চদেবতার অর্চ্চনা করিয়া ষোড়শোপচারে বা দশো-পচারে বিষ্ণুর পূজা করিবে। তৎপরে নির্দ্দিষ্টসংখ্য তুলসীপত্র চন্দনপ্রোক্ষিত করিয়া একটি পাত্রে স্থাপন পূর্ব্বক "বং এতেভ্যঃ সচন্দনতুলসীপত্রেভ্যো নমঃ" মন্ত্রে তাহার পূজা করত "এতৎ সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা" মন্ত্রে এক একটি করিয়া শালগ্রামশিলোপরি দিবে। † তদনন্তর জপ ও প্রণাম করিয়া নিম্নলিখিত নিয়মে দক্ষিণা দিবে।

"এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ" মন্ত্রে দক্ষিণাদ্রব্যটির পূজা করিয়া বামহস্তযুক্ত দক্ষিণহস্তের মধ্যমা বা কুশ দ্বারা কোশাস্থিত জল স্পর্শ করত নিম্নলিখিত বাক্যে দক্ষিণাদ্রব্যে জলের ছিটা দিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিপূর্ব্বকসর্ব্বাপচ্ছান্তিকামনয়া কৃতৈতৎস্বস্ত্যয়নকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দাক্ষিণামেতৎ (দক্ষিণাদ্রব্য উপস্থিত না থাকিলে 'দক্ষিণাং তৎ' বলিবে) কাঞ্চনমূল্যং (শূদ্র হইলে 'যৎকিঞ্চিৎ-

* নিজের জন্য স্বস্ত্যয়ন করিলে "অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ" উচ্চারণ করিবে না এবং "করিষ্যামি" পদের পরিবর্ত্তে "করিষ্যে" বলিবে।

† এক একটি তুলসী শালগ্রামশিলার উপর হইতে সরাইয়া হস্ত ধৌত করণান্তে অন্য তুলসী দিবে।

কাঞ্চনমূল্যং') শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি।"

তৎপরে পূর্ব্ববৎ জলস্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত বাক্যে বৈগুণ্য-সমাধান (অঙ্গহানিসমাধান) করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতেঽস্মিন্ কর্ম্মণি যদ্‌বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।"

তদনন্তর "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং" ইত্যাদি পাঠান্তে দশধা "ওঁ বিষ্ণু" জপ করিয়া এক গণ্ডূষ জল গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ সহকারে ভূতলে ফেলিয়া দিবে। যথা—

ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥
এতৎ কর্ম্ম শ্রীকৃষ্ণায় অর্পণমস্তু॥

হরির লুট প্রদান।

যথাবিধি আচমনান্তে বিষ্ণুস্মরণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত নিয়মে সঙ্কল্প করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (পরের জন্য হইলে অধিকন্তু 'অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ' উচ্চার্য্য) অভীষ্টসিদ্ধ্যর্থং মানসিক-হরিপূজনমহং করিষ্যে (পরার্থে 'করিষ্যামি')।"

সঙ্কল্পান্তে ভোগদানের নিয়মে মিষ্টান্নের পূজা করিয়া নিবেদন করিবে। পরে হরিধ্বনি সহকারে মিষ্টান্নের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ

* নিজের জন্য স্বস্ত্যয়ন হইলে "অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ" উচ্চারণ করিবে না এবং 'দদানি' স্থলে 'দদে' বলিবে।

তিনবার ছড়াইয়া দিয়া "ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে।

আকাশপ্রদীপদানমন্ত্র।

দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপং তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে॥

উল্কাদান।

দীপান্বিতা অমাবস্যার প্রদোষে উল্কাদান করিতে হয়। পাকাটী অথবা নারিকেলপত্রাদি দ্বারা মশালবৎ উল্কা প্রস্তুত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক উহা গ্রহণ করিবে। যথা—

ওঁ শস্ত্রাশস্ত্রহতানাঞ্চ ভূতানাং ভূতদর্শয়োঃ।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা দেহং দহেয়ং ব্যোমবহ্নিনা॥

অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্রে ভূতলে উল্কা স্থাপন করিবে, যথা—

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা দগ্ধাস্তে যান্তু পরমাং গতিম্॥

তৎপরে ঐ উল্কা ভেলায় তুলিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক জলে ভাসাইয়া দিবে, যথা—

ওঁ যমলোকং পরিত্যজ্য আগতা যে মমালয়ে।
উজ্জ্বলজ্যোতিষা বর্ত্ম প্রপশ্যন্তো ব্রজন্তু তে॥

ভূতচতুর্দ্দশী।

যমচতুর্দ্দশীতে অর্থাৎ কার্ত্তিকী কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী তিথিতে সন্ধ্যা-কালে স্নান, ধর্ম্মরাজের পূজা, তর্পণ, কুমারী ও ব্রাহ্মণপূজা, দেব-গৃহাদিতে চতুর্দ্দশ দীপদান, চতুর্দ্দশ শাকভোজন এবং মস্তকোপরি অপামার্গ (আপাঙ্) ভ্রামিত করিবে। (পরন্তু অধুনা অস্মদ্দেশে

কেবলমাত্র চতুর্দ্দশদীপদান ও চতুর্দ্দশশাকভোজনের প্রথা প্রচলিত আছে।) নিম্নলিখিত মন্ত্রে অপামার্গভ্রামণ করিতে হয়, যথা—

শীতলোষ্ঠসমাযুক্ত সকণ্টকদলান্বিত।
হর পাপমপামার্গ ভ্রাম্যমাণঃ পুনঃ পুনঃ॥

চতুর্দ্দশ শাক।—ওল, কেমুক (কেঁউ), বাস্তূক (বেতো), সর্ষপ, কালশাক, নিম্ব, জয়ন্তী, শালিঞ্চা (শাঞ্চে), হিলমোচিকা (হিঞ্চা), পটুক (পল্তা), শুল্‌ফা, গুড়ূচী, ভণ্টাকী (বেগুণ) ও শুষ্ণী।

অশোকাষ্টমীতে অশোককলিকাপানমন্ত্র।

অশোকাষ্টমীতে অর্থাৎ চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীতে সজল অশোক-কলিকাষ্টক পান করিলে জন্মজন্মান্তরে শোক পাইতে হয় না।

পানমন্ত্র।—ত্বমশোক হরাভীষ্ট মধুমাসসমুদ্ভব।
পিবামি শোকসন্তপ্তো মামশোকং সদা কুরু॥

ঘটোৎসর্গপদ্ধতি।

আচমনাদি সমাপনান্তে বামকরে ঘটধারণ পূর্ব্বক "ওঁ সযবোপকরণজলপূরিত-(গঙ্গাজল হইলে—গঙ্গাজলপূরিত বলিবে) ঘটায় (অথবা কুম্ভায়) নমঃ" এই মন্ত্রে বারত্রয় জলাভ্যুক্ষণ করত নিম্নলিখিত মন্ত্রে একটি সচন্দন পুষ্প প্রদান করিবে। যথা—

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ সযবোপকরণজলপূরিতঘটায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতৎ-সম্প্রদানায় ওঁ ব্রাহ্মণায় নমঃ।"

তৎপরে কোশাস্থ জলে দক্ষিণ হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক নিম্নলিখিত বাক্য উচ্চারণ করিবে, যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুখতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ (ইষ্টদেবতার

উদ্দেশে হইলে মনে মনে তন্নাম স্মরণ পূর্ব্বক‘প্রীতিকামঃ’ বলিবে) ইমং সযবোপকরণজলপূরিতঘটমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব-গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং দদে (অথবা বিষ্ণবে তুভ্যমহং সম্প্রদদে)।

(পিত্রাদির উদ্দেশে ঘটোৎসর্গ করিতে হইলে “অদ্যেত্যাদি অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য পিতুর-মুকদেবশর্ম্মণোঽক্ষয়স্বর্গকামঃ” ইত্যাদি বলিয়া সর্ব্বশেষে “দদানি” বলিবে। একটি কুম্ভ মাতাপিতাকে একত্র প্রদান করিতে হইলে “পিত্রোর্ভবানীপ্রসাদদেবশর্ম্ম-সুরবালাদেব্যোরক্ষয়স্বর্গকামঃ”ইত্যাদি-রূপ; শ্বশুর-শাশুড়ীকে একত্র দিলে “শ্বশুরয়োরমুকদেবশর্ম্ম-অমুকীদেব্যোরক্ষয়স্বর্গকামঃ” ইত্যাদিরূপ; স্ত্রী পুরুষ উভয়কে দিতে হইলে “অমুকদেবশর্ম্ম-অমুকীদেব্যোরক্ষয়স্বর্গকাম” ইত্যাদি-রূপ; একটি কুম্ভ অনেককে দিতে হইলে “অমুকগোত্রাণাং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুকদেবশর্ম্ম-অমুকদেবশর্ম্ম-অমুকদেব-শর্ম্মণাম্” ইত্যাদিরূপ এবং একটি কুম্ভ বহুপুরুষ ও বহু স্ত্রীকে দিতে হইলে পুরুষগণের নামান্তে দেবশর্ম্ম বলিয়া পরে “অমুকী-দেবীনাং” উচ্চারণ করিবে। ব্যজন, ছত্র, পাদুকা প্রভৃতিও এই নিয়মে উৎসর্গ করিতে হয়)।

উক্তরূপ বাক্যে ঘটোৎসর্গ করিয়া ঘটধারণ পূর্ব্বক নিম্ন-লিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে। যথা—

এষ ধর্ম্মঘটো দত্তো ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকঃ।
অস্য প্রদানাৎ সফলা মম সন্তু মনোরথাঃ॥

তৎপরে ঘটে চন্দন দিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

পানীয়ং প্রাণিনাং প্রাণাঃ পানীয়ং পাবনং মহৎ।
পানীয়স্য প্রদানেন প্রীয়তাং মে জনার্দ্দন॥

তৎপরে যথাবিধি দক্ষিণাপ্রদান পূর্ব্বক পিতৃপ্রণাম করিবে, যথা—

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতা হি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

(ভোজ্যোৎসর্গও এই নিয়মে করিবে, কেবল "সঘৃতসোপকরণামান্নভোজ্যায় নমঃ" উচ্চারণ পূর্ব্বক কার্য্য করিবে, এইমাত্র প্রভেদ)।

যবাদিদ্রব্যের অভাবে প্রতিনিধি।

যবাভাবে গম, মধু অভাবে গুড়, ঘৃত অভাবে সর্ষপতৈল এবং কুশ অভাবে কেশে ব্যবহার্য্য।

দেবপূজায় আবাহনাদির নিষেধবিধি।

শালগ্রামে, বাণলিঙ্গে, প্রতিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তিতে, জলে ও বহ্নিতে পূজাকালে দেবতার আবাহন, প্রতিষ্ঠা ও বিসর্জ্জন নাই।

অম্বুবাচীতে নিষিদ্ধকর্ম্ম।

অম্বুবাচীতে কাম্যপূজাদি, ব্রতারম্ভাদি, ভূমিখনন, অধ্যয়ন ও পক্বান্নাদিভক্ষণ নিষিদ্ধ।

সধবার পক্ষে কুশ ও তিল ব্যবহারের নিষিদ্ধতা।

সধবা স্ত্রী কুশ বা কেশের পরিবর্ত্তে দূর্ব্বা ব্যবহার করিবে, কুশাসনে বসিবে না এবং তিল-ব্যবহারও নিষিদ্ধ। তিলের পরিবর্ত্তে প্রায়শঃ যব ব্যবহার্য্য।

পর্য্যুষিত কুশ ও শিবমৃত্তিকাগ্রহণের নিষিদ্ধ দিন।

হরিশয়নে কুশ ও শিবমৃত্তিকা বাসী অব্যবহার্য্য। শ্রাবণী অমাবস্যায় কুশ তুলিলে তাহা বাসী গ্রহণ করিতে পারে।

প্রণামবিধি।

প্রণাম চতুর্ব্বিধ ;—অভিবাদন, অষ্টাঙ্গ, পঞ্চাঙ্গ ও করশিরঃ-

সংযোগাখ্য। স্বীয় নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রণম্যের পাদস্পর্শ করাকে অভিবাদন কহে। পদদ্বয়, হস্তদ্বয়, জানুদ্বয়, বক্ষঃস্থল, মস্তক, দৃষ্টি (প্রণম্যের প্রতি স্থিরনেত্রপাত), বাক্য (তন্নামোচ্চারণ) ও মন (তৎপ্রতি একাগ্রচিত্ততা) এই অষ্টাঙ্গ দ্বারা দণ্ডবৎ প্রণামের নাম অষ্টাঙ্গ প্রণাম ; জানুদ্বয়, করদ্বয়, মস্তক, বাক্য ও মন এই পঞ্চাঙ্গ দ্বারা প্রণামের নাম পঞ্চাঙ্গ প্রণাম এবং মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক প্রণামকে করশিরঃসংযোগ প্রণাম কহে।

শিব ও স্ত্রীদেবতাকে দক্ষিণে এবং তদ্ভিন্ন সকলকে বামদিকে রাখিয়া প্রণাম করিবে।

ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলে "বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া প্রতিনমস্কার করিবে। ব্রাহ্মণের অঙ্গে ব্রাহ্মণের পদস্পর্শ হইলে উভয়েই "বিষ্ণবে নমঃ" উচ্চারণ পূর্ব্বক প্রণাম করিবেন। হীনবর্ণেরা প্রণাম করিলে ব্রাহ্মণগণ "স্বস্ত্যস্তু", "ধর্ম্মে মতিরস্তু", "কল্যাণমস্তু" অথবা "জয়োঽস্তু" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন। আশীর্ব্বাদের সময় উত্তান দক্ষিণহস্ত অধঃপ্রসারণ পূর্ব্বক বৃদ্ধাঙ্গুলী দ্বারা অনামিকার মূলপর্ব্ব স্পর্শ করিয়া বরমুদ্রা প্রদর্শন করিবে।

প্রণম্যা স্ত্রীলোকের অঙ্গে স্ত্রীলোকের পদস্পর্শ হইলে "ক্ষমস্ব" অর্থাৎ "ক্ষমা করুন্" বলিয়া প্রণাম করিতে হয়। প্রণম্যা স্ত্রীও "জীবৎপতিকা ভব" অর্থাৎ "চির-আয়তী হও" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন।

প্রণামে নিষেধবিধি।

গুরুজনের হস্তে অন্নব্যঞ্জনাদি, কুশ, বহ্নি, জল, পুষ্প বা মৃত্তিকা থাকিলে, তাঁহারা অশুচি অবস্থায় থাকিলে, ভোজনে নিরত থাকিলে, অন্যমনা থাকিলে, দেবপূজাদিতে অভিনিবিষ্ট

থাকিলে অথবা তাঁহারা কোন স্থানে গমন করিতেছেন, এরূপ সময়ে প্রণাম করিতে নাই। দেবতা কিংবা গুরুজন, কাহাকেও একহস্তে প্রণাম করিবে না। প্রমাণ যথা—

"একহস্তপ্রণামশ্চ একং বাপি প্রদক্ষিণম্।
অকালে দর্শনং বিষ্ণোর্হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্॥"

দ্বাদশদানের দ্রব্য।

(১) সভূমি ধান্য, (২) আসন, (৩) জলপাত্র, (৪) অন্নপাত্র, (৫) বস্ত্র, (৬) তাম্বূলপাত্র, (৭) ফলপাত্র, (৮) চন্দনপাত্র, (৯) ছত্র, (১০) পাদুকা, (১১) শয্যা, (১২) কড়ি এক কাহন।

ষোড়শদানের দ্রব্য।

দ্বাদশ দানের দ্রব্য এবং তৈজসাধার সহ দীপ, তৈজসাধার সহ মাল্য, স্বর্ণ ও রৌপ্য।

বজ্রভয়শান্তি-মন্ত্র।

নিম্ননিখিত মন্ত্র পাঠ করিলে বজ্রভয় দূর হয়। যথা—

রামং স্কন্দং হনূমন্তং বৈনতেয়ং বৃকোদরম্।
যে স্মরন্তি বিরূপাক্ষং ন তেষাং বিদ্যুতো ভয়ম্॥

মধুপর্ক।

কাংস্যপাত্রে দধি, ঘৃত, জল, মধু ও চিনি একত্র করিয়া মধুপর্ক করিতে হয়। তন্মধ্যে দধি, ঘৃত ও চিনি সমভাগ, জল অত্যল্প এবং সমবেত সর্ব্বদ্রব্যাপেক্ষা অধিক মধু দিবে।

মতান্তরে ঘৃত, দধি ও মধু একত্র মিশ্রিত করিলেও মধুপর্ক হয়।

পঞ্চগব্য।

গোময়, গোমূত্র, ঘৃত, দুগ্ধ ও দধি একত্র করিলেই পঞ্চগব্য

হয়। গোময়ের দ্বিগুণ গোমূত্র, গোমূত্রের চতুর্গুণ ঘৃত, ঘৃতের অষ্টগুণ দুগ্ধ এবং দুগ্ধের অষ্টগুণ দধি মিশ্রিত করিবে।

পঞ্চগব্যশোধন-মন্ত্র।

গোময়শোধন।—ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টিং করীষিণীম্।
ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥

গোমূত্রশোধন।—গায়ত্রীপাঠ দ্বারা শোধন হয়।

দধিশোধন।—দধি ক্রাবে্ণাহকার্ষং জিষ্ণোরশ্বস্থ বাজিনঃ,সুরভিণো মুখাকরোৎ প্রণতায়ুংষি তার্ষৎ॥

দুগ্ধশোধন।—আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বিশ্বং ভবা-বাজস্থ সঙ্গতে।

ঘৃতশোধন।—ওঁ তেজোহসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি।

পঞ্চামৃত।

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু ও চিনি এই পঞ্চ দ্রব্য একত্র করিলেই পঞ্চামৃত হয়। তন্মধ্যে দধি, দুগ্ধ ও ঘৃতশোধন-মন্ত্র উপরে লিখিত হইয়াছে; মধু ও শর্করাশোধন-মন্ত্র নিম্নে লিখিত হইল, যথা—

মধুশোধন-মন্ত্র।—মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ। মধু নক্তমুতোষসো মধু মৎপার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্ নো বনস্পতিঃ মধুমান্ অস্তু সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ॥

চিনিশোধন-মন্ত্র।—গায়ত্রীপাঠ।

পঞ্চবর্ণ গুঁড়ি।

হরিদ্রাচূর্ণ পীতবর্ণ, তণ্ডুলচূর্ণ শ্বেতবর্ণ, কুসুমফলচূর্ণ অরুণ, চিতিধানপোড়াচূর্ণ কৃষ্ণ এবং বিল্বাদিপত্রচূর্ণ শ্যামল।

পঞ্চপল্লব।

আম্র, জম্বু, কপিত্থ, দাড়িম্ব ও বিল্ব। মতান্তরে অশ্বত্থ, বট, আম্র, প্লক্ষ বা অশোক ও যজ্ঞোডুম্বর। তন্ত্রমতে—কাঁঠাল, আম্র, বট, অশ্বত্থ ও বকুল।

পঞ্চশস্য।

ধান্য, মুগ, তিল, যব ও শ্বেতসর্ষপ। কেহ কেহ শ্বেতসর্ষপের পরিবর্ত্তে মাষকলায় ব্যবহার করেন।

পঞ্চরত্ন।

কাঞ্চন, হীরক, মুক্তা, পদ্মরাগমণি ও নীলকান্তমণি।

পঞ্চকষায়।

জম্বু, শাল্মলী, বলা, বকুল, বদর।

সর্ব্বৌষধি।

মুরা, জটামাংসী, বচ, কুড়, শৈলজ, হরিদ্রা, কুঙ্কুম, শঠী, চম্পক ও মুথা।

মহৌষধি।

পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলিয়া, শ্যামালতা, ভৃঙ্গরাজ, শতাবরী, গুলঞ্চ, সহদেবী।

হবিষ্যান্ন।

গব্যদধি, গব্যঘৃত (অভাবে মাহিষঘৃত), আতপতণ্ডুল, ইক্ষু-চিনি, বেতোশাক, খৈ, ইক্ষু, হরীতকী, মটর,যব, তিল, কাঁচামুগ, সৈন্ধবলবণ, হিঞ্চা, কাঁটাল, কদলী, আমলকী, লতাদির মূল, তেঁতুল, আম্র, জীরক, গব্য দুগ্ধ (অভাবে মাহিষদুগ্ধ), লবলী (নোড়)। *

* আতা, পেঁপে, তরমুজ, ডাব বা নারিকেল, ফুটী, কড়াইশুঁটী, বরবটী, বাদাম, ডালিম, দ্রাক্ষা (কিস্‌মিস্), খর্জ্জুর প্রভৃতি দ্রব্যও দেশভেদে লৌকিকাচারমতে হবিষ্যান্ন বলিয়া পরিগণিত।

অক্ষমের পক্ষে উপবাসে অনুকল্প।

উপবাসদিনে উপবাস করিতে অক্ষম হইলে ফল, মূল, ঘৃত, দুগ্ধ ও জল সেবন করিবে। যদি তাহা সেবন করিয়াও উপবাস করিতে না পারে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণের আজ্ঞা গ্রহণ পূর্ব্বক সমস্ত দিবা উপবাসী থাকিয়া রাত্রিকালে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিবে।

জপরহস্য।

নির্জ্জনে জপ করাই কর্ত্তব্য। ফল কথা, যেখানে চিত্তপ্রসাদ জন্মে, তাহাই জপের উপযুক্ত স্থান। জপ ত্রিবিধ ;—মানসিক, উপাংশু ও বাচনিক। মনে মনে মন্ত্রজপ করাকে মানসিক জপ কহে ; যে জপের শব্দ নিজের শ্রুতিগোচর হয়, কিন্তু অন্যে শুনিতে পায় না, তাহাকে উপাংশু জপ বলে আর যে জপের শব্দ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত হয়, তাহাকে বাচনিক জপ বলা যায়। বাচনিক অপেক্ষা উপাংশু এবং উপাংশু অপেক্ষা মানসিক জপ শ্রেষ্ঠ।

মন্ত্রজপের আদিতে অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস, মূলমন্ত্র দ্বারা প্রাণায়াম ও গুরুপংক্তিনমস্কার করিয়া জপশেষে পুনর্ব্বার প্রাণায়াম করত জপবিসর্জ্জন করিবে। পরন্তু গায়ত্রীজপ সম্বন্ধে ইহার কিছুই করিবার আবশ্যক নাই।

প্রভাতে হৃদয়সমীপে উত্তানহস্তে, মধ্যাহ্নে হৃদয়াভিমুখহস্তে এবং সন্ধ্যাকালে অধোমুখ-হস্তে জপ করিবে। জপকালে হস্ত বস্ত্রাভ্যন্তরে রাখিবে। হৃদয়কমলে পূজিত দেবতাকে ধ্যান পূর্ব্বক মস্তকস্থিত গুরু ও মন্ত্র সহ দেবতার ঐক্য ভাবনা করিয়া জপ করিতে হয়। মন্ত্র স্পষ্ট ও অনতিদ্রুতভাবে উচ্চারণ করিবে এবং অধিক বিলম্ব করিয়া উচ্চারণ করিবে না। অক্ষমালাতে জপই প্রশস্ত, তাহার অভাবে অনামার মূলপর্ব্বদ্বয়, কনিষ্ঠার পর্ব্বত্রয়,

অনামা ও মধ্যমার অগ্রপর্ব্বদ্বয় ও তর্জ্জনীর পর্ব্বত্রয় এই দশপর্ব্বে ক্রমান্বয়ে অঙ্গুষ্ঠের অগ্র দ্বারা জপ করিবে। স্ত্রীদেবতা হইলে তর্জ্জনীর পর্ব্বদ্বয় পরিত্যাগ করত মধ্যমার তিন পর্ব্ব ও তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব যাবৎ দশস্থলে জপ করিবে। এইরূপ জপের প্রতি দশবার হইলে উক্তরূপ প্রণালীতে বামহস্তের পর্ব্বে একবার জপ করা হইবে। এই প্রকারে বামহাতে দশবার পূর্ণ হইলেই শতসংখ্যা পূর্ণ হইল বুঝিবে। অষ্টাদশবার বা একশত আটবার ইত্যাদিরূপ অষ্টাধিক করিয়া জপ করাই কর্ত্তব্য। অক্ষম স্থলে দশবার জপ করিবে।

জপসংখ্যাদ্রব্যের দ্বারা * সংখ্যা রাখিয়া জপ করিতে হয়। দক্ষিণ হস্তে দশবার জপ হইলে বামহস্তের অঙ্গুলীসমূহের এক একটি পর্ব্ব ধরিবে। এইরূপে বামহস্তের দশপর্ব্ব শেষ হইলেই শতবার জপ হয়। প্রতি শতবার জপের পর সংখ্যাদ্রব্যের দ্বারা সংখ্যানিরূপণ করিবে। সংখ্যা না রাখিয়া জপ করিলে জপ নিষ্ফল হয়। জপকালে এরূপ ভাবে জপ করিবে যেন, অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ অঙ্গুলীর পর্ব্বরেখায় পতিত না হয়। দৈবাৎ পড়িলে পুনরায় প্রথম হইতে জপ আরম্ভ করিবে।

জপকালে অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি স্পন্দন, দন্তবিকাশ, বাক্যোচ্চারণ ও হাস্য প্রভৃতি নিষিদ্ধ।

ক্ষৌরকর্ম্ম।

জন্মমাসে ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পাদন করিলে রোগ ও ধনপুত্র নাশ পায়। নাপিতের গৃহে গিয়া ক্ষৌরকর্ম্ম সম্পাদন করিলে শ্রীহীন

---

* সিন্দূর, গোময়, লাক্ষা, রক্তচন্দন ইহার একতম দ্বারা গুটিকা প্রস্তুত করত জপসংখ্যা রাখিতে হয়।

হইতে হয়। রবিবারে ক্ষৌর-কর্ম্ম করিলে দুঃখ, সোমবারে সুখ, মঙ্গলে মৃত্যু, বুধে ধনলাভ, বৃহস্পতিতে মানহানি, শুক্রবারে শুক্রক্ষয় এবং শনিবারে সর্ব্বপ্রকার দোষের কারণ হয়। প্রথমে শ্মশ্রু-কেশাদি কর্ত্তন করিয়া পরে নখকর্ত্তন করিবে। রোহিণী, বিশাখা, উত্তরভাদ্রপদ, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া, মঘা, কৃত্তিকা, এই সকল নক্ষত্রে ক্ষৌরবর্জ্জন করিবে। মৈথুনান্তে ক্ষৌর নিষিদ্ধ। ক্ষৌরকার্য্যকালে কেশব, দিতি ও অদিতি এই কয়-জনকে এবং পাটলিপুত্র, মহীস্ছত্রা ও আনর্ত্তপুর এই তিন নগরকে স্মরণ করিলে মঙ্গল হইয়া থাকে। দেবকার্য্যে, পিতৃশ্রাদ্ধে, জন্ম-মাসে, জন্মনক্ষত্রে ও রবির অংশক্ষয়ে ক্ষৌরকর্ম্ম বর্জ্জনীয়। পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া ক্ষৌরকর্ম্ম করণীয়। স্নানান্তে, সন্ধ্যাকালে ও রাত্রিতে ক্ষৌরকর্ম্ম করিবে না।

মুমূর্ষু কৃত্য।

(বৈতরণী)

দেহত্যাগের পূর্ব্বেই বৈতরণী করা কর্ত্তব্য। বৈতরণী করিলে নরকভয়ের আশঙ্কা থাকে না। অপবিত্র থাকিলেও বৈতরণী করিতে পারে। স্বয়ং অশক্ত হইলে অন্য কোন পবিত্র ব্যক্তি দ্বারা উহা সম্পাদন করাইবে। বৈতরণীক্রিয়ায় সবৎসা-ধেনুদানই বিধি, অসমর্থ হইলে একটিমাত্র কৃষ্ণা ধেনু দিবে। * তাহাতেও অক্ষম হইলে গোমূল্য এককাহন বরাটক (কড়ি) উৎ-

---

* স্বর্ণশৃঙ্গ, রৌপ্যক্ষুর, কাংস্যক্রোড়, তাম্রপৃষ্ঠ প্রভৃতি দ্বারা অলঙ্কৃতা ও সবস্ত্রা করিয়া ধেনু দান করাই ব্যবস্থা।

সর্গ করিতে হয়। নিম্নলিখিত প্রণালীতে বৈতরণী করিবে যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা যমদ্বারস্থিতবৈতরণীনদীসুখসন্তরণ-কামঃ (অথবা তপ্তাবৈতরণীনদীসুখসন্তরণকামঃ) ইমাং সালঙ্কারাং সবস্ত্রাং কৃষ্ণাং গাং (অথবা বৈতরণীং গাং) গন্ধ্যাদ্যর্চ্চিতাং শ্রীবিষ্ণু-দৈবতাং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায় অহং সংপ্রদদে।" *

এই প্রকার বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক উৎসর্গ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে, যথা—

ওঁ যমদ্বারে মহাঘোরে তপ্তা বৈতরণী নদী।
তাঞ্চ তর্ত্তুং দদাম্যেনাং কৃষ্ণাং বৈতরণীঞ্চ গাম্॥

তৎপরে নিম্নলিখিত বাক্যে দক্ষিণা প্রদান করিবে। যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা যমদ্বারাবস্থিততপ্তাবৈতরণীনদীসুখ-সন্তরণকামনয়া কৃতৈতৎ-সালঙ্কারা-সবস্ত্রা-কৃষ্ণা-বৈতরণী-গোদান-কর্ম্মণঃ (গোদানে অসমর্থ হইয়া মূল্য প্রদান করিলে 'কৃষ্ণা-বৈত-রণী-গোদানকর্ম্মণঃ' ইহার পরিবর্ত্তে 'কৃষ্ণাগোমূল্যদানকর্ম্মণঃ' বলিবে) সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সংপ্রদদে।"

বৈতরণীর সময় ভোজ্যান্ন, বস্ত্র, জল ইত্যাদি দানও বিধেয়। মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে বৈতরণী না হইলে আদ্যশ্রাদ্ধের প্রথমেই করিবে।

---

* ধেনুদানে অক্ষমস্থলে গোমূল্য প্রদান করিলে "সুখসন্তরণকামঃ" এই পদের পর "কৃষ্ণাগোমূল্যান্ এককার্ষাপণবরাটকান্ শ্রীবিষ্ণুদৈবতান্ ব্রাহ্মণে-ভ্যোঽহং সংপ্রদদে" এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিবে।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াপদ্ধতি।

মৃতব্যক্তির দাহাধিকারী স্বয়ং স্নানান্তে মৃতব্যক্তিকে স্নান করাইবে। পরে তাহার সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করত দক্ষিণশিরা করাইয়া কুশোপরি শয়ন করাইবে। তদনন্তর তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘৃতাক্ত করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে পুনরায় স্নান করাইবে। যথা—

ওঁ গয়াদীনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যাঃ শিলোচ্চয়াঃ।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ যমুনাঞ্চ সরিদ্বরাম্।
কৌশিকীং চন্দ্রভাগাঞ্চ সর্ব্বপাপপ্রণাশিনীম্।
ভদ্রাবকাশাং সরযূং পনসং গণ্ডকীং তথা॥
বৈণবঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্থং পিণ্ডারকং তথা।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাস্তথা॥

তৎপরে নূতনবস্ত্র পরিধান করাইয়া উত্তরীয়, যজ্ঞোপবীত ও চন্দনাদি দ্বারা শবদেহ ভূষিত করত তদীয় চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়,নাসা-রন্ধ্রদ্বয় ও মুখ এই সপ্তরন্ধ্রে সপ্তখণ্ড সুবর্ণ (অভাবে কাংস্যখণ্ড) প্রদান করিবে। পরে আমপাত্রে (কাঁচামৃণ্ময়পাত্রে) তণ্ডুলগ্রহণ করত পথিমধ্যে তাহা ছড়াইতে ছড়াইতে শববহনপূর্ব্বক শ্মশানে উপস্থিত হইবে। উক্ত তণ্ডুলের অর্দ্ধাংশ ছড়াইয়া অবশিষ্টার্দ্ধ পিণ্ডপাকার্থ রাখিয়া দিবে। ঐ তণ্ডুল দ্বারা শ্মশানে অন্নপাক কবিবে। শ্মশানের যে স্থানে বসিয়া পিণ্ডদান করিবে, সেই স্থান গোময় দ্বারা লেপন করত বিপরীতোপবীতী হইয়া বামজানু পাতন পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইবে। পরে "ওঁ অপহতাসুরা রক্ষাংসি বেদী সদঃ" এই মন্ত্রে ভূতলে একটি চতুষ্কোণ রেখা অঙ্কিত করিয়া তদুপরি কুশাচ্ছাদন করত "ওঁ এহি প্রেত সৌম্য গম্ভীরেভিঃ

পথিভিঃ পূর্ব্বেণেভিঃ দেহস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রয়িঞ্চ নঃ সর্ব্ব-বীরং নিযচ্ছ” এই মন্ত্রে প্রেতের আবাহন করিবে। *

অনন্তর আস্তীর্ণকুশোপরি তিলনিক্ষেপ পূর্ব্বক বামহস্তে কুশ-মূল লইয়া দক্ষিণহস্তে সতিল জলগণ্ডূষ গ্রহণ করত “ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্নবনেনিক্ষ্ব” এই মন্ত্রে কুশোপরি সেই জল প্রদান করিবে। পরে দক্ষিণ-হস্তে পিণ্ড ও বামহস্তে আমপাত্রে সতিল জল লইয়া “ওঁ অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তেঽন্ন-মুপতিষ্ঠতাম্” † বলিয়া আস্তীর্ণ-কুশোপরি পিণ্ডপ্রদান করিবে। পরে পিণ্ডপাত্রপ্রক্ষালনজল পিণ্ডোপরি দিবে।

তৎপরে ক্রিয়াধিকারী স্নানান্তে কাষ্ঠ দ্বারা চিতারচনা করিয়া তদুপরি দুইখানি নববস্ত্রসহ শবকে শয়ন করাইবে। পুরুষ মরিলে দক্ষিণশিরা ও উবুড় করিয়া এবং স্ত্রীলোক মরিলে দক্ষিণশিরা ও চিৎ করিয়া শয়ন করাইতে হয়। ‡ তদনন্তর “দেবাশ্চাগ্নিমুখা এনং দহন্তু” এই মন্ত্রে প্রজ্বলিত বহ্নি গ্রহণ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে সাতবার চিতা প্রদক্ষিণ করিবে। যথা—

ওঁ কৃত্বা তু দুষ্করং কর্ম্ম জানতা বাপ্যজানতা।
মৃত্যুকালবশং প্রাপ্য নরং পঞ্চত্বমাগতম্॥
ধর্ম্মাধর্ম্মসমাযুক্তং লোভমোহসমাবৃতম্।
দহেয়ং সর্ব্বগাত্রাণি দিব্যান্ লোকান্ স গচ্ছতু॥ §

* সামবেদীয় ভিন্ন অন্যবেদীয়গণ আবাহন করিবে না।

† স্ত্রীলোক মরিলে জলদান ও পিণ্ডদানের মন্ত্রে “অমুকগোত্রে প্রেতে অমুকিদেবি” উচ্চারণ করিতে হয়।

‡ যজুর্ব্বেদীয় ও ঋগ্বেদীয়গণ কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলকেই উত্তরশিরা করিয়া শয়ন করাইবে।

§ স্ত্রীলোক মরিলে “নরং পঞ্চত্বমাগতং” স্থলে “নারীং পঞ্চত্বমাগতাং”,

প্রদক্ষিণান্তে দক্ষিণমুখ হইয়া শিরঃস্থলে বা মুখে অগ্নিসংযোগ করিবে। দাহান্তে দ্বাদশাঙ্গুলপরিমিত সাতটি কাষ্ঠিকা (কাঠি) লইয়া সাতবার চিতাপ্রদক্ষিণ করিতে করিতে এক একটি করিয়া ঐ কাঠি চিতাগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে "ক্রব্যাদায় নমস্তভ্যং" মন্ত্রে কুঠার দ্বারা চিতাস্থ জ্বলন্ত কাষ্ঠের উপর আঘাত করত অগ্নিকে বামে রাখিয়া নদ্যাদি জলাশয়ে স্নানার্থ গমন করিবে; পুনরায় চিতার দিকে দৃষ্টি করিবে না।

দেশভেদে এইরূপ প্রথা আছে যে, দাহাধিকারী চিতায় সপ্ত-কলস এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা এক এক কলস জল সেচন করে এবং চিতার উপর পূর্ণকুম্ভ স্থাপন করত কুঠার দ্বারা আঘাত করিয়া স্নানার্থ গমন করিয়া থাকে। শবসম্বন্ধীয় বস্ত্রাদি শ্মশানবাসী চণ্ডালকে দান করিবে। ঋতুমতী বা সূতিকা স্ত্রীর মৃত্যু হইলে পূর্ণকুম্ভে সতিল পঞ্চগব্য নিক্ষেপ পূর্ব্বক "আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবস্তা ন উর্জ্জে দধাত নঃ মহে রণায় চক্ষুষে" এই মন্ত্র এবং "মহা-বামদেব্য" ইত্যাদি শান্তিমন্ত্র পাঠ করত দাহ করিবে। গর্ভবতী স্ত্রীর মৃত্যু হইলে গর্ভস্থ শিশুকে নিষ্ক্রামিত করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করত প্রসূতিকে দাহ করিবে।

দাহান্তে স্নানার্থ নদ্যাদি জলাশয়ে গিয়া দাহকারীর শ্যালকের (অভাবে অন্যান্য ব্যক্তির) নিকট "উদকং করিষ্যামঃ" এই বাক্যে অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবে। তাঁহারাও "কুরুধ্বং" বাক্যে অনুজ্ঞা দিবেন। পরে স্নানান্তে বস্ত্রাদিধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণাস্যে বামহস্তে জল

"ধর্ম্মাধর্ম্মসমাযুক্তং" স্থলে "ধর্ম্মাধর্ম্মসমাযুক্তাং," "লোভমোহসমাবৃতং" স্থলে "লোভমোহসমাবৃতাং" এবং "স গচ্ছতু" স্থলে "সা গচ্ছতু" বলিবে।

লইয়া বামহস্তের অনামা দ্বারা ঘর্ষণ পূর্ব্বক "আপো নঃ শুশোচদঘং" এই বাক্য উচ্চারণ করিবে। অনন্তর একবস্ত্রে পুনরায় স্নান ও আচমনান্তে নিম্নলিখিত মন্ত্রে তিনবার তর্পণ করিবে। যথা—

"অমুকগোত্রং প্রেতং অমুকদেবশর্ম্মাণং তর্পয়ামি।" *

তদনন্তর গৃহে প্রতিগমন করিতে হয়। দেশভেদে এই প্রকার প্রথা আছে যে, দিবাভাগে দাহ হইলে রাত্রিতে এবং রাত্রিতে দাহ হইলে তৎপরদিন দিবাভাগে গৃহে যাইবে। কোন কোন দেশে দিবাভাগে দাহ হইলে তৎপরদিবস দিবাভাগে এবং রাত্রিতে দাহ হইলে তৎপরদিন রাত্রে গৃহে গমন করে।

দাহান্তে গৃহে যাইয়া বাটীর বহির্দ্বারস্থিত নিম্বপত্র, খেঁসারী ডাইল, ঘৃত, বহ্নি ও তণ্ডুল দন্তে কাটিয়া গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ভোজন করিবে। অপরাপর বাটীর কেহ দাহকারীর সহিত শ্মশানে গমন করিলে তিনিও ঐরূপে দাহকারী গৃহে গিয়া তথায় কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন ভোজন পূর্ব্বক পরে নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিবেন।

গঙ্গাজলে অস্থিপ্রক্ষেপ।

দূরদেশে মৃতব্যক্তির অস্থি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিতে হইলে উত্তরাস্যে আচমনান্তে কুশজল গ্রহণ পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিয়া অস্থিকে পঞ্চগব্যে অভিষিক্ত করিবে। তদনন্তর স্বর্ণ, মধু, ঘৃত ও তিল-সংযুক্ত মৃত্তিকা বা গোময় দ্বারা আবৃত করিয়া দক্ষিণদিকে দৃষ্টি-

---

* স্ত্রীলোক মরিলে "অমুকগোত্রাং প্রেতাং অমুকিদেবীং তর্পয়ামি" বলিতে হয়। যজুর্ব্বেদীয় ও ঋগ্বেদীয়েরা পুরুষ মরিলে "অমুকগোত্র প্রেত অমুকদেবশর্ম্মন্ এতত্তিলোদকং তৃপ্যস্ব" এবং স্ত্রীলোক মরিলে "অমুকগোত্রে প্রেতে অমুকিদেবি এতত্তিলোদকং তৃপ্যস্ব" বলিয়া তর্পণ করিবে।

পাত করতঃ "নমো ধর্ম্মরাজায়" বলিয়া জলে অবতরণ করিবে। তৎপরে "স মে প্রীতো ভবতু" বাক্যে অস্থিখণ্ড দূরজলে নিক্ষেপ করিতে হয়। সঙ্কল্পবাক্য যথা—

"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রস্য শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণঃ এতদস্থিসমসংখ্যক-বর্ষসহস্রা-বচ্ছিন্ন-স্বর্গাধিকরণকমহীয়ানত্বকামঃ অমুকগোত্রস্য অমুকদেবশর্ম্মণঃ এতানি অস্থিখণ্ডানি গঙ্গায়াং প্রক্ষিপামি।"

অস্থি জলে প্রক্ষেপান্তে স্নান পূর্ব্বক সূর্য্যদর্শন করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিতে হয়।

কুশপুত্তলিদাহ।

মৃতদেহ দাহ করা না হয়, অস্থি প্রাপ্ত হওয়াও না যায়, এরূপ স্থলে কুশপুত্তলিদাহন কর্ত্তব্য। কোন ব্যক্তি নিরুদ্দেশ হইলে দ্বাদশবর্ষ পরে যথানিয়মে কুশপুত্তলিদাহন করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে। শরপত্র দ্বারা একটি পুত্তলি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তদীয় মস্তকে ৪০টি, গলদেশে ১০টি, বক্ষে ৩০টি, উদরে ২০টি, বাহুতে ১০০টি, অঙ্গুলীতে ১০টি, অণ্ডকোষে ৬টি, উপস্থে ৪টি, উরুদেশে ১০০টি, জানুজঙ্ঘায় ৩০টি এবং পাদাঙ্গুলীতে ১০টি পলাশপত্র দিয়া মেষরোমের সূত্র দ্বারা বেষ্টন করত যবপিষ্ট দ্বারা লেপন করিবে এবং পুত্তলির শিরোদেশে একটি তরুণ রক্তবর্ণ নারিকেল প্রদান করিবে। এইরূপে পুত্তলি নির্ম্মাণ করিয়া দাহ করিতে হয়।

মতান্তরে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, অপঘাতে মৃত্যু হইলেও একবর্ষ পরে উপরিলিখিত নিয়মে কুশপুত্তলিদাহন করিতে হয়। কেহ কেহ একবর্ষমধ্যেও কুশপুত্তলিদাহনের ব্যবস্থা দেন।

সপিণ্ডাদি-বিচার।

আপনা হইতে চারি পুরুষ পিণ্ডভাগী ও তিন পুরুষ লেপভাগী, এই সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্তকেই সপিণ্ড বলা যায়। অর্থাৎ পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, এই তিন পুরুষ পিণ্ডভাগী আর বৃদ্ধপ্রপিতামহ, অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ও অত্যতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ এই পুরুষত্রয় লেপভাগী এবং স্বয়ং পিণ্ডদ। পিণ্ডদানান্তে যাহা হস্তে লগ্ন থাকে, তাহারই নাম লেপ। সপিণ্ডের অনন্তর যে তিন পুরুষ তাহাদিগকে এবং "এই বংশে অমুক জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এইরূপ নামস্মৃতি যাবৎকে সমানোদক বলা যায়। কোন কো ব্যক্তি চতুর্দ্দশ পুরুষ যাবৎকে সমানোদক বলিয়া নির্ণয় করে এবং তৎপরে গোত্রজসম্বন্ধমাত্র নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বিবাহ বিষয়ে অবিবাহিতা কন্যার সপিণ্ডতা সাত পুরুষ নির্দ্দিষ্ট আছে কিন্তু বিবাহান্তে পতিকুলে সপিণ্ডতা হইয়া থাকে। ভর্ত্তৃসপিণ্ড স্ত্রীজাতির সপিণ্ড। অবিবাহিতা কন্যার পিতৃকুলে তিন পুরুষ যাবৎ সপিণ্ডত্ব থাকে, কিন্তু তাহা অশৌচবিষয়ে জানিবে।

সপিণ্ডাদ্যশৌচ।

কি জননে, কি মরণে, সপিণ্ডব্যক্তির সম্পূর্ণ অশৌচ হয় অর্থাৎ দশদিন অশৌচ থাকে আর সকুল্যের তিন রাত্রি এবং গোত্রজ ব্যক্তি স্নানমাত্রে শুদ্ধ হয়। সমানোদকের নিবৃত্তিভাবে অর্থাৎ নামস্মরণ পর্য্যন্তকেই সকুল্য কহে। *

---

* এখানে ব্রাহ্মণের পক্ষে ব্যবস্থাই লিখিত হইল। ক্ষত্রিয় প্রভৃতির স্ব স্ব-জাত্যুক্ত শৌচের বিভাগমতে ব্যবস্থা হইবে।

চাতুর্ব্বর্ণাশৌচ।

বিপ্রের পক্ষে দশদিন, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ, বৈশ্যের এক পক্ষ এবং শূদ্রের পক্ষে একমাস পূর্ণাশৌচ নিরূপিত আছে। * বিদেশে মৃত্যু বা জন্ম হইলে যে দিন সংবাদ পাওয়া যায়, জ্ঞাতিগণ সেই দিন হইতে আরম্ভ করিয়া অশৌচের অবশিষ্ট কয় দিন অশৌচ-গ্রহণ করিবে। জননাশৌচ অতীত হইবার পর সংবাদ পাইলে পর অশৌচগ্রহণের আবশ্যক নাই। কিন্তু স্বীয় পুত্রজন্মসংবাদ অশৌচান্তে পাইলে ধৃতবস্ত্র সহ অবগাহন স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। সপিণ্ডব্যক্তির মৃত্যুসংবাদ অশৌচান্তে শুনিলে তিন রাত্রি অশৌচ-গ্রহণ করিবে অর্থাৎ অশৌচান্তে এক বৎসরের মধ্যে সপিণ্ডের মৃত্যু-সংবাদ পাইলে তিন রাত্রি অশৌচগ্রহণ করিবে আর এক বৎসর পর শুনিলে সদ্যঃশৌচগ্রহণ ব্যবস্থেয়। কিন্তু মহাগুরু অর্থাৎ পিতা, মাতা অথবা পতির মৃত্যুসংবাদ এক বৎসরের পর শুনি-লেও তিন রাত্রি অশৌচগ্রহণ কর্ত্তব্য।

নারীবিষয়কাশৌচ

দুই বর্ষের ন্যূনবয়স্কা বালিকার মৃত্যু হইলে সদ্যঃশৌচ ব্যবস্থা। বাগ্‌দত্তা কন্যার মৃত্যু হইলে এক রাত্রি অশৌচ হয়। বাগ্‌দান সংসিদ্ধ হইবার পর বিবাহ যাবৎ সময়ের মধ্যে মৃত্যু ঘটিলে পিতৃকুল পতিকুল উভয়কুলেই ত্রিরাত্র অশৌচগ্রহণ ব্যবস্থেয়। † বিবাহান্তে মৃত্যু হইলে পতিকুলে পূর্ণাশৌচ গ্রহণীয়। বিবাহিতা কন্যা পিতৃগৃহে থাকিয়া মরিলে বা প্রসূতা হইলে পিতামাতার ত্রিরাত্রি

* সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অশৌচ হইলে পূর্ব্বদিন হইতে গণনা করিতে হয়; কারণ, অশৌচের দিন নির্ণয় না হইলে অশৌচগ্রহণ অকর্ত্তব্য।

† বিবাহের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্তকেই বাগ্‌দানকাল কহে।

এবং ভ্রাতৃগণের একরাত্রি অশৌচ হয়। অজাতদন্তা কন্যা মরিলে তৎসহোদর একরাত্রি অশৌচগ্রহণ করিবে। * বিবাহের পর মরিলে আর ভ্রাতার অশৌচ হয় না, তখন কেবল পতি কুলেরই পূর্ণাশৌচ হইয়া থাকে।

পুত্র বা কন্যা জন্মিলে বিপ্রাণী, ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ইহাদিগের পক্ষে দশাহ যাবৎ আর শূদ্রাণীর ত্রয়োদশদিন অস্পৃশ্যত্ব থাকে।

পুত্র জন্মিলে দশদিন যাবৎ মাতার অস্পৃশ্যত্ব থাকে এবং পিতার পক্ষে ঐ অস্পৃশ্যত্ব স্নানের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত জানিবে।

ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা পুত্রপ্রসবান্তে বিংশতি দিনের পর এবং কন্যাপ্রসবান্তে একমাসের পর স্নান করিয়া সর্ব্বকর্ম্মে অধিকারিণী হইবে। † শূদ্রাণীর পক্ষে পুত্রকন্যার জাতাশৌচ একমাস এবং অস্পৃশ্যত্ব ত্রয়োদশ দিন।

বালকাদিমরণাশৌচ।

নবম বা দশম মাসে বালক জন্মিয়া সেই জননাশৌচের মধ্যেই মরিলে পিতামাতার অস্পৃশ্যত্বজাতাশৌচ এবং সপিণ্ড বর্গের সদ্যঃশৌচ হয়। জননাশৌচান্তে মরিলে সহোদর ভ্রাতার একাহ অশৌচ হইয়া থাকে।

গর্ভমধ্যে মৃত হইয়া পুত্র বা কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে সকলেরই পূর্ণাশৌচ হইবে।

---

* ইহার তাৎপর্য্য এই যে, চূড়াকরণ যাবৎ একরাত্রি অশৌচ।

† ইতিপূর্ব্বে ব্রাহ্মণীর পক্ষে দশ দিন অশৌচের বিধি বলিয়া আব বিংশতিদিনের উল্লেখ করাতে এই বুঝাইল যে, পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে উহা অস্পৃশ্যত্ববিষয়ক আর এই বিংশতিদিন অশৌচবিষয়ক।

জননাশৌচের পর যাবৎ দন্ত না জন্মে, তৎকালের মধ্যে মরিলে পিতামাতার এক রাত্রি অশৌচ আর দন্তোদ্গমের পর মৃত্যু হইলে তিন রাত্রি অশৌচ হইয়া থাকে। জাতদন্ত বালক মরিলে সপিণ্ডব্যক্তির একদিন অশৌচ এবং চূড়াকরণান্তে মরিলে তিন রাত্রি অশৌচ ব্যবস্থেয়।

অনুপনীত ব্রাহ্মণবালক মরিলে তিন রাত্রি অশৌচ গ্রহণীয়, কিন্তু পঞ্চবর্ষবয়সে উপনয়ন হইয়া মৃত্যু ঘটিলে পূর্ণাশৌচ হয়।

অপূর্ণ ষণ্মাসমধ্যে শূদ্রশিশু মরিলে তাহার পিতা-মাতা ও সপিণ্ডবর্গ ত্রিরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করিবে।

সদ্যঃশৌচ।

দুর্ভিক্ষে, রাজবিপ্লবে, রাজশূন্য যুদ্ধে, বিদ্যুদগ্নিতে ও শাপাদি দ্বারা মৃত্যু ঘটিলে সপিণ্ডব্যক্তিরা সদ্যঃশৌচ গ্রহণ করিবে।

রাজার রাজকার্য্যে, ব্রতীর ব্রতে, যাজ্ঞিকের যজ্ঞে, শিল্পীর শিল্পকর্ম্মে, রাজাজ্ঞাকারীর রাজার ইচ্ছাতে, দেবপ্রতিষ্ঠা ও বিবাহকালে, পূর্ব্বসঙ্কল্পিত কোন ব্রতকালে, চিকিৎসকের চিকিৎসাতে, দাসদাসীর দাস্যকরণকালে সপিণ্ডের মৃত্যু হইলে অশৌচ হয় না। কোন কোন মতে সদ্যঃশৌচের বিধি আছে।

উপসর্গবশতঃ মরিলে সদ্যঃশৌচ হয়। আপদে মৃত্যু ঘটিলে কিংবা বহু যন্ত্রণাতে মরিলেও সদ্যঃশৌচ গ্রহণীয়।

গর্ভস্রাবাশৌচ।

গর্ভস্রাবের কাল অষ্টমমাস পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। ছয়মাসমধ্যে গর্ভস্রাব হইলে যতমাস গর্ভ হইয়াছে, ততদিন সেই নারীর অশৌচ হয়। ছয়মাসান্তে আটমাসমধ্যে গর্ভস্রাব হইলে সেই স্ত্রী নিজ নিজ জাত্যুক্ত পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করিবে এবং সপিণ্ডবর্গের

সন্তঃশৌচ, নির্গুণের একদিন এবং যথেচ্ছাচারীর ত্রিরাত্রি অশৌচ ব্যবস্থেয়।

দ্বিতীয় মাসে, তৃতীয় মাসে, চতুর্থ মাসে, পঞ্চম মাসে কিংবা ষষ্ঠ মাসে গর্ভস্রাব হইলে যে কয়মাস গর্ভ হইয়াছে, তৎসমসংখ্য দিন অশৌচগ্রহণের পরেও ব্রাহ্মণীর একদিন, ক্ষত্রিয়ার দুই দিন বৈশ্যার তিন দিন এবং শূদ্রাণীর ছয় দিন অতিরিক্ত থাকে অর্থাৎ তত্তদ্দিনের পর সে দৈব ও পৈত্রক্রিয়ায় অধিকারিণী হয়, কিন্তু লৌকিককার্য্যে কোন বাধা নাই।

সপ্তম বা অষ্টম মাসে শিশু গর্ভে মৃত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে সকলকেই পূর্ণাশৌচ গ্রহণ করিতে হয়। নবম-দশম-মাসেও ঐ বিধি।

অস্পৃশ্যত্বাদ্যশৌচ।

পূর্ণাশৌচস্থলে ব্রাহ্মণের পক্ষে অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব তিন দিন, ক্ষত্রিয়ের ছয় দিন, বৈশ্যের অষ্টাহ এবং শূদ্রের দশ দিন থাকে।

খণ্ডাশৌচস্থলে অশৌচদিনকে তিন ভাগ করিয়া এক ভাগে যত সময় হয়, ততকাল অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব গ্রহণীয়। অশৌচকাল অতীত হইলে স্নানান্তেই শুদ্ধ হওয়া যায়।

বালক বা বালিকা জন্মিলে যদি তৎপিতা বা বিমাতা সূতিকা স্পর্শ করে, তাহা হইলে মাতার তুল্য অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হয়; কিন্তু অপরের হয় না।

পুত্রকন্যা জন্মিলে কেবল পিতামাতারই অঙ্গাস্পৃশ্যত্ব হয়, সপিণ্ডগণের হয় না।

খণ্ডাশৌচ।

যদি মাতুল, শিষ্য, পুরোহিত ও আত্মবান্ধব ইহাদিগের

আত্মবান্ধব—মাসীর পুত্র ও কন্যা এবং মাতুলপুত্র।